তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দশম কল্প তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র /০

বৈশাখ ৪৫৩ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	১
সামঞ্জস্য	৩
বৈদিক আর্য্যসমাজ	[illegible]
বুদ্ধদেব-চরিত	[illegible]
সৌর পরিবার	১০
প্রফুল্লচিত্ততা	১৫
ঘাসীদাস	১৭
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	[illegible]
জ্যৈষ্ঠ ৪৫৪ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	২১
বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা	২৪
বৈদিক আর্য্যসমাজ	২৭
রাজনীতি	৩০
বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান	৩১
স্বাধীন চিন্তা	৩৩
ঘাসীদাস	৩৭
আষাঢ় ৪৫৫ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪১
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজে	৪৪
শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৫
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৫০
স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত	৫৫
শ্রাবণ ৪৫৬ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৬১
ভবানীপুর ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৬৪
দানবীর ভোজপ্রমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬৯
প্রেরিত পত্র	৭৪
LETTER	৭৯
ভাদ্র ৪৫৭ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৮১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার	৮৪
বেদান্ত দর্শন	৮৬
সূর্য্য	৯১
অশোকচরিত	৯৫
বিবাহ	৯৮
LETTER	৯৮
আশ্বিন ৪৫৮ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	১০১
ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ	১০৩
সূর্য্য	১০৬
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা	১১৪
[illegible]	১১৬
ধর্ম্ম [illegible] বিদ্যালয়	১১৭
পত্র	১১৮
কার্ত্তিক ৪৫৯ সংখ্যা	
[illegible]	১২১
[illegible]	১২৫
[illegible] বিভাগ ও ধর্ম্মনীতি	১২৯
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	১৩২
[illegible]	১৩৭
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	১৩৮
[illegible] কতদূর প্রামাণিক	১৩৯
অগ্রহায়ণ ৪৬০ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	১৪১
উপদেশ	১৪২
বেদান্ত-দর্শন	১৪৪
[illegible]	১৪৭
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব	১৫৫
পৌষ ৪৬১ সংখ্যা	
[illegible]	১৬২
পাতঞ্জল দর্শন	১৬৬
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	১৬৯
ঘাসীদাস	১৭৩
মাঘ ৪৬২ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	১৮১
বেদান্ত-দর্শন	১৮৪
পাতঞ্জল-দর্শন	১৮৭
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	১৯০
সত্য ধর্ম্ম	১৯৩
প্রকৃতি-যোগ	১৯৫
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	১৯৬
ফাল্গুন ৪৬৩ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	২০১
দ্বিত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২০৩
বেদান্ত দর্শন	২১২
পাতঞ্জল-দর্শন	২১৫
AN UNFOUNDED CHARGE	২১৯
চৈত্র ৪৬৪ সংখ্যা	
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	২২১
পাতঞ্জল দর্শন	২২৩
প্রকৃত ধর্ম্মসাধন	২২৭
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	২২৯
বেদান্ত দর্শন	২৩৩

DAMAGED.

অকারাদি বর্ণক্রমে দশম কল্প তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা।		পৃষ্ঠা।
অশোকচরিত	৪৫৭	...	৯৫
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মনীতি	৪৫৯	...	[illegible]
উপদেশ	৪৬০	...	১৪
ঘাসীদাস	৪৫৩	...	[illegible]
ঘাসীদাস	৪৫৪	...	[illegible]
ঘাসীদাস	৪৬১	...	১৭১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৩	...	১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৪	...	২১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৫	...	৪১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৬	...	৬১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৭	...	৮১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৫৮	...	১০১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬০	...	১৪১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬২	...	১৮১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬৩	...	২০১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৪৬৪	...	২২১
জ্ঞানী বাক্য	৪৫৮	...	১১৬
জ্ঞানীবাক্য	৪৫৯	...	১৩৭
তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক	৪৫৯	...	১৩৯
দানবীর ভোজপ্রসারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৫৬	...	৬৯
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৫৩	...	১৯
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৫৯	...	১৩৮
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪৬২	...	১৯৬
দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৬৩	...	২০৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার	৪৫৭	...	৮৪
ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়	৪৫৮	...	১১৭
ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৮	...	১০৩
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব	৪৫৯	...	১২১
ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব	৪৬০	...	১৫৫
নববিধান	৪৬০	...	১৪৭
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৫	...	৪৪
পত্র	৪৫৮	...	১১৮
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬১	...	১৬৬
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬২	...	১৮৭
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬৩	...	২১৫
পাতঞ্জল-দর্শন	৪৬৪	...	২২৩
প্রেরিত পত্র	৪৫৬	...	১৭৪

	সংখ্যা।		পৃষ্ঠা।
প্রফুল্লচিত্ততা	৪৫৩	...	১৫
প্রকৃতি-যোগ	৪৬২	...	১৯৫
প্রকৃত ধর্ম্মসাধন	৪৬৪	...	২২৭
ভবানীপুর ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৬	...	৬৪
রাজনীতি	৪৫৪	...	৩০
বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা	৫৫৪	...	২৪
বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান	৪৫৪	...	৩১
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৫৯	...	১৩২
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ৪৬২		...	১৯০
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৬৪	...	২২৯
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য	৪৬১	...	১৬৯
বিবাহ	৪৫৭	...	৯৮
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা	৪৫৮	...	১১৪
বুদ্ধদেব-চরিত	৪৫৩	...	৮
বেদান্ত-দর্শন	৪৬২	...	১৮৯
বেদান্ত-দর্শন	৪৬১	...	১৬২
বেদান্ত-দর্শন	৪৬০	...	১৪৪
বেদান্ত-দর্শন	৪৬৩	...	২১২
বেদান্ত-দর্শন	৪৬৪	...	২৩৩
বেদান্ত-দর্শন	৪৫৭	...	৮৬
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৩	...	৫
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৪	...	২৭
বৈদিক আর্য্যসমাজ	৪৫৫	...	৫০
শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৫	...	৪৫
শ্বেত পুষ্প	৪৫৯	...	১২৫
সত্য ধর্ম্ম	৪৬২	...	১৯৩
সামঞ্জস্য	৪৫৩	...	৩
সূর্য্য	৪৫৭	...	৯১
সূর্য্য	৪৫৮	...	১০৬
স্বাধীন চিন্তা	৪৫৪	...	৩৩
সৌর পরিবার	৪৫৩	...	১০
স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত	৪৫৫	...	৫৫
AN UNFOUNDED CHARGE	৪৬৩	...	২১৯
LETTER	৪৫৬	...	৯৮
LETTER	৪৫৭	...	৭৯

সম্বৎ ১৯৩৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ চৈত্র সোমবার।

Registerd NO 52.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
394

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪৫৩ সংখ্যা। বৈশাখ
শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বাইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ।১

'গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং' প্রাণিজাতং 'যৎ ইদং কিঞ্চ' স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎসর্ব্বং গায়ত্র্যেব। বাক্ বৈ গায়ত্রী' 'বাক্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ' বাক শব্দরূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ শব্দয়তি অসৌ গৌরসাবশ্ব ইতি 'ত্রায়তে চ' রক্ষতি ॥ ১

এই যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল তাহা গায়ত্রী। বাক্য গায়ত্রী, যে হেতুক বাক্য এই ভূত সকলকে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে এবং শব্দ দ্বারা পরিত্রাণ করে। ১

যাবৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে। ২

'যা বৈ সা' এবংলক্ষণা সর্ব্বভূতরূপা 'গায়ত্রী' 'ইয়ং বাব সা' যা ইয়ং পৃথিবী' সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ ইয়ং পৃথিবী গায়ত্রী। কথং সর্ব্বভূতসম্বন্ধঃ যস্মাৎ 'অস্যাং' পৃথিব্যাং 'হি ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতং' 'এতাং এব' পৃথিবীং 'ন অতিশীয়তে, নাতিবর্ত্ততে ॥ ২

যাহা এই গায়ত্রী তাহাই ইহা যাহা এই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে এই স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পৃথিবীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ২

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ।৩

'যা বৈ সা পৃথিবী ইয়ং বাব সা' তৎ কিং 'যৎ ইদং অস্মিন্ পুরুষে শরীরং' পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। 'এতস্মিন্ হি' শরীরে 'ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎএব' শরীরং প্রাণাঃ 'ন অতিশীয়ন্তে ॥ ৩

যাহা সেই পৃথিবী তাহাই ইহা যাহা এই পুরুষের শরীর। এই শরীরে এই প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা এই শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে না। ৩

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাএতদেব নাতিশীয়ন্তে। ৪

'যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরং' 'ইদং বাব তৎ যৎ ইদং' 'অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে' অন্তর্মধ্যে পুরুষে 'হৃদয়ং' অস্মিন্ হি' হৃদয়ে 'ইমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ' 'এতৎ এব' হৃদয়ং এব 'ন অতিশীয়ন্তে' প্রাণাঃ ॥ ৪

যাহা সেই পুরুষের শরীর তাহাই ইহা যাহা এই পুরুষের অন্তরে হৃদয়। এই হৃদয়ে এই প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই প্রাণ সকল হৃদয়কে অতিক্রম করিতে পারে না।৪

WORM EATEN.

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তং । ৫

'সা এষা চতুষ্পদা' 'ষড়্‌বিধা' ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি 'গায়ত্রী' ।... 'তৎ এতৎ' অস্মিন্নর্থে এতৎ গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যনূক্তং' প্রকাশিতং ॥ ৫

সেই এই চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী। তাহা ঋক মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত ।৫

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি । ৬

'তাবান্' 'অস্য' গায়ত্র্যাখ্যস্য সমস্তস্য 'মহিমা' বিভূতিবিস্তারঃ যাবাং শ্চতুষ্পাৎ ষড়্‌বিধশ্চ গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ 'ততঃ' গায়ত্র্যাঃ 'জ্যায়ান্ চ' মহত্তরঃ পরমার্থ সত্যরূপোঽবিকারঃ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। 'অস্য' তস্য পুরুষস্য 'পাদঃ' 'সর্ব্বাঃ' সর্ব্বানি 'ভূতানি' তেজোহবন্নাদিনী সস্থাবরজঙ্গমানি। 'ত্রয়ঃ পাদাঅস্য সোঽয়ং 'ত্রিপাৎ' 'অমৃতং' পুরুষাখ্যং 'অস্য' গায়ত্র্যাত্মনঃ 'দিবি ইতি' দ্যোতন্বতি স্বাত্মন্যবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬

সেই সকলই এই গায়ত্রীর মহিমা। এই গায়ত্রী হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ভূত সকল ইহাঁর পা। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ত্রিপদবিশিষ্ট অমৃত পুরুষ স্বীয় জ্যোতিতে অবস্থিত।৬

যদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশোযোবৈ সবহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ। ৭

যদ্বৈ তৎত্রিপাদমৃতং গায়ত্রীমুখেনোক্তং'তৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি' 'ইদং বাব তৎ যঃ অয়ং' 'বহির্দ্ধা' বহিঃ 'পুরুষাৎ আকাশঃ' ভৌতিকঃ 'যোবৈ সবহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ' ॥ ৭

সেই এই ব্রহ্ম। এবং সেই ব্রহ্মই ইহা যাহা এই পুরুষের বাহিরে ভৌতিক আকাশ। ৭

অয়ং বাব সযোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশো-যোবৈসোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ। ৮

'অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ং অন্তঃপুরুষে' শরীরে 'আকাশঃ' 'যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ' ॥ ৮

এই আকাশই সেই যাহা এই শরীরের মধ্যের আকাশ, যাহা এই শরীরের মধ্যের আকাশ। ৮

অয়ং বাব সযোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে যএবং বেদ। ৯

'অয়ং বাব সঃ যঃ অয়ং' 'অন্তর্হৃদয়ে' পুণ্ডরীকে 'আকাশঃ'। 'তৎ এতৎ' হার্দ্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম 'পূর্ণং' সর্ব্বগতং 'অপ্রবর্ত্তি' ন কুতশ্চিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি ... 'পূর্ণং' 'অপ্রবর্ত্তিনীং' 'অনুচ্ছেদাত্মিকাং ... বিভূতিং' 'লভতে' 'যঃ' এবং পূর্ণমপ্রবর্ত্তিগুণং ... 'বেদ' জানাতি ॥ ৯

এই শরীরের মধ্যের আকাশই সেই যাহা এই হৃদয়ের মধ্যের আকাশ। এই হৃদয়ের মধ্যের আকাশে যে ব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেছেন তিনি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, কাহারও কর্ত্তৃক তিনি প্রবর্ত্তিত হন না। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন তিনি পূর্ণ স্থায়ী শ্রীলাভ করেন। ৯

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

তস্য হবাএতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ সযোঽস্য প্রাঙ্‌সুষিঃ সপ্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্ব্যন্নাদোভবতি যএবং বেদ। ১

'তস্য' প্রকৃতস্য 'হ বা' 'এতস্য হৃদয়স্য' 'পঞ্চ' পঞ্চ সংখ্যাকাঃ দেবানাং সুষয়ঃ 'দেবসুষয়ঃ' স্বর্গলোকপ্রাপ্তিদ্বারচ্ছিদ্রাণি। 'সঃ যঃ অস্য' হৃদয়স্য 'প্রাঙ্‌সুষিঃ' পূর্ব্বাভিমুখস্য প্রাগগতং যচ্ছিদ্রং দ্বারঃ 'সঃ প্রাণঃ' 'তৎ চক্ষুঃ' 'সঃ আদিত্যঃ' 'তৎ এতৎ প্রাণাখ্যং 'তেজঃ অন্নাদ্যং ইতি উপাসীত'। 'তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ১

সেই এই হৃদয়ের পঞ্চ দ্বার আছে। সেই যে ইহার পূর্ব্বদিকের দ্বার, সে প্রাণ, সে চক্ষু এবং সে আদিত্য। সেই প্রাণকে তেজ এবং ভোজ্য অন্ন বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি তেজস্বী এবং অন্নভোগী হন। ১

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ সব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং সচন্দ্রমাস্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত। শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি যএবং বেদ।২

'অথ' 'যঃ' 'অস্য' হৃদয়স্য 'দক্ষিণঃ সুষিঃ' তৎস্থ বায়ুবিশেষঃ 'সঃ ব্যানঃ' 'তৎ শ্রোত্রং' 'সঃ চন্দ্রমাঃ' 'তৎ এতৎ' 'শ্রীঃ' বিভূতিঃ 'চ' 'যশঃ চ' খ্যাতির্ভবতীতি যশো-

হেতুত্বাৎ যশঃ 'ইতি উপাসীত'। 'শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি' 'যঃ এবং বেদ' ॥ ২

আর যাহা ইহার দক্ষিণ দিকের দ্বার তাহা ব্যান, তাহা শ্রোত্র এবং সে চন্দ্রমা। সেই ব্যানকে শ্রী এবং যশ বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি শ্রীমান এবং যশস্বী হন। ২

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্‌সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদোভবতি যএবং বেদ। ৩

'অথ যঃ অস্য' 'প্রত্যঙ্‌সুষিঃ' পশ্চিমস্তৎস্থোবায়ুবিশেষঃ 'সঃ' মূত্রপুরীষাদ্যপনয়ন্নাধোঽনিতীতি 'অপানঃ' 'সা বাক্' 'সঃ অগ্নিঃ' তৎএতৎ' 'ব্রহ্মবর্চসং' বৃত্তস্বাধ্যায় নিমিত্তং তেজঃ 'অন্নাদ্যং' অন্নগ্রসনহেতুত্বাদন্নাদ্যম... 'ইতি উপাসীত'। 'ব্রহ্মবর্চসী অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৩

আর যাহা ইহার পশ্চিম দিকের দ্বার তাহা অপান, তাহা বাক্য, তাহাই অগ্নি। সেই ইহাই ব্রহ্মজ্যোতি এবং ভোজ্য অন্ন এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি-বিশিষ্ট এবং অন্নভোগী হন। ৩

অথ যোঽস্যোদঙ্‌সুষিঃ সসমানস্তন্মনঃ সপর্জন্যঃ তদেতৎ কীর্ত্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত। কীর্ত্তিমান ব্যুষ্টিমান্ ভবতি যএবং বেদ। ৪

'অথ' 'যঃ অস্য' 'উদঙ্‌সুষিঃ' উদগ্‌গতঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ুবিশেষঃ 'সঃ সমানঃ' অশিতপীতে সমং নয়তীতি সমানঃ 'সঃ পর্জন্যঃ' বৃষ্ট্যাত্মকোদেবঃ। 'তৎএতৎ কীর্ত্তিঃ চ' 'ব্যুষ্টিঃ চ' কান্তির্দেহগতং লাবণ্যং 'ইতি উপাসীত' 'কীর্ত্তিমান্ ভবতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৪

আর যাহা ইহার উত্তর দিকের দ্বার তাহা সমানবায়ু, তাহা মন, তাহাই পর্জ্জন্য। সেই ইহা কীর্ত্তি এবং লাবণ্য এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি কীর্ত্তিমান এবং কান্তিবিশিষ্ট হন।

অথ যোঽস্যোর্দ্ধ্বঃ সুষিঃ সউদানঃ সবায়ুঃ স আকাশস্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত, ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি যএবং বেদ। ৫

'অথ যঃ অস্য ঊর্দ্ধ্বঃসুষিঃ' সঃ উদানঃ' আপাদতলাদারভ্যোর্দ্ধ্বমুৎক্রমণাৎ কর্ম্মার্থঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যুদানঃ 'সঃ বায়ুঃ' ... 'আকাশঃ'। 'তৎএতৎ' 'ওজঃ' বলং মহত্বাচ্চ 'মহঃ' 'ইতি উপাসীত' 'ওজস্বী মহস্বান্ ভবতি যঃএবং বেদ' ॥ ৫

আর যাহা ইহার ঊর্দ্ধদিকের দ্বার তাহা উদান বায়ু, তাহাই আকাশ। সেই এই বল এবং মহৎ এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি বলবান এবং মহৎ হন। ৫

সামঞ্জস্য।

দেবনির্ভর ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা। উক্ত নির্ভর-প্রবৃত্তির সহায়তা ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। উক্ত নির্ভর-প্রবৃত্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কেহই জগৎপিতা জগৎমাতার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ কিয়ৎ পরিমাণেও নিবদ্ধ করিতে পারগ হয় না।

প্রীতি নির্ভর অপেক্ষা উচ্চতর ভাব। প্রীতি নির্ভর অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও বিশুদ্ধ ভাব। নির্ভর-প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া আমরা কোন ঐহিক অথবা পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করি; প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বরেরই জন্য ভাল বাসি, তাঁহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হই; এমন কি, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হই না।

যাঁহারা জ্ঞানানুরোধে ধর্ম্ম-পথে পদ চালনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা যে উপায় দ্বারা প্রীতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদিগের যত্নশীল হওয়া নিতান্ত উচিত; কারণ, নীরস জ্ঞান একাকী আমাদিগের হৃদয় ও মনকে যথোচিত রূপে পবিত্র ও উন্নত করিতে পারে না। নীরস জ্ঞান একাকী আমাদিগকে নানা কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। নীরস জ্ঞান

DAMAGED.

একাকী আমাদিগকে নিরাপদে এই ভবপারাবারের অপর পারে উত্তীর্ণ করিতে পারে না।

যে সমস্ত বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইলে ধর্ম্ম পূর্ণাকারে প্রকাশ পায় তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতি দয়া ও বুদ্ধির সহায়তা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সমাক্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না। যাহাতে আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়া ইহলোকে পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য উক্ত তিন বৃত্তির সামঞ্জস্য ব্যতীত সাধিত হইবার উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর-প্রীতি আমাদিগকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগার্থ ব্যাকুল করে; দয়া আমাদিগের অন্তঃকরণকে মানবকুলের দুঃখমোচনার্থ ব্যথিত করে; বুদ্ধি আমাদিগের পরিচালক। যাহাতে আমরা অনুচিত রূপে ঈশ্বর-প্রীতি ও দয়ার অধীন না হই, যাহাতে আমরা আমাদিগের নানা কর্ত্তব্য নিরূপণে সমর্থ হই, ও ঈশ্বরের মহিমা-প্রতিপাদক বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, বুদ্ধি সেই সকল বিষয়ে আমাদিগের পরম সহকারী। ঈশ্বর-প্রীতি, দয়া, ও বুদ্ধি এই তিন বৃত্তি পরিচালন না করিলে আমরা ধর্ম্মের মহোচ্চ পদবীতে উত্থিত হইতে পারগ হই না।

যাঁহারা এই তিন বৃত্তির মধ্যে কেবল কোন একটী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জীবন অতিপাত করেন, তাঁহারা নানা ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হন ও জনসমাজের অনিষ্টোৎপাদন করেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েন তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করেন। যাঁহারা কেবল ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান তত নাই, তাঁহারা নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া কত বার রাগ দ্বেষাদির অনুরোধে আপন আপন চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল দয়াশীল, তাঁহারা বুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রীতির সহায়তা না পাইয়া রীতিমত না জনসমাজের না নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রবল বেগবতী দয়া-বৃত্তি রূপ স্রোতে ভাসিতে থাকেন। তাঁহারা অসংযত দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কুধর্ম্মীদিগকে দয়া করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন না। যাঁহারা কেবল বুদ্ধিমান, তাঁহারা না ঈশ্বর না লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহারা স্বার্থসাধনে তৎপর, চতুরতার সহিত স্বার্থ সাধন করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন। প্রীতির সহায়তা না পাইয়া তাঁহারা পরকাল ও ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধীয় কতই কুতর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ, যিনি বুদ্ধির অগম্য, যাঁহার সত্তা আমরা প্রীতির আলোক আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই, সেই অদৃশ্য, অজাত, সনাতন, বিশুদ্ধ পরমাত্মার অস্তিত্ব নিজ নিজ অসহায় বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে ও ভক্তিশূন্য হৃদয় দ্বারা অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া বিষম ভ্রমজালে জড়িত হয়েন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ঈশ্বর-প্রীতি দয়া, ও বুদ্ধি এই তিনের মধ্যে কেবল কোন একটী বৃত্তি মাত্রেরই অধীন না হইয়া যাহাতে আমাদিগের ঐ তিন বৃত্তি মার্জ্জিত ও উন্নত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এই তিন বৃত্তি সমঞ্জসীভূত রূপে পরিচালনা করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আর্য্য-প্রতাপে দস্যুগণ ভীত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলে পর, আর্য্য-সমাজ রীতিমত প্রতিষ্ঠিত এবং সংগঠিত হইল। আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে শান্তির সুশীতল ছায়াতে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা বিবিধ পরিবারে বিভক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতার স্থানে স্থানে আর্য্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন কুল ও পরিবারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম, পাশুপাল্য ও শিল্পকর্ম্মে অনেক সময় কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত হইতে থাকে। "এই সময়ে তাঁহারা অটনশীল ছিলেন এবং তাঁহাদিগের কোন স্থির বাসস্থান ছিল না" কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা অমূলক এবং অপ্রামাণিক। ঋগ্বেদের অনেকত্র কৃষিকর্ম্ম-সাধন যন্ত্রাদির নাম এবং বর্ণনা আছে। আর চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটী কেবল কৃষিবিষয়ক। ইহার ঋষি বামদেব কৃষিকর্ম্মোপযোগি যন্ত্র প্রভৃতির উন্নতির কথা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে অন্ন, অশ্ব, পশু প্রভৃতির জন্য অনেক প্রার্থনা আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি না, যে আর্য্যগণ তৎকালে ভ্রমণশীল ছিলেন এবং অন্ন প্রভৃতির অভাব সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে কেন এইরূপ অনুমান করেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। আর্য্যদিগের যে তখন স্থির বাসস্থান, সুরম্য গৃহাবলী, উন্নীয়মান গ্রাম, নগর প্রভৃতি ছিল তাহা ঋগ্বেদসংহিতার প্রায় প্রতিপৃষ্ঠা হইতে জানা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর্য্যশত্রু দস্যু প্রভৃতি জাতিদিগের গ্রাম, নগর ও হর্ম্ম্যাবলী ছিল। আর্য্যগণ এই সকল জাতিকে জয় করিয়াও যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন ইহা কে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। তাঁহারা পশুপালন করিতেন ইহা বরং বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম জানিতেন না ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ বেদে ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং ধান্য, যব, গোধূম, রবিশস্য প্রভৃতির প্রভূত উল্লেখ আছে। বেদে নানাবিধ শিল্পচাতুরীর কথা দেখা যায়। বস্ত্রবয়ন, দারুকর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত কার্য্য ছিল। সূত্রধরগণ শকট, রথ, যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিত, চক্রনির্ম্মাতারা চক্র নির্ম্মাণ করিত, শিল্পকার ও কর্ম্মকারেরা সুবর্ণ লৌহ প্রভৃতির বর্ম্ম রচনা করিত, তক্ষাগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য গড়িত এবং তন্তুবায়গণ তাহাদের তন্ত্রে নিযুক্ত থাকিত। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১সূক্তে লিখিত আছে যে "যদ্রূপ দেহোপরি পরিহিত কবচ বা বর্ম্ম দেহকে রক্ষা করে, তদ্রূপ অগ্নিদেব যজমানকে রক্ষা করেন।" আর চতুর্থ অধ্যায়ের ৫৬ সূক্তে ইন্দ্রদেবকে লৌহময়-কবচ-সন্নদ্ধ-দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূক্তে শুষ্ণাসুরের নিগড়বন্ধন এবং কারাগৃহে স্থাপন উল্লিখিত আছে। এই রূপ অন্যান্য সূক্ত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে আর্য্যগণ পূর্ব্বে লৌহময় কবচ ব্যবহার করিতেন এবং বর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত ও রক্ষিত করিয়া যুদ্ধে প্রয়াণ করিতেন। সুবর্ণনির্ম্মিত কবচ, সুবর্ণনির্ম্মিত রথাবয়ব এবং লৌহময় প্রাচীরের কথাও অনেক স্থলে আছে। আর্য্যদিগের শিল্পনৈপুণ্য ঋগ্বেদসংহিতা হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। অশ্ব, গোমেষাদি পশুগণ, উষ্ট্র, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি জন্তু

সকল প্রধানতঃ পোষিত হইত। উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তাঁহারা দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করিতেন। অশ্ব নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইত। অশ্বারোহি পুরুষের কথা বেদে অনেক বার দৃষ্ট হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ৬০ সূক্ত হইতে জানা যায় যে আর্য্যগণ তখন অশ্বে আরোহণ করিতেন। আর এক সূক্তে অবগত হওয়া যায় যে কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটে উত্তম অশ্ব পাওয়া যাইত বলিয়া উহার স্বশ্ব (সু-অশ্ব) নাম হইয়াছিল। অশ্বমেধ যাগে অশ্ববলি হইত। অশ্বমেধ, অজমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের তৎকালে প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২৮ সূক্তে গোচর্ম্মের এবং ৬১ প্রভৃতি সূক্তে গোমাংসের ব্যবহার উল্লিখিত হইয়াছে। ২৮ সূক্তের ৯ ঋকে অবশিষ্ট সোমরস গোচর্ম্মোপরি রাখিবার কথা আছে এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে বিবাহাগ্নি উপসমাধান করিয়া ইহার পশ্চাৎ গোচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিবে। ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে তৎকালে গোচর্ম্ম অস্পৃশ্য ছিল না। ৬১ সূক্তের ১২ ঋক পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে বৈদিক কালে গোমাংসের ব্যবহার ছিল। মাংসবিক্রেতারা গোপশুর অঙ্গচ্ছেদন করিয়া বিক্রয় করিত। তখন গোমাংস অভক্ষ্য ছিল না; ইহা পণ্ডিতপ্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রমাণিত করিয়াছেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধপ্রকরণে, এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতার পুরুষমেধপ্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় যে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে শ্রোত্রিয় অতিথির আগমনে "মহোক্ষ" বা "মহাজ" বধ করিয়া অতিথিসৎকার করিবার রীতি ছিল। এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে। ভবভূতি-প্রণীত বীরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে এবং উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে বৎসতরী, মহোক্ষ (বৃষ) বা মহাজ (ছাগ) নির্ব্বপণের কথা আছে। বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার প্রমাণস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রচলিত হিন্দুমতের বিরোধি হইলে ভবভূতি একথা তাঁহার নাটকে কখন লিখিতে পারিতেন না। ভবভূতি বিষয়ক প্রস্তাবে সদ্বিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া ভাবমিশ্রের গ্রন্থ হইতে গোমাংস বিষয়ক একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

গোমাংসন্তু গুরু স্নিগ্ধং পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
হৃংহণং বাতহৃদ্ বল্যম্ অপথ্যং পীনসপ্রণুৎ॥

ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে যদি গোমাংস তৎকালে ব্যবহৃত না হইত তবে তিনি এবিষয়ে এরূপ লিখিতেন না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ বলিয়া গোমাংসের ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পাছে আর্য্যগণ পুনর্ব্বার ইহার ব্যবহার প্রচলিত করিয়া আপনাদের অহিতসাধন করেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা অতিগুরুতর রূপে ইহা প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার একস্থলে দেখিয়াছি যে গোমাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য। অধুনা ভারতবর্ষে জলবায়ুর যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং গ্রীষ্মের যেরূপ আধিক্য হইয়াছে তাহাতে উষ্ণ গোমাংসের ব্যবহারে শরীরের নানারূপ দোষ ঘটিতে পারে। অতএব ইহা অবৈধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ উন্নতিসহকারে অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে আর্য্যাধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন এবং

সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি নদীর সন্নিহিত স্থানে উপনীত হইলেন। ঋগ্বেদসংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের এক সূক্তে আমরা পাঠ করি যে সরস্বতী, দৃশদ্বতী এবং অপয়া নদীর তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তেও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে প্রকাশ আছে যে সরস্বতী নদী অসুরাধিকৃত স্থান সকল আর্য্যদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরস্বতী নদীতটে অনেক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত পবিত্র স্থানের নাম মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই প্রদেশ বৈদিক কালের পুণ্যভূমি, যজ্ঞযাগের অনুষ্ঠানস্থল। ইহা দিল্লীনগরের প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আর্য্যগণ ক্রমশঃ এই প্রদেশ পর্য্যন্ত স্বাধিকার বিস্তার করিলেন এবং আর্য্যসমাজের পরিসর বর্দ্ধিত হইল। পরে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সন্নিহিত প্রদেশও অধিকৃত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদসংহিতায় আমরা যমুনা ও গঙ্গার উল্লেখ এবং তাহাদের কূলে গোচারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সময়ে আর্য্যসমাজের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়।

এই সময়ে আর্য্যগণ বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। বেদে বহুত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্য বণিকগণ নৌকা, বা পোতারোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। ঋগ্বেদসংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে সমুদ্রগামিনী নৌকা, সমুদ্রযায়ী পোত, সমুদ্রপরিচিত বাহিত্র, পোতভঙ্গ, সমুদ্রযাত্রা এবং সমুদ্র ও তত্রত্য ব্যাপারের বর্ণনা নেত্রপথে পতিত হয়। প্রথম মণ্ডলের ২৫ সূক্তে সমুদ্রে গমনশীল নৌকার উল্লেখ আছে। নৌকাশব্দ জলযান মাত্রেরই বাচক। ৫৬ সূক্তে লিখিত আছে যে ধনাভিলাষে বণিকেরা সমুদ্রে অধিরোহণ করিত। আর্য্যগণ সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে গমন করিতেন বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন যে বহির্বাণিজ্য দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সংসাধিত হয়। বহির্বাণিজ্য দ্বারা বিদেশজাত বহুবিধ দ্রব্য স্বদেশে আনীত হয় এবং দেশবাসীদিগের সুখসম্ভোগের পরিসর বৃদ্ধি হয়। বহুজাতির সহিত আলাপ ও ব্যবহার দ্বারা অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। বহির্বাণিজ্য দেশের পারিশ্রমিক সংস্থান উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে এবং সভ্যতার উন্নতি আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। সমুদ্র-যাত্রা-স্বীকার যে ভূরি ভূরি সুফল প্রসব করে তাহা আর্য্যসমাজে অবিদিত ছিল না। যে দিন হইতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই দিন হইতে ভারতের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিবার অপেক্ষা সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধ হেতু কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অধিক সঙ্গত হয়। পরবর্ত্তী ঋষিগণ সমুদ্রযাত্রার মহিমা বুঝিতে না পারিয়া এবং দুই এক স্থলে হয়ত কুফল দেখিয়া ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বৃহন্নারদীয়ে(১) লিখিত আছে যে সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজগণের অসবর্ণা বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জ্জনীয়। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধ এবং সমুদ্রযাত্রা নিষেধ হইতে ভারতের মহৎ অপকার

(১) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূদ্বহনন্তথা॥
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুর্মনীষিণঃ॥
বৃহন্নারদীয়ম্।

হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এরূপ কোন নিষেধ ছিল না। সুতরাং আর্য্যগণ যথেচ্ছভাবে বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারা সমাজের তাদৃশ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা জ্যোতিষিক গণনা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং খগোলস্থিত নানা বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সৌর এবং চান্দ্রমাস গণনা করিতেন এবং উভয়ের ঐক্য-বিধানের নিমিত্ত প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটী মলমাস ধরিতেন। এই মাসকে বেদে অধিমাস বলা হইয়াছে; কখন বা "যে মাস উপজাত হয়" এই ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা জানিতেন যে সূর্য্য স্বকক্ষে ভ্রমণ করিয়া ক্রমশঃ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র কিরণমালা বিকীর্ণ করে। তৎকালে পৃথিবীর গতির কোন আশঙ্কাও হয় নাই। তাঁহারা সূর্য্যকেই দিন রাত্রির কারণ বলিতেন, যেহেতু পৃথিবীর যে অংশে আলোক পতিত হইয়া থাকে, সে স্থানে দিন এবং অন্য স্থানে রাত্রি হয়। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের সূর্য্যসম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে। সূর্য্য পাবন এবং অনিষ্ট-নিবারক, জগতের কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং কর্ম্ম-সাক্ষী। সূর্য্য জ্যোতিষ্কৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক, সূর্য্যের আলোক রসাত্মক চন্দ্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে আলোকময় করে। সূর্য্যকে তরণি বা মহাবেগশালী বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা-কালে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন যে স্মৃতির মতে সূর্য্য অর্দ্ধনিমেষে ২২০২ যোজন পথ ভ্রমণ করে, সুতরাং সূর্য্য অতিশয় বেগসম্পন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে উক্ত আছে যে বৃত্রাসুরের অনুচরগণ পৃথিবীর পরীণাহ বা পরিধিতে অর্থাৎ সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ পৃথিবীর বর্ত্তুলাকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত ছিলেন। এই অনুমান অনেকের নকটে ভাল বলিয়া বোধ হইবে না। পরমহংস যতিগণ বলিয়া থাকেন যে আর্য্যসমাজে সকল শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছিল এবং অধুনা আবিষ্কৃত তত্ত্বনিচয়ের অনেকগুলি বৈদিক আর্য্যসমাজে বিদিত ছিল। আমরা এতদূর বলিতে সাহস করি না। কিন্তু এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বৈদিক আর্য্যগণ অনেক শাস্ত্রের এবং অনেক শিল্পের বিস্তর উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র মাসকৃৎ বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বেদে পূর্ণচন্দ্রকে রাকা, অমাবস্যার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী চন্দ্রকলাকে সিনীবালী, অমাবস্যাকে গঙ্গু বা কুহূ এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্দ্দশকলাবিশিষ্ট চন্দ্রকে অনুমতি নামে নামিত করা হইয়াছে। অনেক নক্ষত্রের নাম ও বর্ণনা বেদে দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ সপ্তর্ষিমণ্ডল বা ঋক্ষ (Great Bear) প্রজাপতি (Orion), রোহিণী (Aldeberan) প্রভৃতি নক্ষত্র সকল বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বেদে এবং ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রভৃতিকে সবিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেন এবং ক্রমে নক্ষত্রদর্শন করিতে করিতে জ্যোতিষ শাস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

বুদ্ধদেব-চরিত।

৪৫০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।

নৃপবরে দিয়ে সমাচার
লয়ে অশ্ব আভরণ, ছন্দক দুঃখিত মন
রমণীর অবরোধে প্রবেশিল কাঁদি।

398

আবার পড়িল বাজ, পতিহীন অশ্বরাজ
গোপার নয়ন-পথে নিপতিল যদি।
ছন্দকের ম্লান মুখ, হেরিয়া বাড়িল দুঃখ
গোপার হৃদয়ে হলো আবর্ত্ত তুমুল।
শোকের উচ্ছ্বাস পুন, হারায়ে চেতন যেন
পড়িল ধরণীতলে তরু ছিন্নমূল।
অন্তঃপুর-নারীদল, বদনে ক্ষেপিল জল
কতক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করিল রমণী।
কিঞ্চিৎ পাইল বল; কিন্তু চক্ষে পড়ে জল,
পূর্ব্ব-স্মৃতি তুলে বালা কহিল কাহিনী।
"প্রিয়প্রেম-প্রস্রবণ, চারুচন্দ্রনিভানন—
হায় রে কোথায় মম আজি সেই পতি,
সুরূপ সুন্দরকায়, সুবর লক্ষণ হায়
অনিন্দিত-অঙ্গ মরি শান্ত-তেজ-মতি
গুণের জীবন্ত মূর্ত্তি, অনন্তে অনন্ত কীর্ত্তি
পূজিত অমরে স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই নরে,
পুণ্যের অমিয় ধারা, শান্তির শীতল ঝরা
কে হরিল ক্ষণজন্মা দেবমূর্ত্তি ধীরে।
ঋষিকুল অগ্রগণ্য, ত্রিলোকে ত্রিকাল মান্য
ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মবীর অক্ষয় অটল
কমল লোচন কিবা, সুগোল সুন্দর গ্রীবা
একমাত্র অভাগীর জীবন সম্বল।
তুষার সন্নিভ দন্ত, দীর্ঘনাসা শ্রুতিমন্ত
নয়নের শিরদেশে ঊর্ণা-ভ্রু উত্তম
বিমল পুণ্যের জ্যোতি, কান্তি ভেদি দেয় ভাতি
যুগ্মপাণি যুগল চরণ অনুপম।
হায় দীপ্ত তাম্র-নখ, বিম্বোষ্ঠ বিকাশ মুখ
পতিপ্রাণা অবলার হৃদয়ের সাধ
কোথায় বা কোন্ দূরে, কণ্ঠক সুধাই তোরে
বলরে বহন করি ঘটালি প্রমাদ।
হা নিষ্ঠুর নিষ্করুণ, ছন্দক, তুই কেমন
গমনের কালে হিত একটিও কথা
কহিয়া বুঝাতে তাঁরে, বিমুখ রহিলি ওরে
প্রবীণ সারথি তোর এই কিরে প্রথা?
কাহার মঙ্গল তরে, কাহার দ্বারায় ওরে
হৃদয়ের প্রভু মোর কোন্ দিকে নীত,
অন্য কোন্ দিকস্থিত, লতাবন গুল্ম যত,
কেন্ বন-দেব আজি নাথে হেরি পূত?
অতি দুঃখ মম ওরে, কি আর বলিব তোরে
রতন হারায়ে হেরি সব অন্ধকার
সে ধন করুণা করি, ছন্দক, চরণে ধরি
আনি দেও অন্ধ আঁখি খুলুক আবার!
কিম্বা রে ভরসা বৃথা, নিবিবার নহে ব্যথা
যে জন ত্যজিল বর পূজ্য পিতা মাতা
একিরে সম্ভব হয়, সে আবার পুনরায়
ফিরিয়া আসিবে কভু স্মরিয়া বনিতা?
হা ধিক্ অনিত্য হায়, প্রিয় বিনা সমুদায়
নটরঙ্গ সভার সন্নিভ যত আর
বল্লভ বিহনে বালা, বাঁচয়ে সহিতে জ্বালা
জীবনে মৃত্যুর সম সব অন্ধকার।
গোপার ক্রন্দনে কাঁদি ছন্দক তখন
কহিল সুধীরে যাহা হয়েছে ঘটন।
কহিল, শুন গো সতী শাক্যের রমণী
সে দিন যখন লভে অর্দ্ধেক রজনী
অন্তঃপুর নারীদল ঘুমে অচেতন
সম্বোধি কুমার মোরে সময়ে এমন
কহিল, দেহরে আনি আমারে ছন্দক
ত্বরায় ত্বরিত-পদ তেজস্বী ঘোটক।
কি করি অগত্যা আমি কুমার আজ্ঞায়
অশ্বে আনিবার হেতু চলিনু ত্বরায়
যাইতে দেখিনু সতি তোমারে শয়ান
নিদ্রার আবেশ ঘোরে হারাইয়া জ্ঞান।
দূর হতে কহিলাম তবু ডাক দিয়ে
উঠ যায় তব নাথ তোমারে ত্যজিয়ে।
অতঃপর রাখিলাম কুমারের আগে
সালঙ্কৃত করি এই সুন্দর তুরগে
কণ্ঠক তাহার নাম তেজ কণ্ঠ তার
ক্রোশেক শব্দিত করে হ্রেষা রব যার।
এমন সময়ে কত কত দেবগণ
নভ দেশ হতে ভূমে দিল দরশন।
খচিত মুকুতা মণি-মাল্য অলঙ্কার
অশ্ব পদে দিয়ে পূজা করিল তাহার।

WORM EATEN.

অগণন দেবগণ লোকপালগণ
আকাশ মেদিনী পৃষ্ঠ করি আচ্ছাদন
মহা আনন্দের করি উচ্চ জয়রব
নত শিরে বোধিসত্বে প্রণমিল সব।
দ্যুতিমান ইন্দুর সহ তারাদল
সমুদিত, করি নভ আলোকে উজ্জ্বল
পুণ্যের মঙ্গল জ্যোতি পতিত ভূতলে
অশ্বে আরোহিল সুত, দেখি, কুতূহলে।
বুদ্ধক্ষেত্র ধরণী সে সহসা কাঁপিল
নিজ হাতে শক্র আসি দুয়ার খুলিল।
তদন্তরে সম্ভাষিয়া অমর নিকরে
চালাইয়া দিল দ্রুত তুরঙ্গম বরে
ইঙ্গিত মাত্রেতে হয় অম্বরের পথে
পৃষ্ঠেতে বহন করি গেল লোকনাথে।
করিল, আনন্দ ধ্বনি নভে দেবগণ
যতেক অপ্সরা যশ-সঙ্গীত বাজন।
চলিল তুরগ ত্বরা নাহি দুখ ডর
লোকের নায়ক পিঠে—সাহসে নির্ভর।
কর শোক নিবারণ শাক্যের কুমারী
বোধি প্রাপ্তে বোধিসত্ব আসিবেন ফিরি
অচিরে, অমরগণে হয়ে পুরস্কৃত।
সাধকের শুভ কার্য্যে না হয় উচিত
রোদন, ফেলিতে কিম্বা শোকের নিশ্বাস
দূর করি পরিতাপ সুখে কর বাস।

সৌর পরিবার।

"তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।"

নিস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকামালা-খচিত অনন্ত-নীল নভোমণ্ডল দেখিলে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়—সকলের হৃদয়ই অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন অসাড়-চেতা কেহই নাই যে তাহার মনশ্চক্ষু তারকাপূর্ণ আকাশে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তাক্ষর-লিখিত অনন্ত জীবনের অনন্ত কাব্য না পড়ে।

এই অসীম আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান অসংখ্য সুবর্ণ বালুকা-কণার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতার ভিতরেও একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন কতকগুলি মানুষের সমষ্টি পরিবার, কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি সম্প্রদায়, কতকগুলি সম্প্রদায়ে জাতি, কতকগুলি জাতিতে একটি রাজ্য এবং কতকগুলি রাজ্যে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী, জ্যোতিষ্ক জগতেও সেইরূপ।

পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার—সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এই রূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক-পরিবারের কর্ত্তা,—লক্ষ লক্ষ সূর্য্য—ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান তাহার সীমা নাই। নক্ষত্র-খচিত যে অল্পমাত্র আকাশখণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হয় সেই আকাশে সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া-সকল নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্য—এই সকল সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্যোতির্ব্বিদদিগের অধ্যবসায়ে এই সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অসংখ্য অসংখ্য বৃহত্তর সূর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনন্ত আকাশের এক ক্ষুদ্র খণ্ডে আমরা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃশালী যে একটি বিস্তৃত আলোক-রেখা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলি, দূরবীন পরীক্ষা দ্বারা সেই ছায়াপথেই হারসেল ১৮০ লক্ষ সূর্য্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একটির পর একটি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে মিশিতেছে যাহা আমরা দেখিতেও পাই না। এই অনন্ত আকাশমণ্ডলে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য, সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-জগতের সম্রাট রূপে ঘুরিতেছে তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত।

প্রতি সেকণ্ডে আলোকের গতি ১৮০ লক্ষ মাইলেরও অধিক কিন্তু আমাদের নিকট হইতে ঐ সকল তারকাবলী এত দূরে স্থিত যে ঐরূপ প্রভূত দ্রুতগতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। এই অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎ মধ্যে পৃথিবী অতি সামান্য বলিলে কিছুই বলা হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-জগতের কর্ত্তা যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ১৫লক্ষ গুণ বড় সেই সূর্য্যই যখন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে একটি বিন্দু-স্বরূপ—তখন পৃথিবী ইহার একটি অণুকণার সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

আমরা আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই—তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম—স্থির নক্ষত্র
দ্বিতীয়—গ্রহ
তৃতীয়—উপগ্রহ কিম্বা চন্দ্র।

পৃথিবী সম্পর্কে যে সকল জ্যোতিষ্ক চির কালই এক স্থানে অবস্থিতি করে তাহারা আমাদের পক্ষে স্থির। আমরা যে কয়েকটি জ্যোতিষ্ককে সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত বলিয়া জানি—তাহা ছাড়া আমাদের পক্ষে সকলেই স্থির নক্ষত্র। কেন না পৃথিবীর দৈনিক গতি হেতু পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির নক্ষত্রগুলিও একটু একটু করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রতি দিন একবার করিয়া দৃশ্যত ঘুরিয়া যায়—কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত ইহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না। স্থির নক্ষত্র আজও আকাশে অন্যান্য যে যে নক্ষত্রের সহিত যতটুকু দূরে অবস্থিত, আমাদের নিকট চির কালই সেই রূপ দেখাইবে—সেই জন্য প্রকৃত পক্ষে ইহারা স্থির না হইলেও আমাদের নিকট ইহারা স্থির। আসল কথা ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে অবস্থিত যে আমাদের নিকট তাহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। সূর্য্যও এইরূপ একটি স্থির নক্ষত্র।

যে সকল জ্যোতিষ্ক অন্য নক্ষত্রের সম্পর্কে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করে তাহারা গ্রহ। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতে বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ স্থির-নক্ষত্র-মণ্ডলী হইতে ভিন্ন-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছে। আজ আমরা যে গ্রহটিকে অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত যে সম্বন্ধে অবস্থিত দেখি কাল তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাই সুতরাং পৃথিবীর গতি হেতু ইহারা একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দৃশ্যতঃ ঘুরিয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের নিজের একটি স্বতন্ত্র গতি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়।

গ্রহগণের চারি দিকে আবার যাহারা ঘোরে তাহারাই উপগ্রহ।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক ব্যতীত ধূমকেতু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত যে সকল জ্যোতিষ্ক আছে তাহা সচরাচর আমরা আকাশে দেখিতে পাই না সেই জন্য এস্থলে তাহার উল্লেখ হইল না।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমরা যে সকল গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাই তাহারা সূর্য্য-পরিবার-ভুক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যকে লইয়া নয়টি গ্রহ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

কিন্তু রাহু কেতু প্রকৃত পক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে এবং চন্দ্র সূর্য্যও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে পারে না—সূর্য্য একটি স্থির নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর যে কক্ষের কল্পিত দুই স্থান পরস্পরকে পরস্পর এক এক বার ছুঁইয়া

WORM EATEN.

ছুঁইয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ স্থলে আসিলে গ্রহণ হয় সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাহু কেতু নাম দিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, ইয়ুরেনাস, নেপচুন, পৃথিবী এই আটটি সূর্য্যের গ্রহ। এই গ্রহ গুলির মধ্যে আবার কোনটির কয়টি উপগ্রহ আছে তাহা পরে বলা যাইবে।

ইহার মধ্যে বুধ মঙ্গল ও শুক্র ছাড়া আর সকল গ্রহ অপেক্ষাই পৃথিবী আয়তনে ছোট। এবং এই আটটি গ্রহের সমষ্টিতে যে আয়তন হইতে পারে সূর্য্য তাহা অপেক্ষাও বৃহদায়তন। সূর্য্যের এই পরিবারবর্গ আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দল নিকটস্থ, দ্বিতীয় দল দূরস্থ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এই চারিটি গ্রহ সূর্য্যের নিকটস্থ পরিবার, বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেন্‌স্ ও নেপচুন সূর্য্যের দূরস্থ পরিবার। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা উপরোক্ত দুই দলের মধ্যে থাকিয়াই উহাদের ভাগ করিয়াছে। বুধ সূর্য্য হইতে ৩৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ৮০ দিনে ইহা একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। শুক্র ৬৬০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ২২৪ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ৯১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রহ দুইটি অপেক্ষা ইহার উপর সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘণ্টায় একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গল ১৩৯০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ৬৮৬ দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে। ৬৮৬ দিনে আমাদের প্রায় দুই বৎসর হয়।

মঙ্গলের কক্ষের বাহিরেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা অবস্থিত। ইহাদের সংখ্যা যে কত তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। দূরবীন যন্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা ক্রমাগত ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখন যদিও ১৭২ সংখ্যক গ্রহমালা ব্যতীত আর আবিষ্কৃত হয় নাই তথাপি ইহাদের যে সংখ্যার এই খানেই শেষ তাহা বলা যায় না। দূরবীন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবল চক্ষু দ্বারা ইহাদের দেখা যায় না। এই গ্রহপুঞ্জের কক্ষের বাহিরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৭৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৪৩৩৩ দিন লাগে—বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র আছে।

বৃহস্পতির পর শনি, শনির আবার ৮টি উপগ্রহ। সূর্য্য হইতে শনির দূরত্ব ৮৭২০ লক্ষ মাইল, এবং ১০৫৯ দিন অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৩০ বৎসরে শনি একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।

ইয়ুরেন্‌স এবং নেপচুন অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হারসেল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে তাঁহার দূরবীন দ্বারা ইয়ুরেনস গ্রহ আবিষ্কৃত করেন। ইহা একটি ধূমকেতু বলিয়া প্রথমে তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, পরে দুই তিন সপ্তাহ ইহার গতিবিধি গণনা দ্বারা ইহা একটি গ্রহ বলিয়া প্রমাণ হইল। গণনা দ্বারা নক্ষত্রদিগের মধ্যে ইহার পথ স্থির হইয়া গেলে তখন প্রকাশ হইল, যে হারসেলের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে অনেক বার অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা ইহাকে দেখিয়া স্থির নক্ষত্র মনে করিয়াছিলেন, ইহা যে একটি গ্রহ তাহা কাহারো সন্দেহ হয় নাই। এই গ্রহের অনেক নাম প্রদানের পর শেষে ইয়ুরেন্‌স নামটিই ধার্য্য হইল। হারসেল দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া ইহার অন্যান্য অনেক নাম প্রদানের প্রস্তাবের সহিত হারসেল নাম রাখিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই কাহার মনঃপুত

হইল না। অন্যান্য সকল গ্রহই এক একটি রোমীয় দেবতার নামে অভিহিত, সুতরাং এইটিরও শেষে একটি দেবতার নাম হইতে নাম রাখা স্থির হইল। রোমীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে ইয়ুরেন্‌স, দেবতাদিগের রাজা জুপিটরের পিতামহ। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হইলে কিছু দিন পরে আর একটি যে গ্রহ আবিষ্কৃত হইল, তাহারও রোমীয় দেবতাদিগের নাম হইতে নেপচুন নামকরণ হইল। নেপচুন অর্থাৎ বরুণ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বুভার নামক এক জন ফরাসী পণ্ডিত বৃহস্পতি শনি ও ইয়ুরেনসের গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রথমোক্ত দুইটি গ্রহের গতি যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন শেষোক্তটির সেরূপ নহে। পুরাতন গণনার কোন ভুল আছে ভাবিয়া বুভার গ্রহ গুলির গতিবিধি আবার নূতন করিয়া গণনা করিলেন। কয়েক বৎসর পরেই আবার ইয়ুরেন্‌স সম্পর্কে বুভারের গণনার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা লেভেরিয়ে ইয়ুরেন্‌সের গতির এই ব্যতিক্রমের কারণ নির্ণয় করিতে যত্নশীল হইয়া স্থির করিলেন, অবশ্য এই গ্রহের নিকটে এমন আর একটি গ্রহ আছে, যাহার আকর্ষণ হেতু ইহার গতি ঈষৎ অন্য রূপ হইতেছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নেপচুন দেখিবার অগ্রেই নেপচুন কোন্ স্থানে আছে, তাহার কি রূপ ভার, কি রূপ আয়তন তাহা জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা লেভেরিয়ে ঠিক করিলেন। ইহার পরে সেই গণনা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেপচুন দূরবীন দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। ইংরাজেরা বলেন এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লেভেরিয়ের একার প্রাপ্য নহে। লেভেরিয়ের এই আবিষ্ক্রিয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে জন অ্যাডাম্‌স্ নামক কেমব্রিজের এক জন ছাত্র ইয়ুরেন্‌সের গতির ঐরূপ ব্যতিক্রম শুনিয়া এ সম্বন্ধে গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং নেপচুনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাজকীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা অধ্যাপক এয়ারিকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অ্যাডাম্‌সের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করায় তাহার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না। সুতরাং লেভেরিয়ে কর্ত্তৃক নেপচুন অগ্রে আবিষ্কৃত হইল। সেই অবধি এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লইবার জন্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এখনো বিবাদ চলিতেছে। ইয়ুরেন্‌স সূর্য্য হইতে ১৭৫৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া আমাদের ৩০৬৮ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইহার ৪টি চন্দ্র।

নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত। ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৪৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে ইহার ৬০১২৬ দিন লাগে। পৃথিবীর ন্যায় নেপচুনের একটি মাত্র চন্দ্র।

অনন্ত কাল হইতে এইরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার কারণ কি? কি শক্তির বলে এইরূপ হইতেছে? শক্তি প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর কোন বস্তুকে চালিত করিলে আবার কতক্ষণ পরে তাহা থামিয়া যায়, ঊর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত পদার্থ মাটীতে আসিয়া পড়ে; তাহা দেখিয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল গ্রহদিগকে চিরন্তন একই পথে চালিত করিতে নূতন নূতন শক্তির প্রয়োজন। তাঁহারা বলিতেন সূর্য্য হইতে এক শক্তি নির্গত হইয়া গ্রহদিগকে চালিত করিতেছে এবং অপর এক শক্তি পৃথিবীকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। অতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা মিসর দেশীয় টলেমি যিনি দ্বিতীয় খৃষ্ট-শতাব্দির মধ্য ভাগে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্যাদি নক্ষত্র প্রত্যহ পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিতেছে এই মতটি প্রথমে বিধিমত লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর মতে পৃথিবী স্থির

WORM EATEN.

সুতরাং পৃথিবীকে চালাইতে তাঁহার নূতন শক্তির অবতারণা করিতে হয় নাই।

শক্তি যে অবিনশ্বর এবং কোন বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করিলে বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে শক্তির চালন-কার্য্য যে চিরকাল থাকিবে এসত্যটি প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন না। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিউটনের অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক গেলিলিও ও হাইগেন্‌স্ গতি বিষয়ক অনেকগুলি নিয়ম আবিষ্কৃত করেন। নিউটন তাহার পরে গতি বিষয়ক সমস্ত নিয়ম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করেন এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে সেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তিনিই প্রথমে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির দৃশ্যতঃ বৈষম্যের মধ্যেও যে একটি বিশেষ সাম্য আছে তাহা তাঁহার চক্ষেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত আম্র পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে, এক খণ্ড প্রস্তর উঠাইতে আমাদের বলের প্রয়োজন হয়,সেই শক্তির বলেই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চলিতেছে ইহা তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন।

নিউটনের বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া বিশেষ রূপ বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রস্তাব নহে, তবে মাধ্যাকর্ষণের স্থূল নিয়ম এই;

প্রথম, বিশ্বসংসারের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করিতেছে।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক অণু যখন আকর্ষণ-শক্তির আধার তখন যে পদার্থে অণু-সমষ্টি অধিক, তাহার কলেবর হ্রস্ব হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তি অধিক। এবং দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটি অধিক অণুবিশিষ্ট তাহা অপরটিকে টানিয়া আত্মসাৎ করে।

তৃতীয়, পদার্থদিগের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে এই আকর্ষণের বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক হইবে তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক চতুর্থাংশ হইবে। এবং অর্দ্ধেক ব্যবধান হইলে আকর্ষণের বল চতুর্গুণ হইবে।

নিউটন আরো বলেন কোন বস্তু একবার চালিত হইয়া যতক্ষণ বাধা না পায় ততক্ষণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। পৃথিবী হইতে আমরা যদি কোন প্রস্তর-খণ্ড ছুড়ি তাহা চিরকাল না চলিবার প্রধান দুই কারণ; প্রথম, বাতাসের বাধা; দ্বিতীয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই যদি প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করে এবং অধিক অণুবিশিষ্ট বস্তু অল্প অণুবিশিষ্ট বস্তুকে আত্মসাৎ করে তাহা হইলে সূর্য্য গ্রহ-মণ্ডলীকে কেন আত্মসাৎ করে না?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দূরত্ব অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির হ্রাস হয়। সূর্য্য গ্রহ-মণ্ডলী হইতে এত দূরে স্থিত যে তাহাদের আত্মসাৎ করিতে গেলে যতটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক, গ্রহগণের উপর সূর্য্যের তত শক্তি নাই; তাহাতেই তাহারা আপনাদের রক্ষা করিতে পারে। সূর্য্যকে গ্রহগণ কেন চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করিতেছে এইবার দেখা যাউক।

সকল পদার্থের ধর্ম্ম এই যে একবার চালিত হইলেই তাহা চিরকাল সরল রেখা-পথে চলিতে সচেষ্ট হয়। এই শক্তি প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহগণ সরল-রেখাভিমুখে পলায়ন করিতে যত্নশীল। ইহাকেই কেন্দ্রাতিগ গতি বলে। সূর্য্য ক্রমাগত যতই গ্রহদের আপন কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে গ্রহগণ ততই সেই আকর্ষণকে অতিক্রম

করিয়া সরল রেখায় পলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

এই দুই শক্তি মিলিয়া গ্রহগণের একটি যে বৃত্তাকার গতি হইতেছে সেই গতিতে উহারা ক্রমাগত সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। এই দুই শক্তির যতক্ষণ সামঞ্জস্য ততক্ষণ কেহই কক্ষচ্যুত হয় না, ইহার কোনটার আধিক্য হইলেই অমনি বিশৃঙ্খলতা ঘটে। কোন্ গ্রহটি কাহাকে কিরূপ বলে টানিতেছে ইহার গণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহগণের ভার স্থির করেন।

যে সকল গ্রহ উপগ্রহের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা ব্যতীত আমরা কখন কখন যে ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহারা সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত কিম্বা সৌর জগতের অতিথি মাত্র এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কাল হইতে একটি কুসংস্কার দেখা যায়। ধূমকেতোরুদয়েন প্রজাক্ষয়ং সূচ্যতে। ধূমকেতু যেরূপ পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে তাহা গ্রহগণ হইতে ভিন্ন প্রকারের, সেই জন্য ধূমকেতুর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে অনেক বৎসর লাগে, এমন অনেক ধূমকেতু দেখা গিয়াছে যে তাহারা একবার উদয় হইয়াই অমনি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ সকল ধূমকেতু সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আর ফিরিয়া আসিবে কি না তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে দুই তিনটি ধূমকেতু মাত্র নিয়মিত সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। হ্যালির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৭৪ বৎসরে একবার করিয়া দেখা দেয় এবং এমকির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৫ বৎসরেই একবার উদয় হয়। গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া আমরা সূর্য্যের পরিবারভুক্ত আর এক জাতীয় জ্যোতিষ্ক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই,ইহাদের সাধারণ নাম উল্কাপিণ্ড। সচরাচর আমরা ইহাকে তারা খসা বলি। এই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে আবার একটি বিশেষ দল (Zodiacal light) সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। প্রতি বৎসর শরদাগমে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাই। ইহাদের সম্বন্ধে, সবিশেষ এখনো আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহি।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তারা ঠিক করিয়াছেন যে উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে যে পথে উল্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করে সেই পথেই ধূমকেতু উদিত হয়। বোধ হয় বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল নীহারিকাময় ধূমকেতু উৎপাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শক্তির অধীনে পৃথিবীর একটি বালুকাকনা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে চালিত হইতেছে তাহা ভাবিলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়।

প্রফুল্লচিত্ততা।

প্রফুল্লচিত্ততা সূর্য্যালোক স্বরূপ। এই আলোক দ্বারা মন উজ্জ্বল হইলে আমরা স্বাস্থ্য মানব জীবন যেরূপ সার্থকতার সহিত উপভোগ করিতে পারি এমন আর অন্য কিছুর সাহায্যে পারি না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির নিকট জগতের সামান্য পদার্থ সুন্দর ও সুখের আকর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিকট উপবনের সামান্য পুষ্প, বায়ুপ্রবাহে নীত সামান্য বিহঙ্গরব, বায়ুমণ্ডল, সূর্য্য, আকাশ সকলই স্বর্গ-সুখ প্রদান করে।

যিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকেন তিনি যেমন উৎসাহের সহিত জীবনের কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে পারেন, সদা বিরক্ত কর্কশ-স্বভাব ব্যক্তি তেমন পারেন না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি যেমন নিজে সর্ব্বদা সুখী থাকেন অন্যকেও সেই রূপ সুখী করেন। অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেই সুখ বোধ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির ঈষৎ হাস্য অন্যের জীবনের উপর উজ্জ্বলতা নিক্ষেপ করে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির মন যেমন সর্ব্বদা সুখী তেমনই তাঁহার শরীর সর্ব্বদা নীরোগ ও সুস্থ।

প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিলে আমরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-জীবী হইতে পারি ইহা সকল শারীরতত্ত্ববিদদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। কোন জার্ম্মেণ শারীরতত্ত্ববিদ বলেন, প্রফুল্লতা ঔষধ স্বরূপ, যতটুকু সময় তুমি প্রফুল্ল থাক, ততটুকু সময় তুমি এক প্রকার আয়ুস্কর ঔষধ সেবন কর। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকাই দীর্ঘ জীবনের গূঢ় কারণ। ইংলণ্ডীয় শারীরতত্ত্ববিদ ডাক্তার ম্যাকানজি বলেন, প্রফুল্লচিত্ততা দীর্ঘ জীবন লাভের একটি প্রধান কারণ। আমেরিকাবাসী ডাক্তার ডভস বলেন, প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের প্রসূতি স্বরূপ। ডাক্তার উইলিয়ম সুইট্‌জার বলেন প্রফুল্লচিত্ততা যেরূপ স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে এমন আর কিছুতেই হয় না। ডাক্তার টি, এল নিকলস বলেন, দুশ্চিন্তা দূর করিয়া প্রফুল্ল থাকিতে পারিলে আমরা অনেক রোগের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারি। তিনি আরও বলেন, প্রফুল্লচিত্ততা শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম করে। আমেরিকার সুবিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ফাউলার বলেন, বিষাদ রোগ-সমূহের এবং প্রফুল্লচিত্ততা স্বাস্থ্যের আকর স্বরূপ। তিনি আরও বলেন, সর্ব্বদা আনন্দিত ও সন্তুষ্টচিত্ত থাক তাহা হইলে তুমি সুস্থ ও নীরোগ হইবে। ইংলণ্ডীয় ডাক্তার এণ্ড্রু কোম্ব বলেন, প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যপ্রদায়ক ও স্বাস্থ্যের বৃদ্ধিকারক। সম্প্রতি বিলাতের সুবিখ্যাত ভৈষজ্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় লান্সেট (Lancet) নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, প্রফুল্লচিত্ততা রোগ আরোগ্য করিবার এবং জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রাখে।

এই অমূল্য প্রফুল্লচিত্ততা লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট উপায়। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারেন। প্রফুল্লচিত্ততা জীবনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসের ফল। যিনি রিপু সকলকে বশীভূত করিয়া শান্তচিত্ত হইয়াছেন, যিনি পাপাচরণ না করিয়া শুদ্ধমনা হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করেন, যাঁহাকে কোনরূপ কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে হয় না এবং যিনি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণার উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা তাঁহার অনন্ত মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরই সম্পাদন করিতেছেন ইহাই বিশ্বাস করেন সেই সাধুর মহান হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রফুল্লতার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। এই পবিত্র-চরিত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মার সন্দেহ কিম্বা নিরাশা কখন বিষাদ আনয়ন করে না, শোকতাপে ইহাঁর অন্তর কখন দগ্ধ হয় না, দুঃখে ইহাঁর মন কখন পরিতপ্ত হয় না। ইনি সর্ব্বদাই সন্দেহশূন্য ও আশান্বিত, সর্ব্বদাই আনন্দিত ও প্রফুল্ল। এই পৃথিবীতে এইরূপ প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই যথার্থ সম্রাট।

ধর্ম্মের পুরস্কার বহুবিধ; প্রকৃত ধার্ম্মিকতার ফল প্রফুল্লচিত্ততা এবং প্রফুল্লচিত্ততার ফল নীরোগ শরীর ও সুস্থ দীর্ঘ জীবন। ঈশ্বরের এই সুন্দর নিয়ম তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মঙ্গলময় ভাব ও অনন্ত ন্যায়পরতা কি সুন্দররূপে কি বিশদরূপে প্রকাশ করিতেছে। ঈশ্বর আমাদিগের সকলকে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণায় অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং শুদ্ধমনা ও পবিত্র-চরিত্র হইতে সক্ষম করিয়া, প্রফুল্লচিত্ততা ও সুস্থশরীর এবং দীর্ঘ জীবনের অধিকারী করুন।

খাসী দাস।

অদ্য আমরা যে মহাত্মার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি ১৭০২ শকে মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ববিভাগস্থ ছত্রীশগড় নামক গিরি-চত্বরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ছত্রীশগড় চতুর্দ্দিকে দুর্গম-পর্ব্বত-মালা দ্বারা অবরুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এক প্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অধিবাসিরা তত্রত্য শস্যশালী ক্ষেত্র সমূহের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পাইয়া দীর্ঘকাল অন্য দেশের সাহায্য-নিরপেক্ষ ও সম্পর্কশূন্য ছিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ জ্ঞানালোকসম্পন্ন লোকসমাজের সংক্রমণশীল আধ্যাত্মিক প্রভাব চত্বর মধ্যে বিকীর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই। অধিক কি, আর্য্য ধর্ম্মের দারুণ শত্রু যবনদের পরাক্রমও তথায় প্রবেশ করে নাই। কাজেই ভিন্ন ও বিজাতীয় ভাবের সংঘর্ষ না পাইয়া তথায় বহু কাল হইতে অব্যাহত ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ নিরঙ্কুশ ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির অধিকারস্থ হইলে অধুনা তথায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের ইতিবৃত্ত লিখিতেছি, তখন ইংরাজাধিকারের সেই প্রথম সময়, তখন ছত্রীশগড় কেন সমগ্র ভারত তখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

এই বহ্বায়ত চত্বর সহস্রাধিক বর্গ ক্রোশ পরিমিত এবং ইহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মনুষ্যের অধিবাস। অধিবাসিদিগের এক চতুর্থাংশ চামার জাতীয়। এই চামারেরা ভারতবর্ষের তন্নামখ্যাত অপর জাতীয়দিগের ন্যায় চর্ম্মজীবী নহে। কৃষিই তাহাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রমুখ হিন্দুরা ইহাদিগকে অস্পৃশ্য জাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিত এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের সমগ্র অত্যাচার ইহাদিগের মস্তকে নিক্ষেপ করিত; আর কৃপাপাত্র চামারেরা নির্ব্বিরোধে তাহা সহ্য করিত। ধর্ম্ম বিশ্বাসের এমনি মোহিনী শক্তি, আমাদের হৃদয়ের সহিত উহার এমনি অভেদ্য সংযোগ, ধর্ম্মের এমনি অসামান্য মহিমা যে, লোকে বর্ত্তমানে কেবল মাত্র দুঃখ ভোগ করিয়াও এবং ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির অণুমাত্র আশা না পাইয়াও শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মের পদতলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে বিমুখ হয় না। অতএব চামারেরা সংখ্যায় বহুল হইয়াও ধর্ম্মের শাসনে আভিজাত্য-গর্ব্বিত জাতীয়দিগের ঔদ্ধত্য অত্যাচার যে অবাধে সহ্য করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু সকল মন্দের অবসান আছে, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সর্ব্বদা বরং "অতিমন্দ শুভকরী" হইয়া থাকে। যাঁহার অনুশাসনে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্য রুদ্র প্রভাবে মেদিনীকে দগ্ধ করত অবশেষে বীতউষ্ম ও সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য গগনে বিলীন হইয়া যায় ও সুধাকর চন্দ্র ধরাতল শীতল করিবার জন্য উদয় হন। যাঁহার কল্যাণকর

নিয়মে প্রখর গ্রীষ্ম-তাপের পর নবীন নীরদ হইতে প্রাণদ বারিধারা ক্ষরণ হয়; ভদ্রাবী বর্ষার মহাভীষণ মেঘ-গর্জ্জন-সহকৃত ঝঞ্ঝা-বাতের অত্যয়ে সারদীয় প্রসন্ন গগন হইতে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সকল বিমল কিরণজাল বিকীর্ণ করে; এবং শীত অসহ্য হইয়া উঠিলে বসন্ত-পূর্ব্বক গ্রীষ্মের পুনরাবির্ভাব হয়। লোকসমাজ কুসংস্কার ও অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারে একান্ত বিক্ষোভিত হইয়া উঠিলে যিনি লোকরক্ষার্থ ধর্ম্মবীর সকলকে মধ্যে মধ্যে তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করেন, সেই ভূতভাবন ভগবান নিঃসহায় এই চামার-দিগের উদ্ধারার্থ অসাধারণ-মনস্বিতা-সম্পন্ন খাসী দাসকে ঘোর-অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন উপধর্ম্ম-প্রপীড়িত প্রদেশে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের প্রধান গৌরবস্বরূপ রাজা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা খাসী দাস বয়সে ৭।৮ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রতিভাতে তিনি উক্ত মহাত্মা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে, রাজা "যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না—সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য-ভূমি—রাক্ষস-ভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা অজ্ঞাত শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার-হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন" * ইহাও সত্য যে রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি-প্রভাবে ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে "তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তি মনে হয়। তাঁহার বিদ্যা যেমন বিস্তীর্ণ ও গভীর ছিল, তেমনি তাঁহার বুদ্ধি প্রগাঢ় এবং হৃদয় কোমল ছিল। তিনি যেমন নানা বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং যেমন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা ছিল, তেমনি মনুষ্যের উপকারসাধনে তিনি তৎপর ছিলেন।" † সংক্ষেপত "মানবীয় সকল গুণই তাঁহাতে সমঞ্জস ভাবে বিদ্যমান ছিল। যে দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখনা কেন, এই ভূভারতে তাঁহার সমান লোক পাওয়া সুকঠিন।" ‡ দীন খাসী দাসের সম্বন্ধে এরূপ গৌরবাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা যায় না সত্য, কিন্তু খাসী দাস রামমোহন রায়ের ন্যায় সুবিধা ও সুযোগ পাইলে যে তুল্যরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না ইহা কে বলিতে পারে?

রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ন্যায়দর্শনের আকরস্থান মিথিলা ও নবদ্বীপ তাহারই অন্তর্গত; তিনি আশৈশব যে যে ভাষা অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তত্তাবৎ মানবজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার স্বরূপ; যাঁহাদের সহবাসে তিনি কালাতিপাত করিতেন, তন্মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে অবিরোহণ করিয়াছেন এমন লোকও অনেক ছিলেন। মনস্বীকুলভূষণ অনেকানেক মহাজনের দায়াদ স্বরূপে তিনি তাঁহাদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব-রত্ন সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। অধিক দূরের কথায় প্রয়োজন নাই, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহারই দেশে ঈশ্বরপ্রেমীদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা চৈতন্য জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, প্রচলিত ও বদ্ধমূল উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিরূপে উত্থান করিতে, কিরূপে সত্য প্রচার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়, উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, এবং ঈশ্বরপ্রেমেই বা কিরূপে মগ্ন হইতে হয়। বেচারা খাসী দাসের সম্বন্ধে এরূপ সুবিধা কিছুই ছিল না। তাঁহার স্বজাতীয় সকলের ন্যায় তিনিও সম্পূর্ণ অনক্ষর ছিলেন। তিনি বেদ পড়েন নাই, কোরাণ পড়েন নাই, বাইবলের নামও হয়ত শুনেন নাই। অথচ বেদ, বাইবেল, কোরাণ যে, মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, সেই ভূমা ঈশ্বরকে খাসী দাস তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সুরম্য প্রাকৃতিক শোভা মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই আপন অশিক্ষিত সরল হৃদয়ের এক মাত্র অধিদেবতা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রত্যুত বিশালা প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। Finds tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones and God in every thing—সর্ব্বদা-উদ্ধৃত এই মহার্থ কবি-বাক্যটী খাসী দাসের প্রতি যেরূপ সুপ্রয়োজ্য অন্য অল্প লোকের প্রতি সেরূপ হয়।

পাঠকবর্গ মনে করিবেন না, আমাদের আর্য্য-চূড়ামণি জগৎবিখ্যাত রামমোহন রায়ের সহিত আমরা একজন অনতিপরিচিত অশিক্ষিত অসভ্যজাতীয় ধর্ম্ম-সংস্কারকের তুলনা করিতেছি। তবে এস্থলে ইহাই বলা আমাদের অভিপ্রেত যে মনের যেরূপ উপযোগিতা থাকিলে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি ঘোর কুসংস্কারাদি নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাহাতে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়, তাহা রামমোহন রায়ের যেমন ছিল, খাসী দাসের তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রামমোহন রায় সভ্যসমাজে অবতীর্ণ হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন, খাসীদাস দুল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী-পরিবৃত সংকীর্ণ অসভ্য দেশে অতি হীন জাতীয়দিগের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করায় তাঁহার কৃত্য-ফল অল্পসংখ্যক চামারদিগের মধ্যেই নিরুদ্ধ ছিল ও তাঁহার যশঃসৌরভ অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

ক্রমশঃ।

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বিষয়। ৬ পৃঃ।
† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—৪৯৫ সং।
‡ তত্রৈব।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।

২৩ অগ্রহায়ণ সোমবার বৈকালে বেড়াইবার সময় কা, বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান লইয়া ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম যে যখন প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম এখনও শ্রাদ্ধ বিবাহাদি গৃহ্য ক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কোন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলিলেন যে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলে কি হইবে? কাম ক্রোধাদি ঋপুর উপাসনারূপ আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা ত্যাগই আসল পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ। ভিতরের উন্নতিই আসল উন্নতি। আমি বলিলাম যাহার ভিতরের সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে সে ব্যক্তি বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। সে ভিতরের উন্নতি অসম্পূর্ণ উন্নতি বলিতে হইবেক যাহাতে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার সঙ্গে বাহ্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ হয় নাই।

২৬ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, অদ্য প্রাতে কা, বাবু, আমি ও আ, সকলে কোন গোপের কুটীরের সম্মুখস্থিত উপবনের মধ্যে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করি।

২৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার—অদ্য প্রাতে হে, বাবু ও সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব বিষয়ে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়; কা বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন। হে, বাবু ও সে, বাবু উভয়ে সংশয়বাদী। সে বাবু বলিলেন যে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন

এক্ষণে আর ব্রাহ্ম নহেন, এক্ষণে তিনি সংশয়বাদী। সে বাবুকে আপনার মতে রাখা হে বাবুর চেষ্টা; আমারদিগের উভয়ের চেষ্টা পুনরায় তাঁহাকে ব্রাহ্ম করা। আমি হে বাবুর সম্মুখে সে বাবুকে বলিলাম যে আপনাকে আহরিমান একদিকে টানিতেছে আর ওর্মসজ্দ অন্য দিকে টানিতেছে। কা, বাবু বলিলেন যে মনুষ্য কেবল যুক্তি-শক্তি-সমন্বিত জীব নহে, তাঁহার সুখ কেবল যুক্তিবৃত্তির পরিচালনার প্রতি নির্ভর করে না। তাঁহার প্রকৃতির ভাববিভাগের উন্মেষের উপর তাঁহার সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ধর্ম্ম যেমন মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারে, এমন অন্য কোন কিছু পারে না। এই কথাটি সে, বাবুকে বড় লাগিল। মিল সাহেব তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে মানব প্রকৃতির ভাব বিভাগের পরিচালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন।

২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার—অদ্য বৈকালে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইবার সময় কা বাবুর সঙ্গে অনুষ্ঠান বিষয়ক পুনরায় ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন পুত্রকন্যা স্বাধীন জীব। তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিণত অবস্থায় তাহাদিগকে অনুষ্ঠানে ফেলা উচিত হয় না। পশ্চাৎ তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করিয়া পিতাকে অভিসম্পাত করিতে পারে। আমি কিয়ৎ পরিমাণে এই কথার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলাম। আমি বলিলাম সন্তানদিগকে যথার্থ পথে সংস্থাপন পিতার কর্ত্তব্য। তাহার পর তাহারা যদি অন্য বিবেচনা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন?

১ পৌষ সোমবার,—প্রাতে শ্যা, ও হ, বাবুদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেন্থাম মিল ও জনসন প্রভৃতি-প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গল্প ও অন্যান্য অনেক কথোপকথন হয়।

৩ পৌষ বুধবার,—অদ্য প্রাতে কা বাবু ও আমি ও আ, ওসে, আমরা কয় জনে "জলসর" নামক কমল-কুমুদ-কহ্লার-শোভিত বিস্তীর্ণ সরোবরের নিকটস্থ উপবনে উপাসনা করিয়া ব্রহ্ম সঙ্গীত গাই।

৪ পৌষ বৃহস্পতিবার,—অদ্য বৈকালে কা, বাবু ও আমি আমরা উভয়ে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে কা বাবু আমাকে আমার আন্তরিক আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং অনধিকার-প্রশ্ন করার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমি আমার অন্তরের অবস্থা অতি জঘন্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। কৃত্রিম বিনয় বশত বলিলাম না, যথার্থই বলিলাম।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

ফাল্গুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৪১৯।৵৫
পূর্ব্বকার স্থিত			৮৭৫
সমষ্টি	...	...	১২৯৪।৵৫
ব্যয়	...	...	৪৫৪।৶১০
স্থিত	...	...	৮৪০ ।১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২৩ ৸/০
দান প্রাপ্তি		
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৭
" শিবচন্দ্র দেব		৬
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়		৫
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আসাম)		২॥০
" ক্ষেত্রমোহন দাস দেব		১
		২১॥০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		২।/০
		২৩৸/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৮৸৵/০
পুস্তকালয়	...	৫৬৸/১৫
যন্ত্রালয়	...	২৬৮ /১০
গচ্ছিত	...	১১৸০
সমষ্টি		৪১৯।৵৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৮৬।৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	১২৭৸ ৫
পুস্তকালয়	...	...	৩০ ৶৫
যন্ত্রালয়	...	...	১৩৫।৶৫
গচ্ছিত	...	...	৭৪॥৵৫
সমষ্টি			৪৫৪।৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪১৪ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।

তেবাএতে পঞ্চব্রহ্ম পুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ সযএতানেব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরোজায়তে। প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং যএতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ। ৬

'তে বৈ এতে' যথোক্তাঃ 'পঞ্চ' সুষিসম্বন্ধাৎ পঞ্চ 'ব্রহ্মপুরুষাঃ' ব্রহ্মণোহার্দ্দস্য পুরুষাঃ রাজপুরুষাইব দ্বারস্থাঃ 'স্বর্গস্য' হার্দ্দস্য 'লোকস্য' 'দ্বারপাঃ' দ্বারপালাঃ। 'সঃ যঃ' 'এতান্ এব' যথোক্তান্ 'পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্' 'বেদ' উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি 'অস্য' বিদুষঃ 'কুলে' 'বীরঃ' পুত্রঃ 'জায়তে' 'প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং যঃ এতান্ এবং পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ'। ৬

সেই এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষেরা স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে জানেন তাঁহার কুলে বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে জানেন তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ৬

স্বর্গ হৃদয়ের অভ্যন্তরেই। ঈশ্বরের পরম সিংহাসন সেই হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। সেই হৃদয়স্থিত জীবাত্মাতেই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলের আধার সেই দেবদেব পরমাত্মা নিত্যকাল বিরাজিত। মনুষ্যের জীবাত্মা চক্ষু শ্রোত্র বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় সকলের সহিত যুক্ত বা বদ্ধ। যেমন স্বামী হীনবল বা অল্পবুদ্ধি হইলে তাহার অনুচরেরা তাহাকে নিজ নিজ অভীষ্ট পথে লইয়া গিয়া দিন দিন হীন হইতে হীনতর করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আত্মাকে অমার্জ্জিত দেখিলে তাহার যাহা কিছু ইচ্ছা মনন স্মৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তি সকল মন্দ বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাকে স্ব স্ব অভিপ্রেতানুসারে সংসারের কুটিল পথেই লইয়া যায়। যে কোন সাধু-বুদ্ধ ব্যক্তি নিজের এই দারুণ শোচনীয় অবস্থাতে সতর্ক হইয়া যখন চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা স্ববশে আনিতে পারেন, তখন তাঁহার চক্ষুর অভদ্র দর্শন শ্রোত্রের অশ্রাব্য শ্রবণ, মনের পাপ-কল্পনা, বাক্যের মিথ্যা আলাপ ও প্রাণের এই অসৎ ইন্দ্রিয় ধারণ রূপ বন্ধন সমুদয় শিথিল হইয়া আত্মাকে তাহার স্বাভাবিক স্বর্গীয় বল প্রদান করে। তখন আত্মা তাহার মুক্ত পথে প্রধাবিত হইয়া আনন্দের সহিত ঈশ্বরের শান্তি ক্রোড়ে গিয়া উপনীত হয়। আত্মার বৃত্তি সকল ও তখন তাহার অনুগামী হয়। তখন তাহার ইচ্ছা ঈশ্বরকে ব্যতীত আর কিছুই চায় না। তাহার প্রজ্ঞা নিত্যকাল এক ঈশ্বরকেই পূর্ণ ভাবে ধারণ করিয়া রাখে, এবং বুদ্ধি তাঁহারই

আলোচনায় রত হয়। ইহাই স্বর্গ। অতএব এই স্বর্গ-দ্বারের প্রহরী স্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গণকে প্রথমে জান এবং স্ববশে আনয়ন কর তবেই স্বর্গ-দ্বার নিষ্কণ্টক হইবে। এবং তোমার পুত্র-গণও তোমার আধ্যাত্মিক ভাবে গঠিত হইয়া ধর্ম্ম-ভাবে বীর হইবে। ৬

অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ।৭

'অথ' 'যৎ' 'অতঃ' অমুষ্মাৎ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পরঃ' পরং ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন 'জ্যোতিঃ' 'দীপ্যতে' স্বয়ং-প্রভং সদাপ্রকাশত্বাদ্দীপ্যতইব দীপ্যত ইত্যুচ্যতে। অগ্ন্যাদিবজ্জ্বলনলক্ষণাযাদীপ্তেরসম্ভবাৎ 'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু' 'সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু' সংসারাৎ উপরীত্যর্থঃ। 'ইদং বাব তৎ যৎ ইদং অস্মিন্' 'অন্তঃ-পুরুষে' অন্তর্মধ্যে 'জ্যোতিঃ' 'তস্য এষা দৃষ্টিঃ' সাক্ষা-দিব দর্শনং॥ ৭

আর এই স্বর্গলোক হইতেও যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, যাহা বিশ্বের সকল উত্তম এবং অনুত্তম লোকের পৃষ্ঠে দীপ্তি পাইতেছে তাহাই ইহা যাহা এই মনু-ষ্যের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। এ বিষয়ের সা-ক্ষাৎ প্রমাণ এই। ৭

যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমাণং বিজানাতি। তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণা-বপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত-উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টঞ্চশ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতোভবতি যএবং বেদ যএবং বেদ। ৮

'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এতৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'অস্মিন্ শরীরে' হস্তেন আলভ্য 'সংস্পর্শেন' 'উষ্ণিমাণং' রূপসহভাবিনমুষ্ণস্পর্শভাবং 'বিজানাতি'। তথা 'তস্য' জ্যোতিষঃ 'এষা শ্রুতিঃ' শ্রবণং 'যত্র' যদা 'এতৎ' ক্রিয়াবিশেষণং 'কর্ণৌ' 'অপিগৃহ্য' অপিধায় 'নিনদং ইব' রথস্যেব ঘোষোনিনাদস্তমিব শৃণোতি 'নদথুঃ ইব' ঋষভকূজিতমিব শব্দঃ যথাচ 'অগ্নেঃ ইব জ্বলতঃ' এবং শব্দমন্তঃশরীরে 'উপশৃণোতি 'তৎ এতৎ' জ্যোতিঃ দৃষ্টশ্রুতলিঙ্গত্বাৎ 'দৃষ্টংচ শ্রুতংচ ইতি উপাসীত'। 'চক্ষুষ্যঃ' দর্শনীয়ঃ 'শ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ 'ভবতি' 'যঃ এবং বেদ' 'যঃ এবং বেদ' ॥ ৮

এই যে, যখন শরীরে হস্তস্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, ইহাই দৃষ্ট প্রমাণ। আর তাহার শ্রুত প্রমাণ এই যে যখন হস্ত দ্বারা কর্ণ অবরুদ্ধ করিলে রথ-ঘোষের ন্যায় এবং জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের ন্যায় ইহা শুনা যায়। সেই ইহাকে শ্রুত এবং দৃষ্ট এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি দৃষ্ট এবং শ্রুত অর্থাৎ বিখ্যাত হন। ৮

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথা-ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত। ১

'সর্ব্বং' সমস্তং 'খলু' বাক্যালঙ্কারার্থোনিপাতঃ প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং 'ব্রহ্ম' বৃদ্ধতমত্বাদ্ব্রহ্ম। 'তজ্জলান্' তস্মাৎ ব্রহ্মণোজাতং তেজোবন্নাদিক্রমেণ সর্ব্বং অত-স্তজ্জং। তথা তেনৈব জননক্রমেণ প্রতিলোমতয়া তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে তদাত্মতয়া শ্লিষ্যত ইতি তল্লং। তথা তস্মিন্নেব স্থিতিকালেঽনিতি প্রাণিতি চেষ্টত ইতি তদনং। ইত্যেবং ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু কালেষু অব-শিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ। 'ইতি' 'শান্তঃ' 'রাগ-দ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযতঃ সন্ যৎ তৎ ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্য-মাণৈর্গুণৈরুপাসীত। কথং উপাসীত। 'সঃ' 'ক্রতুং' নিশ্চয়োধ্যাবসায়শ্চ এবমেব নান্যথেতি অবিচলপ্রত্য-য়স্তং ক্রতুং 'কুর্ব্বীত' উপাসীত। কথং ক্রতুঃ কর্ত্তব্যঃ 'অথ' 'খলু' হেত্বর্থ ক্রতুময়ঃ অধ্যাবসায়াত্মকঃ পুরুষঃ' জীবঃ। 'যথাক্রতুঃ' যাদৃশক্রতুরস্য সোঽয়ং যথা-ক্রতুর্যথাধ্যবসায়ঃ যাদৃকনিশ্চয়ঃ 'অস্মিন্ লোকে' জীব-ন্নিহ 'পুরুষঃ ভবতি' 'তথা' 'এতঃ' অস্মাৎ দেহাৎ 'প্রেত্য' মৃত্বা 'ভবতি' ॥ ১

সকলই এই ব্রহ্ম। তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা জানিয়া শান্ত হইয়া উপাসনা করি-বেক। এবং সে ইহাঁর প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখি-বেক যেহেতু মনুষ্য বিশ্বাসের অধীন। এই লোকে মনুষ্য যে প্রকার বিশ্বাসাত্মক হইবেক, দেহান্তর হইলে সে সেই প্রকার বিশ্বাসের ফল প্রাপ্ত হইবেক। ১

জগৎ কর্ত্তা পরব্রহ্ম এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া

সেই সৃষ্টিকে আপনা হইতে দূরে রাখেন নাই। তিনি এই অপার বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকেই আপনার স্বরূপ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন অত-এব শান্তচিত্ত সূক্ষ্মদর্শী ভক্তগণ এই নশ্বর জগতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বকালে সকল বস্তুতে এক ঈশ্বরকেই দর্শন করিয়া থাকেন। মঙ্গলময় প্রেমময় বিধাতা একবার এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন নাই। তিনি জীবকে বৈচিত্র-প্রিয় করিয়া এবং জড় বস্তুকে পরিবর্ত্তনশীল করিয়া প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে তাহাকে নব নব ভাব বিধান করত জীব সমক্ষে আনয়ন করিতেছেন। তিনি সৃষ্টিকালে আপনার অচিন্ত্য শক্তি হইতে জগং উৎপন্ন করিতেছেন, লয় কালে আপনাতে প্রতিগ্রহণ করিতেছেন এবং স্থিতি কালে জগতের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বরের এই মঙ্গল ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হইবেক এবং তাঁহাকেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। অধ্যাব-সায়ের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, এবং অধ্যাব-সায়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান জন্মাবচ্ছিন্নে নষ্ট হয় না। অতএব এক অধ্যাবসায়ই ঈশ্বরলাভের পরম উপায়।১

মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যস-ঙ্কল্প-আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ। ২

'মনোময়ঃ' মনঃপ্রায়ঃ। মনুতেঽনেনেতি মন-স্তৎপ্রবৃত্ত্যা বিষয়েষু প্রবৃত্তং ভবতি তেন মনসা তন্ময়ঃ। 'প্রাণশরীরঃ' প্রাণঃ শরীরং যস্য সঃ প্রাণশরীরঃ 'ভারূপঃ' ভাদীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং রূপং যস্য স ভারূপঃ 'সত্যসঙ্কল্পঃ' সত্যাঅবিতথাঃ সঙ্কল্পাযস্য সোঽযং সত্যসঙ্কল্পঃ। 'আকাশাত্মা' আকাশইবাত্মা স্বরূপং যস্য স আকাশাত্মা। সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদি-হীনত্বঞ্চাকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। 'সর্ব্বকর্ম্মা' সর্ব্বং বিশ্বং তেনেশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি জগৎ সর্ব্বং কর্ম্মাস্যেতি সর্ব্ব-কর্ম্মা। 'সর্ব্বকামঃ' সর্ব্বে কামা দোষরহিতা অস্যেতি স সর্ব্বকামঃ 'সর্ব্বগন্ধঃ' সর্ব্বে গন্ধাঃ সুখকরাঅস্য সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ। তথা রসাঅপি বিজ্ঞেয়াঃ 'সর্ব্বরসঃ' 'সর্ব্বং ইদং' জগৎ 'অভ্যাত্তঃ' অভিব্যাপ্তঃ 'অবাকী' ন বাক অবাকী 'অনাদরঃ' অসম্ভ্রমঃ। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌহি সম্ভ্রমঃ স্যাদনাপ্তকামস্য। নত্বাপ্তকামত্বান্নিত্যতৃপ্তস্যে-শ্বরস্য সম্ভ্রমোঽস্তিক্বচিৎ॥ ২

মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতিঃস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকল বিশ্বের ব্যাপক, যাঁহার বাক্য নাই, এবং আপ্তকাম হেতু যিনি আদরের অপেক্ষা করেন না। ২

এষমআত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা য-বাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ স আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্ত-রিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবোজ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্যঃ।৩

'এষঃ' যথোক্তগুণঃ 'মে' মম 'আত্মা' 'অন্তর্হৃদয়ে' পুণ্ডরীকস্য অন্তর্মধ্যে 'অণীয়ান্' অণুতরঃ 'ব্রীহেঃ বা যবাৎ বা সর্ষপাৎ বা শ্যামাকাৎ বা শ্যামাকতণ্ডুলাৎ বা' অত্যন্ত সূক্ষ্মপ্রদর্শনার্থং শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডু-লাদ্বেতি। পরিচ্ছিন্নপরিমাণাদণীযানিত্যুক্তেঽণুপরি-মাণত্বং প্রাপ্তমাশঙ্ক্যাতস্তৎপ্রতিষেধায়ারভতে। 'এষঃ মে' 'আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্' 'পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্' 'অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্' দিবঃ জ্যায়ান্' 'এভ্যঃ লোকেভ্যঃ' জ্যায়ান্। জ্যায়ঃ পরিমাণাচ্চ জ্যায়স্তং দর্শয়ন্ননন্ত পরিমাণত্বং দর্শয়তি॥ ৩

সেই আত্মা আমাদের হৃদয়ের অন্তরে। ব্রীহি হইতে যব হইতে সর্ষপ হইতে শ্যামাক কিম্বা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও ক্ষুদ্রতর। আবার আমাদের হৃদয়ের সেই অন্তরাত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, আকাশ হইতে বৃহৎ, দ্যুলোক হইতে এবং এই সমস্ত লোক হইতে বৃহৎ। ৩

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরএষমআত্মান্তর্হৃ-দয়এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যস্যস্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতিহ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। ৪

'সর্ব্বকর্ম্মা' 'সর্ব্বকামঃ' 'সর্ব্বগন্ধঃ' 'সর্ব্বরসঃ' 'সর্ব্বং ইদং অভ্যাত্তঃ' 'অবাকী অনাদরঃ' 'এষঃ' 'মে' মম 'আত্মা অন্তর্হৃদয়ে'। 'এতৎ ব্রহ্ম' 'ইতঃ প্রেত্য' 'এতং' ব্রহ্ম 'অভিসম্ভাবিতাস্মি' 'ইতি যস্য স্যাৎ' 'অদ্ধা' এবং সত্যং 'ন বিচিকিৎসা অস্তি ইতি' 'হ' 'আহস্ম' 'শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ' শাণ্ডিল্যোনামর্ষির্দ্বিরভ্যাসআদ-রার্থং॥ ৪

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন এবং আস্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া ইহাঁকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা তাঁহার ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন। ৪

বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা।

পৃথিবী কেবল মৃত্যুরই অভিনয়-ভূমি। ইহার প্রতি পদার্থ—প্রত্যেক ঘটনা কেবল মৃত্যুরই বল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়,সেই দিকে কেবলই পরিবর্ত্তন-স্রোতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধঃউর্দ্ধ কোন স্থানের কোন পদার্থকেই একরূপে এক ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায় না। না আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, না পৃথিবীর নদী-গিরি-সমুদ্র, কেহই স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। সকলেরই উদয়াস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিক্ষণই সংঘটিত হইতেছে। জড়ের ন্যায় উদ্ভিদ-প্রাণী-রাজ্যের মধ্যেও সকল পদার্থেরই সর্ব্বদাই রূপান্তর ভাবান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম বৃদ্ধি হ্রাস, প্রকৃতির এই বলবৎ নিয়মে চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মতম শৈবালসূত্র হইতে মর্ত্তের একাধিপতি মনুষ্য পর্য্যন্ত নিয়মিত হইতেছে। যে নব-প্রস্ফুটিত পুষ্প শ্রীলাবণ্য এবং সৌরভ-প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রাতঃকালে দর্শকের চিত্তকে হর্ষ উল্লাসে বিস্ফারিত করিয়া তোলে, মৃত্যুর নিয়মে সেই কুসুমই আবার সায়ংকালে শ্রীহীন লাবণ্যবিহীন হইয়া লোকের নেত্র-শূল হইয়া পড়ে। যৌবন কালে যে মত্ত মাতঙ্গ লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করত বন-উপবন-সকল অনায়াসে ভগ্ন বা উৎপাটন করিয়া স্বীয় প্রভূত বল-বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে ভয় ত্রাসে কম্পিত করিয়া তোলে, মৃত্যুর নিয়মে সেই হস্তীই আবার স্পন্দহীন চেতনা-বিহীন হইয়া তৃণ-শয্যায় নিপতিত হওত মনুষ্যের পদ-দলিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের বাহু-বলে বা বুদ্ধি-কৌশলে সমস্ত ভূমণ্ডলস্থ জনগণ বশীভূত বা পদানত হইয়া পড়ে, মৃত্যুর নামে আবার তাহারই শরীরের শোণিত-রাশি শুষ্ক এবং অস্থি-গ্রন্থি সকলও এককালে শিথিল হইয়া যায়। এই ভূমণ্ডলের কোন পদার্থই অক্ষত ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, সকলেরই ব্যয় ক্ষয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল আত্মারই উপরে মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। শরীর পার্থিব উপকরণে গঠিত, শরীরই জন্ম-বাল্য, যৌবন-জরার একান্ত বশবর্ত্তী।

"জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ।"

শরীরের দুর্গতি অবনতি, আত্মোন্নতির প্রতিরোধক হইতে পারে না। আত্মা সকল অবস্থাতেই উন্নতি-অভিমুখে উত্থিত হইতে পারে। শরীরের রূপান্তর ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে সুস্বাদ পুষ্টিকর দ্রব্য সকলও অপথ্য হইয়া উঠে কিন্তু আত্মার অবসন্ন অবস্থায়ও দেবভোগ্য ব্রহ্মামৃতই তাহার এক মাত্র সুপথ্য। আত্মা সকল অবস্থাতেই সেই দেবস্পৃহনীয় অমৃতপানের অধিকারী। সেই অমৃতখনি আত্মার মধ্যেই চিরনিহিত রহিয়াছেন। শরীর রোগ-শোক-জরাক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইলে অন্নপান আহরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু আত্মা সেই ভগ্ন কুটীরে বাস করিয়াও বিনাপৃর্য্যটনে দেব-প্রসাদে সেই সত্য জ্ঞান অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরের নিত্য-সহবাস-জনিত অমৃতানন্দ সম্ভোগ করত পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শরীর

দুশ্চিকিৎস্য রোগেই আক্রান্ত হউক, আর মন দুঃসহ-শোক-তাপের তীক্ষ্ণ রাগেই ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকুক, আত্মা সেই গভীর অতল-স্পর্শ অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সকল-সময়েই অন্তর-জ্বালা নিবারণ করিতে পারে। যৌবন-কালে বাহিরের ভীষণ তরঙ্গরাজির মধ্যে—গৃহ-শত্রুগণের প্রবল উত্তেজনা দুর্জ্জয় অত্যাচারের অভ্যন্তরেও মানব-আত্মা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া থাকিলে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতেই সে সুরক্ষিত হয়। বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থাতে যখন শরীর লোল, ইন্দ্রিয়-সকল নিস্তেজ হইয়া মনুষ্যকে সাংসারিক ব্যাপারে একপ্রকার অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, মানব-আত্মা সেই সময়েও ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রীতি-পীযূষ পান করত সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই অন্তিম দশায় কেবল-মাত্র তাঁহারই উৎসাহজনক প্রেমানন সন্দর্শন করিয়া পরলোক ব্রহ্মলোকের জন্যই প্রস্তুত হইতে প্রোৎসাহিত হইয়া থাকে। যখন সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করে, পৃথিবী পর্য্যন্ত যখন সেই শ্রীহীন অকর্ম্মণ্য দেহের ভার বহন করিতে চায় না, ঈশ্বর তখন সেই বৃদ্ধের পরিণত আত্মাকে স্বীয় শীতল ক্রোড়ে গ্রহণ করত পৃথিবী অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম-সত্যালোক-পূর্ণ উন্নত ধামে পবিত্র-আত্মা দেবতাদিগের মধ্যে স্থাপন করত তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

সাধারণ লোকে মৃত্যুর অর্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সংসার-সম্বন্ধ-চ্ছেদ এবং দেহ-ত্যাগকেই প্রকৃত মৃত্যু জানিয়া ভয়-ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সাধু দেহের কৌমার যৌবন জরা প্রাপ্তির ন্যায় আত্মার দেহান্তর বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতে কদাচ মুহ্যমান হয়েন না।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

অমৃতের সহবাসেই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, সেই অক্ষর অব্যয় পুরুষের সহিত চির যোগেই মানব-আত্মা অক্ষত অব্যাহত থাকিতেই সমর্থ হয়। এই ক্ষয়শীল সংসারের মধ্যে ঈশ্বরই কেবল একমাত্র অক্ষর অমৃত, তিনি ভিন্ন জগতের সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর।

"অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম,
ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।"

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলেই আমরা এখানে সকল অবস্থাতেই অমৃতের অভিমুখে ধাবিত হইতে পারি। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যে পরিমাণে বিষয়াসক্ত হই, সেই পরিমাণেই শোক-তাপে মুহ্যমান হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকি। আত্মার অমরত্ব-সাধনই আমারদের নিত্য কর্ম্ম। আত্মা ঈশ্বর-প্রসাদে অমৃতের অধিকারী হইলেও আমারদের যত্ন-চেষ্টা, সাধন-সমাধান-অভাবে তাহার বল-বিক্রম, স্ফূর্ত্তি-উদ্যম সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, সে অমর হইয়াও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

আমারদের অমর-আত্মার সঙ্গে শরীরের যোগ রহিয়াছে বলিয়াই এই জড়-শরীর জীবিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, আত্মা এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবামাত্রই যেমন ইহা এককালে স্পন্দ-বিহীন ও শ্রীহীন হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই বিকৃত হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অক্ষর অমৃত পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগেতেই আমারদের আত্মার অমরত্ব, আমারদের আত্মার জীবন-জ্যোতি, উদ্যম-উন্নতি সকলই। তাঁহা হইতে বিযুক্ত বা বিচ্যুত হইলেই তাহার সকল শোভা-সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার উচ্চ-

দেব-প্রকৃতি, হেয় রাক্ষস-স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। তখন সংসারই তাঁহার সর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়-সুখই তাঁহার একমাত্র উপভোগ্য হইয়া উঠে। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃত দুর্গতি ও অবনতি, ইহাই তাহার যথার্থ মৃত্যুর লক্ষণ। ভ্রমণ উপবেশন জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা সকলই কেবল আমারদের জীবনের পরিচায়ক নহে, এই সকল অবস্থাতে যদি আমরা ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া না থাকিতে পারি, তিনি যদি আমারদের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয় না হয়েন, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত-রূপেই মৃত।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা।
ন বিচারপরং চেতোযস্যাসৌ মৃত উচ্যতে" ॥

পূর্ণ একবৎসর কাল তো সন্‌-সন্‌-বেগে আমারদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেবল এই উপস্থিত রজনী-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব এই অল্প-কাল-মধ্যেই একবার সকলে স্থির-চিত্ত হইয়া আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, যে আমরা মৃত্যু কি অমৃতের অধিকারী হইয়াছি? এই রূপ আত্ম-জিজ্ঞাসা—আত্মানুসন্ধানের অভাবে কত সময়ে কত-বারই আমারদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এমনই মোহান্ধ জীব, যে বিঘ্ন-বিপত্তি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই সতর্ক বা সাবধান হই না। বিপন্ন হইলেই আমারদের জ্ঞান-চৈতন্যের উদ্রেক হয়। তখন ভয়-তাপে, চিন্তা-উদ্বেগে আমারদের চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। আজিকার এই বর্ষ-শেষ-রজনীই যদি আমারদের এখানকার শেষ রজনী হয়, কল্য যদি আমারদিগকে কোন নব-লোকে যাইয়া নববর্ষের সূর্য্যোদয় সন্দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা সেই দিব্য লোকে যাইবার জন্য যথার্থ প্রস্তুত হইয়াছি কি না, একবার সকলে আলোচনা করিয়া দেখ। এখানকার ধন-সম্পত্তি, বিষয়-বিত্ত কিছুই তো আমারদিগের সঙ্গী হইবে না। এখানকার মান-মর্য্যাদাও আমারদিগকে মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। আমরা যদি সেই অনাদ্যনন্ত নিত্য সত্য মহান্‌ ঈশ্বরকে জানিতে পারি, তাহা হইলেই মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হই।

"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।"

এখন আর চিন্তা-জল্পনা, বাগ্‌বিচারের সময় নাই। এখন আইস, সকলে অনন্য-মনা হইয়া ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করি। ব্রহ্ম-সংস্থিত আত্মাকে কে বিচ্যুত করিবে, কে তাহাকে ধ্বংশ করিতে সমর্থ হইবে?

"অনন্যমনসোবিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে।"

হে পরমাত্মন্‌! সম্বৎসর-কাল-মধ্যে তোমার আদেশ-উপদেশ কতবারই উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তোমার সস্নেহ মধুর আহ্বান কতবারই অবহেলা করিয়া পাপ মলিনতাতে আত্মাকে জঘন্য করিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমার সেবক-উপাসক বলিয়া তোমার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জা-বোধ হইতেছে। হে করুণাময় পিতা! স্নেহ-ময়ী মাতা! তোমার স্নেহ-করুণা ভিন্ন আমারদের আর গত্যন্তর বা উপায়ান্তর নাই! চতুর্দ্দিকেই ভয়-বিভীষিকা, চতুর্দ্দিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিয়া আর কোথায় পলায়ন করিব! ভয়-প্রাপ্ত শিশু যেমন মাতার ক্রোড়েই ধাবমান হয়, আমরা তেমনি সংসার-সঙ্কটে ভীত হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমারদিগের ভয়-ত্রাস বিদূরিত কর। তোমার নিরাপদ অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান কর, যে আমরা সুরক্ষিত হই।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈদিক সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতিও লক্ষিত হয়। বেদে জল, বায়ু, এবং উদ্ভিজ্জদিগের নানাবিধ আশ্চর্য্য গুণের উল্লেখ আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভৈষজ্যবিদ্যাবিৎ ছিলেন এবং নানা প্রকার ঔষধ জানিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ইহাঁদের ঔষধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ১২০, ১১৮, প্রভৃতি সূক্ত হইতে জানা যায় যে ইহাঁরা কণ্বকে চক্ষুদান এবং নৃষদকে শ্রবণ-শক্তি দান করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অন্ধত্ব বধিরত্ব প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতিকার করিতে পারিতেন। রুদ্রদেবকেও স্বাস্থ্য-দাতা বলা হইয়াছে। ইহাঁরা প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। আমরা দেবতত্ত্ব নামক প্রস্তাবে এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। বৈদিক কালে বোধ হয় বাত, পিত্ত এবং কফ শরীরস্থ এই তিন ধাতুর সম্যক্‌ পরীক্ষা হয় নাই, কারণ উহাদের কথা দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে ভিষক এবং চিকিৎসা-প্রণালীর উল্লেখ আছে। আবার প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ সোমদেবের নিকটে শিক্ষা করেন যে জলেতে অমৃত, ঔষধ সমূহ এবং পুষ্টিকারক তেজ আছে। তাঁহারা অবগত ছিলেন যে জলের মধ্যে নানাবিধ ভেষজ নিহিত আছে অর্থাৎ জলে নানা প্রকার ঔষধের গুণ আছে। সোমদেব ওষধি সমূহের ঈশ্বর; সুতরাং ওষধি সকলের Herbs সারনিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক যে সমস্ত ভেষজ প্রস্তুত হয় তৎসমুদায় তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এই সূক্ত হইতে বলা যাইতে পারে যে আর্য্যসমাজে জল-চিকিৎসা ছিল। সমে বিষমচিকিৎসা, সমে সমচিকিৎসা পথ্যচিকিৎসা প্রভৃতিও তাঁহাদের জ্ঞাত ছিল।

বেদের মন্ত্র হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে বৈদিক সময়ে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কতকগুলি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বিষয়ক মন্ত্র হইতেও এবিষয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়ক অনেকগুলি মন্ত্র একত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সতীদাহ বৈদিক কালে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নরমেধ-যজ্ঞ বৈদিক সময়ে কখন কখন হইত। ইহা অতি জঘন্য প্রথা বলিয়াই পরবর্ত্তী আর্য্য ঋষিগণ ইহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

বেদমন্ত্র পাঠে অবগতি হয় যে তৎকালে রাজপথে মধ্যে মধ্যে পান্থনিবাস ছিল। এই সকল স্থানে পথিকেরা বিশ্রাম করিত এবং খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত। পান্থ-নিবাসকে তখন প্রপথ বলিত। বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত সামগ্রীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মানদণ্ড দ্বারা তৎকালে ভূমি-পরিমাণ (জরিপ) হইত এরূপ কোন কোন মন্ত্র হইতে উপলব্ধি হয়। একস্থলে দেখিতে পাই অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রকে রাজ্যের শাসন-প্রণালী বিষয়ে নানা কথা বলিতেছেন। অন্য স্থলে দেখি রাজদূতেরা ইতস্ততঃ বার্ত্তা বহন করিতেছে। বেদমধ্যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের কথাও দেখা যায়। সকলের ধনাধিকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যবস্থার বিশেষ জ্ঞান ছিল। পুত্র ধনের অধিকারী, কারণ তাহার কর্ম্ম দ্বারা পিতামাতার সুখ লাভ হয় এবং ধন সম্পত্তি স্ববংশে বর্ত্তমান থাকে। কন্যা উত্তরাধিকারিণী নহে, যেহেতু বিবাহ দ্বারা তাহার গোত্রান্তর ঘটে এবং সম্পত্তি বংশান্তরগামিনী হয়।

পুত্রের অভাবে কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র অধিকারী। ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার সম্বন্ধেও সুশৃঙ্খলা ছিল। জ্ঞান পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় অপরিবর্ত্তনীয় (পাকা) বলিয়া গণ্য হইত। একবার কোন দ্রব্যের কোন মূল্য দান বা গ্রহণ হইলে, উহা আর ফিরিত না। ক্রয় বিক্রয় স্থির না থাকিলে সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে। ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবস্থারে মুদ্রার প্রচলন ছিল। বেদে সুবর্ণ, নিষ্ক, পল, কপর্দ্দক প্রভৃতি মুদ্রার উল্লেখ আছে। সভ্যসমাজ মুদ্রা ব্যতীত চলিতে পারে না। মুদ্রা বিনিময়ের দ্বার-স্বরূপ। অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় উন্নতির অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে মুদ্রাব্যবহার একটি প্রধান লক্ষণ। সভ্যসমাজ কোন বিনিময়-দ্বারের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে। তখন কোন প্রকার বিনিময়-দ্বার সকলে মনোনীত করে এবং উহাই মুদ্রা বলিয়া প্রচলিত হয়। ইহা না থাকিলে সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয় অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে এবং কোন ব্যবসায়েরই উন্নতি হয় না। বিনিময়-দ্বার একবিধ থাকাই ভাল, দ্বিবিধ থাকিলে অনেক সময়ে গোলযোগ হইতে পারে। আমরা দুই তিন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকিতে আপত্তি করি না। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটী প্রধান হওয়া উচিত এবং অপরাপর গুলির তদনুসারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। যদি স্বর্ণ-মুদ্রা, রৌপ্য-মুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রা প্রচলিত হয়, তবে প্রত্যেকেই প্রধান থাকিলে গোলমাল হইবে। স্বর্ণই প্রধান রহিবে এবং অন্যান্য মুদ্রার মূল্য ইহার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির অনুযায়িক হইবে। অর্থাৎ এরূপ একটা স্থির থাকা উচিত যে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা এতগুণ অধিক এবং রৌপ্য-মুদ্রা তাম্রমুদ্রা অপেক্ষা এতগুণ অধিক হইবে। এরূপ হইলে ইহাদের মধ্যে অনুপাত স্থির থাকিবে এবং তাহা হইলে আর মুদ্রার মূল্য লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বল্প দান বা গ্রহণ, ক্রয় বা বিক্রয়ের নিমিত্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ অল্প মূল্যের মুদ্রার প্রয়োজন। অতএব ক্ষুদ্র মুদ্রা না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। মুদ্রার প্রচলন সভ্য সমাজে ভিন্ন হয় না। আর্য্য সমাজেও স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বেদে ভূরি ভূরি স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহা সভ্যতার একটী বিশেষ পরিচায়ক।

বৈদিক সময়ে সকলই ভাল ছিল এবং কিছুই মন্দ ছিল না এমন কথা আমরা বলি না। সভ্য সমাজে যে সকল পাপ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়, আর্য্য সমাজেও তাহার অসদ্ভাব ছিল না। বারবনিতা, গূঢ় জন্ম, তস্কর, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতির বহুত্র উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৪১ সূক্তে দ্যূতকর এবং দ্যূতক্রীড়ার কথা আছে এবং দশম মণ্ডলের ৩৪ এবং ৮৭ সূক্তে দ্যূতক্রীড়া অত্যন্ত বিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণদিগকে অনেক স্থলে সাবধান করা হইয়াছে এবং ঋণ-বাহুল্যে যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটে তাহারও উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৮ সূক্ত পাঠ করিলে এ বিষয়ে বিশেষ আলোক পাওয়া যায়। এবম্বিধ সভ্য-সমাজ-পরিচিত অন্যান্য পাপ ও ব্যসনের প্রাদুর্ভাব ঋষিরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা সকল সভ্যসমাজেই আছে, সুতরাং আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আর্য্যদিগের সমাজ-বন্ধনের প্রধান সাধন ধর্ম্ম। যৎকালে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশে উপ-

নিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধিকার বিস্তার করেন, তৎকালে তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান ছিলেন। ধর্ম্মই তখন তাঁহাদের একতার মূল মন্ত্র ছিল এবং এক ধর্ম্ম দ্বারাই তাঁহারা একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের তাদৃশ উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে সকলেই একধর্ম্মের মতাবলম্বী এবং একধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। যে কেহ তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মের উপর অত্যাচার বা ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিত, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া তাহাকে দমন করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার বহুত্র তাঁহারা দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতিকে অযজ্বা, অব্রত, অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কোন জাতির একতা-সাধনের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন একটী উৎকৃষ্ট উপায়। আর্য্যজাতি ধর্ম্ম-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং যাহাতে ধর্ম্মের মহিমা-বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নশীল হইতেন। আর্য্য-হৃদয় ধর্ম্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল। ধর্ম্মভাব আর্য্য-হৃদয়ের প্রাণসম প্রিয় রত্ন ছিল। আর্য্যগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদের শারীরিক এবং মানসিক সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম-প্রধান, ধর্ম্মভাব-সম্পৃক্ত ছিল। পরমাত্মচিন্তন তাঁহাদের হৃদয়ের অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল। উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ইহার ফল। ঋষিরা অনেক সময় সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি চিন্তা করিতে ব্যয়িত করিতেন। ধর্ম্মানুশাসনে তাঁহাদের সমাজ এমন কি তাঁহাদের দৈনিক জীবন পর্য্যন্ত শাসিত হইত। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি, সমস্তই ধর্ম্মভাব-প্রধান ছিল। শাসন-প্রণালী, ব্যক্তিগত-সত্ত্ব-স্থাপন গার্হস্থ্য জীবন, ব্যবস্থা প্রকটন এবং সামাজিক সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আর্য্যসমাজে এরূপ কোন কার্য্য ছিল না যাহা ধর্ম্মভাব-বিরহিত। ধর্ম্মই তাঁহাদের একতার মূল কারণ ছিল। একতা না থাকিলে কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে না। আজকাল ভারতীয় আর্য্যগণ যদি বৈদিক সময়ের এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎসাধনে সযত্ন হয়েন তাহা হইলে, প্রভূত সুফল ফলিতে পারে। আজ কাল ভারতে একতাস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই সঙ্গে যদি ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য-সম্পাদনের উদ্যোগ করা যায় তাহা হইলে অচিরাৎ ভারতের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতি কাহারও মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ কি কি কারণে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করা আমাদের নিতান্ত উচিত। এই জন্যই আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, যৎকালে কোন জাতি অত্যন্ত অবনত এবং অধোগত হইয়া পড়ে তৎকালে উহার পূর্ব্বকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি এবং তাহার আলোচনাই উহার উন্নতির একমাত্র উপায়। বেদমধ্যে আমরা বহুসংখ্যক রাজা বা অধিপতির নাম দেখিতে পাই। ইহাঁরাই আর্য্যাধিকারের অন্তর্ভূত প্রদেশ সমূহ শাসন করিতেন। যোধজাতির সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তখন আর্য্য-সমাজে জাতিভেদ হয় নাই, ব্যবসায় ভেদ ছিল। রাজারা রাজ-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। দুষ্টদিগকে দণ্ডপ্রদান এবং তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নিবারণ করিয়া তাঁহারা সকলের অর্চ্চনীয় হইতেন। মন্ত্রণা করণার্থ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিল এবং রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত নানা কার্য্য-সচিব থাকিত। ন্যায়পথানুসরণ

এবং সদ্বিচার দ্বারা তাঁহারা প্রজাদের বিশেষ ভক্তিভাজন হইতেন এবং সকলেই তাঁহাদিগকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিত। ধনাধিকার, সামান্য চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার প্রভৃতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বৈদিক আর্য্য-সমাজের নৈতিক উন্নতি প্রভূত পরিমাণে হইয়াছিল। সামাজিক নীতির প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। মিথ্যাবাদিতা এবং পাপকে সকলেই ঘৃণা করিত। অনুতাপ দ্বারা তাঁহারা অনেক সময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। প্রত্যেক পাপ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে বরুণদেবের প্রসাদ ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সূক্তের এক স্থলে শুনঃশেপ ঋষি বলিতেছেন "হে বরুণদেব, আপনি আমাদিগের অনিষ্টকারী পাপদেবতাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূর করুন এবং আমাদিগের কৃত পাপ নষ্ট করুন।" পুনর্ব্বার ৩৮ সূক্তে লিখিত আছে "হে মরুদ্দেব সকল, আপনাদিগের অনুগ্রহে অতি প্রবল নির্ঋতি অর্থাৎ পাপদেবতা যেন আমাদিগকে বধ করিতে না পারে। এই পাপ-দেবতাকে দমন করা আমাদের অসাধ্য। ইহা আমাদিগকে কুবুদ্ধি প্রদান এবং আমাদের হৃদয়ে দুষ্ট বাসনা উৎপাদন করে। অতএব এই অজেয় পাপদেবতা আমাদের দুষ্ট বাসনা ও দুর্ব্বুদ্ধির সহিত যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা করুন।" সায়ণাচার্য্য কখন কখন নির্ঋতি-দেবতাকে রাক্ষস জাতির দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং কখন পাপদেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার ৫৭ সূক্তে যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিদেবকে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং অগ্নিদেবকে অনিষ্ট-নিবারক কবচ-স্বরূপ হইয়া যজমানের পাপ-প্রবৃত্তি নিরাকরণ করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রকার ভূরি ভূরি স্থল ঋগ্বেদসংহিতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমানিত হয় যে আর্য্যগণ ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইতে অতিশয় ভয় করিতেন এবং কি প্রকারে আত্ম-জীবন বিশুদ্ধ নীতিময় করিবেন তদ্বিষয়ে সযত্ন হইতেন। ধর্ম্ম এবং নীতি পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বৈদিক কালে আর্য্যগণ ধার্ম্মিক এবং নীতিমান্ ছিলেন। অধর্ম্ম এবং দুর্নীতি তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ধর্ম্ম এবং নীতির বলে প্রবল হইয়া তাঁহারা আর্য্য-সমাজের তাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আমরা পর-প্রস্তাবে বৈদিক আর্য্য-সমাজের সভ্যতার স্বরূপ এবং অন্যান্য দেশীয় সভ্যতা হইতে ইহার প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রাজনীতি।

দানবরাজ বলি জিজ্ঞাসিলেন, তাত! ক্ষমা না তেজ আশ্রয় করা উচিত? প্রহ্লাদ কহিলেন, বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিয়া থাকাও উচিত নয় এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমা অবলম্বন করিয়া থাকাও শ্রেয় নয়। যিনি নিয়ত ক্ষমাশীল তাঁহার অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। আশ্রিত ভৃত্য এবং শত্রু ও উদাসীন ব্যক্তিও তাঁহাকে পরাভব করিবার চেষ্টা পায়, এবং কেহই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে না, এই জন্য পণ্ডিতেরা নিয়ত ক্ষমাশীল হওয়া দোষাবহ জ্ঞান করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ভৃত্যেরা ঐ নির্ব্বোধ প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়া চৌর্য্যাদি দোষে লিপ্ত হয়, তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রার্থনা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং তাঁহার আদিষ্ট দেয়ও

অন্যকে দেয় না। অবজ্ঞা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু ভৃত্যেরা উহাকে পদে পদে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিয়া থাকে এবং তাঁহার ভার্য্যা প্রশ্রয় পাইয়া স্বৈরচারিণী হয়। বৎস! যে ব্যক্তি কেবল ক্ষমা আশ্রয় করে তাহার এই এই দোষ, এক্ষণে যে নিরন্তর তেজের উপর থাকে তাহারও দোষের উল্লেখ করিতেছি শুন।

যে ব্যক্তি প্রকৃত বা অপ্রকৃত অবসরেই হউক ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডবিধান করে তাহার অচিরাৎ মিত্রবিরোধ জন্মে, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, তাহাকে তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, গ্লানি, মোহ ও শত্রুতা সংগ্রহ করিতে হয় এবং সে শীঘ্রই ধন প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিত্য অতিমাত্র তেজীয়ান লোকে গৃহান্তর্গত সর্পবৎ তাহাকে ভয় করে। যাহাকে দেখিলে সর্ব্বদা ভয় হয় এই পৃথিবীতে তাহার শ্রেয় কোথায়? লোকে তাহার রন্ধ্র পাইলেই অপকার করে; অতএব নিয়ত তেজস্বী এবং নিয়ত মৃদু হওয়াও ভাল নয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে কখন তেজ কখন বা মৃদুতা আশ্রয় করিবে। ফলতঃ যিনি সময়ে তেজস্বী ও সময়ে মৃদু হন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ হয়।

বৎস! এক্ষণে কিরূপ স্থলে ক্ষমা করিতে হইবে আমি তাহাও বলিতেছি শুন। যে তোমার পূর্ব্বোপকারী গুরুতর অপরাধেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। যে আশ্রিত ভৃত্য তাহার নির্বুদ্ধিতাকৃত অপরাধ ক্ষমা করা উচিত; কারণ পাণ্ডিত্য সকলের পক্ষে সুলভ হয় না, কিন্তু যাহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহা স্বীয় বুদ্ধি-দোষ বলিয়া বুঝাইতে চায় সেই সমস্ত পাপাত্মা শঠকে অল্প অপরাধেও বিশেষ দণ্ড করিবে। প্রত্যেকের প্রথম অপরাধ মার্জনীয় কিন্তু বারান্তরে অপরাধ সামান্য হইলেও দণ্ডবিধান আবশ্যক। যদি কেহ বিশেষ না জানিয়া কোন অপরাধ করে তাহা হইলে অগ্রে তাহার তথ্য জানিবে এবং বাস্তব অজ্ঞানকৃত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিবে। দেখ মৃদুতা দ্বারা দারুণকে এবং মৃদুতা দ্বারা অদারুণকে বশীভূত করা যায়, জগতে মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই, সুতরাং মৃদুতাই যার পর নাই তীব্র।

মহাভারত বনপর্ব্ব।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান।

স্বদেশকে ভাল বাসে না এবং স্বদেশের উন্নতি কামনা করে না আজ কাল শিক্ষিত-দলে এরূপ লোক অতি বিরল। এখন অনেকে বক্তা হইয়া দেশস্থ লোকদিগকে স্বদেশের উন্নতির জন্য উত্তেজিত করিতেছেন— অনেকে গ্রন্থকার হইয়া নিশীথে অতিনিভৃতে দেশোন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন— অনেকে পত্র-সম্পাদক হইয়া এই দেশোন্নতিরই জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাবে পত্র পূর্ণ করিতেছেন। ফলত এতদ্দেশে যত শিক্ষা প্রচার হইতেছে ততই লোকের দেশাবচ্ছিন্ন দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে এবং কিসে তাহা দূর হয় তজ্জন্য অনেকের একটা আন্তরিক ব্যাঙ্গলতা উপস্থিত হইতেছে। ইহা অবশ্য একটী শুভ লক্ষণ কিন্তু যাহাতে স্বদেশের অর্থকৃচ্ছ্রতা নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেরই ঔদাসীন্য। এক্ষণে কতকগুলি অনাবশ্যক সমাজসংস্কার লইয়াই সুশিক্ষিত দল ব্যতিব্যস্ত, আমরা সেগুলি চাই না; কিন্তু আজ কাল অনেক ভদ্র সন্তান অর্থাভাবে ছিন্ন-বসনে অনসনে দিবানিশি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উত্তান নয়নে

হাহাকার করিতেছে আমরা তাহা ঘুচাইতে চাই।

এখন ত এই অর্থ-কষ্ট, ইহার যে অবসান হইবে তাহারও ত কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। চাকরীই এদেশীয় ভদ্র লোকের প্রধান জীবিকা, তাহাও আবার প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন অধিক হওয়াতে ক্রমশঃ অসুলভ হইয়া উঠিতেছে। এখন প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আকুল ও অবসন্ন। এরূপ অবস্থায় স্বাধীন ভাবে জীবিকা লাভ শিক্ষা না করিলে লোকের আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে যে আমাদের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

সাধারণ্যে শিক্ষাপ্রচারই দেশের দুরবস্থা দূর করিবার প্রধান উপায়, কিন্তু এই শিক্ষা বুদ্ধিপ্রধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি নানা-বিষয়-ব্যাপিনী হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে এক্ষণে সেই শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই রূপ শিক্ষাই বিজ্ঞান-শিক্ষা। ইওরোপের কোন কোন জাতি যে পার্থিব মান-সম্ভ্রমের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা অবশ্য অস্বাধীন জাতি, তন্নিবন্ধন অনেক আশা আমাদের চরিতার্থ না হইবারই কথা কিন্তু দেশ-হিতকর এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা আমরা এই হীন অস্বাধীন অবস্থাতেও সম্পাদন করিতে পারি, ইহাই এই বিজ্ঞান-চর্চ্চা। এতদ্ব্যতীত দেশাবচ্ছেদে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। এখন নানাস্থানে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহাতে আজও এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যদ্দ্বারা বুদ্ধির একটা প্রকৃত শিক্ষা হয় এবং সেই শিক্ষার বলে লোক স্বাধীন ভাবে জীবিকা-সংস্থান করিতে পারে। বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষা হইতেছে তদ্দ্বারা কেবল মসিজীবির দলই বাড়িতেছে; এখন যাহাতে কৃষিজীবি, যন্ত্রজীবি ও শিল্পজীবির দলপুষ্টি হয় এরূপ শিক্ষা আবশ্যক।

সত্য বটে এখন কিছু কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষায়। এবং যে যে বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা হয় সর্ব্বসাধারণে ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া তাহার ফল পাইতে পারেন না। আরও একটা কথা এই যে, যে অল্পসংখ্য লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন হইতেছে তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। তাঁহারা বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু মাত্র আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিয়া কি পরিমাণে যে স্বদেশের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু বিজ্ঞান যাহাদের জীবিকার উপায় হইবে সেই শ্রমজীবিদিগের মধ্যে যত দিন ইহার বিশেষ চর্চ্চা না হইতেছে তত দিন ইহা দ্বারা এতদ্দেশের কোনও উপকার দর্শিতেছে না। অতএব যে উপায়ে বিজ্ঞান সেই শ্রমজীবিশ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পায় তজ্জন্য সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পশাস্ত্র বিজ্ঞান হইতে প্রসূত। বিজ্ঞান ব্যতীত শিল্পের উন্নতি হয় না। এক্ষণে এই বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রন্থের নানা বিভাগ ভূরি পরিমাণে অনুবাদিত হউক। বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা বিভাগ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইলে সকল লোকেরই সুবিধা হইতে পারিবে। এ দেশে যখন জাতিভেদ বদ্ধমূল তখন কার্য্যভেদও বহুকাল থাকিবার সম্ভাবনা। একজন উচ্চ জাতীয় হয়ত কৃষিকার্য্য না করিতে পারেন কিন্তু তিনি হয় ত শিল্পের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা বলি যাঁহারা

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহারা দেশীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করুন। আর সেই সমস্ত গ্রন্থ নিম্নতম বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ হউক, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে থাকিবে এবং দেশীয় উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিবে।

এক সময়ে এতদ্দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হইতেছিল, নানা কারণে তাহা বিঘ্নোপহত হইয়াছে। এক্ষণে আবার সেই বিজ্ঞান ও শিল্পকে সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। এই সজীবতা-প্রদানে আমাদের উপায় ও আশাও আছে। আপাতত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল অনুবাদিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হউক। ইহা দ্বারা লোকের কার্য্য-কারণ-জ্ঞান জন্মিবে, স্বাধীন বিস্তার উদ্রেক করিবে, এবং নানা বিষয়ক অনুসন্ধান বৃদ্ধি পাইবে। কিছু কাল পরে এমন একটি সময় আশা সম্ভব যখন লোকের বুদ্ধিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে সমর্থ হইতে পারে। তখন আমরা বিজ্ঞান ও শিল্পের সজীবতা বা একটা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইব। আর সেই সময়টি না আইলেও আমরা সামাজিক অবস্থার প্রকৃষ্ট রূপ উন্নতি করিয়া লইতে পারিব না। কারণ, বিজ্ঞানের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ব্যতীত কোন দেশের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

এক্ষণে অনুবাদের বিষয় বিবেচ্য। বিজ্ঞানের অনুবাদে একটু বিশেষ সাবধানতা চাই। বিজ্ঞানের ভাষা যত সহজ ও সরল হইবে ততই ভাল। এমন কি এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এইরূপ ভাষা হওয়া চাই। এখন যে দুই এক খানি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নশ্রেণীর লোকে দস্তস্ফুট করিতে পারে না এবং অনুবাদকেরা নূতন নূতন কথা সঙ্কলন করিতে গিয়া ভাষা এমন দুর্বোধ ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে অশিক্ষিত নিম্নতম শ্রেণী কেন শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকও তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এরূপ পুস্তকে জনসমাজের কোনও উপকার নাই।

আমরা উপসংহারে সুপণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে একটি কথা বলি। বর্ত্তমানে তিনিই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয় সেগুলি ইংরাজী ভাষায় হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের যে উপকার দর্শিবে আমরা কিছুতে এরূপ বিবেচনা করি না। আমরা বলি তিনি এই বিষয়ে বঙ্গ ভাষাকে আশ্রয় করুন এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে ভাষাকে এইরূপ বোধসুলভ করিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিতে থাকুন। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের শ্রী ফিরিবে এবং তিনিও এই মহোপকার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন।

স্বাধীন চিন্তা।

Be the thing that God hath made you
Channel for no borrow'd stream ;
He hath lent you mind and conscience,
See, you walk in their beam.

ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন রূপে চিন্তা করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সকলেই স্বাধীন রূপে চিন্তা করে এবং কেহ কাহারও স্বাধীন

রূপে চিন্তা করিবার অধিকার অপহরণ না করে ইহা তাঁহার অভিপ্রায়। স্বাধীন রূপে চিন্তা করা প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে অতীব শুভ-ফল-দায়ক। কোন এক জাতিতে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকা সেই জাতির উন্নতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কেবল পরম্পরাগত প্রথানুসারে চলিলে কোন জাতিই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে জাতির লোকেরা স্বাধীন হইয়া চিন্তা ও কার্য্য করে না সে জাতি যাহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইতে পারে কোন কালে ঐরূপ কোন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যে জাতির মধ্যে যত অধিক স্বাধীন-চিন্তা-শীল ব্যক্তি উদিত হয়, সেই জাতি তত শীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। মানব-জাতি বর্ত্তমান সময়ে যে উন্নতি-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ কতকগুলি অসাধারণ স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্য-কলাপের গুণে।

যে দেশের লোকেরা তেজস্বী স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন নহে সে দেশ কি ধর্ম্ম, কি রাজ-নীতি, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি সাহিত্য কোন বিষয়েই উন্নত হইতে সমর্থ হয় না। ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশ এই সকল বিষয়ে যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা কেবল কতকগুলি উজ্জ্বল-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির কার্য্য-কলাপ-প্রভাবে। ভারতবর্ষে উপনিষদকার, পারস্য দেশে জরদস্ত, চীনদেশে কন্‌ফুজি, পেলেস্টাইনে খ্রীষ্ট, আরবদেশে মহম্মদ, এবং জার্ম্মেনি রাজ্যে লুথার যদ্যপি উদিত হইয়া এবং স্বাধী-নচিন্তা-প্রণোদিত হইয়া স্বস্ব দেশে প্রচলিত ধর্ম্মাপেক্ষা বিশুদ্ধতর ধর্ম্মমত প্রচার না করিতেন তাহা হইলে অদ্যাপি সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা অতি নিকৃষ্ট থাকিত। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ-দেশে যদ্যপি মহাত্মা রামমোহন রায় স্বাধীন ভাব পরিচালনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা না করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে কতদূর অবনত হইত তাহা বলা যায় না। যদ্যপি ইংলণ্ডে মাগ্নাচার্টার প্রবর্ত্তকেরা, হ্যাম্প্‌ডেন, পিম্, ফক্স, সার সামুএল রমিলি, হালিফাক্স, সণ্ডারলেণ্ড, পীট, লর্ড গ্রে প্রভৃতি স্বাধীন-চিন্তা-শীল রাজনীতিজ্ঞেরা ইংরাজ জাতির ইতিহাসের প্রাথমিক কাল হইতে উদিত না হইতেন তাহা হইলে তথায় এক্ষণে রাজ্য-শাসনের যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর নিয়ম সকল প্রচলিত হইয়াছে তাহা কদাপি হইতে পারিত না। যদ্যপি ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্ক-লিনের ন্যায় অসাধারণ তেজস্বী স্বাধীনমনা রাজনীতিজ্ঞ আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ না করি-তেন তাহা হইলে আজ আমেরিকাবাসীরা রাজ্য-শাসন-প্রণালীতে কখনই বর্ত্তমান সম-য়ের ন্যায় উন্নত হইতে পারিত না। ফ্রান্স রাজ্যে যদ্যপি বল্‌তেয়ার, রুসো, লাফায়ৎ, টিয়ার্স, গেম্বেটা প্রভৃতি স্বাধীন-চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞেরা উদিত না হইতেন তাহা হইলে ফ্রান্স দেশে এক্ষণে রাজতন্ত্র অ-পেক্ষা উৎকৃষ্টতর যে সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী তাহা সংস্থাপিত হইতে পারিত না। ইটা-লীতে যদ্যপি স্বাধীন-চিন্তাশীল গেলি-লিও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সৌরজগৎ, পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্য সকল প্রচার না করিতেন, ইংলণ্ডে যদ্যপি নিউটন স্বাধীন-মতাবলম্বী হইয়া মাধ্যাকর্ষণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার না করিতেন, এবং যদ্যপি স্বাধীন-ভাবানুবর্ত্তী হইয়া হার্বি শারীর তত্ত্ববিদ্যার, হম্‌ফ্রি ডেভি, ফারাদে রসায়ন শাস্ত্রের, হার্শেল জ্যোতির্ব্বিদ্যার, সার চার্লস

লায়েল ভূতত্ত্ববিদ্যার, এবং ইউরোপীয় নানা বৈজ্ঞানিক নানা বিজ্ঞানের নানা সত্য আবিষ্কার না করিতেন, তাহা হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিজ্ঞান যেরূপ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে সেরূপ হইতে পারিত না। স্বাধীনমনা রাজা রামমোহন রায় যদ্যপি আমাদিগের দেশের সহমরণ-প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুরীতি দূর না করি-তেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা এক্ষণে যতটুকু উন্নত হইয়াছে, ততটুকুও উন্নত হইত না। ইংলণ্ডে যদ্যপি উইলবারফোর্স ও টমাস ক্লার্কসন এবং আমেরিকায় যদ্যপি প্রেসিডেণ্ট লিনকন প্রভৃতি মহান-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদিত হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা পৃথিবী হইতে একপ্রকার উৎসন্ন না করিতেন তাহা হইলে আজ সমস্ত পৃথিবীতে ঐ কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া মানব-সমাজকে কতদূর অবনত ও নীচগামী করিত তাহা ভাবিলে হৃদয়ে শঙ্কার উদয় হয়। ইংলণ্ডে জোসেফ লাঙ্কাস্টর ও উইলডারস্পিন, জার্ম্মেনিতে পেস্টালজি এবং সুইজারলাণ্ডে ফেলেনবার্গ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদ্যপি আপনাদিগের স্বাধীন-চিন্তা-সম্ভূত অভিনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিতেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষা-প্রণালী যতদূর উন্নত হইয়াছে ততদূর উন্নত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যদ্যপি জার্ম্মেনিতে গেটে, ইতালীতে দান্তে, ইংলণ্ডে চসার এবং ফ্রান্সে মণ্টেন স্ব স্ব মাতৃভাষায় গ্রীক ও লাটিন হইতে অনুবাদ কিম্বা অনুকরণ-পূর্ণ গ্রন্থ রচনা হইতে গতি ফিরাইয়া দিয়া স্বাধীন-চিন্তা-প্রণোদিত মৌ-লিক গ্রন্থ সকল রচনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্য আজকাল যেমন উন্নত হইয়াছে ও উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইতেছে সেরূপ হইতে পারিত না।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাব ব্যতিরেকে কোন জাতি প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে সেই স্বাধীন চিন্তার প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাইতেছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি সাহিত্য কোন বিষয় সম্বন্ধেই এক্ষণে বঙ্গ-বাসীগণকে রীতিমত স্বাধীনরূপে চিন্তা ক-রিতে এবং স্বাধীন মতানুসারে কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীগণের স্বাধীন-ভাব-শূন্যতা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে এরূপ বহুসংখ্যক লোক আছেন যাঁহাদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম ভ্রান্তধর্ম্ম বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, কিন্তু সকল প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে ও পূজায় সম্পূর্ণ যোগ দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজ-চ্যুতি-জনিত অপ-মান আশঙ্কায় এবং আত্মীয় কুটুম্বগণের পীড়ন সহ্য করিবার ভয়ে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহা-দিগের স্বাধীন মত ও স্বাধীন বিশ্বাস অনু-সারে কার্য্য করেন না। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গবাসীগণের স্বাধীন-ভাব-শূন্যতার অমঙ্গল-জনক ফল আর কি হইতে পারে! সামান্য লোকভয়ে কপটধর্ম্মী হওয়া একটি মহাপাপ। এইরূপ হইয়া তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম-ভাব নিস্তেজ ও মলিন করিয়া ফেলিতেছেন এবং জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ঈশ্বরের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গবাসীগণকে কিয়দংশে স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন দেখা যায় বটে কিন্তু এক্ষণে কতকগুলি ব্রাহ্ম গুরুর উপাসনা

এবং গুরুর চরণে তাঁহাদিগের সমস্ত স্বাধীনতা উৎসর্গ করিয়া, আপনাদিগের শোচনীয় স্বাধীন-ভাব-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ-প্রথার প্রবেশ, বঙ্গবাসীগণ যে অতি হীন-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

কোন জাতি স্বাধীন হইলে রাজনীতি-সম্বন্ধে যেরূপ স্বাধীন চিন্তা পরিচালনা করিতে পারে, পরাধীন হইলে তদ্রূপ পারে না। আমরা ইংরাজের অধীন, কিন্তু বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়াও রাজনীতি-সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রচার করিয়া আমাদিগের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করিবার আমাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে। ব্যবস্থাপক সভাসমূহে যে সকল দেশীয় ব্যক্তিগণ সভ্য রূপে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে সেই সেই সভার আলোচিত বিষয় সকলে আপনাদিগের স্বাধীন মত প্রদান করিতে প্রায় দেখা যায় না। রাজপুরুষদিগের যাহা মত, তাহা তাঁহাদিগের মতবিরোধী এবং দেশের অশুভকর ও বিপদজনক হইলেও, তাঁহারা রাজপুরুষদিগের অসন্তোষের পাত্র হইবার ভয়ে প্রায় তাঁহাদিগের মতেই মত দেন। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের দেশীয় সভ্যগণ যদ্যপি স্বাধীন রূপে চিন্তা করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। রাজনীতি-চর্চ্চার জন্য নগরে নগরে রাজনৈতিক সভা সংস্থাপন করিয়া রাজনীতি-সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদিগকে স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত করা আমাদিগের দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সংসাধনের আর একটি উপায়। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ রাজনৈতিক সভার সংখ্যা অতি বিরল।

বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিষয়ে বাঙ্গালীদিগকে স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন দেখা যায় না। সভ্য ও উন্নত জাতি হইতে গেলে বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্বাধীন চর্চ্চা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই চারি জন ব্যতীত কোন বঙ্গবাসীকে স্বাধীন রূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আবিষ্কার করিতে সমুৎসুক দেখা যায় না।

সমাজ-সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীরা স্বাধীন-ভাব-শূন্য। এক্ষণে বঙ্গসমাজে যে সকল কুরীতি ও কুপ্রথা প্রচলিত আছে, এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ঐ সকল রীতি ও প্রথা দুর্নীতিজনক জানিয়া ও বিশ্বাস করিয়াও উহার অনুসরণ ও অনুমোদন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহা তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবের বিশেষ অভাব এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি গভীর উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছে। যিনি যে সামাজিক কুরীতির অশুভ ফল দর্শন কিম্বা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সেই কুরীতির কোন প্রকারে অনুসরণ কিম্বা অনুমোদন না করা এবং উহা সমাজ হইতে যাহাতে শীঘ্র অপনোদিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত উচিত। মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমাদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্যের ও ভীরুতার পরিচয় প্রদান করে এবং আমাদিগকে কপটতা-দোষে দোষী করে। কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদিগের স্বাধীন মত ও স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য না করিলে বঙ্গসমাজের উন্নতি হওয়া সুকঠিন হইবে।

শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীগণকে স্বাধীন-চিন্তা-শূন্য দেখা যায়। প্রচলিত

শিক্ষা-প্রণালী যে বঙ্গদেশের অনুপযুক্ত এবং বঙ্গবাসীগণকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব-প্রদানে অক্ষম তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু কেহই স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে পুনঃপুনঃ উত্তেজনা পূর্ব্বক মহা আন্দোলন উৎপাদন করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বঙ্গীয় লেখক-সম্প্রদায়ের স্বাধীনরূপে চিন্তা করিবার শক্তি অতি অল্পই উন্মেষিত হইয়াছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত। বঙ্গীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজীর আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ অনুবাদ, কিম্বা ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের মত ও ভাব পূর্ণ। এইরূপ অসংখ্য অনুবাদ ও বিজাতীয়-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থে কোন একটি সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না! বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি-সম্পাদনার্থ বঙ্গীয় লেখকগণের সম্যকরূপে স্বাধীন-চিন্তাশীল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। প্রকৃত রূপে চিন্তাশীল লেখক হইবার জন্য স্বাধীন রূপে চিন্তা করা, এবং স্ব স্ব ধী-শক্তির অনুসরণ করা বিশেষরূপে প্রয়োজন। বঙ্গীয় লেখকগণ স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে আরম্ভ না করিলে আমাদিগের দেশে কখন মহৎ-চিন্তাশীল ও প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক উদিত হইবেন না এবং বঙ্গ সাহিত্যও কখন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিবে না।

জাতীয় উন্নতি সংসাধনার্থ স্বাধীন চিন্তার আবশ্যকতা ও উপকারিত্ব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির সকল বিষয়ে স্বাধীনরূপে চিন্তা ও স্বাধীন মতানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করা অতীব কর্ত্তব্য। অপমান, গ্লানি, নিন্দা ও ঘৃণাভাজন হইবার ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং অন্যান্য নানা বাধা বিঘ্নের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সকলে স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলে বঙ্গদেশের উন্নতির প্রধান দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

ঘাসীদাস *।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময় রামমোহন রায় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ঘোষণা করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া বঙ্গদেশে মহান্ উপপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারই সমকালে (১৭৪২ ও ১৭৫২ শকের মধ্যবর্ত্তী কালে) ঘাসীদাস স্বজাতীয় চামারদিগের ধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যে কৃতকৃত্য হইয়া তাহাদিগকে হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।

ঘাসীদাস অতিধীরপ্রকৃতি ও দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। চামারদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুকান্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার মুখশ্রী দীপ্যমান মহানুভাবতায় সমুজ্জ্বল ও চিত্ত সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমান ছিল। কিন্তু তিনি অতিশয় চিন্তাশীল ও মিতভাষী ছিলেন। স্বজাতীয়দিগের হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় গভীর বেদনায় নিয়ত বিক্ষোভিত হইত। এই জন্য তিনি উপচিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বদা পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বজাতীয়দিগের সহিত অতি ঘনিষ্টতা করিতেন ও বিবিধ প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিয়া তাহাদের সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও কর্ম্মঠ বুদ্ধিশক্তির নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। অনেকে বিশ্বাস করিত তিনি অলৌকিক-প্রভাব-সম্পন্ন মহাপুরুষ,

* পূর্ব্ববারে প্রমাদ বশত ঘাসীদাস স্থলে খাসীদাস হইয়াছে।

কেহ কেহ বা তাঁহার অসামান্য চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে কেবল মাত্র সর্ব্ব-রোগাপহারী ধন্বন্তরির ন্যায় জ্ঞান করিত। ফলতঃ তিনি সকলেরই নিকট একজন অদ্ভুত সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

চিন্তা-নিরত ঘাসীদাস বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, নীচ জাতীয় বলিয়া তাহাদের উপর ব্রাহ্মণেরা যে এত প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এত অত্যাচার করিতেছে, ইহা কখনই পরম কারুণিক জগৎ পিতার অভিপ্রেত হইতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ক্ষীরের সঞ্চার যেমন ব্রাহ্মণ-প্রসূতিদিগের হয়, চামারদিগেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহার ভিন্ন বিধান কিছুই নাই। বসুন্ধরা সুরস ফল মূল দ্বারা সম্পূজিত ব্রাহ্মণদিগের যেমন, তেমনি দাসাধম চামার-দিগেরও ক্ষুধানিবৃত্তি ও আরাম সাধন করে। নির্ম্মল নির্ঝর-বারি তুল্য রূপে উভয়ের তৃষ্ণা-নিবারক ও শৈত্য-বিধায়ক। অগ্নি উভয় জাতিরই প্রয়োজন সাধন করে, বায়ুও কোন বিশেষ জাতির পক্ষপাতী নহে। এবং অনন্ত-প্রসারিত তারকাঙ্কিত সমৃদ্ধ আকাশও সাধারণ সম্পত্তি। তবে ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ কিসে? ধর্ম্মেতে বিদ্যাতে তাঁহাদিগেরই একাধিপত্য কেন? ঘাসীদাস চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যজমানদিগের অমূলক ধর্ম্ম-ভয়ই ব্রাহ্মণদিগকে জগতীতলে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছে। অতএব স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু ইহা সহজ কথা নহে। সহস্র সহস্র বৎসর যে বিশ্বাস অব্যাহত প্রভাবে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, অদ্য এক উদ্যমে তাহা উন্মূলন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সত্য বটে এই সময় অনেকে তাঁহার পার্শ্বচর ও অনুবর্ত্তী হইয়াছিল কিন্তু তিনি প্রতীতি করিয়াছিলেন সমগ্র চামার জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে দৈব শক্তির সহায়তা আবশ্যক। অতএব তিনি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দৈব-সহায়তা লাভার্থ তপশ্চরণে কৃত-সংকল্প হইলেন। প্রচার করিয়া দিলেন তিনি দীন হীন চামারদিগের উদ্ধারার্থ দুশ্চর ব্রত ধারণ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিবেন এবং তদর্থে ছত্রিশ গড়ের পূর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী অরণ্যানী মধ্যে প্রস্থান করিবেন।

একদা তিনি কতিপয় অনুবর্ত্তী শিষ্য সমভিব্যাহারে জঙ্ক ও মহানদীর সঙ্গম-স্থান-সন্নিহিত ভূ-ভাগের সীমান্তস্থিত গারোধ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়া তিনি অনুচর শিষ্যদিগকে বিদায় দিলেন, আর বলিয়া দিলেন ছয় মাস অতীত হইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট বরলাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। শিষ্যেরা দেখিল তাহাদের প্রিয় ঘাসীদাস এই কথা বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করত দূরস্থ মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঘাসীদাস তাঁহার এই স্বতঃ-অবলম্বিত বানপ্রস্থ-ব্রত-আচরণ-কালে কোথায় ছিলেন, কি করিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় তথ্য কিছুই জানা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে ইহা অতি গুহ্য ও পবিত্র বিষয়,—অনুসন্ধানের অতীত। তবে প্রবাদ এই যে তিনি এতাবৎ কাল নানা বিধ বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও কখনই আপনাকে বিপন্ন জ্ঞান করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা আপন রক্ষক স্বরূপ বিশ্বাস করিয়া অকুতোভয়ে সর্ব্ব-

প্রকার বিভীষিকার সম্মুখীন হইতেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনাকে দেবানুগৃহীত বোধ করিতেন। সে যাহা হউক ইহা নিশ্চয় যে ঘাসীদাসের এই বনাশ্রম-সময়ে তিনি ঈশ্বর-চিন্তার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই অবসরে তিনি স্বীয় সঙ্কল্পিত বিষয়কে কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ঘাসীদাসের প্রত্যাবৃত্ত শিষ্যেরা সেই বিস্তীর্ণ চামার-সমাজ-মধ্যে তাঁহার বন-প্রস্থান-বৃত্তান্ত সবিস্তার প্রচার করিয়া দিল এবং সকলকে জানাইল যে তাহাদের উদ্ধার জন্য ঘাসীদাস ঈশ্বরারাধনার্থ বনবাস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বনবাস-কাল অতীত হইবার পর দিবসেই যেন লব্ধ-প্রসাদ ঘাসী দাসের অভ্যর্থনার নিমিত্ত সকলে গীরোধে উপস্থিত হয়। এই আশাপ্রদ শুভ সমাচার চামার-সমাজকে আকুলিত করিয়া তুলিল এবং সাগ্রহ চিত্তে তাহারা সেই দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঐ কয় মাস তাহাদের অন্য কোন চর্চ্চা ছিল না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই কথারই জল্পনা; এবং কল্পনা দ্বারা মনে মনে তাহারা কত সুখের আশা করিতে লাগিল। এতকাল যে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য তাহারা অপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিতেছিল এক্ষণে তাহা বিষম কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। ঘাসী দাস চামারদিগের জন্য বরপ্রাপ্তি-মানসে তপস্যা করিতে গিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ পদদলিত চামার থাকিবে না। অতঃপর তাহারা ব্রাহ্মণ দিগের প্রতিকক্ষ হইয়া সংসারে তাহাদের সহিত সমভাগে সম্ভোগ্য উপভোগ করিতে পারিবে। তাহারা দেব-প্রসাদে উচ্চাভিলাষের অধিকারী হইবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাসন-কাল অতীত ও নির্দ্দিষ্ট দিবস আসন্ন প্রায় হইয়া আসিল। অতএব বনাশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত খাসী দাসকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চামার-মণ্ডলীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলেই আসিয়া গীরোধে উপস্থিত হইতে লাগিল; দিন রাত্রি আরণ্য পথে অবিরত জন-স্রোত বহিতে লাগিল। অনতি-পূর্ব্ব-পরিচিত সেই ক্ষুদ্র গ্রাম অসংখ্য লোক-সমাগমে সমাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অবশ্যই অসামান্য লোক যাঁহাকে দেখিবার জন্য লক্ষাধিক মনুষ্য এত ব্যগ্রতা সহকারে পর্য্যটনের সমস্ত বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া একত্রিত হইয়াছিল। জননীরা শিশু সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া ধাবিত হইতেছে, বলহীন বৃদ্ধেরা অন্যদীয় সবল-বাহু-বলে ভর দিয়া অগ্রসর হইতেছে, এবং অনেক হতভাগ্য উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জীবনের সহিত ঘাসীদাস-দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতেছে। ঘাসীদাস কি গুণে এত লোককে আকর্ষণ করিয়া ছিলেন? তিনি কি কোন অক্ষয় সুবর্ণ-খনি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন—না কোন সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য জয় করিয়া তাহাদিগকে তাহা দান করিবেন? না-তাহা নহে। দিবার জন্য ঘাসীদাসের সেরূপ কিছুই ছিল না। যদ্দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায় যাহা ইহলোক ও পরলোকে এক মাত্র কল্যাণ সাধন করে সেই সত্য ধর্ম্মের আশা দিয়া সাধু ঘাসীদাস এত অসংখ্য হৃদয়-তন্ত্র বিকম্পিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ভিন্ন জগতে আর কি আছে যাহার আকর্ষণ মানব হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে?

ক্রমশঃ.

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অদ্য হইতে নিম্ন-লিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলেন। যত দিন পুনঃপরিবর্ত্ত না হয় তত দিন ইহাঁরা স্ব স্ব পদে স্থায়ী থাকিবেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)
„ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
„ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
„ নবগোপাল মিত্র
„ রাজারাম মুখোপাধ্যায়
„ চন্দ্রসেখর বসু
„ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত
„ শ্রীনাথ মিত্র
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল

ট্রষ্টী।

নূতন পুস্তক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা সংগ্রহ।

মূল্য ।০ আনা।

ডাক মাশুল (১০ পাই।

এই সংগ্রহে ভগবদ্গীতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ টুকু সংগৃহীত ও অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত হইবেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

চৈত্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৪২১৸১৫
পূর্ব্বকার স্থিত			৮৪০ (১৫
সমষ্টি	...	...	১২৬১৸/১০
ব্যয়	...	...	৮৩৯৸/১০
স্থিত	...	...	৪২২৲

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২ ৲/৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২/৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪।/০
পুস্তকালয়	...	১৭৷৷৶০
যন্ত্রালয়	...	৩২৮।০
গচ্ছিত	...	১৯।৶/১০
সমষ্টি		৪২১৸ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭০৸৵/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..	...	৯৬ ৶/১০
পুস্তকালয়	...	২৩৸৵০
যন্ত্রালয়	...	৯৫ ৵/১০
গচ্ছিত	...	৫৩৷৷৶০
গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্ক	...	৫০০৲
সমষ্টি		৮৩৯৸/১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

Registerd NO 52.

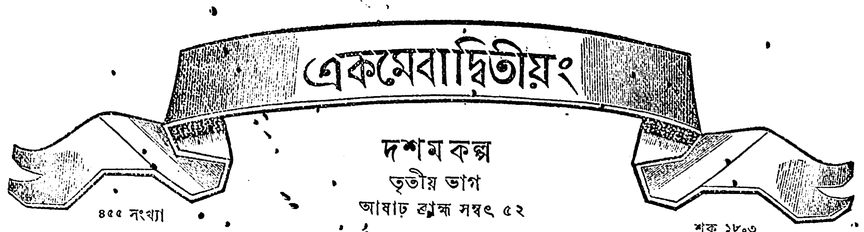

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২
৪৫৫ সংখ্যা
শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

অন্তরীক্ষোদরঃ কোশোভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশোঽস্য স্রক্তয়োদ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষকোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতং।১

অন্তরীক্ষমুদরং অন্তঃসুষিরং যস্য সোঽয়ং 'অন্তরীক্ষোদরঃ' 'কোশঃ' কোশইবানেকধর্ম্মসাদৃশ্যাৎ কোশঃ 'ভূমির্বুধ্নঃ' ভূমির্বুধ্নোমূলং যস্য স ভূমিবুধ্নঃ 'ন জীর্য্যতি' ন বিনশ্যতি ত্রৈলোক্যাত্মকত্বাৎ 'দিশঃ হি অস্য' 'স্রক্তয়ঃ' কোণাঃ 'দৌঃঅস্য' 'উত্তরং' ঊর্দ্ধং 'বিলং' আবরণং 'সঃ এষঃ' যথোক্তগুণঃ 'কোশঃ' 'বসুধানঃ' বসু ধীয়তেঽস্মিন্ প্রাণিনাং কর্ম্মফলাখ্যমতোবসুধানঃ। 'তস্মিন্' 'ইদং বিশ্বং' অন্তর্ব্বিশ্বং সমস্তং প্রাণিকর্ম্মফলং 'শ্রিতং আশ্রিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। ১

অন্তরীক্ষ যাহার উদর, ভূমি যাহার মূল এবং যাহা জীর্ণ হয় না এমন যে একটি কোশ, দিক্ সকল তাহার কোণ এবং দ্যুলোক যাহার উপরিস্থ আবরণ তাহাই এই কর্ম্ম-ফল-প্রদ কোশ ইহাতে সমস্ত বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ১

তস্য প্রাচীদিগ্জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাংবায়ুর্ব্বৎসঃ স যএতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসংবেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমে-তমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদৎ। ২

'তস্য' অস্য কোশস্য 'প্রাচী দিক' প্রাগ্গতোভাগঃ 'জুহূঃ নাম, জুহ্বতি অস্যাং দিশি কর্ম্মিণঃ। সহন্তেঽস্যাং পাপকর্ম্মফলানি যমপূর্য্যাং প্রাণিন ইতি 'সহমানা নাম দক্ষিণা' দিক। তথা 'রাজ্ঞী নাম প্রতীচী' পশ্চিমা দিক রাজ্ঞী রাজ্ঞা বরুণেনাধিষ্ঠিতা সন্ধ্যারাগযোগাদ্বা। ভূতি-মদ্ভিরীশ্বরকুবেরাদিভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ 'সুভূতা নাম উ-দীচী'। 'তাসাং' দিশাং 'বায়ুর্ব্বৎসঃ' দিগ্জত্বাদ্বায়োঃ। পুরোবাত ইত্যাদি দর্শনাৎ। 'সঃ যঃ' কশ্চিৎ পুত্র-দীর্ঘজীবিতার্থী 'এবং বায়ুং দিশাং 'বৎসং' অমৃতং 'বেদ' সঃ 'ন পুত্ররোদং' পুত্রনিমিত্তং রোদনং ন 'রোদিতি, পুত্র ন ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ। 'সঃ অহং' পুত্রজীবিতার্থী 'এবং এতং বায়ুং দিশাং বৎসং' 'বেদ' জানে অতঃ 'পুত্ররোদং মা রুদং' পুত্রমরণনিমিত্তং পুত্ররোদোমম মাভূৎ ইত্যর্থঃ। ২

সেই কোশের পূর্ব্বদিকের নাম জুহূ। দক্ষিণ-দিকের নাম সহমানা। পশ্চিমদিকের নাম রাজ্ঞী এবং উত্তরদিকের নাম সুভূতা। বায়ু এই দিক্ সকলের পুত্র। যিনি দিক সকলের পুত্র এই বায়ুকে জানেন তিনি পুত্রশোকে রোদন করেন না। সেই আমি এই দিক্ সকলের পুত্র বায়ুকে জানিয়াছি, আমি যেন পুত্রশোকে রোদন না করি। ২

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃপ্রপদ্যেঽ

মুনাহমুনাহমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেহমুনাহমুনাহমুনা। ৩

'অরিস্টং' অবিনাশিনং 'কোশং' যথোক্তং 'প্রপদ্যে' প্রপন্নোহস্মি পুত্রায়ুষে। 'অমুনা অমুনা অমুনা' ত্রির্ণাম গৃহ্লাতি পুত্রস্য। তথা 'প্রাণং প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'ভূঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'ভুবঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' 'স্বঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা অমুনা' সর্ব্বত্র প্রপদ্যেইতি নাম গৃহ্লাতি পুনঃ পুনঃ। ৩

অবিনাশী কোশের আমি শরণাপন্ন হই (যে পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিবে তাহার নাম করিয়া) অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত। ভুব লোকের শরণাপন্ন হই অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত। স্বর্গ লোকের শরণাপন্ন হই অমুকের সহিত অমুকের সহিত অমুকের সহিত।

সযদবোচং প্রাণং প্রপদ্যইতি প্রাণোবা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ। তমেব তৎপ্রাপৎসি। ৪

'সঃ যৎ অবোচং প্রাণং প্রপদ্যে ইতি' 'প্রাণং বা ইদং সর্ব্বং ভুতং যৎইদং কিঞ্চ' জগৎ 'তং এব' 'তৎ' ইদং সর্ব্বং 'প্রাপৎসি' প্রপন্নোহভুবং ॥ ৪

সেই যে আমি বলিলাম প্রাণের শরণাপন্ন হই, প্রাণই এই ভূত ভৌতিক যাহা কিছু সকলই। তাহাতে আমি প্রাণকেই লাভ করিলাম।

অথ যদবোচং ভূঃপ্রপদ্যইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেহন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং। ৫

'অথ যৎ অবোচং ভূঃ প্রপদ্যে ইতি' পৃথিবীং প্রপদ্যে' 'অন্তরিক্ষং প্রপদ্যে' 'দিবং প্রপদ্যে' 'ইতিএব' ত্রীল্লোঁকান্ প্রপদ্যে 'তৎ অবোচং'।

আর আমি যে বলিলাম ভূলোকের শরণাপন্ন হই তাহাতে পৃথিবীর শরণাপন্ন হই, অন্তরীক্ষের পরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৫

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্যইত্যেব তদবোচং। ৬

'অথ যৎ অবোচং ভুবঃ প্রপদ্যে ইতি' 'অগ্নিং প্রপদ্যে' 'বায়ুং প্রপদ্যে' 'আদিত্যং প্রপদ্যে' ইতি এব তৎ অবোচং। ৬

আর এই যে বলিলাম ভুব লোকের শরণাপন্ন হই, তাহাতে অগ্নির শরণাপন্ন হই, বায়ুর শরণাপন্ন হই, আদিত্যের শরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৬

অথ যদবোচং স্বঃপ্রপদ্যইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচং। ৭

'অথ যৎ অবোচং স্বঃ প্রপদ্যে ইতি' 'ঋগ্বেদং প্রপদ্যে' 'যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে' 'সামবেদং প্রপদ্যে' ইতিএব তৎ অবোচং তৎ অবোচং'। ৭

আর এই যে বলিলাম স্বর্গের শরণাপন্ন হই তাহাতে ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হই, যজুর্ব্বেদের শরণাপন্ন হই সামবেদের শরণাপন্ন হই, ইহাই বলিলাম। ৭

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

পুরুষবাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোহন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব বসবএতেহীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি। ১

অত্র আত্মানং যজ্ঞং সম্পাদয়তি। পুরুষঃ' জীবনবিশিষ্টঃ 'বাব' অবধারণার্থঃ 'যজ্ঞঃ' পুরুষএব যজ্ঞ ইত্যর্থঃ 'তস্য' পুরুষস্য 'যানি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষাণি আয়ুষঃ 'তৎ প্রাতঃসবনং কেনইত্যাহ। 'চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরা গায়ত্রী' ছন্দঃ। 'গায়ত্রং প্রাতঃসবনং' গায়ত্রীছন্দস্কং হি বিধিযজ্ঞস্য প্রাতঃসবনং অতঃ প্রাতঃসবনসম্পন্নেন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাযুষা যুক্তঃ পুরুষঃ। 'অথ' পুরুষ যজ্ঞস্য 'তৎ' প্রাতঃসবনং 'বসবঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। 'প্রাণাঃ বাব বসবঃ' বাগাদয়ো বায়বশ্চ তে 'এতে' 'হি' 'ইদং' পুরুষাদি প্রাণিজাতং 'বাসয়ন্তি'। ১

পুরুষ যজ্ঞ স্বরূপ। সেই পুরুষের চর্ব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বয়স তাহা প্রাতঃসবন। যে হেতুক গায়ত্রী ছন্দ চর্ব্বিশ-অক্ষর-বিশিষ্ট এবং গায়ত্রী ছন্দ রচিত স্তোত্র সকলও প্রাতঃসবন। বসুদেবতা ইহার অনুগত। ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চ প্রাণ ও বায়ু বসু দেবতা। ইহারা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিজাতকে রক্ষা করে। ১

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণাবসবইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি। মাহংপ্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্বৈব ততএত্যগদোহভবতি। ২

'তং চেৎ' যজ্ঞসম্পাদিতং 'এতস্মিন্' প্রাতঃসবন সম্পন্নে 'বয়সি' 'কিঞ্চিৎ' ব্যাধ্যাদিমরণশঙ্কাকারণং 'উপতপেৎ' দুঃখমুৎপাদয়েৎ 'সঃ' যজ্ঞসম্পাদী পুরুষ আত্মানং যজ্ঞং মন্যমানো তদা 'ক্রয়াৎ' জপেদিত্যর্থঃ ইমং মন্ত্রং। হে 'প্রাণাঃ বসবঃ' 'ইদং মে প্রাতঃসবনং' মম যজ্ঞস্য বর্ত্ততে। তস্মাৎ 'মাধ্যন্দিনং সবনং অনুসন্তনুত ইতি' মাধ্যন্দিনেন সবনেনাযুষা সহিতমেকী ভূতং সততং কুরুতেত্যর্থঃ। 'মা অহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞ বিলোপ্সীয়' বিলুপ্যেয়ং বিচ্ছিদ্যেয়মিত্যর্থঃ। 'ইতি' শব্দোমন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। স তেন জপেন 'ততঃ' তস্মাদুপতাপাৎ 'উৎএতি হ এব' উদ্গচ্ছতি উদ্গম্য বিমুক্তঃ সন্ 'অগদঃ হ' অনুপতাপঃ 'ভবতি'। ২

তাহাকে যদি এই বয়সের মধ্যে কোন পীড়ায় উপতাপ দেয় তাহা হইলে সে বলিবেক, হে প্রাণ বসুদেবতা সকল এই আমার প্রাতঃসবন, আমাকে মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত রক্ষা কর। প্রাণ বসু-দেবতা দিগের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন বিলোপ প্রাপ্ত না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ২

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রাএতেহীদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি। ৩

'অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশৎবর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনং' 'চতুশ্চত্বারিংশৎঅক্ষরা ত্রিষ্টুপ্' 'ত্রৈষ্টুভং 'মাধ্যন্দিনং সবনং' 'অস্য' পুরুষযজ্ঞস্য'তৎ' মাধ্যন্দিনসবনং 'রুদ্রাঃ' দেবাঃ 'অন্বায়ত্তাঃ' অনুগতাঃ। 'প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ' 'এতে' প্রাণারুদ্রাঃ 'হি ইদং সর্ব্বং' প্রাণিজাতং 'রোদয়ন্তি' ক্রূরাস্তে মধ্যমে বয়স্যতো রুদ্রাঃ। ৩

আর পুরুষের চর্ব্বিশ বৎসরের পর যে চৌয়াল্লিশ বৎসর আয়ু তাহা মাধ্যন্দিন সবন। চৌয়াল্লিশ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিষ্টুপ ছন্দ। ত্রিষ্টুপ-রচিত স্তোত্র-সকল মাধ্যন্দিন সবন। এই মাধ্যন্দিন সবনের রুদ্র দেবতারা অনুগত। এই সময়ের প্রাণ সকলই রুদ্র দেবতা। ইহাঁরাই এই প্রাণিগণকে এই মধ্য বয়সে ক্রন্দন করাইয়া থাকেন। ৩

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণারুদ্রাইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহংহং প্রাণানাং রুদ্রানাং মধ্যে যজ্ঞোবিলোপ্সীয়েত্যুদ্বৈব ততএত্যগদোহ ভবতি। ৪

'তং চেৎ এতস্মিন বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ' 'সঃ ক্রয়াৎ' হে 'প্রাণাঃ রুদ্রাঃ' ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং' 'তৃতীয় সবনং অনুসন্তনুত ইতি' 'অহং প্রাণানাং রুদ্রানাং মধ্যে যজ্ঞঃ মা বিলোপ্সীয় ইতি' 'ততঃ এব' সঃ 'উৎএতি' সঃ 'অগদঃ হ ভবতি'। ৪

এই বয়সে যদি তাহাকে কিছুতে উপতাপ দেয়, তবে সে বলিবেক হে প্রাণরুদ্র দেবতারা এই আমার মাধ্যন্দিন সবন আমাকে তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত রক্ষা কর। প্রাণ রুদ্রদিগের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন বিলুপ্ত না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ৪

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয় সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাবাদিত্যাএতেহীদং সর্ব্বমাদদতে। ৫

'অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশৎবর্ষাণি তৎ তৃতীয়ং সবনং' 'অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরা জগতী' 'জাগতং' জগতীছন্দস্কং 'তৃতীয়সবনং' 'অস্য' 'তৎ' তৃতীয়ং সবনং আদিত্যাঃ অন্বায়ত্তাঃ' 'প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ' 'এতে হি' 'ইদং' শব্দাদিজাতং 'সর্ব্বং আদদতে'। ৫

আর আটষট্টি বৎসরের পর আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার আয়ু তৃতীয় সবন। আটচল্লিশ অক্ষর বিশিষ্ট জগতী ছন্দ। জগতী স্তোত্র সকল তৃতীয় সবন। আদিত্য দেবতারা তাহার অনুগত। প্রাণ সকল আদিত্য। ইহারাই এই সকল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ৫

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স

ক্রয়াৎ প্রাণাআদিত্যাইদং মে তৃতীয়সবনমা-যুরনুসন্তন্তুতেতি মাহহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞোবিলোপ্সীয়েত্যুদ্বৈব ততএত্যগ-দোহৈব ভবতি। ৬

'তং চেৎ এতস্মিন বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ' 'সঃ ক্রয়াৎ' 'প্রাণাঃ আদিত্যাঃ' 'ইদং মে তৃতীয়সবনং 'আয়ুঃ' ষোড়শোত্তরবর্ষশতং সমাপয়ত 'অনুসন্তন্তুত ইতি' যজ্ঞং সমাপয়ত। 'মা অহং প্রাণানাং আদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞঃ বিলোপ্সীয় ইতি' 'ততঃ এব উদেতি' 'অগদঃ হএব ভবতি'। ৬

এই বয়সে যদি তাহাকে কিছুতে উপতাপ দেয়, তবে সে বলিবে হে প্রাণ-আদিত্য দেবগণ, এই আমার তৃতীয় সবন। আমাকে পূর্ণায়ু করিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে দেও। প্রাণ আদিত্য দেবতাগণের মধ্যে যজ্ঞ যে আমি যেন নষ্ট না হই। তৎপরে সে সেই উপতাপ হইতে মুক্তি পায় এবং অরোগী হয়। ৬

এতদ্ধস্মবৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ সকিং ম এতদুপতপসি যোহহমনেন ন প্রেষ্যামীতি সহ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্রহ-ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি যএবং বেদ। ৭

'এতৎ' যজ্ঞদর্শনং 'হবৈ' 'তৎ বিদ্বান আহস্ম' 'মহিদাসঃ' নামতঃ ইতরায়া অপত্যং 'ঐতরেয়ঃ' 'সঃ' ত্বং হে রোগ 'কিং' কস্মাৎ 'মে' মম 'এতৎ' উপতপনং 'উপতপসি'। 'যঃ অহং' যজ্ঞঃ 'অনেন' ত্বৎকৃতে-নোপতাপেন 'ন প্রেষ্যামি ইতি ন মরিষ্যামি অতো' বৃথা তবশ্রমইত্যর্থঃ। 'সঃ হ' এবংনিশ্চয়ঃ সন 'ষোড়শং বর্ষশতং অজীবৎ' 'হ' অন্যোঽপ্যেবং নিশ্চয়ঃ 'ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি যঃ এবং বেদ'।

এই প্রকার যজ্ঞ-জ্ঞান-সম্পন্ন মহিদাস ঐতরেয় বলিয়াছিলেন যে, হে রোগ তুমি কেন আমায় বৃথা উপতাপ প্রদান কর। আমি তোমার এই উপতা-পেতে মরিব না। তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এবং যিনি এই প্রকার জানেন তিনি একশত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন। ৭

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ৫২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

নব বর্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কি মনোহর দৃশ্য! ঊর্দ্ধে কি অধোতে দক্ষিণে বামে, চারিদিকে শোভা। মস্তকোপরি নীল-বর্ণ আকাশ কি রমণীয় কি নির্ম্মল; ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র সেই নির্ম্মল পরমেশ্বরই স্মরণ-পথে উপস্থিত হন। সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া অনিল কেমন অনুরাগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কাননে কাননে কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধ-ভারে জগৎকে আমোদিত করিতেছে। শত শত পদ্ম তরুণ-সূর্য্য-কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া কি অতুল্য লাবণ্য ও শোভা বিস্তার করিতেছে। কল-কণ্ঠ কোকিলকুল ও অন্যান্য বিহঙ্গম সকল জাগ্রত হইয়া মেদিনীকে সংগীত-সুধা-রসে অভিষিক্ত ক-রিতেছে। এমন পবিত্র কালে—এমন রম-ণীয় সময়ে আমরাই কি নিস্তব্ধ থাকিতে পারি? এখন আমরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল। চারি দিকের শোভা চারি দিকের অমৃত ভাব দেখিয়া এক্ষণে আমরা স্বভাবতই সেই অমৃতস্বরূপকে অন্বেষণ করিতেছি। যেন কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা সেই মধুস্বরূপ ঈশ্ব-রের দিকেই যাইতেছি। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই অমৃতধামে বিচরণ করি-তেছি। ব্রাহ্মগণ! দেখ সেই প্রেম-রবি আমাদের সম্মুখে; ধন্য তাঁহার করুণা! তাঁহার অমৃতময়-জ্যোতি-স্পর্শে আমাদের হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিয়াছে। ভক্তিরূপ সুগন্ধ তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারি অভি-মুখে উত্থিত হইতেছে। আমরা যেমন এখন তাঁহার জন্য ব্যাকুল, তিনিও আবার

আমাদের প্রতি ততোধিক অনুকূল হইয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করি-তেছেন। কি সুধাময় তাঁহার সহবাস! কি মধুময় তাঁহার স্পর্শ-সুখ! জানি না কেমন করিয়া আমরা ইহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। তাঁহার করুণায় প্লাবিত হইয়া শরীর রোমাঞ্চিত ও মন উত্তজ্জিত হইয়াছে। হে ঈশ্বর! এখন আর তোমার নিকট তোমা ভিন্ন কি প্রার্থনা করিব। এই প্রার্থনা করি যে তুমি চিরদিন অনুকূল থাক, আর আমরা তোমাকে চির-দিন হৃদয়-ধামে এমনি করিয়া দর্শন করি। তোমার প্রেম-মুখ দেখিতে দেখিতে তোমার প্রেম গাইতে গাইতে যেন জীবন অবসান হয়।

হে জীবননাথ জীবনদাতা! নব বর্ষের এই প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। হে শরণাগত-বৎসল! আমাদিগকে তোমার চরণে স্থান দাও। আমরা যে তোমা ভিন্ন বাঁচি না। আমরা যে তোমা ভিন্ন এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের জীবন-সমুদ্রে কত ভীষণ তরঙ্গ—কত গুপ্ত পর্ব্বত ও প্রবল ঝটিকা রূপ বিপদ সকল আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কেমন করিয়া এই সকল অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইব ভাবিয়া আকুল। নাথ! এই অকূল সমুদ্রে তুমি আমাদের একমাত্র ভরসা—একমাত্র অবলম্বন। তো-মার চরণ-তরণী ভিন্ন ইহার পরপারে যাইতে আমাদের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। নাথ! তুমি এ জীবন-সমুদ্রে একমাত্র কাণ্ডারী। তোমার হস্তে আমরা আত্ম সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হই। তুমি আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা কর। হে বিপদ-বারণ—দুর্ব্বলের বল অসহায়ের সহায়! আমরা করযোড়ে তোমাকে ডাকি, তুমি আমাদিগকে সম্যক প্রকারে রক্ষা কর।

"অভয় দাতাহে—শরণ লই তোমার।
যদি পাই তব চরণ-ছায়া নাহি ডরি করাল কালে"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্যামবাজার অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৩ শক, ২০ বৈশাখ, রবিবার।

আমারদের পরম সৌভাগ্য যে ভারতের অরণ্যের ব্রহ্ম-বিদ্যা এখন নগর-গ্রামে আলোচিত হইতেছে; নির্জ্জন বনের, নিভৃত কুটীরের, নিস্তব্ধ গিরিগুহার ব্রহ্ম-পূজা এখন বাণিজ্য-পূর্ণ নগরে, জনাকীর্ণ গ্রামে, সুসম্পন্ন-গৃহস্থ-ভবনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঈশ্বরেরই ভৌতিক-নিয়ম-প্রভাবে যেমন হিমালয়ের গঙ্গানদী, ফল-শস্যে পূর্ণ করি-বার জন্য নিম্নতল বঙ্গের বক্ষ দিয়া প্রবা-হিত হওত সাগর-গর্ব্ভে নিপতিত হইতেছে, তেমনি সেই করুণাময় পরমেশ্বরেরই মঙ্গল-ইচ্ছা-বলে ব্রহ্মাবর্ত্তের শান্তি-গর্ব্ভ, মুক্তি-প্রদ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রবাহ নানা দিগ্‌দেশ উল্লঙ্ঘন করত নির্জ্জীব বঙ্গবাসিদিগের জীবন-জ্যোতি, শান্তি-মঙ্গল বিধান করিবার জন্য এই বলহীন জ্ঞান-হীন মলিন দেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গবাসিগণ যদি গঙ্গার নির্ম্মল সলিল পান এবং তাহাতে অবগাহন করেন; আপন-আপন উদ্যান-ক্ষেত্রে তাহা সিঞ্চন করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহার-দের স্বাস্থ্য-সম্পদ, ফল-শস্য লাভ হয়, তে-মনি সেই অরণ্যের পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান-প্রবাহ, যাহা এখন বঙ্গের নগর-গ্রামে, দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইতেছে, আমরা যদি তাহা আ-গ্রহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করত তদ্দ্বারা

আত্মাকে অভিষিক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারদের নির্জ্জীব আত্মা সজীব হইয়া উঠে, আমারদের সন্তপ্ত হৃদয়ের অন্তর-জ্বালা একবারে তিরোহিত হইয়া যায়, আমারদের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হওত নূতন-ভাব নবতর বলবীর্য্য ধারণ করিতে পারে।

ব্রহ্ম-জ্ঞান আলোচনা, ব্রহ্ম-পূজার অনুষ্ঠান জন্য এখন নানাবিধ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, নগর-পল্লী প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতেছে, উপদেশ বক্তৃতার উচ্চ রবে গগনমণ্ডল কম্পিত হইতেছে, অথচ কেন তাহা এখানকার নর-নারীর হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? কেন আত্মার সর্ব্বস্ব-ধন পরমেশ্বর আত্মাতে সর্ব্বক্ষণ স্থান পাইতেছেন না? কেন তাঁহাকে আমরা আমারদের যন্ত্রী মন্ত্রী, নেতা-নিয়ন্তা রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না? কেবল যথা-পদ্ধতি সাধন-তপস্যার অভাবেই তিনি আমারদিগের দ্বারা লব্ধ হইতেছেন না। বর্ত্তমানের ব্রহ্ম-সাধন বা ব্রহ্ম-পূজা যেন একটী কৌতূহল চরিতার্থের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের উদ্যমে যেমন যুবকদল নানাবিধ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্ম-উপাসনা করাও যেন তেমনি একটী যৌবনোচিত সাময়িক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সংসার-প্রবেশ বা বিষয়-কার্য্য অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তাঁহারদের অপরাপর কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি উৎসাহ অনুরাগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তেমনি অনন্ত-কাল-প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-ব্রতও সাধন-তপস্যা অভাবে অকালে উন্মাপিত হইয়া থাকে। ইহার পর এ দেশের দুর্গতি দুর্দ্দশা আর অধিক কি হইতে পারে? ইহা কে না জানে যে বিশেষ, যত্ন-চেষ্টা, শিক্ষা-সাধন ভিন্ন সংসারে কোন-পদার্থই লব্ধ হয় না। কি বল-বীর্য্য, কি ফল-শস্য, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরিশ্রম ভিন্ন কিছুই লাভ করা যায় না। বল-প্রার্থী ব্যক্তি কি উৎকট পরিশ্রম করিয়াই ব্যায়াম শিক্ষা করেন, তবে তাঁহার শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ কষ্টসহ ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। কৃষক কি দুঃসহ কষ্টই স্বীকার করিয়া ভূমি-কর্ষণ বীজবপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তবে তাঁহার ফল-শস্য লাভ হয়। বিদ্যার্থী কত কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করিয়া দিবারাত্রি অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন অনুশীলনে নিযুক্ত থাকেন, তাহাতেই তাঁহার মনোভাণ্ডার দুলভ জ্ঞান-বিজ্ঞান-রত্নে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহারই বলে তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রম-বিনিময়ে ধন-রত্ন, সুখ-সম্পদ লাভে সমর্থ হয়েন। বিনা পরিশ্রমে যখন পৃথিবীতে কোন কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না, তখন যে বিনা শ্রমে সকল জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা সকল বিদ্যার সার ব্রহ্ম-বিদ্যা লব্ধ হইবে, কোন ক্রমেই তাহার আশা করা যায় না। এখানকার ধন-সম্পদ্ সুখ-সৌভাগ্য সকলই অস্থায়ী; সকলেরই সঙ্গে মনুষ্যের অতি অল্প কালের সম্বন্ধ, অথচ সেই সকল অচির বস্তু লাভের জন্য তাহাকে কতই উৎকট পরিশ্রম কতই দুঃসহ কষ্ট সম্ভোগ করিতে হয়। অথচ যে বস্তু আমারদের চিরকালের উপভোগ্য, চিরদিনের সঙ্গী, অনন্ত কালের শিক্ষনীয় ও সেবনীয় তাহা কি বিনা-যত্নে লব্ধ হইবে?

"শ্রমাধীনং জগৎসর্ব্বং শ্রমাধীনং পরন্তপঃ"

জগতের সকল কার্য্যই যেমন শ্রমাধীন, তেমনি তপস্যাও যার পর নাই শ্রম-সাধ্য। প্রার্থী না হইয়া, যেমন উচ্চতম বিদ্যালয়ে উন্নত-জ্ঞান অধ্যাপকদিগের সন্নিধানে উপনীত হইলেও কোন রূপেই বিদ্যালাভ হয় না, তেমনি সেই অমৃত-ধনের ভিখারী না হইয়া শোভনতম ব্রাহ্মসমাজেই গমন কর, আর জ্ঞানাপন্ন উপদেষ্টাদিগের উপদেশ বক্তৃতাই শ্রবণ কর, কিছুতেই ব্রহ্ম-লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। বিদ্যা-শিক্ষা করিতে গেলে যেমন আগ্রহ অনুরাগের সহিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, শিক্ষক অধ্যাপকদিগের অনুগত থাকিয়া শান্ত-সমাহিত-চিত্তে তাঁহারদের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিতে হয় এবং আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা লব্ধ উপদেশ সকল হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে হয়, মনোবৃত্তি-সকলের উৎকর্ষ-সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তেমনি ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে উপাসনা-ক্ষেত্রে, গুরুজন-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হয়। সামাজিক উপাসনা, লোক-শিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও উৎসাহ-বর্দ্ধন জন্যই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু একাকী নির্জ্জন প্রদেশে শান্ত সমাহিত হইয়া অনন্যমনে ব্রহ্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে সাধক নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ করেন।

"একান্তে নির্জ্জনে দেশে সিদ্ধোভবতি নিশ্চিতং"।

চরিত্র-শোধন, ইন্দ্রিয়-সংযম, দর্শন-শ্রবণ, মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আত্ম-যত্ন আত্ম-চেষ্টা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। সাধু-সঙ্গ, গুরু-উপদেশ প্রভৃতি এই সকল গুরুতর উচ্চতর কার্য্য-সাধনে সাহায্য ও উপলক্ষ মাত্র। আমারদিগের অন্ন পান অন্যে প্রস্তুত করিয়া আমারদিগের সম্মুখে ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল গ্রহণ ও জীর্ণ করা যেমন আমারদিগের নিজ নিজ শক্তি-সাপেক্ষ, তেমনি সৎ-গ্রন্থ ও সদুপদেশ সকল আমরা অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি কিন্তু সংযম ও প্রত্যাহার-গুণে একাগ্র-হৃদয়ে

অধ্যয়ন-শ্রবণ করত মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা তৎসমূহ অন্তরে পোষণ ও পরিপাক করা আপন আপন যত্ন-চেষ্টা-সাধ্য। এইরূপে আত্ম-চেষ্টায় গুরুজন-উপদেশে ঈশ্বরে আস্থা-অনুরাগ, প্রীতি-নিষ্ঠার উদ্দীপন হইলে ক্রমে আমরা ব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হইতে পারি।

ঈশ্বর বিষয়ের অতীত পদার্থ, তাঁহাকে লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মকে জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করা যারপরনাই যত্ন চেষ্টা, সাধন, তপস্যা-সাপেক্ষ এই জন্যই বিষয়-বিমুগ্ধ, সাধন-বিমুখ জনগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই চক্ষুর অগোচর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য ঈশ্বরকে কোন-রূপেই লাভ করা যায় না। আমরা কি অন্ধের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ পৃথিবীকে এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশকে কেবল তমসাচ্ছন্ন বলিয়া অবগত হইব? না চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ যাহা বলেন চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহাই দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিব? ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ, তপস্যা-নিপুণ, যোগ-সিদ্ধ পূর্ব্বতন ঋষিগণ বহু সাধন ও তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই তেজঃ-পূর্ণ উৎসাহকর বাক্য তোমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলে যে

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরং"

"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্ম-জ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।" যাঁহারা যত্ন চেষ্টা, সাধন তপস্যা দ্বারা বিষয়াতীত পর ব্রহ্মকে করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ লাভ করিয়া পশ্চাৎগামী জনগণকে ব্রহ্ম-সাধনে উৎসাহিত করিবার জন্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারদের সেই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে উৎসাহিত হও। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্ম-সাধন-বিষয়ে কোন নিয়ম-পদ্ধতিই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এখন যদি বলা

যায়, যে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য তোমরা তপস্যা কর, তাহা হইলে হয় তো এই বাক্যটি সকলের পক্ষে সুখকর হইবে না। তপস্যা শব্দ উচ্চারণ করিলে হয় তো কেহ বুঝিবেন যে, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস, অনশন, অগ্নিসেবাদি দ্বারা শরীর শোষণ করাই তপস্যার লক্ষ্য! বস্তুতঃ তপস্যা শব্দের এরূপ হেয় অর্থ তাৎপর্য্য নহে। এই সকল কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা কদাচ পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। তপস্যা ত্রিবিধ, শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক।

১ম। "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

দেব দ্বিজ, গুরু প্রাজ্ঞ-জন সেবা, দৈহিক পবিত্রতা, সরলতা, সংযম ও অহিংসাকেই শারীরিক তপস্যা বলে।

যাঁহারা সাধারণ জনগণ হইতে জ্ঞান-বৃদ্ধ, প্রেমোন্নত, যোগ-সিদ্ধ তাঁহারা দেব-শব্দের বাচ্য। ধর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা যাঁহারদের আত্মা সংস্কৃত হইয়াছে, সাধন-তপস্যা-বলে যাঁহারদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবতর ভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে দ্বিজ নামের যোগ্য। পিতামাতা, আচার্য্য উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরু-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানী বহুদর্শী নানা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণই যথার্থ প্রাজ্ঞ, ইহাঁরদের অনুগত থাকিয়া—ইহাঁরদের পবিত্র সন্নিধানে অবস্থান করত চরিত্রসংশোধন, পবিত্রতা ও সরলতা অভ্যাস করা এবং অহিংসক হওয়াই শারীরিক তপস্যা।

২য়। "অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।"

উদ্বেগকর বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাক্-যত হওয়া, সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য বলা, এবং পরমার্থ-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নে নিপুণ হওয়া বাচিক তপস্যা।

৩য়। "মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে॥"

চিত্তপ্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মিতভাষিতা, আত্ম সংযম ও ভাবশুদ্ধি এই কএকটিকেই মানসিক তপস্যা কহে।

হে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধু-সজ্জন সকল! মুক্ত হৃদয়ে বল দেখি, ব্রহ্ম-সাধন-উদ্দেশে এই ত্রিবিধ তপস্যার মধ্যে, কোন্ তপস্যায় আমরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছি? অথবা কোন্ প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠানে আমরা দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিয়াছি? দেব দ্বিজ, গুরু প্রাজ্ঞ-জন প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাঁহারদের উপদেশ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, আমরা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা জ্ঞান করিয়া যথেচ্ছ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-সাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছি। বিষয়াসক্তি-বিমুখ, সত্য-প্রিয়, ঈশ্বর-প্রাণ প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সাধু সদাশয় ব্যক্তির সারগর্ভ অমূল্য উপদেশ সকল আমারদের কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হয় না; আমরা আমারদের দূষিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনুরূপ উপদেশ দৃষ্টান্তেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া ক্রমে ধর্ম্ম হইতে—ঈশ্বর হইতে বহু দূরে নিপতিত হইতেছি। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা অভ্যাস দূরে থাকুক, আমরা নানা বিষয়ে অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া ক্রমে সাধন-সুলভ সদ্‌গুণ সমূহে জলাঞ্জলি দিতেছি।

বাক্‌যত হওয়া, সত্য প্রিয় হিতকর বাক্য প্রয়োগ করা দূরে থাকুক, আমরা যৌবনের মত্ততায় দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কত সময়ে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ রুক্ষ বাক্যাদি দ্বারা কত শত লোকের মনে নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনা প্রদান করিতেছি। তজ্জনিত পশ্চাৎতাপে অনুতপ্ত না হইয়া বরং আপনারদিগকে সত্যপ্রিয়, তেজস্বী বলিয়াই অভিমান করিয়া

থাকি। ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অভ্যাস করা যে একটী সাধকোচিত মহদ্‌গুণ, তাহাতে আমারদের মধ্যে কয় জনের বিশেষ অনুরাগ ও আসক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে? আমরা পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান দ্বারা নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে, দৃঢ়ব্রত হই না, অন্যের চিন্তা ও আলোচনার ফল লইয়াই দিন কতক আন্দোলন আস্ফালন করত পরে ধর্ম্মব্রতানুশীলনে উদাসীন হইয়া পড়ি। এই জন্য ধর্ম্ম আমারদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায়, আদর-অনুরাগের বিষয় হয় না। এই কারণেই বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যৌবনের তরঙ্গ-তুফানের মধ্যে, ঈশ্বরের সহিত যুক্তমনা মুক্তাত্মা হইয়া অটল ভাবে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারি না। এই কারণেই প্রথমে যাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া দৃষ্ট হয়, পরে তাঁহাকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইতে দেখা যায়! এই হেতুই প্রথমে যাঁহাদিগকে প্রকৃত সংযমী, বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ, পরম উৎসাহী বলিয়া অবগত হওয়া যায়, পরে তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারী, অবিশ্বাসী ধর্ম্ম-দ্বেষী, উদ্যম-উৎসাহ-শূন্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন! কোথায় বয়োবৃদ্ধি-সহকারে অনুরাগ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, কোথায় বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে আস্থা ও নির্ভরের ভাব অধিকতর হইতে থাকিবে, কোথায় সাধুতা সরলতা উদারতা বৃদ্ধি পাইবে, না তাহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার পর হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা আর অধিক কি হইতে পারে? ইহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে আমরা এখন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হই নাই, কেবল সোপান-পরম্পরায় ঘূর্ণিত হইতেছি। এখনও ঈশ্বর আমারদিগের দ্বারা আত্মার আরামস্থল, শান্তি-নিকেতন, নির্ভর-ভূমিরূপে লব্ধ হয়েন নাই, তিনি কেবল আমারদিগের বাক্য জল্পনার বিষয় হইয়াই রহিয়াছেন। একবার তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবেশিত হইলে, একবার অন্তশ্চক্ষু তাঁহার অতুলন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে, একবার মানস-রসনা সেই অনুপম আনন্দ-রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলে, একবার তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা রূপে লব্ধ হইলে, কোনরূপেই চিত্ত তাঁহা হইতে বিচ্যুত হয় না। "অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ" যে নদী একবার সমুদ্র-গতা হইয়াছে, সে যেমন আর অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তেমনি যে আত্মা একবার ব্রহ্মসংস্থিত হইয়াছে, সে আর তাঁহা হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই সাধন তপস্যার অব্যর্থ ফল, এইই ব্রহ্মোপাসনার প্রত্যক্ষ পুরস্কার। অতএব আইস, সকলে ব্রহ্মসাধনে দৃঢ়ব্রত হই, সেই জগতের সম্ভজনীয় পরম দেবতাকে আপনাপন গৃহ-পরিবারের মধ্যে গৃহদেবতারূপে তাঁহার নিত্য সেবায়, নিত্য পূজায় প্রবৃত্ত হই, তাঁহাকে স্ব স্ব আত্মার পুরস্বামীরূপে জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করত, তাঁহারই আদেশে সংসার-ধর্ম্ম পরিপালন করি। সেই অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বরকে আর কত দিন বাহিরে বাহিরে সন্দর্শন করিব? আর কতকাল বাক্য-উপচারে তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিব? যখন সেই অরণ্যের ব্রহ্মবিদ্যা, নির্জ্জনের ব্রহ্মসাধন, বঙ্গের নগর গ্রাম পল্লীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, হে বঙ্গবাসী সকল! ভক্তি-নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া আত্মার অন্তরে তাঁহাকে স্থান দান কর। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি উপচারে তাঁহার নিত্য-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন কর। সেই ব্রহ্ম-পূজার দ্বারাই বঙ্গদেশের দুর্ব্বলতার পরিহার হইবে, সেই

ধর্ম্মসাধন-প্রভাবেই এখানকার পাপ তাপ মলিনতা অন্তরিত হইয়া যাইবে। বঙ্গের সহস্রবিধ অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সম্ভাব, শান্তি মঙ্গল আবির্ভূত হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের গতি-মুক্তির জন্য তোমার পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানকে এই মলিন দেশে প্রেরণ করিয়াছ, আমারদিগকে সত্য-পথ-ভ্রষ্ট বিপন্ন দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের নেতা উপদেষ্টারূপে আবির্ভূত হইয়াছ, তখন আর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা সহস্র দোষে দোষী, সহস্র পাপে পাপী হইলেও তুমি ভিন্ন আর আমারদিগের গতি নাই। তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, এইই প্রার্থনা করি যে "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব" "যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আর্য্যদিগের পরিজ্ঞাত আর কতকগুলি জ্যোতিষ-তত্ত্বের উন্মেষ হয়। প্রথম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তের ১৫ ঋক হইতে আমরা অবগত হই যে স্বকক্ষে ভ্রমণশীল চন্দ্রের উদকময় স্বচ্ছ বিম্বে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কিরণত্ব লাভ করে; অর্থাৎ দিবসের ন্যায় নৈশ তিমির নিবারণ করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করে। এস্থলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য নিরুক্ত গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সৌর রশ্মি চন্দ্রকে প্রদীপ্ত করে এবং চন্দ্রের স্বকীয় দীপ্তি নাই (১)। পুনর্ব্বার ১০৫ সূক্তের প্রথম ঋকে লিখিত আছে "জলময় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্র আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন (২)। আরও চতুর্থ অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের শেষ ঋকে উক্ত আছে যে অসুরকুল-জাত স্বর্ভানু (রাহু) সূর্য্যকে তমঃ (নিজছায়া) দ্বারা বিদ্ধ অর্থাৎ গ্রস্ত করে এবং অত্রিবংশীয় ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্য কেহ সূর্য্যমণ্ডলের কোন তত্ত্ব বিদিত হইতে পারে নাই (৩)। এবম্প্রকার মন্ত্র সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক ঋষিরা চন্দ্রের প্রতিফলিত আলোক এবং গ্রহণের কারণ জানিতেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, ঊর্জ্জস্, সহস্, সহস্য, তপস্ তপস্য এই দ্বাদশ সৌর মাস নির্ণীত হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, ন্যর্ব্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, এবং পরার্দ্ধ এইরূপ গণনা-প্রণালীর নির্দ্দেশ আছে। পরার্দ্ধের উপর আর গণনা নাই। ইত্যাদি স্থল হইতে আর্য্যদিগের অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের তৃতীয় ঋকে উল্লিখিত আছে যে আর্য্যজাতি প্রথমে অগ্নির স্তব করিয়াছিল।

(১) অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ১। ৮৪। ১৫

"অত্রাহ অস্মিন্নেব গোর্গন্তশ্চন্দ্রমসোগৃহে মণ্ডলে ত্বষ্টুরাদিত্যস্য সম্বন্ধি অপীচ্যং রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ নাম তেজঃ তৎ আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ ইত্থা অনেন প্রকারেণ অমন্বত অজানন্। অত্র নিরুক্তম্। অথাপ্যস্য একঃ রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতিদীপ্যতে তৎ এতেন উপেক্ষিতব্যম্ আদিত্যতোস্য দীপ্তির্ভবতীতি।" সায়ণঃ।

(২) চন্দ্রমা অপ্সু অন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
১ম ১৯৫ সূ ১ ঋ

(৩) যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যৎ আসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥
৫ম ৪০ সূক্ত ৯ ঋক্।

৮৩ সূক্তের পঞ্চম ঋক্ পাঠ করিয়া জানা যায় যে অথর্ব্ব এবং কাব্য উশনাঃ প্রথমে আর্য্যসমাজে যজ্ঞের প্রচার করেন। এই প্রাচীন ঋষিদ্বয় যজ্ঞপ্রবর্ত্তক। ইহাঁদের পূর্ব্বে যজ্ঞ ছিল না। ৯৬ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে উক্ত আছে যে আর্য্যজনগণ সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞসাধক ধনদাতা অগ্নিদেবকে উপাসনা করে এবং মাতরিশ্বা অগ্নি আর্য্যদিগকে উপাসনা-পদ্ধতির উপদেশ দেন। ৬৮ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে পরাশর ঋষি বলিতেছেন "হে অগ্নিদেব, আপনার সেবা এবং উপাসনা করিয়া অনেক ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ৮৬ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে গোতম ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "হে মরুদ্গণ, আমরা আপনাদিগের আশ্রয়ে বহু সংবৎসর বাস করিয়া যেন আপনাদিগের উপাসনা করিতে পারি।" ৯৪ সূক্তের নবম ঋকে কুৎস ঋষি অগ্নিদেবকে দুষ্টাভিশংসী নাস্তিকদিগকে হনন করিতে এবং রাক্ষসাদি বিঘ্নকারকদিগকে বিনাশ করিতে বলিতেছেন। ইহার পূর্ব্বঋকে পাপ-বুদ্ধি রিপু সমূহের উপর অভিশাপ দিবার কথা আছে। যজমান সর্ব্বদা আত্মরক্ষা, দারিদ্রশান্তি, সৌভাগ্যোদয়, ধর্ম্ম-বুদ্ধি-লাভ এবং পাপ-বুদ্ধি-নাশের নিমিত্ত দেবগণ-সকাশে প্রার্থনা করিতেন। ৯৯ সূক্তের প্রথম ঋকে কশ্যপ ঋষি অগ্নিদেবের নিকট পাপ-পারাবার ও দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই ঋকে লিখিত আছে "যদ্রূপ কোন পোতচালক কোন ব্যক্তিকে সমুদ্র পার করিয়া দেয়, তদ্রূপ অগ্নিদেব আমাদিগকে সকল দুঃখ এবং সকল পাপ অতিক্রম করাইয়া দুঃখ-রহিত এবং পাপ-রহিত প্রদেশে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবেন।" আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-প্রবণতা এবং পাপ-পরাঙ্মুখতা ঋগ্বেদসংহিতার প্রায় সর্ব্বস্থানেই স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ ধর্ম্মানুরাগসম্পন্ন জাতি ভূমণ্ডলে আর আছে কি না সন্দেহ।

প্রথম মণ্ডলের ৬৪ সূক্ত হইতে আমরা জ্ঞাত হই যে রুদ্র-পুত্রগণ সুন্দর আভরণ দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করিতেন, উরোদেশে রুক্মা বা হার পরিধান করিতেন এবং স্কন্ধদেশে ঋষ্টি বা ভল্ল ধারণ করিতেন। ইহাঁরা সর্ব্বজ্ঞ, শরক্ষেপণশীল, সিংহনাদী, সর্পবৎ ক্রোধপ্রবণ এবং রুরু-মৃগবৎ সুরূপ ছিলেন। এই সূক্ত-রচয়িতা ঋষি একস্থলে প্রার্থনা করিতেছেন "হে রুদ্রাত্মজ মরুদ্গণ! আমরা যেন বিদ্বান্, ধনোপার্জ্জক এবং যশস্বী পুত্র পৌত্র লাভ করিতে পারি এবং তাহারা যেন শত বৎসর জীবিত থাকে (৪)। ৭৩ সূক্তেও এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ৮৯ সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে শত বৎসর মনুষ্যেরা জীবিত থাকে, শত বৎসর শেষপ্রায় হইলেই জরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর জীর্ণ হইয়া মৃত্যু ঘটে। বেদে শরদ্, হিম প্রভৃতি বৎসর-বাচক শব্দ। এতদ্দ্বারা স্থির হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতেই মনুষ্যের আয়ুষ্কাল শত বর্ষ। সুতরাং পুরাণাদি বেদোত্তর গ্রন্থে সহস্র বৎসর জীবনের কথা চিন্তনীয়।

তৃতীয় মণ্ডলের ৩২ সূক্ত ১৫ ঋক হইতে উপলব্ধি হয় যে, বৈদিক কালে রাজপথ জলসিক্ত হইত। এই ঋকে উৎসেচক (ভিস্তি)দিগের কোশ অর্থাৎ জলাধার পাত্র সকল পূরণ করিবার কথা আছে। তৃতীয় মণ্ডলের৩৩ সূক্তের ৯ ঋকে দেখা যায় যে তৎকালে শকট এবং রথ প্রচরদ্রূপ ছিল

(৪) "ধনস্পৃতং উক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ"
"সুরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যাঃ" (প্রাপ্নুয়ুঃ) ১।৭৩।৯
"শতমিৎনু শরদো অন্তি দেবাঃ" ১।৮৯। ৯
(অন্তি মনুষ্যাণামন্তিকে)

এবং লোকেরা বহুদূর হইতে উহাতে আরোহণ করিয়া যাতায়াত করিত। প্রথম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের চতুর্থ ঋকে নর্ত্তকী বা নটীর উল্লেখ আছে এবং সে সময়ে নটীরা নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিত বলা হইয়াছে। ৮৫ সূক্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে দানশীল মরুদ্গণ সোমরসপানে হৃষ্ট হইয়া বীণ বা মুরলী বাজাইতেন। ৬৬ সূক্তে প্রদীপ্ত-ফলক দিদ্যুৎ বা শরের এবং ৯৯সূক্তে অতিথি ও অতিথি-সৎকারের উল্লেখ আছে। ৭৬ সূক্তে কথিত আছে যে গৃহস্থগণ অতিথির যথোচিত সমাদর করিবেন। ৬২ সূক্তে বহুবিবাহের প্রস্তাব আছে। তৎকালেও এখনকার মতন বহুপত্নী এক পতির পরিচর্য্যা এবং এক পতিকে ভজনা করিত। এক পুরুষের বহু স্ত্রী যে ক্লেশদায়ক তাহা ১০৫ সূক্তের ৮ ঋকে উক্ত হইয়াছে। তখন এক নারীরও দুই পতির সহিত বিবাহ হইত ইহা ১১৯ সূক্ত পঞ্চম ঋক হইতে অনুমিত হয়। সে সময়ে গুণরহিত ব্যক্তিকে বিবাহার্থে কন্যাদাতাকে বহু ধন দিতে হইত। কন্যা পাত্রসাৎ করিবার নিমিত্তও কন্যার পিতা বা মাতাকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইত। এখনকার ন্যায় তখনও নির্গুণ পুরুষের বিবাহ বহু ব্যয়ে সম্পন্ন হইত। প্রথম মণ্ডলের ১০৮ এবং ১০৯ সূক্ত হইতে এই সকল বিষয়ের প্রতীতি জন্মে। ১০৪ এবং ১১৫ সূক্ত পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তখন সমাজে স্ত্রীকাম ও লম্পট লোকের অভাব ছিল না। ইহারা কুপাত্রে বিত্ত ব্যয়িত করিত এবং যুবতী স্ত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া বেড়াইত। তৎকালে সমাজে চৌর ও দস্যুর অসদ্ভাব ছিল না। প্রথম মণ্ডলের ৬৫, ১০৪ প্রভৃতি সূক্ত পাঠ করিলেই হৃদ্বোধ হয় যে চৌর এবং দস্যুগণ নানা প্রকারে পরস্ব অপহরণ করিত। সকল সভ্য সমাজেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। আমরা এক জন সুপণ্ডিত ইংরাজের নিকটে শুনিয়াছিলাম যে লণ্ডন নগরে ত্রিংশৎ সহস্র চৌর আছে। ইহা সমাজের নিন্দার বিষয় নহে। সমাজের উন্নতি ঘটিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১০৮ সূক্ত হইতে তৎকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে কিন্তু আধুনিক জাতিভেদ ছিল না। ইহাঁরা কার্য্যভেদে বিভিন্ন ছিলেন। এই সূক্তেই যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরুর বংশোৎপন্ন মনুষ্যদিগের অগ্নির উপাসক বলিয়া বর্ণনা আছে। শততম সূক্ত হইতে বৃষাগির মহারাজের পুত্রগণ, ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব প্রভৃতি অগ্নির উপাসকদিগের নাম জানা যায়। সুধন্বা ঋষির পুত্রগণ স্বকর্ম্ম-বলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং একবৎসরান্তে সূর্য্যবৎ তেজস্বী হইয়াছিলেন। বুভুৎসিতার্থলাভের নিমিত্ত সামাজিক লোকেরা পণ্ডিতগণের পূজা করিতেন এবং তাঁহাদিগের অনুগত থাকিতেন। ১১২ সূক্তে সূর্য্যগ্রহণের কথা আছে এবং এই সূক্ত হইতে আরও বিদিত হওয়া যায় যে দুই অশ্বিনদেব অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজাখ্য ঋষিকে দৃষ্টিশক্তি ও গতিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সূক্তে দীর্ঘশ্রবস্ নামক জনৈক বণিকের এবং মান্ধাতা-নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ১১৫ সূক্তানুসারে সূর্য্যদেব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের জীবাত্মা এবং রুদ্রদেব শ্রেষ্ঠ-ভেষজ-প্রদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কবিবর মিল্‌টন সূর্য্যকে পরিদৃশ্যমান জগতের চক্ষু এবং আত্মা

বলিয়াছেন (৫)। অন্যান্য পণ্ডিতেরাও এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে যে কত উপকার সাধন করিতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকমাত্রই বিজ্ঞাত আছেন। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের অষ্টমাধ্যায়ের অশ্বিনদেবতা-বিষয়ক সূক্ত গুলি (প্রথম মণ্ডলের ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০) অশ্বিনদেব-দ্বিতয়ের ভূরি ভূরি অলৌকিক কার্য্য এবং লোকোপকারের সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল সূক্তে বাণবৎ-ক্ষিপ্রগামী রথ, পাদশতোপেত অশ্ব-ষট্‌ক-চালিত যান, অরিত্র-শত-সম্পন্ন নৌ-যান; সুরা-স্রাবণোপযোগী চর্ম্মবেষ্টিত কারতর নামক পাত্রবিশেষ, শতকুম্ভ সুরা, আয়সী জংঘা, অশ্বের দ্বারা আজি (ঘোড়দৌড়) জয়, সুবর্ণখনি প্রভৃতি নানা বিষয় উপন্যস্ত আছে। ১১৬ সূক্তে কথিত আছে তুগ্রাভিধেয় কোন রাজর্ষি দ্বীপান্তরবাসী অরিবর্গ দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া স্বপুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে তাহাদিগকে জয় করিতে প্রেরণ করেন। ভুজ্যু রণতরী সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-যাত্রা করেন। সাগরমধ্যে তাঁহার পোত ভগ্ন হইয়া যায়। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া অশ্বিনদেবদিগকে স্তব করিলে পর, তাঁহারা সচেতনের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষে গমনক্ষম, এবং জলের সহিত অসংস্পৃষ্ট নৌ-যান দ্বারা তাঁহার রক্ষাসম্পাদন করেন। ইহা একপ্রকার ব্যোমযান বলিয়া বোধ হয়। সায়ণাচার্য্য যান-সম্বন্ধে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহার "ধারণক্ষম, অতিস্বচ্ছতানিবন্ধন জলোপরি গমনশীল এবং অপ্রবিষ্টোদক (যাহার মধ্যে জলপ্রবেশ করিতে পারে না এরূপ সুশ্লিষ্ট) নৌকা" অর্থ করিয়াছেন। মন্ত্রমধ্যে যাহা লিখিত আছে তাহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে এই নৌ-যান আকাশে গমন করিতে পারিত। ইহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন ইহা চৈতন্যবিশিষ্ট এবং ইহার জলের সহিত সম্পর্ক ছিল না। এই নৌ-যান বায়ু-সমুদ্রে বায়ু-প্রভাবে চালিত হইত বলিয়া অনুভব হয়। ভুজ্যু অশ্বিনদেবকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ এই যানের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অত্রি ঋষিকে শত-দ্বার-যুক্ত পীড়া-যন্ত্র-গৃহে অসুরদিগের কর-কবল হইতে পরিত্রাণ করেন। অসুরেরা অত্রিকে উক্ত যন্ত্রের মধ্যে অবাঙ্মুখভাবে প্রবেশিত করিয়া তুষানল দ্বারা বধ করিতে সযত্ন হইয়াছিল। মরুপ্রদেশে পতিত তৃষ্ণাতুর গোতমঋষিও অশ্বিনদেব-প্রসাদে পানীয় প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। জীর্ণাঙ্গ বলী-পলিত-শোভী চ্যবন ঋষি ইহাঁদিগের কৃপাতে পুনর্ব্বার যুবা হইয়াছিলেন। অসুরদিগের দ্বারা অরণ্যমধ্যস্থিত কূপে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত বন্দনঋষি ইহাঁদিগের অনুগ্রহে কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। খেল নামক নরপতির বিশ্‌পলা নাম্নী মহিষী সংগ্রামে শত্রুদিগের কর্ত্তৃক ছিন্নপাদ হইলে পর রাজপুরোহিত অগস্ত্য ইহাঁদিগের স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তব-প্রীত অশ্বিনদেব রাত্রিকালে আগমনপুরঃসর রাজমহিষীর অয়োময় পদ যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরগণের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত ঋজ্রশ্ব পিতৃশাপে নেত্রহীন হইয়া ইহাঁদের অনুকম্পায় চক্ষুষ্মান্ হয়েন। সূর্য্যসুতা সূর্য্যার স্বয়ম্বরে দেবগণ মিলিয়া এই স্থির করেন যে সকলকেই সূর্য্য অবধি আজি-ধাবন করিতে হইবে; যিনি জয়ী হইবেন অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যের নিকটে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি সূর্য্যাকে

৫ 'Thou sun of this great world both eye and soul" Pling বলিয়াছেন সূর্য্য পৃথিবীর আত্মা (animas mundi) P. L. V. 171.

পাইবেন। এই আজিতে অশ্বিনদেবের জয় হয়। ইহা আজকালের ঘোড়দৌড়ের অনুরূপ। ইহাঁরা কাহার অন্ধত্ব, কাহার বধিরত্ব, কাহার পঙ্গুত্ব আরোগ্য করিয়া দিতেন। কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠিনী ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। ঘোষা বিষণ্ণা হইয়া পিতৃগৃহে দিবসযামিনী যাপন করিতেন। অবশেষে অশ্বিনদ্বয়ের প্রসাদাৎ তিনি নষ্টকুষ্ঠা হইয়া মনোমত পতি লাভ করেন। ইহাঁরা অসুরদিগের অনিষ্টসাধন করিতেন এবং বিশ্ববাচ অসুরের পুত্রকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আর্য্যদিগের দৈন্য-বিমোচনে এবং আনুকূল্যবিধানে অত্যন্ত তৎপর। ইহাঁরা উপাসকের উপকারার্থে বৃক (লাঙ্গল) দ্বারা ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে ধান্য প্রভৃতি বপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাঁরা যেমন আর্য্যদিগের পক্ষ, তদ্রূপ অনার্য্যদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় ইহাঁদের হইতেও আর্য্যসমাজের বিস্তর মঙ্গল-কার্য্য সাধন হইয়াছিল।

বৈদিক আর্য্যসমাজে পরিধেয় বসন, উত্তরীয় বসন এবং উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে ত্রিবিধ বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উক্ত ত্রিবিধ বস্ত্র কি প্রণালীতে ব্যবহার করা হইত তাহা এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। স্যূত বস্ত্রের প্রচলন ছিল। কেহ উষ্ণীষ বন্ধন করিতেন, কেহ বা শিখা রাখিতেন, কেহ বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করিতেন। তখন আর্য্যগণ সংস্কৃত ভিন্ন আর এক প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। যাগযজ্ঞ নিষ্পাদন এবং লিখন পঠনের নিমিত্ত তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত। "যজ্ঞকালে ম্লেচ্ছভাষা বা অপভ্রংশ ভাষাতে কথা কহিবে না;" "যজ্ঞকালে যজ্ঞানর্হ ভাষাতে বাক্য উচ্চারণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে তৎকালে সংস্কৃতেতর ভাষা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা এতদূর যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন যে যজ্ঞসময়ে অপভাষাপ্রয়োগ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সে কালে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। কখন পশুকামনা করিয়া, কখন পুত্রকামনা করিয়া, কখন ভার্য্যাবাসনা করিয়া, কখন বৃষ্টিবাঞ্ছা করিয়া এবং কখন বা স্বর্গলাভের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। বৃষ্টির প্রয়োজন হইলে কারীরী যাগের অনুষ্ঠান হইত। এই সকল যজ্ঞে নানা জাতীয় ফল মূল, যব ব্রীহি তিল মাষকলাই গোধূম প্রভৃতি কৃষ্টপচ্য শস্য দধি ক্ষীর আমীক্ষা (ছানা নবনীত ঘৃত প্রভৃতি) গব্য সামগ্রী এবং গো অশ্ব মেষ মৃগ অজ প্রভৃতি পশুর মাংস যথাবিধি প্রযুক্ত হইত। প্রত্যেক যজ্ঞেই যে এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত একথা আমরা বলি না। যে যজ্ঞে যেরূপ দ্রব্যের বিধান ছিল, সে যজ্ঞে তাহাই প্রযুক্ত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদিক কালে পুরুষমেধ যজ্ঞ কখন কখন হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখার ৪১ কাণ্ডিকায় ১৩ অধ্যায়ে নরমুণ্ড-গ্রহণের এবং যজ্ঞে উহা চয়ন করিবার কথা আছে। এই নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজমান শতায়ু হইতেন, কখন বা অমৃতত্ব লাভ করিতেন (৬)। এরূপ ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ যজ্ঞ বৈদিক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, কারণ বিজ্ঞতম বৈদিক ঋষিগণ স্বল্পকাল মধ্যেই ইহার জঘন্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে অপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরকালীন ঋষিগণ যজ্ঞে কৃত্রিম নরমুণ্ড স্থাপন করিবার বিধি বন্ধন করিয়া গিয়াছেন।

৬ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদিত যজুর্ব্বেদসংহিতা।

পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে প্রচলিত মুদ্রা সকলের উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্বেদসংহিতার এক স্থলে দেখিয়াছি যে রুদ্রদেব দীপ্যমান সুশোভন নিষ্কের মালা কণ্ঠে পরিধান করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ও পাণিনি-সূত্রের মতে নিষ্ক একবিধ সৌবর্ণ মুদ্রা। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎসময়ে আর্য্যগণ নিষ্কের মালা ব্যবহার করিতেন। এক্ষণেও মোহর বা গিনির মালা কেহ কেহ বালকদিগের কণ্ঠে পরাইয়া দেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সুবর্ণনির্ম্মিত শতমান নামক একপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। মনুসংহিতানুসারে শতমান এক প্রকার রজত-মুদ্রা। সুবর্ণ-মুদ্রা ও রজত-মুদ্রা ব্যতীত কার্ষাপণ নামে তাম্র-মুদ্রারও চলন ছিল (৭)। মুদ্রা চলন যে উন্নত সমাজের একটী মুখ্য লক্ষণ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর্য্যগণ যে, সমাজের কত রকম উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়া আমরা অনুদিন বিস্মিত হইতেছি এবং সেই আর্য্যকুলসম্ভূত বলিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আর দুই একটী প্রস্তাবে বৈদিক আর্য্যসমাজের কতকগুলি বিবরণ বিবৃত করিয়া, উপসংহারকালে আমরা ইহার সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত।

অনেকে বলেন যে পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। পরে মুসলমান রাজগণের অধিকার-কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা আদৌ ছিল না। আমরা অবশ্য দেখিতে পাই যে, রাজা দিলীপ যখন বশিষ্ঠাশ্রমে যান তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা অনাবৃত রথে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ঘৃত-ভার-বাহী ঘোষবৃদ্ধদিগকে পথপ্রান্তস্থ বন্য বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা দ্বারা সহজে, অনুমান হয় বটে যে স্ত্রীস্বাধীনতা না থাকিলে প্রকাশ্য পথে সস্ত্রীক রাজা দিলীপের গমন এবং অপরিচিত লোকের সহিত সুদক্ষিণার কথোপকথন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। কেবল এইটি কেন পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুলি প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বে এই রীতি ছিল কি না এক্ষণে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের কোন প্রণালীবদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস নাই সত্য কিন্তু এখানকার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ইহার সামাজিক অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল স্মৃতি ও পুরাণকে প্রমাণস্থলে লইলাম। কারণ স্মৃতিতে নিয়ম ও পুরাণে তাহার প্রয়োগ। কিন্তু আমরা প্রাচীনতম বৈদিক সমাজের কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাহি না। কারণ বৈদিক কাল আর্য্যসমাজের শৈশব কাল। তখন সবে ধর্ম্মের উন্মেষ এবং সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইয়াছে। দস্যুদিগের ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর্য্যগণের গড়িবার চেষ্টা, উভয় দলে ঘোর সঙ্ঘর্ষ। সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি না থাকিলে সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইতে পারে না। সুতরাং বেদ যদিও আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয় তথাচ আমরা তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে দেখিব যখন

৭ যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকি ঐতিহাসিক রহস্যের তৃতীয় ভাগে "আর্য্যদিগের আচারব্যবহার" শীর্ষক প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে।

সুদৃঢ় নিয়মে সমাজ গঠিত হইয়াছে বেদের সেই পরবর্ত্তী সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় কি না।

বেদের পর স্মৃতি। বেদের সমস্ত সদাচারে লোকের প্রবৃত্তিবিধান এবং সমাজ মধ্যে তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য এই শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই শাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতি সর্ব্বপ্রধান। মনু স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনুর এই প্রতিষেধ-বাক্যে অবশ্য অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। কারণ পূর্ব্ব-বিধি না থাকিলে পরে তাহার একটা নিষেধ থাকিতে পারে না। আমরা এ কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। নিষেধ থাকিলেই যে বিধির পূর্ব্ববর্ত্তিতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রে এই বিষয়ে দুই প্রকার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক দৃষ্ট কোন রূপ অবৈধ কর্ম্মের নিষেধ, আর একটি অদৃষ্ট কোন রূপ অবৈধ কর্ম্মের কেবল মাত্র আশঙ্কায় নিষেধ, সুতরাং মনুস্মৃতিতে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ বলিয়া যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি স্বীকার করিতে হইবে ইহার বিশেষ কোন কারণ নাই। আর যদিও স্বীকার করা যায় তাহা সমাজের কোন্ অবস্থায়? আমাদের অনুমান হয় যে তাহা ঘোর অপরিণত অবস্থায়। এই মনুস্মৃতি আলোচনা করিলে তাহার কতক অভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

বোধ হয় যখন সভ্যতার অভ্যুদয় হইতেছে এবং অসভ্যাবস্থার সমস্ত অধিকার ও আচার ব্যবহার সমাজ হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই সেই সময়ে মনু-স্মৃতির উৎপত্তি। এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা সঙ্ক্ষেপে মনুর দুই একটি স্থল দেখাইয়া দেই। ইহার এক স্থলে আছে 'স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারঃ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি জঙ্গল কাটিবে তাহারই ক্ষেত্র। এইটি কোন্ সময়ের অধিকার? আমাদের বোধ হয় অপেক্ষাকৃত পূর্ণ সভ্যাবস্থায় ভূমি অবিভাজ্য থাকে না। কিন্তু যখন গৃহাভাবে লোকের যাদৃচ্ছিক পর্য্যটন নিবৃত্ত হইয়াছে, কৃষি বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেছে এবং বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়া লোকে গৃহী হইতেছে, সেই অবস্থারই এই অধিকার। এতদ্ব্যতীত আরও একটি স্থল দেখাই। মনুতে আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের স্পষ্ট অনুমান হয় যখন সমাজের অসভ্য অবস্থায় স্ত্রীসংগ্রহের জন্য পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গাম হইত, যখন কন্যাদান-প্রথা প্রচলিত হয় নাই এইটি সেই সময়কার ব্যবহার। মনুর সময়ে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু স্ত্রীসংগ্রহের জন্য এই পৈশাচিক ব্যবহার তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মনু এইটি দুর্ণিবার বুঝিয়াই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে 'অধম' পৈশাচ বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থল আছে যদ্দারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতে পারে যে মনুস্মৃতি সভ্য ও অসভ্যাবস্থার সন্ধিস্থলে প্রণীত হইয়াছে। যদি স্ত্রীস্বাধীনতা মনুর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ইহা স্বীকার করা যায় তবে তাহা অন্ধকারের অবস্থায়, এক প্রকার অসামাজিক অবস্থায়। কেবল ভারতবর্ষে কেন এরূপ অবস্থায় সকল দেশেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবার কথা।

মনুতে তো স্ত্রীস্বাধীনতার স্পষ্ট নিষেধ আছে কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণে ইহার কোন রূপ নিদর্শন আছে কি না এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য। বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত সদাচারের উল্লেখ আছে এই সমস্ত গ্রন্থে কথা-

প্রসঙ্গে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণ অবশ্যই মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু এস্থলে আমরা বক্তব্য বিষয় সুগম হইবার জন্য মহাভারতকেই অগ্রে ধরিলাম। এই গ্রন্থ আমাদের জাতীয় একটী প্রকাণ্ড সাহিত্য। ইহার সমগ্র অংশ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে ইহা এক হস্তের সৃষ্টি নহে। যখন যাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে তিনি স্বীয় রচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফল মহাভারতে নানা রূপ বৈষম্য। ইহার মধ্যে অতি পূর্ব্বের এবং তৎকাল-প্রচলিত সামাজিক ব্যবহারের একটা ঘোর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তাহার দুই একটি মাত্র স্থল উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতের কালে ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত লোকব্যবহার সম্পূর্ণ নিয়মিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাতে একটী স্ত্রীর পাঁচটী স্বামী। বোধ হয় এই ব্যবহার অতি প্রাচীনতম কালে এই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে দেখিতে পাই পাঁচ ঘুচিয়া দুই তিনটিতে নামিয়াছে। আর এখনও এখানকার আদিম অধিবাসী কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই কুরীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলত ইহা কোন ধর্ম্ম্য ব্যবস্থারই অনুমোদিত নহে। কিন্তু কবি এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামী এইটি ধর্ম্ম ও লোকবিরুদ্ধ হইলেও এক মাতৃআজ্ঞার দোহাই দিয়া ইহার দূষণীয়তা দূর করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিলোম বিবাহ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন কিন্তু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত না কিন্তু মহাভারতে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃতীয়ত সহমরণ। পাণ্ডু রাজার দুইটি পত্নী ছিল। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠার অধিকার সত্তে কনিষ্ঠাই সহমৃতা হন। ইহাও শাস্ত্র ও লোকবিরুদ্ধ। বোধ হয় ইহা এখানকার একটি প্রাচীনতম ব্যবহার। যখন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গণনা ছিল না সেই সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল। এদিকে গ্রন্থের নায়ক প্রতিনায়ক প্রভৃতি যতগুলি পাত্র আছে কবি তাহাদিগের চরিত্র ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাৎকালিক সমাজের অনুরূপ করিলেন। পরে তাঁহাদের জীবনে এমন সমস্ত ঘটনা আনিয়াছন যাহা সেই সকল চরিত্রে একটি ঘোর বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করে। মহাভারতে এমন অনেক ঘটনা আছে যদ্দারা স্পষ্টই বোধ হয় যে সেই সমস্ত মহাভারতের সাময়িক ঘটনা নয়। কিন্তু কবি তাৎকালিক বলিয়া এই গ্রন্থে তৎসমুদায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা যাহা বলিতে চাই মহাভারত যদিও তাহার বিরোধী নয়, যদিও ইহাতে অবরোধ-প্রথার ভূরিভূরি নিদর্শন আছে তথাচ মহাভারতকে এক এই কাল-বৈষম্য-দোষে উপহত বলিয়া একটা সামাজিক ব্যবহারের প্রমাণস্থলে আনিতে সাহসী নহি।

এক্ষণে রামায়ণ। এই গ্রন্থ কেবল ভারতবর্ষকে নয় সমস্ত পৃথিবীকে লোকব্যবহার শিক্ষা দিতেছে। গুণের যা কিছু উৎকর্ষ, মনুষ্য-সমাজের যা কিছু সার তাহাই এই মহাকাব্যের প্রাণ এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোন কোন বিষয়ের যদ্রিচ তাদৃশ উন্নতি হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্ম-নীতি দ্বারা মনুষ্য-সমাজ যতদূর উন্নত হওয়া সম্ভব আমরা ইহাতে তাহারই নিদর্শন পাই। সুতরাং প্রাচীন ভারত যে কি ছিল এই গ্রন্থ তাহার একটী অবিসম্বাদিত প্রমাণ। আমরা ইহা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না। এক্ষণে এই গ্রন্থ হইতে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করি-

তেছি, ইহা দ্বারা আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

রাবণ রামের শরে বিনষ্ট হইলে মন্দোদরী সপত্নীগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সজল নয়নে কহিতেছেন "রাজন্, আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই। এই দেখ তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; তুমি ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া কি ক্রুদ্ধ হও নাই।" রামায়ণের এই অংশ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তখনকার স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিত এবং পরপুরুষে তাহাদের মুখ না দেখিতে পায় তজ্জন্য লজ্জাবগুণ্ঠন ধারণ করিত। আর এই অবরোধ-প্রথা তখন এত প্রবল ছিল যে পুরুষ স্ত্রীলোককে কখন অনবগুণ্ঠিত ও বহির্গত দেখিলে অমনি রুষ্ট হইত। রামায়ণের এই অংশ অনার্য্য রাক্ষস জাতির ব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিতও হইতে পারে কিন্তু আমরা এই বিষয়ে শিষ্ট-ব্যবহারও দেখাইতেছি। রাবণ-বধের পর বিভীষণ রামের আদেশক্রমে জানকীরে শিবিকায় আরোপণ পূর্ব্বক রামের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে শিবিকা হইতে অবরোহণ ও রামের নিকট আনয়ন করিবার জন্য তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিকে তফাৎ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন কঞ্চুকধারী উষ্ণীষশোভিত ভৃত্যেরা বেত্রহস্তে যোদ্ধৃগণকে অপসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। "বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ উৎসারিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দূরে চলিল। এই উৎসারণার সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটী মহা কলরব উত্থিত হইল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া দয়ার্দ্র স্বভাব হেতু তাহা নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষ ভরে ও রোষ-প্রদীপ্ত চক্ষে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কার-বাক্যে কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিও না, ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নয়, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র, বস্তুত চরিত্রেই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধঘটনা, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহের সময় স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিশেষত আমার নিকট ইহাঁকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া সন্দিহান হইলেন এবং বিনীত ভাবে রামের নিকট জানকীরে আনিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনূমান রামের এই সমস্ত কথা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তৎকালে জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন, বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, তিনি রামের নিকট আগমন করিলেন।"

অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না রামায়ণের এই উদ্ধৃত অংশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তখন অবরোধ-প্রথাই প্রচলিত ছিল, তখন স্ত্রীলোক প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিত। কেহ স্বেচ্ছাক্রমে পরপুরুষের নিকট বাহির হইত না। রাম যখন বিভীষণকে শাস্ত্র ও লোক-

ব্যবহার উল্লেখ করিয়া জানকীরে পদব্রজে আনিবার আদেশ করিলেন তখন বিভীষণ চিন্তিত এবং লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইলেন। ইহারই বা কারণ কি? না, রাম পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুতরাং তিনি স্ত্রীপরিত্যাগে উদ্যত; এই বুঝিয়াই উহাঁদের চিন্তা ও দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ মনুষ্য একটা কোন বিশেষ ভাবে পরিচালিত না হইলে সহসা চিরন্তন রীতি পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। আরও রামকে সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রী বাহির করিতে যে এত শাস্ত্র ও যুক্তি দেখাইতে হইল ইহার হেতু এই যে তিনি পরম্পরাগত ব্যবহারের অন্যথাচরণ করিতেছেন, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহার দূষণীয়তা দূর না করিলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিবে। যাই হৌক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক যে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকিত রামের এই বাক্য তাহার প্রমাণ, তবে ধর্ম্ম স্বয়ংবর প্রভৃতি কতকগুলি কারণে তাহারা বাহির হইত। এই চিরন্তন ব্যবহার এখনও এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র কুলস্ত্রী বাহির হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি নানারূপ ধর্ম্মকার্য্যে সুসম্ভ্রান্ত গৃহস্থ কন্যারাও বাহির হন! এক্ষণে এই স্থানে রামের একটি কথার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে ভর্ত্তৃসমীপে স্ত্রীলোক বহুজন-সমক্ষেও বাহির হইতে পারে, ইহাতে দোষ নাই। রামের এই বাক্যের এমন অর্থ নয় যে পূর্ব্বে ভর্ত্তার সহিত স্ত্রীলোক যথা ইচ্ছা বাহির হইত। আমরা দেখিলাম জানকী ভর্ত্তার নিকট আসিবার কালে বহুজন-সমক্ষে লজ্জায় যেন নিজের গায়ে মিশাইয়া গেলেন। জানকীর এই স্ত্রীজনোচিত লজ্জা দেখিয়াই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের বহুজনসমক্ষে ভর্ত্তৃসমীপে বাহির হওয়া যদিও শাস্ত্রসম্মত ছিল কিন্তু ইহা বিশেষ আবশ্যক স্থলে। কুলস্ত্রীগণ ইহাতে লজ্জাই অনুভব করিতেন।

সকল কার্য্যেরই এক একটি নিয়ম থাকে না, কিন্তু কতকগুলি এমন নিয়ম থাকে যে অনেক কার্য্য সেই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ একটী নিয়ম ধরিয়া অনেক কার্য্যের বৈধতা বুঝিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই পূর্ব্বে ঋষিকন্যারা বিদ্যার্থিনী হইয়া দেশবিদেশ পর্য্যটন করিত। ক্ষত্রিয়ারা রঙ্গ-ভূমিতে বসিয়া পুত্রাদির অস্ত্রপরীক্ষা দেখিত। সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষ বসন্তোৎসবের জন্য উদ্যানে নির্ব্বিশেষে মিলিত হইত। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই এক মূল ধর্ম্ম-নিয়মের অন্তর্গত। কারণ অধ্যয়ন অধ্যাপন ধর্ম্ম, ধনুর্ব্বেদশিক্ষা ধর্ম্ম এবং উদ্যানে বসন্ত-মহোৎসবের অনুষ্ঠানও ধর্ম্ম। এই উৎসবে গন্ধ পুষ্প ও নানা রূপ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা অনঙ্গদেব অর্চ্চিত এবং পতিদেবতা পূজিত হইতেন। অনপত্য দিলীপের সস্ত্রীক গুরুগৃহে গমন এই ধর্ম্মের অনুরোধ, ব্রতচর্য্যার অনুরোধ। তৎকালে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য, বিবাহ, যুদ্ধ ও কৃচ্ছ্রকাল প্রভৃতি কএকটি উপলক্ষে স্ত্রীলোক সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইত। ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিরা স্ত্রীজাতিকে পক্ষীর ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই কিন্তু তৎকালে ধর্ম্মাদির অনুরোধ ব্যতীত এখনকার ন্যায় কেবল একটা তুচ্ছ আমোদ প্রমোদের জন্য স্ত্রীলোক বাহির হইত না। কোথাও দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছে স্ত্রীলোক সকল তথায় উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিত। বিবাহ হইতেছে পুরন্ধ্রী আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে পাত্র কন্যার গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিত। এই সমস্ত সভ্যতম প্রাচীন ব্যবহার স্ত্রী-স্বা-

ধীনতার প্রমাণ নহে। যেখানে অন্তঃপুর ও স্ত্রীর নামান্তর অবরোধ সেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ অন্বেষণ করাই বিড়ম্বনা। যাহারা সূর্য্যকেও দেখিতে পাইত না তাহারা মুক্ত বায়ুতে যথেচ্ছ বিচরণ করিবে ইহা কি সম্ভব? তখনকার এই অবরোধ দুর্ব্বলের উপর নির্য্যাতন নহে, অনুদার সমাজের পুরুষ জাতির সর্ব্বংকষ প্রভুশক্তির যাদৃচ্ছিক বিলাসও নহে, তখন স্ত্রী ও শ্রী নির্ব্বিশেষে সমাদৃত হইত, স্ত্রীজাতির তুষ্টি দেবতার তুষ্টি বলিয়া অনুমিত হইত। ইহা তাহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও আত্যন্তিক মর্য্যাদারই কার্য্য।

এই অবরোধ-প্রথা বহুকাল হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পরে যখন মুসলমানের আধিপত্য সে সময়ে এই প্রথা রক্ষা করিবার একটা দৃঢ়তর যত্ন ও চেষ্টা হয়। আজিও যে কোন কোন প্রাচীন অন্তঃপুরে বায়ুসঞ্চারের পথ পর্য্যন্তও নিরুদ্ধ দেখা যায় তাহা এই মুসলমান রাজত্বেরই প্রভাব। এই সময়ে আরাধ্য দেবতার পবিত্রতার ন্যায় স্ত্রীলোকের পবিত্রতা অতি যত্নে ও সাবধানে রক্ষিত হইত। এই সময়েই লোকে এই চিরাচরিত প্রাচীন প্রথার বিশেষ উপকারিতা অনুভব করে।

উপসংহারে আর একটী কথা বক্তব্য আছে। অনেকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া অনুমান করেন যে ইহাই এই ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রাচীন রীতি। আমরা একথা ভ্রমসঙ্কুল মনে করি। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী কি কারণে স্বাধীন আমরা ইহা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে স্ত্রীনিবাস শিরস্ক প্রস্তাবে একরূপ বলিয়াছি। পুনর্ব্বার সংক্ষেপে এখানেও বলা আবশ্যক হইল। মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ বীরভাবে পুষ্ট ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ইহাদিগকে সততই নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে হইত। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে আত্মনির্ভর করিতে হয়। খাদ্য-সংগ্রহ, স্বত্বরক্ষা, লৌকিকতা প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় গার্হস্থ্য ও সামাজিক কার্য্য স্ত্রীলোকেই নির্ব্বাহ করিত। পুরুষের প্রযত্ন-সাধ্য কার্য্য স্ত্রী-হস্তে পড়িলে কাজেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাস অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার সৃষ্টি। ইহা চিরাচরিত হিন্দুরীতি নয়। উপযোগিতাই ইহার প্রবর্ত্তক। যদি শাস্ত্র ধরিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে বলিব, যুদ্ধাদি আপদ কালই ইহার প্রবর্ত্তক। পরে কোন ব্যবহার কিছু দিন অবাধে চলিয়া গেলে রাজশাসন ব্যতীত তাহা প্রায়ই নিরোধ করা যায় না। এই জন্য মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী আজিও স্বাধীন; না বুঝিয়া ইহাকে হিন্দুরীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যার পর নাই অন্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

মদিরা। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক খানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত এবং ইহার মূল্য ১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০।

আগামী ৯ আষাঢ় বুধবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ আষাঢ় মঙ্গলবার।

Registerd NO 52.

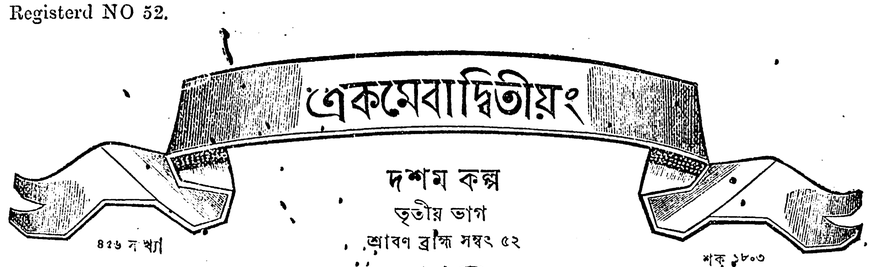

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে সপ্তদশোধ্যায়ঃ।

সযদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষা। ১

'সঃ' যজ্ঞসম্পাদকঃ পুরুষঃ 'যৎ' 'অশিশিষতি' অশিতুমিচ্ছতি 'যৎ' 'পিপাসতি' পাতুমিচ্ছতি 'যৎ' 'ন রমতে' ইষ্টাদ্যপ্রাপ্তিনিমিত্তং যদেবংজাতীয়কং দুঃখমনুভবতি 'তাঃ' 'অস্য' পুরুষস্য 'দীক্ষা' দুঃখসামান্যাদ্বিধিযজ্ঞস্যেব। ১

সেই যজ্ঞসম্পাদক পুরুষ উপবাস করিয়া যে ক্ষুধিত হয় এবং পিপাসিত হয় ও ভোগ বিলাস করে না, তাহা তাহার দীক্ষা। ১

অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি। ২

'অথ যৎ অশ্নাতি' 'যৎ পিবতি' 'যৎ রমতে' রতিঞ্চানুভবতি 'তৎ উপসদৈঃ এতি' সমানতাং এতি। ২

আর সে যে ভোজন করে, পান করে, ভোগ বিলাস করে তাহাই তাহার উপসদ নামক পয়ব্রত।২

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি। ৩

'অথ যৎ হসতি' 'যৎ জক্ষতি' ভক্ষয়তি 'যৎ মৈথুনং চরতি' 'স্তুতশস্ত্রৈঃ এব তৎ এতি' তৎ সামান্যমেতি। ৩

আর যখন সে স্তুত শস্ত্র সকল গান করে, তখন সে হাস্য করে, আহার করে এবং রমণ করে। ৩

অথ যত্তপোদানমার্জ্জবমহিংসাসত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। ৪

'অথ যৎ তপঃ দানং আর্জবং অহিংসা সত্যবচনং' 'তাঃ অস্য দক্ষিণাঃ'। ৪

আর যাহা তপ, দান, সারল্য, অহিংসা, সত্যবচন তাহা ইহার দক্ষিণা। ৪

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ। ৫

যস্মাৎ যজ্ঞপুরুষঃ 'তস্মাৎ' তং জনয়িষ্যতি মাতা যদা তদা 'আহুঃ' অন্যে 'সোষ্যতি' ইতি তস্য মাতরং। যদাচ প্রসূতা ভবতি তদা 'অসোষ্ট' পূর্ণিকা 'ইতি'। বিধি যজ্ঞইব সোষ্যতি সোমং দেবদত্তোঽসোষ্টসোমং যজ্ঞদত্তইত্যতঃ শব্দসামান্যাদ্বা পুরুষোযজ্ঞঃ 'পুনরুৎপাদনংএব' 'অস্য' তৎপুরুষাখ্যস্য যজ্ঞস্য যৎসোষ্যত্যসোষ্টেতি শব্দসম্বন্ধিত্বং বিধিযজ্ঞস্যেব। কিং চ 'তৎমরণংএব অস্য' 'তৎ মরণং এব' 'অবভৃথঃ' সমাপ্তিসামান্যাৎ পুরুষযজ্ঞস্য। ৫

সেই হেতু যখন যাজ্ঞিকেরা বলেন সোমরস প্রস্তুত হইবে, এবং সোমরস প্রস্তুত হইল। যজ্ঞপুরুষের সেই জন্ম। আর তাহার মরণ কি? অবভৃত-স্নানই তাহার মরণ। ৫

অদ্বৈতদ্বোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাহপিপাসএব সবভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্য-

চ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ। ৬

'তৎ হ' 'এতৎ' যজ্ঞদর্শনং 'ঘোরঃ' নামতঃ আঙ্গিরসঃ' গোত্রতঃ 'কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়' শিষ্যায় 'উক্ত্বা উবাচ'। কিমুবাচ তদাহ 'সঃ' এবং যথোক্তযজ্ঞবিৎ 'অন্তবেলায়াং' মরণকালে 'এতৎ ত্রয়ং' মন্ত্রং 'প্রতিপদ্যেত' জপেৎ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ 'অক্ষিতমসি' অক্ষীণ মক্ষতং বাসীত্যেকং যজুঃ। তথা 'অচ্যুতমসি' স্বরূপাদপ্রচ্যুতমসীতি দ্বিতীয়ং যজুঃ। তথা 'প্রাণসংশিতং' প্রাণস্য সংশিতং সম্যকৃতনূকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তৎত্বং 'অসি ইতি' তৃতীয়ং যজুঃ। 'সঃ' চ দেবকীপুত্রঃ এতদ্দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাসঃ এব' অন্যাভ্যো। বিদ্যাভ্যঃ 'বভূব' 'তত্র' তস্মিন্নর্থে 'দ্বে ঋচৌ' মন্ত্রৌ ভবতঃ'। ৬

ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি স্বশিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই যজ্ঞদর্শন শিক্ষা দিয়া বলিলেন, যে এই যজ্ঞ-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ মৃত্যুকালে এই তিন মন্ত্র জপ করিবেক। 'তুমি অক্ষত' 'তুমি অচ্যুত' 'তুমি প্রাণতুল্য সূক্ষ্ম'। দেবকীপুত্র এই জ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কাম হইলেন। এ বিষয়ে দুটি ঋক আছে। ৬

আদিতপ্রত্নস্য রেতসঃ। উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্তউত্তরং স্বঃ পশ্যন্তউত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি। ৭

'আৎ ইৎ' অত্র আকারস্য অনুবন্ধঃ তকারোঽনর্থকইচ্ছন্দশ্চ। 'প্রত্নস্য' চিরন্তনস্য পুরাণস্য 'রেতসঃ' কারণস্য বীজভূতস্য জগতঃ সদাখ্যস্য 'জ্যোতিঃ' প্রকাশং 'পশ্যন্তঃ' পশ্যন্তি নিবৃত্তচক্ষুর্যোব্রহ্মবিদো শুদ্ধান্তঃকরণাঃ কিং জ্যোতিঃ পশ্যন্তি। আ সমন্ততঃ 'তমসঃ' অজ্ঞানলক্ষণাৎ 'পরি' পরস্তাৎ 'উত্তরং স্বঃ' 'উত্তরং দেবং' দ্যোতনবন্তং 'দেবত্রা' সর্ব্বেষু দেবেষু 'সূর্য্যং উৎ গন্ম' উদগন্ম তৎ ব্রহ্মণঃ 'জ্যোতিঃ উত্তমং জ্যোতিঃ উত্তমং' 'বয়ং পশ্যন্তঃ' বয়ং প্রাপ্তাঃ। ৭

অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া, সকল দেবতা হইতে জ্যোতিষ্মান সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া সকলের উপরে অথচ সকলের সহিত আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন যে বীজভূত পুরাতন অবিনাশী ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট জ্যোতি, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ৭

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশোব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ। ১

'মনঃ' মনুতে অনেনেত্যন্তঃকরণং তৎ'ব্রহ্ম' পরং ইতি উপাসীত' 'ইতি অধ্যাত্মং' এতৎ আত্মবিষয়ং দর্শনং। 'অথ অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মিদং বক্ষ্যামঃ 'আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি' উপাসীত। এবং 'উভয়ং' অধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ উভয়ং ব্রহ্মদৃষ্টিবিষয়ং 'আদিষ্টং' উপদিষ্টং 'ভবতি'। অধ্যাত্মং চ অধিদৈবতং চ'। ১

মন ব্রহ্ম, ইহা বলিয়া উপাসনা করিবেক, ইহাই অধ্যাত্ম। আর অধিদৈব এই যে, আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবেক। অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই উভয় প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে। ১

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম বাক্‌পাদঃ প্রাণঃপাদশ্চক্ষুঃ পাদঃশ্রোত্রং পাদইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদোবায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদোদিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ। ২

'তৎ এতৎ' মন আখ্যং 'চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম' চত্বারঃ পাদা অস্যেতি। কথং চতুষ্পাত্ত্বং মনসোব্রহ্মণইত্যাহ। বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যেতে পাদাঃ 'বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদঃ' 'ইতি অধ্যাত্মং'। 'অথ অধিদৈবতং' আকাশস্য ব্রহ্মণঃ 'অগ্নিঃ পাদঃ আদিত্যঃ পাদঃ দিশঃ পাদঃ ইতি' 'উভয়ং আদিষ্টং ভবতি' 'অধ্যাত্মং চ অধিদৈবতং চ। ২

সেই এই চতুষ্পাদ ব্রহ্ম। বাক এক পাদ, প্রাণ এক পাদ, চক্ষু এক পাদ এবং শ্রোত্র এক পাদ। ইহাই অধ্যাত্ম। আর অধিদৈব এই। অগ্নি এক পাদ, বায়ু এক পাদ, আদিত্য এক পাদ এবং দিকসকল এক পাদ। অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব এই উভয়ই আদিষ্ট হইয়াছে। ২

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃপাদঃ সাগ্নিনাজ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসৈন যএবং বেদ। ৩

'বাক্ এব' মনসঃ'ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ' 'সা অগ্নিনা' 'জ্যোতিষা' তৈলঘৃতাদ্যাগ্নেয়াসনেনেদ্ধা বাক্ 'ভাতি চ তপতি চ' বদনাযোৎসাহবতীত্যাদিত্যর্থঃ; বিদ্বৎফলং 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবং বেদ'। ৩

বাক্য ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সে অগ্নির জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত এবং উজ্জ্বল হয়। যিনি ইহা জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি, কীর্ত্তি ও যশের দ্বারা উজ্জ্বল ও তেজস্বী হন। ৩

প্রাণএব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যএবং বেদ। ৪

'প্রাণঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ' 'সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা' গন্ধাত্মনা 'ভাতি চ তপতি চ'। 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবং বেদ' ॥ ৪

প্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সে বায়ুর বিক্রম দ্বারা প্রকাশিত এবং উজ্জ্বল হয়। যিনি ইহা জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি, কীর্ত্তি ও যশের দ্বারা উজ্জ্বল ও তেজস্বী হন। ৪

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ। ৫

'চক্ষুঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ' 'সঃ আদিত্যেন জ্যোতিষা' রূপগ্রহণায় 'ভাতি চ তপতি চ'। 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবং বেদ' ॥ ৫

চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সে আদিত্যের জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়। যিনি ইহা জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি কীর্ত্তি ও যশের দ্বারা উজ্জ্বল ও তেজস্বী হন। ৫

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সদিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যএবং বেদ। ৬

'শ্রোত্রং এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ' 'সঃ দিগ্‌ভিঃ' শব্দগ্রহণায় 'জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ'। 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবং বেদ' ॥ ৬

শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। সে দিক সকলের প্রভা দ্বারা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়। যিনি ইহা জানেন তিনি ব্রহ্মজ্যোতি কীর্ত্তি ও যশের দ্বারা উজ্জ্বল ও তেজস্বী হন। ৬

উনবিংশোধ্যায়ঃ।

আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীত। তৎ সদাসীত্তৎসমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সম্বৎসরস্য মাত্রামশযৎ তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাং। ১

'আদিত্যঃ ব্রহ্ম' 'ইতি আদেশঃ' উপদেশঃ 'তস্য উপব্যাখ্যানং' ক্রিয়তে স্তুত্যর্থং। 'অসৎ এব' অব্যাকৃতনামরূপং 'ইদং' জগদশেষং 'অগ্রে' প্রাগবস্থায়ামুৎপত্তেঃ 'আসীত'। স্তিমিতমনিস্পন্দমসদিব সৎকার্য্যাভিমুখং ঈশদুপজাতপ্রবৃত্তি 'তৎ সৎ আসীৎ' ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং 'তৎ সমভবৎ' রূপান্তরং নামরূপব্যাকরণেনাঙ্কুরীভূতমিববীজং। ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ 'তদা' অণ্ডং 'অণ্ডং নিরবর্ত্তত' সমবর্ত্তত 'তৎ' অণ্ডং 'সংবৎসরস্য' কালস্য 'মাত্রাং' পরিমাণং অভিন্নস্বরূপমেব 'অশয়ত' স্থিরং বভূব 'তৎ ততঃ সম্বৎসরপরিমাণাৎ কালাদূর্দ্ধং 'নিরভিদ্যত' নিরভিন্নং বয়সামিবাণ্ডং। 'তে অণ্ডকপালে' দ্বে 'রজতং চ সুবর্ণং চ' 'ভবতাং' সংবৃত্তে ॥ ১

আদিত্য ব্রহ্ম এই আদেশ। তাহারই এই ব্যাখ্যান। এই জগৎ পূর্ব্বে এই প্রকার কিছুই ছিল না—কেবল প্রকাশের উন্মুখ অবস্থাতে ছিল। পরে ইহা প্রকাশিত হইল। ইহা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। সেই অণ্ড একবৎসর কাল অবস্থিতি করিল। পরে সেই অণ্ড দুই ভাগে ভিন্ন হইল। তাহার এক ভাগ রজত, অন্য ভাগ সুবর্ণ হইল। ১

তদযদ্রজতং সেযং পৃথিবী যৎসুবর্ণং সা দৌর্যজ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারোযাধমনয়স্তা নদ্যোযদ্দাস্তেযমুদকংস সমুদ্রঃ। ২

'তৎ যৎ রজতং' 'সা ইয়ং পৃথিবী' 'যৎ সুবর্ণং' কপালং 'সা দ্যৌঃ' দ্যুলোকোপলক্ষিতমূর্দ্ধং কপালমিত্যর্থঃ। 'যৎ জরায়ু' গর্ভবেষ্টনং স্থূলং অণ্ডস্য 'তে পর্ব্বতাঃ' বভূবুঃ 'যৎউল্বং' সূক্ষ্মং গর্ভবেষ্টনং 'সমেঘঃ নীহারঃ' সমেঘৈঃ সমেঘোনীহারঃ 'যাঃ' গর্ভস্য জাতস্য দেহে 'ধমনয়ঃ' শিরাঃ 'তাঃ নদ্যঃ' বভূবুঃ 'যৎ বাস্তেয়ং' বস্তৌভবং 'উদকং 'সঃ সমুদ্রঃ' ॥ ২

যাহা 'সেই অণ্ডের রজত অংশ তাহা এই পৃথিবী। যাহা সুবর্ণ অংশ তাহা স্বর্গলোক। ইহার যাহা স্থূল জরায়ু তাহা পর্ব্বত যাহা সূক্ষ্ম জরায়ু তাহা মেঘের সহিত নীহার। ইহার যে সকল গূঢ় ধমনি তাহা নদী এবং বস্তির অন্তর্গত জল সমুদ্র। ২

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষাউলূলবোঽনুদতিষ্ঠন্ত সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনুত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চৈব কামাঃ। ৩

'অথ' যৎ তৎ অজায়ত' গর্ভরূপং তস্মিন্ অণ্ডে 'সঃ অসৌ আদিত্যঃ' 'তং জায়মানং' আদিত্যং 'ঘোষাঃ' শব্দাঃ 'উলূলবঃ, উল্লবঃ বিস্তীর্ণরবাঃ 'অনুদতিষ্ঠন্' উদতিষ্ঠন্ উত্থিতবন্তঃ। ঈশ্বরস্যেহ প্রথমপুত্রজন্মনি 'সর্ব্বাণি চ' ভূতানি' স্থাবরজঙ্গমানি 'সর্ব্বে চ' তেষাং ভূতানাং 'কামাঃ' কাম্যন্তইতি বিষয়াঃ স্ত্রীবস্ত্রান্নাদিয়ঃ। যস্মাদাদিত্যজন্মনিমিত্তীভূতকামোৎপত্তিঃ 'তস্মাৎ' অদ্যত্বেঽপি 'তস্য' আদিত্যস্য 'উদয়ং প্রতি' 'প্রত্যায়নং প্রতি' অস্তগমনং প্রতি 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ এব কামাঃ ঘোষাঃ উলূলবঃ অনুত্তিষ্ঠন্তি'॥ ৩

আর যে সেই অণ্ড হইতে জন্ম গ্রহণ করিল সে ঐ সূর্য্য। সেই সূর্য্যের জন্ম মাত্র উলূধ্বনির সহিত মহাকোলাহল উত্থিত হইল এবং স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল ও কাম্য বিষয় সকল উৎপন্ন হইল। সেই হেতু এখনও সূর্য্যের প্রত্যেক উদয় ও অস্তকালে উলূলবের সহিত কোলাহল উত্থিত হয় এবং স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকল ও কাম্য বিষয় সকল উৎপন্ন হয়। ৩

স যএতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাসোঽযদেনং সাধবোঘোষা আচ্ছেযুরুপচনিম্রেডেরন্নিম্রেডেরন্। ৪

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি তৃতীয় প্রপাঠকঃ॥ ৩

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতৎ এবং' যথোক্তমহিমানং 'বিদ্বান্' সন্ 'আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে' 'অভ্যাসঃ হ' ক্ষিপ্রং 'যৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'এনং' এবংবিদং 'সাধবঃ' শোভনাঃ 'ঘোষাঃ' 'আগচ্ছেযুঃ চ' 'উপনিম্রেডেরন্ নিম্রেডেরন্ চ' কেবলমাগমাত্রং ঘোষাণাং উপস্থং যেযুশ্চোপস্থং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৪

যিনি এই প্রকার জানিয়া আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন মঙ্গল ঘোষণা সকল তাঁহার ও কর্ণপথে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে সুখী করে। ৪

ভবানীপুর ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৩ শক, ৯ আষাঢ়, বুধবার।

সৃষ্টি-কাল হইতেই জাগ্রৎ জীবন্ত বস্তুর প্রতিই মানব-আত্মার অবিচলিত অনুরাগ। যে পদার্থে অতুলন বল-বীর্য্য, অনুপম শোভা সৌন্দর্য্য, মনুষ্য তাহাকেই আপনার স্রষ্টা-পাতা বিধাতা রূপে গ্রহণ করত তাহারই প্রতি ঈশ্বরোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়োগ করিয়াছে। বৈদিক কালের ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি আদিত্যের আরাধনাই তাহার সাক্ষ্য-স্থল। করুণাময় পরমেশ্বর মানব-আত্মাতে যে আপনার অনির্ব্বচনীয় ভাব, অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি গমন করিবার জন্য মনুষ্য-হৃদয়ে যে একটী অচ্ছেদ্য আবেগ প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য তদ্দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া চিরদিনই সেই ভাবের অনুরূপ পদার্থ অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই ঈশ্বর-স্পৃহায় আকুল হইয়া জন-সমাজের সেই বাল্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-জাতি ধর্ম্ম-তত্ত্ব-উদ্ভেদে আপনার বল-বীর্য্য, শক্তি-সামর্থ নিঃশেষিত করিতেছে, ভবিষ্যতেও এতদ্বিষয়ে তাহার যত্ন-চেষ্টার বিরাম হইবে না। বাল্য-কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা ভেদে মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি প্রবৃত্তির বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, জন-সমাজেরও

তেমনি জ্ঞানের তারতম্য নিবন্ধন নানাবিধ ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যেও ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল সত্যের কদাপি বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না। সেই অলৌকিক অসামান্য জাগ্রৎ জীবন্ত পুরুষই যে মনুষ্যের উপাস্য দেবতা, তাঁহারই প্রতি যে তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ, সকল প্রকার ধর্ম্ম-মতের মধ্যে এই উজ্জ্বল সত্যই দীপ্তি পাইতেছে। মনুষ্য অজ্ঞানতা বশতঃ ধর্ম্মের নামে যতরূপ কৃচ্ছ্র-সাধনেই কেন প্রবৃত্ত হউক না, কোন স্থলেই ঈশ্বরের স্বরূপ-সংক্রান্ত মূল সত্যের এককালে অপলাপ হয় নাই। তাহার আত্মাতে ঈশ্বরের যে উচ্চতর আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, জ্ঞান-যোগে তাহা আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ না হইয়াই, সাধারণ সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যেই যাহা জাগ্রৎ, যাহা জীবন্ত, যাহা তেজীয়ান্ বলীয়ান্, তাহাকেই ঈশ্বর-বোধে পূজার্চ্চনা করিয়াছে। বালকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের ভাব রহিয়াছে বলিয়াই সে যেমন সুচিত্র পুষ্প, জ্বলন্ত প্রদীপ, সুন্দর শশধরের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিতে ধাবিত হয়, জন-সমাজের শৈশবাবস্থাতেও আর্য্যজাতি সেইরূপ সেই আত্ম-নিহিত ঐশ্বরিক ভাবের উত্তেজনাতেই ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি আদিত্য প্রভৃতিকে বল-বিক্রমশালী দেখিয়া তাহারদেরই পূজার্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তাহারদের স্তব-স্তুতিতে ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-গ্রন্থ ঋক্, যজু, সাম প্রভৃতির বহু অংশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারদের চর্ম্ম-চক্ষুর সম্মুখে যাহাই থাকুক না, সেই আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক ভাবে নীয়মান হইয়া তাহারদিগেরই প্রতি ঈশ্বরোচিত জ্ঞান-শক্তি আরোপ করত সেই মহান্ ভূমারই মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে যখন সাধন-তপস্যা, শিক্ষা-অনুসন্ধান-প্রভাবে তাঁহারদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি-আদিত্য প্রভৃতি তাঁহারদের ন্যায়ই সৃষ্ট পদার্থ। তখন জড় আবরণ ভেদ করিয়া সেই চন্দ্র তারক প্রভৃতির অন্তরাত্মা যে জাগ্রৎ জীবন্ত পুরুষ, তাঁহারই প্রতি তাঁহারদের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন জানিতে পারিলেন যে ইহারা প্রকৃত জাগ্রৎ জীবন্ত নহে, ইহারা ঈশ্বরের বলেই বলীয়ান্, তাঁর তেজেই জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। তখন তাঁহারদের হৃদয়-কন্দর হইতে এই সত্য বাক্য—অমৃত-বাক্য নির্গত হইল যে,

"ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা
সর্ব্বমিদং বিভাতি।" কঠোপনিষৎ।

তখন ইন্দ্র বরুণ অগ্নির মধ্যে, তাঁহারা তাঁহার দর্শন-লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আকুল হৃদয়ে সূর্য্যকে বলিতে লাগিলেন যে,

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"

ঈশোপনিষৎ।

'হে সূর্য্য! সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের দ্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। সত্যানুষ্ঠায়ী যে আমি, আমার দর্শনের নিমিত্তে তাহা উদ্‌ঘাটন কর।' তখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ রূপেই বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জাগ্রৎ জীবন্ত পুরুষ সৃষ্টির মূলে না থাকিলে, কদাচ এই শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া রক্ষিত পালিত ও পোষিত হইতেই পারে না। এই উপনিষৎ-বাক্যে তাঁহারদের সেই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ ঈশ্বরের জাগ্রৎ জীবন্ত সত্ত্বা কেমন বিশদ রূপেই বিবৃত হইয়াছে।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ।
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি।
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

'ঊর্ণনাভি যেমন জীবিত বলিয়াই তাহা হইতে সূত্ররাশি নির্গত ও তদ্দ্বারা গৃহীত হইতেছে, পৃথিবীতে উৎপাদিকা শক্তি নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই যেমন তৎ-প্রভাবে ওষধি-বনস্পতি সকল উৎপন্ন হইয়া ফুল-ফলে শোভিত হইতেছে, মনুষ্য জীবিত বলিয়াই যেমন তাহার কেশ-লোমাদি সমুদ্ভূত হইতেছে, তেমনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ জাগ্রৎ জীবন্ত অক্ষর পুরুষ সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়াই এই অদ্ভুত-কৌশল-গর্ভ জীবন-জ্যোতি-পূর্ণ বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা যে কেবল চন্দ্র সূর্য্যে, ওষধি বনস্পতিতে এবং সৃষ্টির মূলেই ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা আত্মাতেও সেই জাগ্রৎ দেবের উজ্জ্বলতর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে,

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাবাদিত্যে স একঃ।"

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

'সেই, যিনি এই পুরুষে—এই আত্মাতে, তিনিই আদিত্যে, তিনিই এক।' সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিরা অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সত্ত্বা দেদীপ্যমান দেখিয়া এমন কি স্থূল-বিশেষে আত্ম-সত্ত্বা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

মনুষ্যের বাল্য যৌবন যেমন কাল-মূলক, জন-সমাজের শৈশব কৌমার বার্দ্ধক্য তেমনি জ্ঞান-মূলক। সেই জন্য পর্য্যায়-ক্রমে লোক-সমাজে ক্রমোন্নতির পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মোন্নতির যে কাল অতীত হইয়াছে, সুখ সম্পদ্, শৌর্য্য-বীর্য্য স্বাধীনতার যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থাকে আর্য্য-সমাজের বাল্যকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ ইহার প্রকৃত যৌবনের স্ফূর্ত্তি উদ্যম-উন্নতি সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। আর্য্য-সমাজ সেই কাল-মূলক বাল্যের পর যখন কৌমার যৌবনে উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্ম-ভাবেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তখন তাঁহারা ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু বরুণ, অগ্নি-আদিত্যের উপাসনা না করিয়া, সেই সকল স্থূল আবরণ ভেদ করত তাহারদের অন্তর্ভূত প্রকৃত জাগ্রৎ-জীবন্ত-সত্ত্বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ক্রমে সাধন-তপস্যা-প্রভাবে সেই জগতের অন্তরাত্মাকে আপনাদের অন্তরাত্মা-রূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আধ্যাত্মিক উপচারে তাঁহারই আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহারদের তাৎকালিক ধর্ম্মোন্নতির ফল এখন সমুদায় ভূমণ্ডল উপভোগ করিতেছে। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, সেই পুরাতন আর্য্য ঋষিদিগের কঠোর তপস্যা নিগূঢ় অনুসন্ধান, গভীর চিন্তার এবং অবিচলিত ঈশ্বর-প্রেমের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভের ন্যায় ভারতের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে।

আর্য্য জাতির সেই যৌবনের উৎসাহ উদ্যম, শিক্ষা-সাধনের সময়েই নানা কারণে বিবিধ উৎপাত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে যখন আর্য্য-সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান-স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িল। কোথায় যৌবনের পর বার্দ্ধক্যের পরিণত অবস্থা উপস্থিত হইবে, না সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। গভীর জ্ঞান-ধর্ম্ম-সাধনের ফলস্বরূপ বেদ শ্রুতি, বেদান্তদর্শনের পরিবর্ত্তে পর্য্যায়-ক্রমে কবিত্ব কল্পনা উপস্থিত হইয়া ভারতে পুরাণ তন্ত্র সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই জাগ্রৎ জীবন্ত-সত্ত্বা ঈশ্বরের উপরে

মনুষ্যের এমনই অটল নিষ্ঠা যে, সেই সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যেও তাঁহারা কদাচই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। নদ নদী সমুদ্রে তরঙ্গ-তুফান উপস্থিত হইলে যেমন সমতল জল-রাশি উচ্চতর হইয়া উঠে, আবার উচ্চতর ঊর্ম্মি-মালা নিম্নতল হইয়া যায়, সেইরূপ জনসমাজের উন্নতি-দুর্গতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতির সেই দুশ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-নিয়ম-প্রভাবে আর্য্য জাতির হৃদয়ের জ্ঞান-ধর্ম্মোচ্ছ্বাস অবনত হইয়া পড়িল। আবার যৌবনের শিক্ষা-সাধনের পর লোক-সাধারণ বাল্য-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে নির্জ্জীব হইতে যেমন সজীব পদার্থে, দূর হইতে, নিকটতর—অন্তর হইতে অন্তরতমের প্রতি তাঁহারদের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, আবার তাঁহারা শৈশবোচিত জড় জগতের জাগ্রৎ জীবন্ত বস্তু সকলের শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে তাঁহারা নির্জ্জীব জড় হইতে সজীব মনুষ্যেতেই ঈশ্বরের জাগ্রৎ-জীবন্ত সত্ত্বা অধিকতর রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মনুষ্যকে জড় অপেক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ বল-বীর্য্য-প্রভাবশালী দেখিয়া তাহাতেই সেই আত্ম-নিহিত জাগ্রৎ জীবন্ত ঈশ্বরের উচ্চ আদর্শের শান্তি মঙ্গল, স্নেহ করুণার আংশিক ভাব প্রতীতি করিয়া মনুষ্য-বিশেষকে অংশ-অবতাররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। মানব-আত্মা ঈশ্বরের এমনই স্নেহের ধন, যে সম্পদে বিপদে, আলোক অন্ধকারে, দুর্গতি অবনতির মধ্যেও তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। কোন না কোন রূপে তাহাকে সময়োচিত কিছু না কিছু শিক্ষা প্রদান করিয়াই থাকেন। মনুষ্যের আত্মা এমনই ঈশ্বরোন্মুখ, যে দিকদর্শন-শলাকা যেমন মেঘ কুজ্ঝটিকা, আলোক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরাভিমুখেই অবস্থান করে, তেমনি কি জ্ঞান-ধর্ম্মালোক, কি অজ্ঞান-মোহ-আবরণ, মনুষ্য যাহার মধ্যে অবস্থান করুক, আত্মার গতি ঈশ্বরেরই দিকে। তাহার সম্মুখে নির্জ্জীব কি সজীব যে কোন পদার্থই থাকুক, তাহার আত্মার অভ্যন্তর হইতে ঈশ্বরোচিত স্তুতি-বাক্য আপনা হইতেই নির্গত হইয়া থাকে। এই পুরাণ-বাক্যই তাহার নিদর্শন স্থল।

"শৃণোত্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্বম্
অচক্ষুরেকোবহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তোজবনোগৃহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং নচ সর্ব্ববেদ্যঃ।
অণোরণীয়াংসমসৎস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিরগ্র্যা॥
ধীরস্য ধীর্য্যস্য বিভর্ত্তি নান্য—
দ্বরেণ্য রূপাৎ পরতঃ পরমাত্মন্।
ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্তমেকং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

'হে প্রভো! তোমার কর্ণ নাই, তুমি শ্রবণ করিতেছ; চক্ষু নাই, দর্শন করিতেছ; তুমি এক হইয়াই বহুরূপের রূপ হইয়া রহিয়াছ। তোমার পদ নাই, তুমি গমন করিতেছ; হস্ত নাই, গ্রহণ করিতেছ; তুমি সকলকে জানিতেছ, কেহ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। পরমাত্মন্! তুমি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর। যে সকল ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি, কেবলই তোমার বরণীয় জ্ঞান শক্তি চিন্তা করে, তাঁহারাই তোমার দর্শন পান। তাঁহারদের সমুদায় অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। তুমি জগতের মূল, তুমিই জগতের রক্ষক, সমুদায় প্রাণী তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যাহা হইয়াছে ও হইবে—তাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, তাহাই তুমি।

তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তুমিই কেবল এক মাত্র পুরুষ।’ আশ্চর্য্য দেখ, সেই করিত্ব কল্পনা অবতারবাদের মধ্যেও তাঁহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা ও স্বরূপ কেমন বিশদরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন!

তান্ত্রিক সময়ে, যে সময়ে ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষের আরাধনা লইয়া বঙ্গবাসিগণ এক-কালে উন্মত্ত, তখনও তাঁহারদের হৃদয় হইতে ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান-শক্তি-মহিমা তিরোহিত হয় নাই। সেই অতুলন, অপ্রতিম, নিরাকার, নির্ব্বিকারি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার শক্তি-বিশেষ দ্বারা যে চরাচরের সৃষ্টি রক্ষা এবং নাশ হইতেছে, তাহা তাঁহারা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে,

“সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মনসগোচরম্॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোসি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥”

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আর্য্য সমাজের প্রকৃতি-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তাঁহারদিগের ধর্ম্মোন্নতির শ্রেষ্ঠতর অবস্থা উপনিষৎ-কালে, কি পৌরাণিক বা তান্ত্রিক সময়ে, যেন এই অনুশাসনটী তাঁহারদের হৃদয় হইতে কখনই বিলুপ্ত হয় নাই যে,

“অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥”

ঈশোপনিষৎ।

‘যাহারা পরমাত্মা-স্বরূপকে হনন করে, তাহারা মরণোত্তর কালে অজ্ঞানাবৃত যে অসূর্য্যলোক, তাহাতে গমন করে। সেই জন্যই যেন বোধ হয়, যে আর্য্যসমাজে যে সময়ে যে কোন রূপ আচার ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন কালেই আর্য্য-জাতি ঈশ্বরের পূর্ণ ভাবের খর্ব্বতা করেন নাই। বেদাবেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র একবাক্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রাধান্য, ব্রহ্ম-পূজার সর্ব্বোচ্চ মুক্তি-প্রদ ফল সুস্পষ্ট রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। করুণাপূর্ণ পুরুষ, মানব-আত্মাকে এমনই উচ্চ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, যদিও মনুষ্যের বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যদিও তাহার উপরে উপদেশ দৃষ্টান্তের বিশেষ আধিপত্য, যদিও তাহার আত্মোন্নতি, শিক্ষা ও সাধন-সাপেক্ষ; তথাচ তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি কোন কালেই এরূপ বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় নাই, যে, সে ঈশ্বরের সত্ত্বা-স্বরূপ এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। শরীর-রক্ষার নিমিত্ত যেমন অন্ন পানের প্রতি, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই সমান স্পৃহা, তেমনি আত্মার অনন্ত উন্নতি সাধন এবং মুক্তি লাভের জন্য সেই মহান্ ভূমা ঈশ্বরের প্রতি সকল কালে সকল আত্মারই ঐকান্তিক অনুরাগ। সেই জাগ্রৎ জীবন্ত পুরুষের প্রতিই, সমুদায় আত্মার অটল নির্ভর। মানব আত্মা নির্জীব নিশ্চেষ্ট বস্তুর অধীনতা কোন কালেই স্বীকার করিতে চাহে নাই! ক্ষুদ্র পদার্থে সে কখনই চিরমুগ্ধ থাকিতে পারে নাই। সেই দেব-প্রসাদে, সেই দুর্নিবার্য্য আত্মপ্রভাবে ভারতের এই সমাজ-বিপ্লব, রাজ্যবিপ্লব-জনিত সহস্রবিধ বাধা বিঘ্ন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এখন সহস্র সহস্র আত্মা সেই আর্য্যকুলদেবতা পুরাণ পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাকে লইয়াই বঙ্গবাসীগণ ভারতের অস্তমিত মহিমার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারই পূজার্চ্চনা, ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আমরা আমারদের দুর্ব্বল শরীর-মন আত্মার বলাধানের চেষ্টা পাইতেছি।

তাঁহারই আরাধনা অর্চ্চনা অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ শোক বিপদে পূর্ণ জনসমাজে প্রকৃত জীবন-জ্যোতি হর্ষ উল্লাস বিস্তারের উদ্দেশেই এই মহোৎসবের সূত্রপাত হইয়াছে। যেমন সেই একই প্রাচীনা গঙ্গানদী সূক্ষ্ম স্থূল রূপে নানা দিগ্‌দেশের মধ্য দিয়া, বঙ্গের বক্ষে প্রশস্ত ও গভীর আকারে প্রবাহিত হইতেছে, তেমনি ভারতের সেই একই পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান বেদ উপনিষৎ, পুরাণ-তন্ত্রের মধ্য দিয়া কখন প্রবল স্রোতে, কখনও বা মন্দগতিতে ধাবিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে উদার ভাবে নির্ম্মলতর-রূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই অরণ্যের ব্রহ্ম-সাধন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আইস সকলে সেই অমৃত-সলিলে আত্মাকে অভিষিক্ত করি।

“সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥”

কঠোপনিষৎ।

সকল বেদ যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করিতেছে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছে, তিনিই ওঁকার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। আইস, তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, এই উৎসবের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুভব করি——এ জীবনকে সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দানবীর।
ভোজপ্রমারের, সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ভোজপ্রমারের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। ধারানগরীপতি ভোজ-রাজ যশস্বী নৃপতি, বিখ্যাত গ্রন্থকার এবং বিদ্যার অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। কি কাব্য, কি উপন্যাস, কি উপাখ্যান—সর্ব্বত্র ইহাঁর নাম প্রশংসার সহিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি ইহাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ভোজপ্রবন্ধ এবং ভোজচরিত নানাবিধ কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। বল্লাল প্রভৃতি অনেকে প্রকৃত ইতিহাসকে এরূপ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন যে তাহার সার নিষ্কর্ষ প্রায় দুরূহ। “এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল” প্রভৃতি গ্রন্থে ভোজবিষয়ক কতকগুলি বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। হর্ষ-চরিত, কুমারপাল-চরিত, বিক্রম-চরিত, নব-সাহসাঙ্ক-চরিত, বিক্রমাঙ্ক-চরিত, ভোজ-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে হর্ষ প্রভৃতি রাজগণের ইতিহাস অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়। এ প্রস্তাবে আমরা ভোজ নৃপতির সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম।

ভোজ নামে অনেকগুলি রাজা এবং বিখ্যাত ব্যক্তি জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রভেদ করা যায় না। অনেকের সংস্কার এই যে ভোজ নাম দেখিলেই ধারাধিপ ভোজপ্রমার স্থির করিতে হইবে। এ সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। ঋগ্বেদসংহিতার তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশবর্গের সপ্তম সূক্তে ভোজ নাম লক্ষিত হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ইহার ‘সুদাসবংশীয় ক্ষত্রিয়’ অর্থ করিয়াছেন [1]। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ভোজ নাম দুই বার দৃষ্ট হয়। পাণ্ডবজননী

(১) ‘ইমে ভোজা আঙ্গিরসোবিরূপাঃ’ ঋগ্বেদ ৩ মণ্ডল ৫৩ সূক্ত ৭ ঋক।
“ইমে যাগং কুর্ব্বাণা ভোজাঃ সৌদানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বিরূপা নানারূপাঃ” সায়ণঃ।

কুন্তী ভোজ নরপতির পালিত কন্যা। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর-স্থলে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ ভোজ নামক আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইনি বিহারান্তর্গত ভোজপুরের অধিনায়ক। মহাভারতের অন্য এক স্থলে উল্লিখিত আছে "যদুর বংশধরগণ যাদব নামে খ্যাত, তুর্ব্বসুর বংশধরগণ যবন নামে বিদিত, দ্রুহ্যবংশীয়গণ ভোজ নামে পরিচিত এবং অনুর সন্তানগণ ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া জ্ঞাত।" ইহা দ্বারা ভোজ একটী গোত্রনাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রঘুবংশে অপর এক ভোজ ভূপতির উল্লেখ আছে। উড়িষ্যার ইতিবৃত্তে আমরা আর এক জন ভোজ প্রাপ্ত হই। ইনি ৩ হইতে ১৩০ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইহাঁর সভাতে কালিদাস প্রভৃতি ৭৫০ জন কবি বিদ্যমান ছিলেন [১]। ইহা সকলেই জানেন যে যেখানে বিক্রমাদিত্য বা ভোজ নৃপতি, সেখানেই কালিদাস। ভারতে বিক্রমাদিত্য এবং ভোজ অনেকগুলি; সুতরাং কালিদাসও অনেক গুলি। এইরূপ অনেকগুলি ভোজের নাম করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ভানুমতী নামে একখানি বাঙ্গালা উপন্যাসে ভোজকে বিক্রমার্কের শ্বশুর এবং ভোজবাজির প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে বেদিয়ারা যে বাজি করিয়া থাকে তাহাকে ভোজবাজি বলে এবং উহাদের মতে ভোজ ঐ বাজির প্রবর্ত্তয়িতা। এই সকল ভোজ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমরা ধারানগরীর অধীশ্বর প্রমারবংশীয় ভোজনৃপতির কথা বলিব। মালব দেশে ধারারাজ্যে সিন্ধুরাজসুত সিন্ধুল নামে জনৈক রাজা ছিলেন। মালব দেশ বহুকাল হইতে বিদ্যা, সভ্যতা এবং বিশুদ্ধ নীতির নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। সিন্ধুল নৃপতি বহু বৎসর নিজ প্রজাগণকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পরিপালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর বৃদ্ধ বয়সে ভোজ নামে এক পুত্র জন্মে। ভোজ পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইলে সিন্ধুল নৃপতি আপনাকে জরাপ্রপীড়িত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার পুত্র অতি শিশু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঞ্জ মহাবলসম্পন্ন, অতএব যদি তিনি অনুজকে রাজ্য না দিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন তাহা হইলে লোকাপবাদ হইবে এবং রাজ্যলোভ-বশতঃ মুঞ্জও বিষাদিপ্রয়োগে ভোজের বিনাশসাধন করিতে পারে। সুতরাং ভোজকে রাজা করিলে পুত্রহানি এবং বংশোচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি মুঞ্জকে রাজ্য-ভার প্রদান পূর্ব্বক ভোজকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে মুঞ্জ ভূপতি মুখ্যামাত্য বুদ্ধিসাগরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। স্বপুত্র জয়ন্ত এবং ভোজকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ভোজ নীনাশাস্ত্রকুশল হইয়া উঠিলেন। ভোজপ্রবন্ধের মতে মুঞ্জ সিন্ধুলের অনুজ ভ্রাতা। কিন্তু ভোজ-চরিতে মতান্তর দৃষ্ট হয় [৩]। উহার অনুসারে সিন্ধু নৃপতি একদা মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে মুঞ্জতৃণের উপর একটি নবজাত শিশু দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া নিজ ভার্য্যা পদ্মাবতীর হস্তে পালনার্থ অর্পণ করিলেন। এই শিশুই শেষে মুঞ্জ নামে বিখ্যাত হয়। সুতরাং মুঞ্জদেব ভোজদেবের আপনার পিতৃব্য নহেন।

(১) As. Soc. Journal. No. II. 1863. p 93.

(৩) As. Soc. Journal No. 2. 1863. p. 102.

মুঞ্জদেবের রাজ্যশাসনকালে একদা সকলবিদ্যাচতুর এক জন বিপ্র রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া রাজসকাশে পরিচয় দিলেন। মুঞ্জদেব নানা বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর লাভে পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভোজের জন্মপত্রিকা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোজ বিপ্রসমীপে আনীত হইলেন, বিপ্র তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক সন্দর্শন করিয়া রাজাকে বলিলেন "ভোজের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে স্বয়ং বিধাতাও সমর্থ নহেন, আমি সামান্য উদরম্ভরি ব্রাহ্মণ কি করিতে পারি। তথাপি স্বমতি-অনুসারে বলিতেছি, ভোজকে অধ্যয়নশালাতে প্রেরণ করুন।" তদনন্তর বিপ্র বলিলেন যে "ভোজ পঞ্চান্ন বৎসর সপ্তমাস এবং তিন দিন গৌড়দেশ-সহিত দক্ষিণাপথ শাসন করিবেন।"

"পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসদিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়োদক্ষিণাপথঃ॥"

ইহা শ্রবণ করিয়া মুঞ্জ মহীপাল অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং বঙ্গদেশাধীশ্বর বৎসরাজকে আহ্বান পূর্ব্বক ভোজকে উপাংশু বধ করিতে আদেশ দিলেন। বৎসরাজ এক জন অধীন করদ রাজা। * বৎসরাজ রাজাজ্ঞা সাধনার্থ সন্ধ্যাকালে ভোজকে লইয়া ভুবনেশ্বরী-বনে গমন করিলেন এবং রাজার আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। ভোজ একটী শ্লোক লিখিয়া বৎসরাজের হস্তে দিলেন এবং তাঁহাকে রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিতে বলিলেন। কিন্তু বৎসরাজ তাহা করিলেন না এবং ভোজকে গোপনে রক্ষা করিয়া কৃত্রিমবিদ্যাবিৎ ব্যক্তিদিগের দ্বারা কুণ্ডলযুক্ত নিমীলিতনেত্র ভোজকুমার-মস্তক নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা নৃপতি-সমীপে স্থাপন করিলেন। নৃপতি বৎসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভোজকুমার খড়্গ-প্রহার-সময়ে কি বলিয়াছিল। বৎসরাজ সেই শ্লোকটী রাজাকে দিলেন এবং তিনি উহা প্রদীপের আলোকে পাঠ করিলেন,

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতোগতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে
নৈকেনাপি সমংগতা বসুমতী নূনং ত্বয়া যাস্যতি॥

অর্থাৎ সত্যযুগের অলঙ্কারভূত মান্ধাতা মহীপতি পরলোকগত হইয়াছেন। মহাসমুদ্রোপরি যিনি সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন সেই দশানন-রিপুই বা কোথায়? অন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন; হে রাজন্! বসুমতী কাহারও সঙ্গে গমন করে নাই, নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যাইবে।

রাজা এই শ্লোক পাঠ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং চৈতন্য লাভান্তে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাত্রিতেই অগ্নি-প্রবেশ দ্বারা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তখন বৎসরাজ বুদ্ধিসাগর নামক অমাত্যের পরামর্শানুসারে ভোজ-কুমারকে গুপ্ত স্থান হইতে আনয়ন করিয়া জনৈক কাপালিক দ্বারা ভোজ জীবিত হইয়াছেন এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। পরে ভোজ রাজসন্নিধানে আনীত হইলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বহু পরিদেবনানন্তর তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক সস্ত্রীক তপোবনে প্রয়াণ করিলেন। ভোজদেব রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভোজচরিতে মুঞ্জদেব সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার দুই একটী কথা আছে। চালুক্যবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপাল শ্রীতৈলপ মুঞ্জদেবকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। চালুক্যবংশীয় তাম্রশাসন-পত্র হইতেও এই আক্রমণ ও বন্দীকরণ প্রমাণিত হয়।

এই মুঞ্জরাজ-সভাতে ধনিক নামে জনৈক পণ্ডিত দশরূপাখ্য অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুঞ্জ মহীপাল বাক্‌পতিরাজ নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীতৈলপ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্য করিয়াছিলেন। ভোজ-চরিত এবং ভোজ-প্রবন্ধের বিবরণ কতদূর সত্য এবং বিশ্বাস্য তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। মতান্তরে মুঞ্জদেব পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন[৪]। কুমারপাল-চরিত অনুসারে মুঞ্জদেব ১০২০ খ্রীঃঅব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ভোজদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ভোজপ্রবন্ধের মতে তিনি প্রথমে কৃপণ ছিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই অত্যন্ত দাতা হইয়া উঠিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিত সকল তাঁহার সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মাননা করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্তর পারিতোষিক প্রদান করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশে ভোজদেবের যশোগান হইতে লাগিল। ভোজ-প্রবন্ধের মতে ধারানগরে তৎকালে একজন মূর্খ ব্যক্তিরও বাস ছিল না। ইহাতে কেবল বহুসংখ্যক পণ্ডিতের নাম, তাঁহাদের রচিত শ্লোক এবং রাজার পুরস্কার উল্লিখিত আছে। গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে কোবিদ-বৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গ্রন্থের উপর অণুমাত্র শ্রদ্ধা হইতে পারে না। তিনি যে কি করিয়া কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতিকে এক রাজার সভায় পুরস্কৃত বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভোজ-রাজ-সভাতে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ, শঙ্করকবি, বররুচি, বাণ, ময়ূর, হরি, গোবিন্দ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র, কচ্ছিঙ্গ, লক্ষ্মীধর, সীতাকবি, সুবন্ধু, রামেশ্বর, মহেশ্বর, চোলপণ্ডিত, তণ্ডুলদেব, সীমন্ত, শুকদেব, বাসুদেব, সোমনাথ, বিষ্ণু, মুচুকুন্দ গোপাল, ভাস্কর, শাকল্য, শান্তবদেব, দেবজয়, কবিশেখর, দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ সংকৃত এবং পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় ভোজপ্রবন্ধ-রচয়িতা স্বয়ং যত কবির নাম জানিতেন, সকলকেই ভোজরাজসভাতে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছেন। নতুবা এই সমস্ত কবি ভোজসভাতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিলে প্রত্যক্ষ ইতিহাসের অবমাননা করা হয়।

ভোজরাজের জীবনী-লেখকেরা বলেন তিনি পঞ্চান্ন বৎসর নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বিহ্লণ বিরচিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে[৫] আমরা দেখিতে পাই যে চালুক্য বংশীয় প্রথম সোমেশ্বর ভোজরাজধানী ধারানগরী আক্রমণ করেন এবং ভোজরাজকে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। এই সোমেশ্বরদেব ১০৪০ হইতে ১০৬৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং তিনি আহবমল্লদেব ও ত্রৈলোক্যমল্লদেব নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি বিহ্লণ ভোজরাজের সমসাময়িক কবি ছিলেন এবং নানা স্থান পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ-কালে ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন কারণবশতঃ ভোজরাজসভাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিহ্লণ কবি ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ত্রিভুবনমল্লদেব নামান্তর বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬-১১২৭) সভাতে অবস্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গের ২৫৮ শ্লোকে লিখিত আছে, যে ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতিরাজ এবং ভোজরাজ দুই জন প্রকৃত কবি-বান্ধব ছিলেন।' অতএব এই সময়ে ভোজরাজ বর্ত্তমান ছিলেন। অধ্যাপক ল্যাসেন ভ্রান্ত হইয়া ভোজরাজত্বকাল ৯৯৭ হইতে ১০৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন। ডাক্তর শ্রী রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে ভোজরাজ ১০২৬ হইতে ১০৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বেণ্টলী প্রমাণান্তর প্রয়োগ পূর্ব্বক ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজের রাজত্ব শেষ হয় নির্ণয় করিয়াছেন[৬]। ডাক্তর বুলার সাহেব তাঁহার বিক্রমাঙ্ক-চরিতের পূর্ব্বপীঠিকার ২৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে ভোজরাজের করনরাজমৃগাঙ্ক ১০৪৩ অব্দে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহ রূপে বলা যাইতে পারে যে ভোজরাজ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধারারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ভোজরাজ যে সময়ে ত্রৈলোক্যমল্লদেবের আক্রমণবশতঃ রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভিন্ন তাঁহার রাজ্যশাসনের আর কোন ব্যাঘাত আমরা জ্ঞাত নহি। কেহ কেহ এই আক্রমণের পরিবর্ত্তে একটী নূতন কথা বলেন। কোন সময়ে জনৈক যোগী ভোজরাজকে এক শরীর হইতে শরীরান্তরে আত্মা প্রবেশ করাইতে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। এই যোগী ছল পূর্ব্বক ভোজরাজের আত্মা বা সূক্ষ্ম শরীর এক শুক পক্ষীর শরীরে প্রবেশিত করিয়া স্বয়ং রাজশরীরে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনি রাজ্য করেন। অবশেষে চন্দ্রাবতীপতি চন্দ্রসেনের সাহায্যে ভোজ যোগীকে নিজশরীর হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং স্বয়ং নিজ শরীরে প্রবেশ করেন। ভোজরাজের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল এবং তদনন্তর তাঁহার পোষ্যপুত্র গজানন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যত্র আবার উদয়াদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়। এই মতে ভোজরাজের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে উদয়াদিত্য নামে তাঁহার কোন আত্মীয় রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ইনি উৎসাহশীল, অসাধারণ বীর এবং শত্রুদমন ছিলেন[৭]।

ভোজপ্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি, যে ভোজনৃপতির সভাতে কখন কোন বিদ্বান্ এবং গুণী ব্যক্তি ব্যর্থ-মনোরথ হয়েন নাই। তাঁহার অজস্র দান অবলোকন করিয়া প্রধান অমাত্য তাঁহাকে অর্থরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে আপদের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু লক্ষ্মী অপগত বা কুপিত হইলে সঞ্চিত অর্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি সদ্বিদ্বান্ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী এবং পণ্ডিতদিগের দৈন্য-বিমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং নানা শাস্ত্রার্থ-কুশল এবং সুকবি ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রবিৎ এবং কবিদিগের বন্ধু হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ লীলায়িত ভুবনবিদিত এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ভোজপ্রবন্ধের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা হইতে কালিদাস যে অদ্বিতীয় কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয়। কালিদাস কখনই ভোজরাজের সভাতে ছিলেন না ; অথবা যিনি ছিলেন তিনি অন্য কোন কালিদাস হইতে পারেন। ভোজ-প্রবন্ধকার বল্লাল মিশ্রের বর্ণনা বিশ্বাস করিতে হইলে বিষম কাণ্ড হইয়া উঠিবে। কালিদাস এক সময়ে কোন কারণে রুষ্ট হইয়া ভোজ-সভা পরিত্যাগ করিয়া একশিলা নগরে গমন করিয়াছিলেন। কালিদাস-বিয়োগে শোকাকুল ভোজদেব তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে কাপালিক-বেশে একশিলা নগরীতে যাত্রা করিলেন। তথায় কালিদাস যোগিবেশধারী ভোজদেবকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি ধারানগরে বাস করেন। তখন কবিবর ভোজভূপতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলে যোগী উত্তর দিলেন যে ভোজদেব স্বর্গারোহণ করি-

(৪) As. Soc. Journal No. 2. 1863. p. 110.

(৫) প্রথম সর্গ ৯১—৯৬ শ্লোক। ডাক্তার বুলার প্রকাশিত সংস্করণ, ৯ পৃষ্ঠা।

৬ As. Res. Vol V111 p 243.

৭ As. Soc. Journal, No. 2. 1868. p 102 and p 105.

য়াছেন। এতৎশ্রবণে কালিদাস ভূতলে পতিত হইয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং এই চরম শ্লোক রচনা করিলেন।

অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ দ্যুলোকগত হইলে অদ্য ধারানগরী আধারশূন্য, সরস্বতী অবলম্বন-রহিত এবং পণ্ডিতগণ খণ্ডিত হইলেন। কবি এই শ্লোক বলিতে না বলিতে যোগী বিসংজ্ঞ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। কালিদাস তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া ভোজদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন মহারাজ আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। এই বলিয়াই প্রোক্ত শ্লোক প্রকারান্তরে তৎক্ষণাৎ পাঠ করিলেন,

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা মণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ পৃথিবীগত হইলে অদ্য ধারানগরী সজ্জনের আধার, সরস্বতী উৎকৃষ্টাবলম্বনবিশিষ্ট এবং পণ্ডিতগণ মণ্ডিত হইলেন। তদনন্তর কালিদাস ভোজরাজকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত ধারানগরে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন।

কি ভোজপ্রবন্ধ কি ভোজচরিত কিছুতেই তাঁহার জীবনচরিত উপযুক্ত রূপে বিবৃত হয় নাই। উভয় গ্রন্থই কতকগুলি কাল্পনিক ও অমূলক গল্প ও উপাখ্যানে পরিপূরিত। অন্যান্য পুরাতত্ত্বপ্রিয় কোবিদগণও গবেষণা দ্বারা ভোজরাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা বিবৃত হইল। ভোজরাজ চম্পূরামায়ণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, অমরটীকা, রাজ-বার্ত্তিক, পাতঞ্জলদর্শনভাষ্য এবং চারুচার্য্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সুকবি কাব্যপ্রিয় এবং অশেষগুণমণ্ডিত ছিলেন। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে, যতকাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে ততকাল ভোজপ্রমার এবং তাঁহার নবরত্নের নাম লুপ্ত ও বিস্মৃত হইবে না। কর্ণেল টড তিন জন ভোজরাজের কাল নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথম ভোজ ৬৩১ সম্বতে, দ্বিতীয় ৭২১ সম্বতে এবং তৃতীয় ভোজ ১১০০ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই শেষ ভোজ আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের বিষয়। ইহাঁর নবরত্ন ছিল না। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত ইহাঁর সভাসদ্ ছিলেন। ইহাঁর নবরত্ন থাকিলে ভোজপ্রবন্ধকার অবশ্যই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। বিক্রমাদিত্যদেবের নবরত্ন ছিল এবং কালিদাস প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বহুশতাব্দী পরে ভোজরাজ ধারানগরীর রাজপাটে আসীন হয়েন। ভোজদেব তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে কুত্রাপি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথপ্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ভোজপ্রবন্ধের কথা অপ্রামাণিক। ভোজ প্রবন্ধ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কালিদাস, জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, ময়ূর, মাঘ, মল্লিনাথ এবং সুবন্ধু ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। ভোজপ্রবন্ধমতে মাঘ গুর্জ্জরদেশ এবং মল্লিনাথ দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 'বিশ্বগুণাদর্শ' গ্রন্থের অনুসারেও মাঘ, চোরকবি, ময়ূর, মুরারি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে এই সকল কবি সমসাময়িক নহেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

'স্ত্রী-স্বাধীনতা ও প্রাচীন ভারত' এই শিরস্ক দিয়া আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে আমাদের নিতান্তোচিত বক্তব্য দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের প্রতিবাদ-চাপল্য মার্জ্জনা করিলে বাধ্য হইব।

এই প্রস্তাবের সার মন্থন করিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে লেখকের মতে প্রাচীন ভারতের

স্ত্রীজাতি এমনি পরাধীনা ছিল যে তাহারা কারাবাসী বন্দীদিগের ন্যায় এক পদও গৃহের বাহিরে অগ্রসর হইতে পারিত না ১। তিনি স্বৈরিণী ও অটনশীলা করিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার এবং ঠিক বস্ত্রাবৃতা পিঞ্জরনিবাসিনী সারিকার ন্যায় স্ত্রীপরাধীনতার মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। তাঁহার মতে কারাগার ও অবরোধ একই পদার্থ। তিনি এই অবরোধের অন্ধকার-গৃহে তখনকার স্ত্রীলোকেরা নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া যে বাস করিত সমস্ত স্মৃতি ও পুরাণ খুজিয়া রামায়ণের একটি দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ও অধীনতা ইহার কোন্‌টি যে এখনকার সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত তাহা যদিও তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন নাই তথাপি স্ত্রী-অধীনতার তিনি যে একান্ত পক্ষপাতী তাহা তাঁহার প্রস্তাবের প্রত্যেক অক্ষর ঘোষণা করিতেছে ২। এই উভয় প্রকার ভাবের সামঞ্জস্যই আমাদের আদরণীয়।

প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ঈশ্বর স্বাধীন ও পরাধীন এই দুইটি ভাবের ঠিক মধ্যস্থলে স্ত্রীলোককে সংগঠিত করিয়া তাহার স্বভাবকে এক অনুপমেয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্যে পুরুষের অনুগত থাকিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক-সাধন প্রত্যেক বিবেচিত কার্য্যে স্ত্রী যে স্বাধীন ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। প্রাচীন ভারতে এই স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না, লেখক স্বীয় প্রস্তাবে তাহার কতদূর প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

লেখক বলিয়াছেন যে 'আমরা অবশ্য দেখিতে পাই যে রাজা দিলীপ যখন বশিষ্ঠাশ্রমে যান তখন তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা অনাবৃত রথে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ঘৃতভারবাহী ঘোষ-বৃদ্ধদিগকে পথ-প্রান্তস্থ বন্য বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা দ্বারা সহজে অনুমান হয় বটে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকাশ্য পথে সস্ত্রীক রাজা দিলীপের গমন এবং অপরিচিত লোকের সহিত সুদক্ষিণার কথোপকথন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। কেবল এইটি কেন পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুলি প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" লেখক যে কেন এই গুলিকে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না তাহার উল্লেখ কিছু মাত্র করেন নাই এবং আমরাও তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না ৩।

তিনি তাহার পরে বলিয়াছেন "প্রাচীন ভারতের কোন প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস নাই সত্য কিন্তু এখানকার প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ইহার সামাজিক অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল স্মৃতি ও পুরাণকে প্রমাণস্থলে লইলাম। কারণ স্মৃতিতে নিয়ম ও পুরাণে তাহার প্রয়োগ।" স্মৃতিতে নিয়ম ও পুরাণে তাহার প্রয়োগ এই বাক্যই যদি সত্য হয় তবে আবার কি প্রকারে লেখক বলিলেন যে, পুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুলিকে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যাহাকে একবার প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইল তাহাকেই আবার প্রমাণের অযোগ্য বলায় কি বুঝায়? ইহাতে আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে লেখকের যাহা অভিসন্ধি তাহা কোন প্রকারে বলিতে পারিলেই হইল ৪।

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "কিন্তু আমরা প্রাচীনতম বৈদিক সমাজের কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাহি না। কারণ বৈদিক কাল আর্য্যসমাজের শৈশব কাল। তখন সবে ধর্ম্মের উন্মেষ এবং সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইয়াছে" আবার অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত সদাচারের উল্লেখ আছে এই

---

(১) আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিরা স্ত্রীজাতিকে পক্ষীর ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না কিন্তু তৎকালে ধর্ম্মাদির অনুরোধ ব্যতীত স্ত্রীলোক বাহির হইত না। সং

(২) পত্রপ্রেরক আমাদের প্রস্তাবের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারেন নাই; সেই জন্য নানা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা প্রাচীন ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল কি না এই বিষয়টি মাত্র অনুসন্ধান করিয়াছি। এ বিষয়ে মতামত লইয়া টানাটানি করিবার ত বিশেষ কিছু কারণ দেখি না। সং

(৩) আমরা সুদক্ষিণা দিলীপের অনাবৃত রথে গমন ধর্ম্মানুরোধ ব্রতচর্য্যার অনুরোধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এদেশে ধর্ম্ম স্বয়ংবর প্রভৃতি কএকটি কারণে স্ত্রীজাতি বাহির হইত। কিন্ত তাহা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ নয়। এখনও হিন্দু মহিলারা সেই প্রাচীন প্রথা অনুসারে তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দিকদিগন্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে, পত্রপ্রেরক ইহা দেখিয়া কি বলিতে পারেন হিন্দু স্ত্রীরা তাহাদের মহারাষ্ট্রীয় ভগিনীগণের ন্যায় স্বাধীন? সং

(৪) এই আপত্তির ত অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। পত্রপ্রেরক যে দুইটী স্থল ধরিয়া বিরোধ দেখাইতেছেন পুরাণ সম্বন্ধে ইহার কোথায় কি ভাবে কি কথা বলিয়াছি এবং পুরাণোক্ত ঘটনা গুলিরই বা কি রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি সেই টুকু এক বার বিশেষ প্রণিধান করিয়া পশ্চাৎ প্রশ্ন করিলে ভাল হয়। সং

সমস্ত গ্রন্থে (রামায়ণ ও মহাভারতে) কথাপ্রসঙ্গে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। বৈদিক কাল আর্য্যসমাজের শৈশব কাল সুতরাং তখনকার সামাজিক নিয়ম সকল অপরিপক্ক অসংস্কৃত বলিয়া যদি পরিত্যক্তই হইল তবে আবার সেই বৈদিক শাস্ত্রের ধর্ম্ম এবং তখনকার আচার ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া লিখিত যে পুরাণ তাহার প্রমাণই বা কি প্রকারে আদরের সহিত গৃহীত হইতে পারে? যদি বেদের প্রথা লইয়া রচিত পুরাণের মত লইয়া প্রাচীন ভারতের আচার ব্যবহার নির্ণয় করিতে হয় তবে উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ীর স্বাধীনতা দৃষ্টে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ কেন না গ্রহণ করা হয়? ৫ মনুস্মৃতিতে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ" বলিয়া যে নিষেধ-বাক্য আছে তাহার অর্থ এরূপ নহে যে স্ত্রীগণ পুরুষের কারাগারের অন্ধকার গর্ত্তে বসিয়া নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিবে না। তখনকার আচার ব্যবহারের সহিত মনুর এই বাক্য বিশেষরূপে আলোচনা করিলে স্পষ্টই ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় যে মনুর অর্থ এই রূপ যে স্ত্রী পুরুষ হইতে পৃথক বাস করিবেক না। সংসারকার্য্যে স্ত্রী, পুরুষের সহিত একতা রক্ষা করিবেক। এবং এইরূপ করাতে স্ত্রীর স্বাধীনতা নাশের তো আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আর স্ত্রীকে ব্যভিচার-দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে গৃহের বাহির হইতে দিবেক না, মনুর যদি ইহাই অর্থ হইত তবে

অরক্ষিতাগৃহে রুদ্ধাঃ ৬ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিত। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাহারাই সুরক্ষিতা। মনুর এই যে উপদেশ তাহা বলিবার প্রয়োজন হইত না।

লেখক প্রথমে যে ভাবে কাল-গর্ত আচার ব্যবহারকে আদর্শ করিয়া গ্রন্থের কথা বলিয়া আসিতেছিলেন, শুদ্ধ পাছে তাঁহার মনোগত একটি অপরিস্ফুট দৃষ্টান্তের শক্তি হ্রাস হয় এই ভয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণকে পরবর্ত্তী মহাভারতের পরে লইয়া গিয়াছেন। লেখকের অভিপ্রায়ে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিপক্বতা যদি ক্রমগত করিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের বর্ণিত ব্যবহারকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হয়, যেহেতু রামায়ণের পরে মহাভারত ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু লেখক তাহাকে এক কাল-বৈষম্য-দোষে দূষিত করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক পত্নীর পাঁচ স্বামী ইহা যে অতি প্রাচীন কালের প্রথা, ইহা যে মহাভারতের কালেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এই বিবাহ-প্রথা অতি প্রাচীন কালের, মহাভারতের সভ্য সময়ের অনুমোদিত না হইয়াও ঘটনাক্রমে একটি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে অথবা উহা শুদ্ধ রচনার দোষ আমরা ইহা এই জন্য স্বীকার করিতে পারি না যে যেহেতু ভারতবর্ষের পশ্চিম পর্ব্বতবাসী উৎকৃষ্ট রজপুত ও ব্রাহ্মণ-বংশে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। আর তখনও যে সাধারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না ইহার প্রমাণ কি? ৭ স্ত্রীর অল্পতা হেতু এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব আমরা মহাভারতের এই ব্যবহারকে কাল-বৈষম্য-দোষে দূষিত করিতে পারি না এবং সেই এক কারণে মহাভারত-বর্ণিত অন্যান্য প্রথারও অলীকতা স্বীকার করিতে পারি না। কবিরা কবিত্বমত্ততায় পড়িয়া সময়ে সময়ে সাময়িক প্রথার অতীত ঘটনাও স্ব স্ব কাব্যে স্থান দিয়া ফেলেন বটে, কিন্তু সেই অপরাধে মহাভারতের গ্রন্থকারদিগকে অপরাধী করিলে, শুদ্ধ রামায়ণের কবি বাল্মীকিই যে তাঁহার সময়ের নীতি-চক্রনেমীর ঘুণাক্ষরেও বাহিরে যান নাই ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক লেখক রামায়ণ হইতে যে দুটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকদিগের পরাধীনতা প্রমাণ করিয়াছেন আমরা তাহা হইতেই পূর্ব্বে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল, তাহা দেখাইয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

রাবণ রামের শরে বিনষ্ট হইলে মন্দোদরী তাঁহার নিকট রণস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'রাজন্, আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগর-দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে যে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই।" এই বাক্যে এমন কি বুঝায় যে তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল না। লজ্জা যেমন স্ত্রীমুখের সৌন্দর্য্য, অবগুণ্ঠন সেই প্রকার তাহার রমণীয় অলঙ্কার[৮]। ইহার সঙ্গে অধীনতার কোন সম্পর্ক নাই। মন্দোদরী নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়াছেন তাহাতে কোন দোষ নাই কিন্তু তিনি বলিতেছেন, তিনি যে অবগুণ্ঠিত না হইয়া বাহির হইয়াছেন ও পদব্রজে আসিয়াছেন তাহাই দোষ। আর তিনি যে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছেন তাহা বলিতেছেন না। তিনি যে নগর-দ্বার হইতে বাহির হইয়াছেন তাহাই বলিতেছেন। রাজপত্নী হইয়া শ্রীহীনা ও পদব্রজে গমন করিলে স্বামীর মনে অবশ্যই আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কাতেই মন্দোদরীর মুখ হইতে রামায়ণকার ওরূপ ভাবের কথা ব্যক্ত করাইতে শঙ্কোচিত হন নাই ৯। আর তখন যদি স্ত্রীলোকদিগের

(৫) আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকাল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বলিয়াছি এক কালে হয়ত কতক গুলি নিয়ম হইয়াছিল কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হয় নাই। আমরা সেই কালকে অসামাজিক অবস্থা অর্থাৎ যখন নৈতিক নিয়মে সমাজ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেই অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছি। আর এক কালে নিয়মানুরূপ কার্য্য হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঋষিরা সমাজরক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম করেন তদনুসারে সমস্ত সামাজিক কার্য্য হইয়াছিল। এইটি ভারতবর্ষের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার কাল। আমরা বেদে দেখিতে পাই যে অনেক দিন পর্য্যন্ত জাতিবিভাগ হয় নাই। যখন জাতিবিভাগ পর্য্যন্ত হয় নাই তখন সামাজিক অন্যান্য নিয়মানুসারে যে সকল প্রকার কার্য্য হইয়াছে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। বস্তুত হয়ও নাই। তজ্জন্য বেদের মধ্যে অনেক গুলি অসঙ্গত ব্যবহার দেখিতে পাই। এই গুলি অসামাজিক অবস্থার ব্যবহার। বেদের সময় অবশ্য কতকগুলি সুনিয়ম হইয়াছিল কিন্তু বেদের পরবর্ত্তী সময়ে যেরূপ পৌরোহিত্যের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় সে সময়ে ঠিক তদনুরূপ ছিল না এই জন্য সমাজ মধ্যে বেদোক্ত নিয়ম রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয় নাই। আমরা ভারতবর্ষের একটা প্রকৃত সামাজিক অবস্থায় স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল কি না এই টুকু অনুসন্ধান করিতে উদ্যত। এই প্রসঙ্গে যে গ্রন্থে মার্জ্জিত রুচি ও বিশুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়াছি সেই গ্রন্থকে আমাদের বক্তব্যের প্রামাণ্যকল্পে রাখিয়াছি। আর যে গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়াছি তাহার যে সমস্তই মন্দ আমরা এরূপ বলি নাই। আর সেই গ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা কিছু লইলে তাঁহার গ্রন্থও যে অপ্রামাণিক হইবে তাহারও কোন অর্থ দেখি না। এরূপ অনেক গ্রন্থ আছে যে তাহার পূর্ব্ব গ্রন্থের দোষাংশ ত্যাগ করিয়া তাহার গুণাংশ তন্মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে পত্রপ্রেরকের যে কি আপত্তি আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর পত্রপ্রেরক গার্গী মৈত্রেয়ীর কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন সেই টুকু ধর্ম্মশিক্ষার অনুরোধ। রামের মুখে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে ইহা ত তাহারই নিদর্শন। সং

(৬) এই ত পত্রপ্রেরক নিজেই বলিতেছেন মনুর ভিতর অবরোধের কথা আছে। তবে একটা কুটিল তর্ক আনিয়া নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি এই বাক্যের ভিন্নার্থ করিতে যান কেন? এখানে একটী সোজা কথা বলিয়া দেই। যে দেশে অবরোধ-প্রথা থাকে সেই দেশের গ্রন্থেই অবরোধের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যেখানে না থাকে সেখানকার গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর ইহার কিছুই পাইবে না। এই ত ইয়োরোপীয়েরা বহুকাল হইতে স্ত্রীস্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকে আছে, তাহাদের কোন গ্রন্থে অবরোধের কথা বাহির কর দেখি? সং

(৭) যুধিষ্ঠিরের সময়ে যে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠির রাজা দ্রুপদকে কহিলেন 'সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি, অনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্ণাতু জ্বলনে করান।' কৃষ্ণা ধর্ম্মত আমাদের সকলের মহিষী হইলেন। অগ্নি-সাক্ষী করিয়া তিনি অনুক্রমে আমাদের পাণিগ্রহণ করুন। ধর্ম্মভীরু দ্রুপদ এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন 'একস্য বহ্বোবিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ ক্বচিৎ। এক পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু এমন কখন শুনি নাই যে এক নারীর বহু পতি। যুধিষ্ঠির কহিলেন 'ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ। বর্ত্ততে হি মনোমেঽত্র নৈষোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন। শ্রূয়তে হি পুরাণে পি জটিলা নাম গৌতমী। ঋষিমধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা। তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ। সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ। আমি কখন মিথ্যা বলি না, অধর্ম্মে আমার মতি নাই, যখন এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছে তখন ইহাতে কখন অধর্ম্ম নাই। শুনিয়াছি অতি পূর্ব্বে গৌতমী জটিলা সপ্তর্ষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামে দশটি সহোদর ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। পত্রপ্রেরক বুঝিবেন মহাভারতের সময় এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী প্রচলিত থাকিলে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে চমকিয়া উঠিতেন না এবং যুধিষ্ঠিরও দ্রুপদের নিকট কখন এই বিষয়ে প্রাচীন নজীর দেখাইতেন না। অতএব আমরা যে মহাভারতে অতি পূর্ব্বের এবং তদানীন্তন প্রচলিত ব্যবহারের একটা মিশ্রণ দেখাইয়াছি তাহা অন্যায় হয় নাই। আর এইরূপ গ্রন্থ যে কেন অপ্রমাণ তাহা আমরা (৫ নোটে) দেখাইয়াছি। সং

(৮) আমরা নূতন শুনিলাম যে অবগুণ্ঠন স্ত্রীমুখের অলঙ্কার! যাহাতে সুন্দর করিয়া তুলে তাহাই অলঙ্কার কিন্তু অবগুণ্ঠন ত সৌন্দর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইওরোপের মধ্যকালে সন্ন্যাসিনীরা যে অবগুণ্ঠন ধারণ করিত পত্রপ্রেরক বলুন দেখি তাহা কি শোভা সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য? যাহাই হউক এই অবগুণ্ঠন ধারণের প্রথাতেই প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বকালে অবরোধ ছিল। যখন স্ত্রীলোক অন্তঃপুরের আবরণের মধ্যে থাকিত তখন অবগুণ্ঠন আবশ্যক হইত না, কিন্তু যখন বাহির হইত তখন অবগুণ্ঠন তাহাদের আবরণের কার্য্য করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সং

(৯) পত্রপ্রেরক আমাদের প্রস্তাব হইতে মন্দোদরীর সমস্ত কথা গুলি উদ্ধৃত করেন নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে তাঁহার লেখনীমুখে নৈয়ায়িকের তর্ক আসিত না। মন্দোদরী নিজের কথা উল্লেখ করিয়া পরে কহিয়াছেন তোমার স্ত্রীরা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়াছে, ইহাদের লজ্জাবগুণ্ঠন নাই ইহা দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্ বহির্নিষ্পতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি। এই যে 'বহির্নিষ্পতিতান্' পত্রপ্রেরক বুঝিবেন এইটী অন্তঃপুর হইতে। মন্দোদরী সপত্নী-

অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হওয়া এতই নিষিদ্ধ ছিল তবে রাজভগিনী সূর্পনখা অন্তঃপুর-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সমুদ্রের পর পারে বনের মধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে কি প্রকারে আদিষ্ট হইয়াছিল ১০? বিভীষণ জানকীরে রামের সমক্ষে আনয়ন-কালে পুত্রবৎ যোদ্ধৃগণকে তফাৎ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া লেখক অনুমান করেন যে তৎকালে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে সকল লোককে সীতার আগমন-সময়ে অপসারিত করা হইয়াছিল তাহাদিগের হইতে যিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন তিনি তাঁহার কত নিকট আত্মীয় ১১? যিনি একজন নিতান্ত পর পুরুষের সঙ্গে আগমন করিতে পারেন তিনি যে স্বামীর পুত্রবৎ কিঙ্করদিগের সম্মুখ দিয়া আসিতে পারেন না এরূপ কি প্রকার অধীনতা আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সীতার ন্যায় একজন সাধ্বী মহিলা বহুকাল একজন অত্যাচারী দস্যুর গৃহে বদ্ধ থাকিয়া তাহার পরে যখন উদ্ধার হইলেন তখন যে মনের কষ্টে, দুঃখে ও চক্ষুলজ্জায় স্বদেহে মিশিয়া যাইবেন, তখন নিজের অপমান ও কলঙ্ক স্মরণ করিয়া লোক জনের সম্মুখে মুখ দেখাইতে লজ্জায় মরিয়া যাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বরং ওরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্য ১২।

যখন রামচন্দ্র নিজেই বলিতেছেন যে "গৃহ বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নহে, এই রূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ নহে, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র, বস্তুত চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আর ও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধঘটনা, স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহের সময় স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে।" তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে শুদ্ধ রাজ-আড়ম্বরের জন্য শুদ্ধ রাজপরিবারের মধ্যে কিছু বন্ধন-ভাব থাকিলেও তাঁহারা উল্লিখিত আবশ্যক স্থলে মুক্ত ভাবে ঘরের বাহির

গণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিজের সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার বাক্যের সারোদ্ধার করিলে এই বোধ হয় যে তখন স্ত্রীলোক বাহির হইত না। সং

(১০) এই সূর্পনখা রামের নিকট রাবণাদি সমস্ত ভ্রাতার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছে "তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্ব্বদর্শনাৎ। এখানে টীকাকার রামানুজাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তান্ রাবণাদীন্ বীর্য্যেণ সমতিক্রান্তা ততোঽধিকাঽহতস্তান্ সমতিক্রান্তা ত্বদভিসরণে তন্নিমিত্তভয়রহিতা। আমি ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক বলশালিনী, তাই তাঁহাদের শঙ্কা ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। পত্রপ্রেরক সূর্পনখার এই বাক্যের মর্ম্মার্থে বুঝিবেন তখনকার স্ত্রীলোক যথায় ইচ্ছা যাইত না। গুরুজনের ভয়ে সতত অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিত। তবে সূর্পনখার চরিত্র একটু বিবেচ্য। সে ভ্রাতৃগণের ভয় রাখিত না, যথায় ইচ্ছা বিচরণ করিত। যদি সে সুশীলা স্ত্রী হইত তাহা হইলে গুরুজন-ভয়ে অন্তঃপুরে রুদ্ধই থাকিত। সূর্পনখার আত্মপরিচয়ে এই কথাই প্রাচীন কালে অবরোধের আঁটা-আঁটির একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। সং

(১১) সুগ্রীব সমস্ত বানরের রাজা, তাঁহার মতেই সমস্ত বানরের মত। তিনি রামের অনুগ্রহে শত্রু-নিপাত করিয়াছেন, রাজ্য পাইয়াছেন, স্ত্রী পাইয়াছেন। সুতরাং রামের সহিত তাঁহার যে মৈত্রীবন্ধন তাহার ভিতর অতিরিক্ত স্বার্থগন্ধ আছে কিন্তু বিভীষণের সহিত রামের যে সংযোগ তাহার ভিতর কিছুমাত্র স্বার্থগন্ধ ছিল না। তিনি পরম ধার্ম্মিক, তিনি ভ্রাতা রাবণের অধর্ম্মে বিরতি ও ধর্ম্মে রতির জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে রাবণের সহিত তাঁহার বিরোধ এবং রামের সহিত সংযোগ হয়। তিনি রাজ্যলাভলোভে রাবণের বিপক্ষ হন নাই অধর্ম্মের উপর তাঁহার একটা আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। বংশলোপ হয় হৌক তাহাও স্বীকার তথাচ ধর্ম্মের জয় হইবে এই ইহাঁর পণ। ফলত এই ধর্ম্মসম্বন্ধেই তাঁহার উপর রামের অটল বিশ্বাস। এই রূপ লোক নিকট আত্মীয় নয় তবে নিকট আত্মীয় কে? সং

(১২) সীতা ধর্ম্মবীর। তিনি, যে হৃদয়ে পতিদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রাবণ নিজগৃহে ভয় মৈত্রতা দেখাইয়াও তাহা অধিকার করিতে পারে নাই। তাহা অকলঙ্কিত। সীতা স্বীয় চরিত্রে রক্ষিত। তিনি এরূপ অবস্থায় একটা কুলটার ন্যায় পরগৃহবাস হেতু কষ্ট দুঃখ কলঙ্ক ও চক্ষুলজ্জার যে স্বদেহে মিশিয়া যাইবেন বাল্মীকির ন্যায় একজন অদ্বিতীয় কবি এরূপ কল্পনা করিতে পারেন না। যাহার ভিতরে পাপ থাকে তাহারই লজ্জা ও সঙ্কোচ। আর রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করাতে তাঁহার অবশ্যই অপমানবোধ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার স্বামী রাম সেই রাবণকে সবংশে নাশ করিয়া বৈরশুদ্ধি করিয়াছেন। এখন তিনি ত ভর্ত্তার এই গৌরবে স্বয়ংই গৌরবান্বিত। এইরূপ অবস্থায় অপমানেই বা তিনি লোকসমক্ষে কেন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইবেন। মানব-হৃদয় পরীক্ষা করিলে এবিষয়ে এই পর্য্যন্তই বোধ হয়। এস্থলে পত্রপ্রেরক যদি প্রামাণিক টীকাকারের কোন কথায় সন্তুষ্ট হন আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সীতা যখন সর্ব্বসমক্ষে ভর্ত্তৃসমীপে আইসেন তখন তিনি 'লজ্জয়া ত্ববলীয়ন্তী' এস্থলে রামানুজাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন জনসমক্ষং ভর্ত্তৃসমীপস্থিতিজন্য লজ্জয়া অবলীয়ন্তী সঙ্কোচং গচ্ছন্তী। এস্থলে আমরা আর একটি নজিরও দেখাইতেছি। যখন রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পুনর্লাভ করিয়া অদিতির সঙ্গে উপবিষ্ট মহর্ষি কশ্যপের সহিত দেখা করিতে যান তখন শকুন্তলা কহিয়াছিলেন লজ্জেমি কৃখু অজ্জউত্তেণ সদ্ধং গুরুঅণ সমীবং গন্তং। তোমার সহিত গুরুজনের নিকট যাইতে বড় লজ্জা হইতেছে। পত্রপ্রেরক বুঝিবেন সর্ব্বসমক্ষে ভর্ত্তৃসমীপে থাকিতে কুলস্ত্রীরা লজ্জাই অনুভব করিতেন। এই ব্যবস্থা অবরোধের প্রমাণ। সং

হইয়া পর পুরুষকে মুখ দেখাইতে পারিতেন ১৩। রামের বাক্যের সঙ্গে মিলাইয়া যখন আমরা দেখিতেছি যে, দিলীপের সঙ্গে সুদক্ষিণা, অজের সহিত ইন্দুমতী, নলের সহিত দময়ন্তী পাণ্ডুর সহিত মাদ্রী এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্রৌপদী স্বাধীন ভাবে বনে নগরে বেড়াইয়াছিলেন তখন যে পূর্ব্বকালের মহিলাগণের স্বামীর সহিত প্রকাশ্য স্থানে ভ্রমণের বিশেষ স্বাধীনতা ছিল ইহা স্থির করিতে আয়াস পাইতে হয় না ১৪। বিশেষ রাজপত্নীদিগের এইরূপ অবরোধ-প্রথা তখনকার সাধারণ স্ত্রীসমাজের পরাধীনতার প্রমাণ নহে। বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতা যে ছিল ইহাই প্রমাণ হয় ১৫। এবং তখন স্ত্রীস্বাধীনতা যেরূপ স্নিগ্ধ তেজস্বী আকারে ছিল সেইরূপ প্রথা এখনকার হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

(১৩) মনুর ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি এই বাক্য সাধারণপর। যদি পত্রপ্রেরক নিজের কোট না ছাড়েন তবে তাঁহারই উদ্ধৃত অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা এই বচনটি সাধারণপর। সুতরাং অবরোধ-প্রথা সাধারণের মধ্যেই ছিল। আর রাম অবশ্য এক জন রাজা। তিনি লোকাপসারণকেই ছত্র চামরাদির ন্যায় রাজ-আড়ম্বর বা রাজ-সৎকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহ বস্ত্রাদিকে রাজ-আড়ম্বর বা রাজ-সৎকার বলেন নাই। তাহা বলিলে বাক্যের বিশেষ কিছু অর্থ থাকে না। কারণ আবরণের পক্ষে গৃহ বস্ত্রাদি সকলেরই সুলভ। কিন্তু লোক জনকে তফাৎ করিয়া দিয়া স্ত্রীলোকের আবরণ রক্ষা করা কেবল রাজারই সম্ভবে। এই জন্য রাজা রাম উহাকে রাজ-আড়ম্বর বা রাজ-সৎকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তব তাঁহার অবান্তর সমস্ত কথা সাধারণপর। আমরা এস্থলে টীকার সহিত মূল শ্লোকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তদ্দ্বারা আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ হইবে। টীকা, কিঞ্চ ব্যর্থোয়ং জনাপসারণপ্রয়াসঃ। ন গৃহাণীতি * * * * 'নেদৃশা রাজসৎকারাঃ' ঈদৃশা জনাপসারণাদিব্যাপারা ন স্ত্রিয়া আবরণং 'কিন্তু রাজসৎকারএব কেবলং ছত্রচামরাদিবৎ। সুতরাং পত্রপ্রেরক রামের বাক্য কেবল রাজপরিবারের মধ্যে খাটাইয়া প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রমাণ করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা বিফল। সং

(১৪) কি প্রমাদ! এই মাত্র পত্রপ্রেরক বলিলেন যে রাজার কথা স্বতন্ত্র, আবার সেই রাজারাজড়ার দৃষ্টান্ত দিয়াই পূর্ব্বকালীন স্ত্রীস্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু আমরা বলিয়াছি ধর্ম্ম বিপত্তি পীড়া যুদ্ধাদি স্থলে স্ত্রীলোক বাহির হইত। এইগুলি তাহারই নিদর্শন। আমরা দেখিতেছি অতি প্রাচীন কালে যখন এই ভারতবর্ষের একটা ভাল রূপ সামাজিক অবস্থা হইয়াছে তখন যেরূপ অবরোধ-প্রথা ছিল এখনও তাই আছে এবং তখন যে সকল কারণে বাহির হইত এখনও তাহাই হয়। কিন্তু এ গুলি স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ নহে। সং

(১৫) প্রমাণ করা আবশ্যক। সং

LETTER.

To Miss S. D. Collet.

Madam.

Allow me to express to you the great satisfaction with which I read your carefully compiled Brahmo Year Book for the year 1880. The Brahmos, as a community, can not but be highly grateful to you for the great interest you take in our cause and your disinterested labours in collecting and publishing information about the Brahmo Samaj—information minute as well as extensive, the result of hard toil and unsparing exertion. We must acknowledge that we, Brahmos ourselves, do not know so much about the Brahmo Samaj as you do, although you are a foreigner and have never been to our shores.

The uncourteous attack which Baboo Protapchunder Mazumdar has made upon you in the columns of the "Sunday Mirror" for your impartial strictures on the Brahmo Samaj of India demands an expression of sympathy from us, members of the Adi and Sadharan Brahmo Samajes, on your behalf. You have been ably defended by the "Brahmo Public Opinion." As for as my information goes the remarks of the "Brahmo Public Opinion" appear to be, in the main, correct and well founded.

Baboo Keshubchunder Sen has done great injury to the cause of Brahmoism, firstly, by the introduction of such false doctrines into our church as those of Incarnation, Mediation, and Infallibility of Religious Teachers: secondly by that of idolatrous practices such as the worship of a flag and the ceremony of *Arati*; thirdly, by that of numberless unnecessary forms and ceremonies, shows and festivities. He has, by his proceedings, given much pain to Brahmos who want to preserve the simplicity of their Faith. We did not dream that such Puranic corruptions would so soon obtain entrance into our religion. If Keshubchunder meet with success in his improper course, it would require a third reformer in succession to Ram Mohun Roy and Debendra Nath Tagore to restore Brah-

moism to its pristine simplicity, but we think with the writers of the Upanishad that "truth triumphs and not untruth." The exertions of Keshub Baboo are ultimately destined to meet with failure. When we hear of this religious Rienzi marching at the head of what he calls his military "Expedition" against error and untruth with colors flaying and music playing and with a bugle in his mouth, we cannot but exclaim : Can such puerilities ever succeed with the educated people of the country ? I am glad to inform you that Keshub Baboo's adherents among the educated men of our country are visibly falling off in number. The greatest objection to such proceedings of Keshub Baboo is that, in proportion as men's eyes are directed towards dogmas and ceremonies, shows and festivities, their attention is diverted from Real Religion, that is, regulating the heart, loving God with all our heart and all our strength, and doing the works He loves.

With Christians Keshub Baboo behaves in such a way as to lead them to the belief that he is a Christian,nay more a Christian in some points than Christians ordinarily are ; with Mahommedans that his heart is with the prophet of Arabia ; with Chaitanya Vaishnavas that he is a follower of the Nuddea Reformer. He unhesitatingly adopts objectionable Hindu and Christian forms and ceremonies. He acts according to St. Paul's maxim of "being all things to all men" with a vengeance. Such religious coquetry should be avoided by every right minded individual.

Keshub Baboo prides himself on his New Dispensation. There is not, however, the least originality inthe idea as the name implies. The New Dispensation consists in merely jumbling up the doctrines and dogmas, the forms and ceremonies of different religions, explaining the fancied allegorical meaning contained in those doctrines and worshipping saints and great men. The idea is not a new one in our country. About half a century ago an eccentric individual, named Radhaballabh, formed a sect similar to that of the New Dispensationist at the village of Bansbaria near Hughly. At their anniversary festivals, they, after the Hindu fashion of offering *Naivedya* or offerings of food to deities, used to offer eatables to the shades of Krishna, Christ and Mahommed. The offerings to Krishna consisted of cream, butter, sweets, and confections but no meat ;* the offerings to Mahomed included beef but no pork; the offerings to Christ included both beef and pork. I translate for you one of the hymns sung at their festivals ,

"O my mind ! there can be no objection to any name whether Kali, Krishna, God or Khoda. Do not be moved by the doubts and cavils of religious disputants. O, my mind ! repeat the names K'ali, Kali, God, Khoda." An account of this curious sect is given in Baboo Akkhaya kumar Datt's celebrated work in Bengalee on "Hindu Sects."

The ill-assorted jumble, called the "New Dispensation," does not like that most interesting piece of art, the Brahma Mandir, which Keshub Baboo has erected in Calcutta and which is a curious medley of Hindu, Mahommedan and Christian architecture, win the respect of either Christians, Mahommedans or Hindus, but on the contrary looks ridiculous in their eyes. He expects to take "*trilok*", or the three worlds, *i.e.*, the christian, the Mahommedan,and the Hindu worlds by storm by means of this hodge-podge, but his expectations will prove vain.

Keshub Baboo is if opinion that all religions are dispensations of God and calls Keshubism (I can not call it Brahmoism) as the New Dispensation. In that sense every crazy enthusiast, who invents a new religion consisting of the falsest and absurdest doctrines imaginable, can claim that title for the same.

I am however glad to inform you that Keshub Baboo's followers are gradually abandoning the name of Brahmos and calling themselves "New Dispensaticnists." The completion of this metamorphosis is a "consumation devoutly to be wished."

I remain,
Madam,
your obedient servant,
Raj Narain Bose.

Deoghur,
31st May, 1881.

* The followers of Krishna or the Vaishnavas, inculcating as they do the doctrine of compassion to all creatures, abstain from animal food.

বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।৵০ ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd NO. 52

৪৮৪

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

৪৫৭ সংখ্যা শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়োবহুদায়ী বহুপাক্য আস। সহ সর্ব্বতআবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্ব্বতএব মেঽন্নমৎস্যন্তীতি ॥ ১

'জানশ্রুতিঃ হ' জনশ্রুতস্যাপত্যং পুত্রস্য পৌত্রঃ 'পৌত্রায়ণঃ' সএব 'শ্রদ্ধাদেয়ঃ' শ্রদ্ধাপুরঃসরমেব ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ 'দেয়ঃ' অস্যেতি শ্রদ্ধাদেয়ঃ 'বহুদায়ী' প্রভূতং দাতুং শীলমস্যেতি বহুদায়ী 'বহুপাক্যঃ' বহুপক্তব্যমহন্যহনি গৃহে যস্যাসৌ বহুপাক্যঃ। এবং গুণসম্পন্নোঽসৌ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ বিশিষ্টে দেশে কালে চ কস্মিংশ্চিৎ 'আস' বভূব। 'সঃ হ' 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বাসু দিক্ষু গ্রামেষু নগরেষু চ 'আবসথান্' এত্য বসন্তি যেম্বিত্যাবসথাস্তান্ 'মাপয়াঞ্চক্রে' কারিতবান্ ইত্যর্থঃ। 'সর্ব্বতঃ এব' 'মে' মম অন্নং তেম্বাবসথেষু বসন্তঃ 'অৎস্যন্তি' ভক্ষতি 'ইতি' এবমভিপ্রায়ঃ ॥ ১

পূর্ব্বকালে শ্রদ্ধাবান্ বহুদানশীল, বিতরণার্থে বহুপাককারী জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সকল দেশ হইতে লোকেরা আমার নিকট অন্ন আহার করিবে এই অভিপ্রায়ে সকল দিকেই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসোহংসমভ্যুবাদ। হো হোয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য, সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাংক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২

তত্রৈবং সতি রাজনি তস্মিন্ হর্ম্ম্যতলস্থে 'অথ' 'হ' 'হংসাঃ' 'নিশায়াং' রাত্রৌ 'অতিপেতুঃ' পতিতবন্তঃ 'তৎ' তস্মিন্ কালে 'হ' 'এবং হংসঃ' তেষাং পততাং হংসানামেকঃ 'হংসং' পতন্তং তং 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ 'হো হোয়ি' ভো ভো ইতি সম্বোধ্য 'ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ' ইতি আদরং দর্শয়ন্ যথা পশ্য পশ্যাশ্চর্য্যমিতি তদ্বৎ। 'জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য' 'সমং' তুল্যং 'দিবা' দ্যুলোকেন 'জ্যোতিঃ' 'আততং' ব্যাপ্তং 'তং' সঞ্জনং শক্তিং তেন জ্যোতিষা 'মা প্রসাংক্ষী' সম্বন্ধং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। 'তৎ' জ্যোতিঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মা প্রধাক্ষীঃ ইতি' মা আদহত্বিত্যর্থঃ ॥ ২

এই সময়ে এই জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের আলয়ে নিশিযোগে হংসেরা আসিয়া পতিত হইল। তাহার মধ্যে একজন হংস অন্য হংসকে কহিল, ওহে ওহে, দেখ দেখ, স্বর্গের জ্যোতির ন্যায় জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তাহার সংশ্রব করিও না। সেই জ্যোতি যেন তোমাকে দগ্ধ না করে। ২

তমুহপরঃ প্রত্যুবাচকম্বরএনমেতৎসন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যোনুকথং সযুগ্বারৈক্ক ইতি ॥ ৩

'তং উ হ' উক্তবন্তং 'পরঃ' ইতরঃ 'প্রত্যুবাচ' অরে 'কম্বরঃ' নিকৃষ্টোঽযং রাজা বরাকঃ তং কং উ 'এনং এতৎ সন্তং' কেন মাহাত্ম্যেনোক্তং সন্তমিতি। 'সযুগ্বানং ইব রৈক্বঃ' সহ যুগ্যয়া গন্ত্র্যা বর্ত্ততইতি সযুগ্বা-রৈক্বঃ তং ইব 'আত্থ ইতি' এনং। অননুরূপমস্মিন্নযুক্তমীদৃশং বক্তু রৈক্বইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ইতরশ্চাহ। 'যঃ নু কথং সযুগ্বা রৈক্বঃ ইতি' ॥ ৩

এই কথা শুনিয়া অন্য হংস তাহাকে বলিল, ওরে এই রাজা অতি নিকৃষ্ট, তাহাকে তুমি সযুগ্বা রৈক্কের সদৃশ করিয়া বলিতেছ। তাহাতে সে জিজ্ঞাসা করিল, তবে সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার লোক। ৩

যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎস বেদ সময়েতদুক্ত ইতি ॥ ৪

'যথা' লোকে 'কৃতায' কৃতোনাম যোদ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধাশ্চতুরঙ্কঃ স যদা জয়তি দ্যূতে প্রবৃত্তানাংতস্মৈ 'বিজিতায়' তদর্থমিতরে ত্রিদ্ব্যেকাংকাঃ 'অধরেয়াঃ' ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ 'সংযন্তি' সংগচ্ছন্ত্যন্তর্ভবন্তি। চতুরঙ্কে কৃতা যে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কানাং বিদ্যমানত্বাদন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা এবং দৃষ্টান্তঃ 'এবং এনং' রৈক্বং কৃতায়স্থানীয়ং ত্রেতাদিস্থানীযং 'সর্ব্বং' 'তৎ অভিসমেতি' অন্তর্ভবতি রৈক্বে। কিং তৎ 'যৎকিঞ্চ' লোকে সর্ব্বাঃ 'প্রজাঃ' 'সাধু' শোভনং ধর্ম্মজাতং 'কুর্ব্বন্তি' তৎসর্ব্বং রৈক্বস্য ধর্ম্মেঽন্তর্ভবতি তস্য চ ফলে সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মফলমন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তথাঽন্যোঽপি কশ্চিৎ 'যঃ' 'তৎ' বেদ্যং 'বেদ' কিং তৎ 'যৎ' 'সঃ' রৈক্বঃ 'বেদ' তদ্বেদ্যমন্যোঽপি যোবেদ তমপি সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মজাতং তৎফলঞ্চ রৈক্বমিবাভিসমেতীত্যনুবর্ত্ততে। 'সঃ' এবম্ভূতোরৈক্বোঽপি 'ময়া এতৎ উক্তঃ'। ৪

যে প্রকার কৃত নামক পাশ্বির চতুরঙ্কের মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই তিন অধরেয় নামক অঙ্ক সংশ্লিষ্ট থাকে তদ্রূপ লোকে যাহা কিছু সাধু কর্ম্ম করে তাহা সকলই রৈক্কেতে যাইয়া প্রযুক্ত হয়। অন্য যে কেহ যে কিছু বেদ্য বস্তু জানে, তাহা সেই যাহা কিছু তিনি জানেন। সেই রৈক্কই আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছেন। ৪

তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণউপশুশ্রাব সহ সঞ্জিহানএব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারেহ সযুগ্বানমিব রৈক্বমাত্থেতি, যোনু কথং সযুগ্বা রৈক্ব ইতি ॥ ৫

'যৎ উহ' তদেতদীদৃশং হংসবাক্যং 'উপশুশ্রাব' শ্রুতবান্ হর্ম্ম্যতলস্থোরাজা 'জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ'। 'সঃ হ' রাজা 'সঞ্জিহান এব' শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্নেব 'ক্ষত্তারং' সমীপস্থং স্তুতিকর্ত্তারং 'উবাচ' 'অঙ্গারে' হে বৎসারে 'হ' 'সযুগ্বানং রৈক্বং আত্থ ইতি' গত্বা মম তদ্দিদৃক্ষা তদৈব। 'ইব' শব্দোঽবধারণার্থেঽনর্থক বা বাচ্যঃ। স চ ক্ষত্তা রাত্রৈবঞ্চোক্ত আনেতুং তচ্চিহ্নং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ 'যঃ নু কথং সযুগ্বা রৈক্বঃ ইতি' অবোচৎ। ৫

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ হর্ম্ম্যতল হইতে হংসের এই বাক্য শুনিলেন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই সমীপস্থ স্তুতিকর্ত্তাকে কহিলেন, ওরে বৎস, সযুগ্বা রৈক্কের বিষয় আমাকে বল। ইহাতে সে কহিল, কি প্রকার সে যাহার নাম সযুগ্বা রৈক্ক। ৫

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ সময়েতদুক্ত ইতি ॥ ৬

'যথা কৃতায় বিজিতায় অধরেয়াঃ সং যন্তি' 'এবং এনং সর্ব্বং তৎ অভিসমেতি যৎকিঞ্চ প্রজা সাধু কুর্ব্বন্তি' 'যঃ তৎবেদ যৎ সঃ বেদ' 'সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ ইতি' সএতৎ ভল্লাক্ষবচনং অবোচৎ ॥ ৬

যে প্রকার কৃত নামক পাশ্বির চতুরঙ্কের মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই তিন অধরেয় নামক অঙ্ক সংশ্লিষ্ট থাকে, তদ্রূপ লোকে যাহা কিছু সাধুকর্ম্ম করে তাহা সকলই রৈক্কেতে যাইয়া প্রযুক্ত হয়। অন্য যে কেহ যে কিছু বেদ্য বস্তু জানে তাহা সেই যাহা তিনি জানেন। সেই রৈক্কই আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছেন। ৬

স হ ক্ষত্তাঽন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেযায় তংহোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমচ্ছেতি ॥ ৭

'সঃ হ ক্ষত্তা' নগরং গ্রামং বা গত্বা 'অন্বিষ্য' রৈক্বং 'ন অবিদং' নব্যজ্ঞাসিষং 'ইতি' 'প্রত্যেযায়' প্রত্যাগতবান্ 'তং' ক্ষত্তারং রাজা 'হ উবাচ' 'অরে' 'যত্র' 'ব্রাহ্মণস্য' ব্রহ্মবিদ একান্তেঽরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তে দেশে 'অন্বেষণা' অনুমার্গণং ভবতি 'তৎ' তত্র 'এনং' রৈক্বং 'অচ্ছ' গচ্ছ তত্র মার্গণং কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ৭

সেই স্তোতা গ্রাম নগরাদি অন্বেষণ করিয়া রৈক্ককে পাইল না অতএব প্রত্যাগমন করিল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন যে ওরে, যেখানে ব্রাহ্মণের অন্বেষণ পাওয়া যায় এমন স্থানে রৈক্ককে অনুসন্ধান কর। ৭

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কর্ষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বারৈক্বইত্যহংহ্যরা ৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে সহ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮

ইত্যুক্তঃ 'সঃ' ক্ষত্তাঽন্বিষ্য তং বিজনে দেশে 'অধস্তাৎ' 'শকটস্য' গন্ত্র্যাঃ 'পামানং কর্ষমাণং' কণ্ডূয়মানং দৃষ্ট্বাঽযং নূনং সযুগ্বা রৈক্ব ইতি সমীপে 'উপবিবেশ' বিনয়েনোপবিষ্টবান্। 'তং হ' চ রৈক্বং 'অভ্যুবাদ' 'ত্বং নু' ত্বমসি 'ভগবঃ' হে ভগবন্ 'সযুগ্বা রৈক্ব ইতি' এবং পৃষ্টঃ 'অহং' অস্মি 'অরা' অরে 'ইতি হ' অনাদরএব 'প্রতিজজ্ঞে' অভ্যুপগতবান্। 'সঃ হ ক্ষত্তা' তং বিজ্ঞায় 'অবিদং ইতি' বিজ্ঞাতবানস্মীতি 'প্রত্যেযায়' প্রত্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

সেই স্তোতা অরণ্যে শকটের নিম্নে কণ্ডূয়মান্ রৈক্ককে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিল। এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, হে ভগবন্, তুমিই কি সযুগ্বা রৈক্ক। হাঁ—রে—আমিই, এই বলিয়া তিনি উত্তর দিলেন। সেই স্তোতা তখন আমি জানিয়াছি এই ভাবিয়া প্রত্যাগমন করিল। ৮

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥ ১

'তৎ উহ' ঋষের্গার্হস্থ্যং প্রত্যভিপ্রায়ং বুদ্ধা ধনার্থিতাঞ্চ 'জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ' 'ষট্ শতানি গবাং' 'নিষ্কং' কণ্ঠহারং 'অশ্বতরীরথং' অশ্বতরীভ্যাং যুক্তং 'তৎ' 'আদায়' গৃহীত্বা 'প্রতিচক্রমে' রৈক্বং প্রতি গতবান্ 'তং' চ গত্বা 'হ' 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ ॥ ১

ইহাতে, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয় শত গরু, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই সকল লইয়া রৈক্কের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন। ১

রৈক্বেমানি ষট্শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনুম এতাং ভগবোদেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি ॥ ২

হে 'রৈক্ব' 'ইমানি ষট্শতানি গবাং' তুভ্যং ময়া নীতানি 'অয়ং নিষ্কঃ' 'অশ্বতরীরথঃ' এতদ্ধনমাদৎস্ব 'ভগবঃ এতাং দেবতাং' 'অনুশাধি' উপদেশেন মাং অনুশাধীত্যর্থঃ 'যাং দেবতাং' ত্বং 'উপাস্সে ইতি'। ২

হে রৈক্ক এই ছয় শত গরু, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরী-যোজিত রথ আপনি গ্রহণ করুন। এবং হে ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন। ২

তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদুহ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩

'তং উহ' এবমুক্তবন্তং রাজানং 'প্রত্যুবাচ' 'পরঃ' রৈক্বঃ 'অহ' ইত্যয়ং নিপাতো বিনিগ্রহার্থো যোঽন্যত্রেহ ত্বনর্থকঃ। 'হারেত্বা' হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী সেয়ং হারেত্বা 'গোভিঃ সহ তবএব অস্তু' তবৈব তিষ্ঠতু 'হে শূদ্র ইতি'। 'তৎ উহ' মহর্ষের্ম্মতং জ্ঞাত্বা 'পুনঃ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ' 'গবাং সহস্রং' অধিকং 'নিষ্কং অশ্বতরীরথং 'দুহিতরং' আত্মনঃ তৎ আদায় প্রতিচক্রমে' ॥ ৩

রৈক্ক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে শূদ্র হারের সহিত গরু-সকল তোমারই থাকুক। ইহাতে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ পুনরায় আর সহস্র গরু, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযোজিত রথ এবং স্বীয় দুহিতা এই সকল লইয়া গমন করিলেন। ৩

তং হাভ্যুবাদ রৈক্বেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽযমশ্বতরীরথং ইযং জায়াঽযং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ সাধীতি ॥ ৪

'তং হ' রৈক্কং 'অভ্যুবাদ' হে 'রৈক্ক' 'ইদং সহস্রং গবাং অয়ং নিষ্কঃ অশ্বতরীরথঃ' 'ইয়ং জায়া' মম দুহিতা জায়ার্থং নীতা 'অয়ং গ্রামঃ' 'যস্মিন্ আসে' তিষ্ঠসি স চ ত্বদর্থে ময়া কল্পিতঃ। তদেতৎ সর্ব্বমাদায় 'অনুশাধিএব মা' ভগবঃ ইতি' ॥ ৪

এবং রৈক্ককে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রৈক্ক এই সহস্র গরু, এই হার, এই অশ্বতরীযোজিত রথ, এই জায়া এবং এই গ্রাম যাহাতে আপনি বাস করিতেছেন গ্রহণ করুন এবং হে ভগবন্ আমাকে উপদেশ প্রদান করুন্। ৪

তস্য হ মুখমুপোদগৃহ্লান্নুবাচাজহারেমাং শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি তে-হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস স তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫

'তস্যাঃ হ' জায়ার্থমানীতায়ারাজ্ঞোদুহিতুঃ 'মুখং' দ্বারং বিদ্যায়া 'দানে তীর্থং 'উপোদ্গৃহ্লান্' জানন্ 'উবাচ' উক্তবান্ 'আজহার' আহৃতবান্। 'ইমাঃ' গাবোযচ্চান্যদ্ধনং তৎ সাধ্বিতি হে 'শূদ্র'। 'অনেন এব' পূর্ব্ববৎ মুখেন বিদ্যাগ্রহণতীর্থেন 'আলাপয়িষ্যথা' আলাপয়সি 'ইতি' মাং ভাষয়সীত্যর্থঃ। 'তে হ এতে' গ্রামাঃ 'রৈক্কপর্ণা নাম' বিখ্যাতা 'মহাবৃষেষু' দেশেষু 'যত্র' যেষু গ্রামেষু 'উবাস' বাসোযিতবান্ রৈক্কস্তান্ গ্রামানদাৎ 'অস্মৈ' রৈক্কায় রাজা 'সঃ' রৈক্কঃ 'তস্মৈ' রাজ্ঞে ধনং দত্তবতে 'হ' কিল 'উবাচ' বিদ্যাং ॥ ৫

স্ত্রীবিনিময়ে বিদ্যাদান উচিত, ইহা জানিয়া রৈক্ক কহিলেন, হে শূদ্র, এই সকল ধন গৃহীত হইল। এক্ষণে এই স্ত্রীরূপ মুখ দ্বারা আমার সহিত আলাপ কর। মহা বৃষ দেশে রৈক্কপর্ণা নামক গ্রাম সকল যেখানে রৈক্ক বাস করিতেন রাজা তাঁহাকে সে সকল দিলেন। পরে তিনি রাজাকে বিদ্যার উপদেশ দিলেন। ৫

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার।

বর্ত্তমান সময়ে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও সমাদর দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। লোকে যত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা, মহত্ত্ব, সারবত্তা, ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ উচ্চ ধর্ম্ম তাহা কখন পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে কেন সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও সাধারণতঃ প্রচারিত হইবে না। এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক তাহা আজ কাল নানা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও সমাদর দ্বারা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে।

ভারতবর্ষই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্মস্থান। দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর হইল এই ধর্ম্ম এখানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই কালের মধ্যে উহা যতদূর প্রচারিত হওয়া উচিত ততদূর হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীগণের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেরই আনন্দের কারণ এবং ভবিষ্যতে ঐ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিস্তৃতির পক্ষে আশাপ্রদ।

ইউরোপে যাঁহারা আজ কাল একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ান নামে অভিহিত হয়েন তাঁহাদিগের অধিকাংশের মত গুলি এমন কি কোন কোন মণ্ডলীর প্রায় সকল মত গুলিই ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়রলেণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে তিন শত ষাট জন তদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদী আচার্য্য একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন। ইহাদিগের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বহুল এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকার অন্তর্ভূত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রদেশে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ক্রমশঃ অধিকতররূপে প্রচারিত ও সমাদৃত হইতেছে। এই একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টের প্রতি অযথা ভক্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ যে দুই একটি মতে বিশ্বাস করেন তাহাও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিবেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সমাজ এবং তাঁহাদিগের একেশ্বরবাদী আচার্য্যেরা সম্পূর্ণরূপে উক্ত দুই একটি মত পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্ম হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব-নাম অর্থাৎ "একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ান" নাম পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপ একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে ফাদার সফিল্‌ড একজন প্রধান। ইনি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রিডিং নামক নগরে একেশ্বরবাদী উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য। ইনি পূর্ব্বে রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজক ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মবাদী চার্লস বয়েসী সাহেবের অনুরোধে উক্ত স্থানের একেশ্বরবাদীরা ফাদার সফিল্‌ডকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

প্রায় দশ বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা ব্রহ্মবাদী বয়েসী সাহেব লণ্ডন নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বয়েসী মহোদয়ের যত্নে ও চেষ্টায় লণ্ডনে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বয়েসী সাহেব ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাদরের বৃদ্ধি দেখিয়া লণ্ডন নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। ব্রহ্মবাদী বয়েসী সাহেব যেরূপ সুবিজ্ঞতা ও সুবাগ্মিতার সহিত প্রতি রবিবার লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এবং খ্রীষ্টীয় মতের দূষিত ভাব, হীনতা, অযৌক্তিকতা ও অসম্ভবপরতা দেখাইয়া দিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে অচিরে অনেক কৃতবিদ্য ইংরাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইবেন। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বেডফোর্ড ও ক্লার্কানওয়েল নগরদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেডফোর্ড ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রোল্যাণ্ড হীল্ সাহেব, এবং ক্লার্কানওয়েল ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত পীটার ডিন্ সাহেব। ইউরোপের অপর কএকটি দেশে ব্রাহ্মসমাজ আছে। হলাণ্ডে একটি এবং ইটালীদেশে রোম নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। বেলজিয়মে একটি সংস্থাপিত হইবে তাহার সঙ্কল্প হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলাণ্ডেও ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটি সমাজের মতসমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত হইলেও তাঁহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করেন নাই। মহাত্মা ব্রহ্মবাদী থিওডোর পার্কারের সময়ে আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ এফ্রিকাতে লিব্রাণ্ড নামক একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ওলন্দাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। বয়েসী সাহেব বলেন যে জর্ম্মেনী ও ইংলণ্ডপ্রবাসী বহুসংখ্যক সদ্বিদ্বান ইহুদিরা প্রকৃত ব্রাহ্ম এবং বহুসংখ্যক সামান্য শিক্ষিত ইহুদির মত এই যে ইহুদি-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই। বয়েসী সাহেব আরও বলেন যে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান, তিন জন ব্রহ্মবাদী এবং অবশিষ্ট দুই জন নাস্তিক, সংশয়বাদী অথবা অন্য কোন মতাবলম্বী। কিছুকাল হইল পারস্য দেশে এক দল ব্রাহ্মধর্ম্মমতাবলম্বী উদিত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ হইতে এই মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। পারস্যরাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এই দলভুক্ত ছিলেন। আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্য অবগত আছেন যে পারস্যদেশে

বহুকালাবধি "সুফী" নামক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী। হাফেজ ও জেলালুদ্দীন রুমি নামক সুপ্রসিদ্ধ পারসীক কবিদ্বয় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি জাপানদেশে "শীনসিন" নামক একটি নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা বৌদ্ধধর্ম্মের সমুন্নত আকার এবং অতি সামান্য বিভিন্নতাসত্তে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরূপ। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু শীনসিন্ ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনন্তত্ব নিরাকারত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণ বুদ্ধে আরোপ করিয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর-ভাবে পূজা করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে "অমিত" অর্থাৎ অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উপরে আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর নানা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের যে বিবরণ দিলাম তাহা পাঠ করিলে কোন্ ব্রাহ্মের হৃদয় না হর্ষে পুলকিত হয়, এবং এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে এবং সকল মনুষ্য ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়া সেই সর্ব্বজাতি-পিতা-মাতা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে কোন্ ব্রাহ্মের হৃদয়ে না এই আশা প্রদীপ্ত হয়। উপরের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কে না আশাপূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কবের সহিত সমস্বরে বলিবেন; "ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ভবিষ্যৎকালের ধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্ম হইবে। উহা মিসর দেশের পিরামিড্ নামক বিশাল স্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উহার ভিত্তি মনুষ্য-প্রকৃতির ন্যায় বিস্তৃত হইবে, এবং যতই প্রবাদ-মূলক ধর্ম্মমত সকল স্বস্ব সঙ্কীর্ণ ভিত্তি-ভূমি হইতে পতিত হইয়া সময়রূপ বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইবে এবং যতই ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিশাল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে থাকিবে ততই উহার শিখর-দেশ গগন-মার্গে উত্থিত হইবে।" * আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি শ্রদ্ধেয়া কুমারী কবের এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন শীঘ্র সফল হয়।

বেদান্ত দর্শন।

কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য।

১৭৯৯ শকের ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদান্তদর্শন নামক প্রস্তাবের নিম্নভাগের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১। বেদান্তশাস্ত্র জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে যেরূপ উচ্চভাবে দৃষ্টি করেন তাহা পরম মুক্তির ভাব। জীব যদি নিমেষার্দ্ধকাল সে ভাবের ধ্যান ও ধারণা করিতে পারেন তবে এইখানেই ব্রহ্মলাভে সক্ষম হন। বেদান্তের বিচার এই যে, যেমন নেত্রের সহিত জ্যোতির নিকট সম্বন্ধ না থাকিলে নেত্রে দর্শন-শক্তি প্রস্ফুটিত হইত না, সেইরূপ জীব-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপ পরজ্যোতির নিকট-সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইত না। জীবের বাসনা-নিহিত এবং সন্নিধিবর্ত্তী প্রকৃতি হইতে যেরূপ জীবেতে ইদং ও অহং ভাব উদিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্য জীবের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। ঐ আত্মবুদ্ধি পরমাত্মনিষ্ঠ বিধায় মোক্ষের হেতু, এবং ইদং ও অহং বুদ্ধি প্রকৃতি-নিষ্ঠ বিধায় ভব-বন্ধনের কারণ।

২। মানবগণের কল্যাণকামী শাস্ত্র ইহাই চান যে, জীব, প্রকৃতির অনুগত ইদং ও অহংবোধরূপ অকিঞ্চিৎকর সম্পৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচৈতন্যানুগত আত্মবোধের অনুরাগী হন। কেননা প্রকৃতি মায়ামাত্র। প্রকৃতির পরিণাম-স্বরূপ বাহ্যবস্তু ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ই মায়া, সমস্তই অসার। সে সমস্ত বস্তু ও বৃত্তিকে এখন যেমন দৃষ্টানুভব হইতেছে বস্তুতঃ তাহা তাহাদের স্বরূপ নহে। সে সমস্ত আবির্ভাবই পরিবর্ত্তনশীল এবং তেজঃ ও কাচে বারি-বুদ্বির ন্যায় ব্রাহ্মী-শক্তি-স্বরূপিনী প্রকৃতির বিকার মাত্র। কিন্তু যে ব্রহ্মচৈতন্য আত্মবুদ্ধির প্রকাশক, তিনিই আবার ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক ভাগেরও মূল আশ্রয়। অতএব যে অহং ও ইদং বুদ্ধি পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির অচিরস্থায়ী ভাব বা আবির্ভাব মাত্র, তাহাকে জীবনের সার না করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মচৈতন্যাশ্রিত আত্মবুদ্ধিকে ধারণ করিতে হইবেক।

৩। এই প্রকার সাধন দ্বারা "ব্রহ্মচৈতন্যই আত্মার আত্মা" এই অদ্বয় বুদ্ধি জীবাত্মাতে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে এবং তদিতর রাজ্যধন, পরিবার, বিদ্যানৈপুণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধাধীন যে আমিত্ব, মমত্ব ও অন্যত্ব-বোধ, যাহাকে শাস্ত্রে দ্বৈত জগৎ কহে তাহার মায়িকত্ব অনুভূত হইবেক। জীব যতই প্রকৃতির সেবা করেন ততই তাঁহার জীবত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া উঠে, এবং ততই তিনি প্রকৃতিরই পরিণাম-বিশেষকে আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যধ্যানে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে, জীব ব্রহ্মরূপ পরম ধাতু দ্বারা সংগঠিত হন, এবং ব্রহ্মেতেই আপনার স্বরূপত্ব ও মমত্ব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৪। আলোক ও দৃশ্য বস্তু এই দুইটি পদার্থের মধ্যে আলোকই যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ ও প্রকৃতি এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিই জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিকে শাস্ত্রে দুইভাগে দৃষ্টি করেন। জ্যোতিঃ যেমন একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ, ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ। আবার জ্যোতিঃ যেমন আর একভাগে প্রত্যেক আকৃতিতে তদাকারাকারিত হইয়া তাহার প্রকাশক হয় ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ আর একভাগে প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে তদাকারাকারিত হইয়া সেই সমস্ত আবির্ভাবের প্রকাশক হন।

৫। যদি নেত্র সম্মুখে থাকে তবে জ্যোতিঃ তাহাতে তদাকারাকারিত হইয়া তাহাকে প্রকাশ করিবেই করিবে। যদি নেত্র না থাকে, তবে জ্যোতিঃ স্বয়ম্প্রকাশমাত্র থাকিবে। জ্যোতির যে নেত্র-প্রকাশকাংশ তাহা নেত্রের আকারাকারিত বিধায় বিকৃত কিন্তু জ্যোতির স্বয়ম্প্রকাশাংশ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত। সেইরূপ জীবচৈতন্যের সদ্ভাবে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ও তাঁহার প্রকাশক; কিন্তু জীবের অসদ্ভাব কল্পনা করিয়া দেখ তদবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বয়ম্প্রকাশ মাত্র দেখিবে। ব্রহ্মচৈতন্যের জীবাত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক যে অংশ তাহা জীবাকারাকারিত সুতরাং বিকৃত এবং নানা। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশাংশই তাঁহার নির্ম্মল স্বরূপ, একমাত্র রূঢ়, বিশুদ্ধ, ও অবিকৃত।

---

* Theism will be the Faith of the future, the religion of Humanity, the Pyramid whose base shall be as wide as the whole nature of man and whose summit shall rise higher and higher towards the heavens as the generation of the future build it up and as the obelisks of traditional creeds fall from their narrow foundations and are buried under the sands of time.

Frances Power Cobbe's Dawning Lights.

৬। ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ স্বয়ম্প্রকাশাংশের নাম কূটস্থ চৈতন্য এবং প্রত্যেক জীবচৈতন্যে তাঁহার জীবাকারাকারিত ও জীবের আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক অংশের নাম আভাসচৈতন্য। এই আভাসচৈতন্যরূপ সর্ব্বভুবন-প্রকাশক পরম জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্বীয় শক্তির প্রভাবরূপ জীব ও জড় জগৎ সত্তারূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল সত্তা সদাকাল একরূপী নহে। জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্য ইহকাল পরকালে এবং জাগ্রৎস্বপ্নাদি নানা অবস্থায় নীয়মান হইতেছেন এবং বাহ্য জগৎ কালসহকারে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্য আভাসরূপে তাহাদিগের প্রকাশক হইয়া আছেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি আবার স্বয়ম্প্রকাশ ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে স্বয়ং তাহাদের অতীত রহিয়াছেন, যেমন কর্ম্মকারশালায় একমাত্র নাভি-লৌহের আশ্রয়ে সকল লৌহ রূপান্তর লাভ করে, কিন্তু সেই নাভি স্বয়ং একরূপেই সদা স্থিতি করে, সেইরূপ একরূপে সদাস্থিত অবিকৃত ব্রহ্মচৈতন্যের আশ্রয়ে নামরূপ অবস্থাদি বিকারের সহিত এই জীব ও জড় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ নাভি লৌহের নামান্তর কূট। তদনুসারে ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ একরূপে সদাস্থিত, অপরিচ্ছিন্ন, অবিকৃত এবং আভাসাতীত অংশের নাম কূটস্থ চৈতন্য। আর আভাসচৈতন্য সেই কূটস্থের পরিচ্ছেদ মাত্র।

৭। অন্তঃকরণে যত বৃত্তি আছে তাহাতে আভাসচৈতন্য দর্শনেন্দ্রিয়ব্যাপী জ্যোতির ন্যায় মিশ্রিত হইয়া আছেন। আভাসমিশ্রিত সেই বৃত্তি সকল আভাসচৈতন্যের গুণে কেবল আপনারাই অনুপ্রকাশিত হয়। তাহারা অন্যের সত্তাকে প্রকাশ করে না। অখিল সত্তাকে এককালীন সামান্যতঃ প্রকাশ করা কেবল কূটস্থ চৈতন্যের ধর্ম্ম। কূটস্থ চৈতন্য জীবকে ও তদীয় অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহকে প্রকাশ করণার্থ যখন বিশেষ বিশেষ জীবে ও তাহাদের সেই সমস্ত বৃত্তিতে আভাসরূপে প্রতিফলিত হন তখনই জীবাত্মবুদ্ধির অথবা অহংভাবের উদয় হয়।

৮। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মচৈতন্যের দুই ভাগ। এক কূটস্থ এবং দ্বিতীয় আভাসচৈতন্য। এখন বলা যাইতেছে যে জীবচৈতন্যেরও দুই ভাগ। এক প্রাকৃতিক জীব, দ্বিতীয় আভাসচৈতন্যমিশ্রিত জীব। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক জীবাংশে জীবচৈতন্য জড়বৎ, কিন্তু আভাসচৈতন্য দ্বারা অনুভাসিত জীবচৈতন্যই ব্যবহারিক জীব-শব্দের বাচ্য। এই ব্যবহারিক জীব প্রাকৃতিক জীবত্ব ও আভাসচৈতন্য এই দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যমাত্র। ইনিই লোকান্তরগামী ও সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভাগী। কিন্তু তাঁহাতে যে কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদরূপী আভাসচৈতন্য আছেন তাহা প্রকাশকমাত্র। ফলভোক্তা নহেন। ফলতঃ জীব তাঁহাকে ব্যবহার দ্বারা আত্মারূপে প্রকাশ পান। আর স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্য অব্যবহার্য্য ও অবিকারী।

৯। উক্ত আভাসমিশ্রিত হইয়া কেবল জীবেরই জীবত্ব হয়। নতুবা কূটের পরিচ্ছেদ মাত্রেই যে জীবত্ব উৎপন্ন করে এমত নহে। ঘটাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আভাসরূপী কূট-পরিচ্ছেদের জীবত্ব হয় না। কেবল জীবাবচ্ছিন্ন আভাসই আত্মারূপে প্রকাশ পান। সেই আভাসের সহিত বা তদীয় অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-ভাবস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যের সহিত জীবের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই। কেবল আভাসের সহিত জীবের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ আছে। এই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধই প্রাকৃতিক জীব

ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞাপন করিতেছে।

১০। জীব আর ব্রহ্মে এতই ভেদ। জীব ছায়া-স্বরূপ, ব্রহ্ম আতপ-স্বরূপ; জীব নয়ন-স্বরূপ; ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ; জীব ভোক্তা-স্বরূপ, ব্রহ্ম সাক্ষী-স্বরূপ। জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকারে কূট-পিষ্ট লৌহের ন্যায় নানা আকার ধারণ করিতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য আভাসরূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও স্বয়ং অবিকৃত রহিয়াছেন। এত যে ভেদ তথাপি তাঁহারা উভয়ে অভেদ বলিয়া কতই কোলাহল হইতেছে। শাস্ত্রে, চতুষ্পাঠীতে, পরমহংসাশ্রমে এবং শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীদিগের গৃহে সর্ব্বত্রই ঐ কোলাহল শ্রুত হয়।

১১। ব্রহ্মের আভাস ও জীব উভয়ে মিশ্রিত থাকাতে দ্রষ্টা তাহার একে অন্যের অধ্যাস করেন। যাঁহার দৃষ্টি পারমার্থিক তিনি কেবল আভাসরূপী ব্রহ্মই দর্শন করেন এবং জীবেতে ব্রহ্মের অধ্যাসপূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জীব কিছুই নহে। ব্রহ্মের আভাসরূপ জ্যোতিঃ ব্যতীত জীবাত্মবুদ্ধির উদয়ই হয় না। সুতরাং সেই ব্রহ্মবাদী বলেন যে জীব ব্রহ্মই। পুনশ্চ যাঁহার দৃষ্টি সাংসারিক এবং যাঁহার প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার নিবৃত্ত হয় নাই, উক্ত আভাসরূপী ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি তাঁহার কোন নিষ্ঠাই নাই। যদিও আভাসচৈতন্য দ্বারা জীব প্রতিভাসিত হইতেছেন তথাপি তিনি মনে করেন জীবই সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে আভাসও জীবরূপে গণ্য হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে জীবও আভাস নহেন, আভাসও জীব নহেন। আভাস কেবল জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র। জ্যোতিঃ যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহা সেই রূপই।

১২। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব ব্রহ্ম উভয় সযুজা সখাস্বরূপ। তাঁহাদের পরস্পর ভেদই তত্ত্বজ্ঞান। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এবং ধ্যান সমাধিতে জীবত্ববোধের, তিরস্কার ও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা।' সে অবস্থায় কেবল অদ্বয় ব্রহ্মই প্রতীয়মান হয়েন। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্ম-বোধবিহীন হইয়া আপনাকে কেবল প্রকৃতির বিকারস্বরূপ অহঙ্কাররূপেই দর্শন করেন। এতাদৃশ মূঢ়দিগের দৃষ্টিকে অপকৃষ্ট দর্শন হইতে উৎকৃষ্ট দর্শনের যোগ্য করিবার জন্য বেদান্তই একমাত্র অঞ্জন-শলাকা।

১৩। বেদান্তের উপদেশ এই যে, আভাস চৈতন্যই যখন জীবের জীবন, জ্যোতিঃ ও সত্তাপ্রকাশক তখন আভাসই মুখ্য জীব অথবা বিশুদ্ধ আত্মা। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উদ্দালক যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে আভাস চৈতন্যই যে পরিশোধিত জীবাত্মা এই অর্থই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। উক্ত মহাবাক্যের দ্বারা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কহিতেছেন—হে শ্বেতকেতো! তুমি ব্রহ্ম। এই উক্তি পারমার্থিক। এস্থলে "তুমি" শব্দ শ্বেতকেতুর জীবাত্মাতে জীবন ও আলোক-স্বরূপ যে আভাস চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন প্রাকৃতিক জীবকে নহে। ঐ আভাস চৈতন্য কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্র, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভেদ নাই। সুতরাং এই পারমার্থিক সম্বোধনে "তুমি ব্রহ্ম" উক্তিতে দোষ হয় নাই। এতদনুসারে ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে "জীব ব্রহ্মে এক" এই বিশুদ্ধ ভাব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

১৪। আভাস চৈতন্য হইতে জীবকে

ব্যতিরেক করিয়া দৃষ্টি করিলে যে জীব অবশিষ্ট থাকেন তাঁহার নিজের চেতন যে কিরূপ তাহা শাস্ত্রেও বর্ণিত হয় নাই এবং ধ্যানদ্বারাও অনুভব করা যায় না। কেন না তাহা সর্ব্বতোভাবে আভাসের সহিত অন্বিত রহিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বভাগেই আভাসের মুখ্যত্ব অনুভূত হয়। তবে কেবল প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উপলক্ষ করিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহাকে চিদাভাস-বিহীন করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সেই দুরবস্থা উপস্থিত হয়, যেমন জ্যোতিঃ-বিহীন হইলে চক্ষুর হইয়া থাকে।

১৫। তার্কিকেরা পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে কূটস্থ চৈতন্যের আভাস জীবেতে মিশ্রিত হইয়া জীবেতে যে প্রকার জীবাত্মরূপ চৈতন্য উদয় করে, জীব রূঢ়রূপে তাদৃশ চৈতন্যযুক্ত হইয়া পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং সে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবের নিজের একথা বলিলে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে—

১৬। প্রথমতঃ অন্ধকারস্বরূপ জীবেতে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের এতাদৃশ নিগূঢ়াবস্থান এবং শাস্ত্রের সেই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের যেরূপ নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাতে এমত কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে উক্ত চিদাভাস জীবের সহিত একই এবং জীবের স্বীয় সম্পদস্বরূপ। তথাপি শাস্ত্রে কহেন যে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম সৃষ্টিতে সাক্ষী এবং অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন। যেমন সর্ব্বত্রে সেইরূপ জীবেতেও। তিনি জীবেতে সখা, অন্তর্যামী, ও অন্তর্জ্যোতিরূপে বিরাজমান। যদি এইরূপে বর্ত্তমান না থাকিয়া তিনি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তা ও স্বরূপে ক্ষুদ্রত্ব অর্পিত। অতএব তাঁহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত।

১৭। দ্বিতীয়তঃ যদি এমত বল যে তাঁহার সর্ব্বত্রাবস্থান স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার আভাস জীবেতে কেন মানিব? জীবকে যথাবৎ পূর্ণ বলিয়া কেন স্বীকার না করি? ইহার উত্তর এই যে, চক্ষুর যথাবৎ পূর্ণতা যেমন জ্যোতির অধিষ্ঠানে সম্পাদিত হয়, জীবেরও পূর্ণতা সেইরূপ চিদাভাস জন্য হইয়া থাকে। জ্যোতির সম্মুখে যেরূপ পদার্থ মাত্রের রূপ প্রকাশ পায় এবং আধারগুণে জ্যোতিঃ যেমন নানা বর্ণের রূপ প্রকাশ করে, আভাসরূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধিষ্ঠানে তদ্রূপ যে যেমন পদার্থ সে তেমনি প্রকাশ পায়। সেই আভাসকর্ত্তৃক জড় বস্তু সত্তারূপে এবং জীব আত্মারূপে বিকশিত হইয়া উঠে।

১৮। তৃতীয়তঃ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতে পার যে যদি আভাসরূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সাক্ষিত্ব জন্যই অচেতন পদার্থের বর্ত্তমানতা ও জীবের চৈতন্যোদয় স্বীকার করা যায় তবে ঐ কূটস্থ চৈতন্যের ও তদীয় আভাসের অতিরিক্ত আবার সৃষ্টি-কল্পনা কি নিমিত্তে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে কেবল সাক্ষিত্ব, অধিষ্ঠাতৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, অস্তিত্ব ও বিদ্যমানত্বই ব্রহ্মের সম্পূর্ণস্বরূপ নহে।—তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া প্রভৃতি বিস্তর ধর্ম্ম তাঁহাতে বিরাজ করে। তাঁহার সেই সকল ধর্ম্মাধীন সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাঁহার অন্তর্যাম্যাদি ধর্ম্মাধীন তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

১৯। চতুর্থ, যদি তিনি সৃষ্টিকালেই জীবকে আভাস-নিরপেক্ষ-ভাবে একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন তাহা হইলে জীব তাঁহার সত্তাকে আর ভোগ করিতে পারিতেন না। অনন্ত কাল যাবৎ তদবস্থায় থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু জীবেতে ব্রহ্মের চিদাভাস বর্ত্তমান থাকায় জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠা

জন্মে, উত্তরোত্তর সেই ভাবের ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মেতেই অনুরাগ হয়। ব্রহ্মেতে যত অনুরাগের বৃদ্ধি হয়, ততই প্রকৃতি-জনিত অহঙ্কার নষ্ট হয়। ততই ক্রমে জীবেতে ব্রহ্মত্ব সম্পাদিত হয়।

২০। অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের চিদাভাসরূপে অধিষ্ঠান কেবল সৃষ্টি-প্রকাশের নিমিত্তে নহে, কিন্তু জীবের পরমোপকারের নিমিত্তে। বাহ্য জ্যোতি লাভ করিয়া চক্ষু যেরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়, চক্ষু যদি একেবারে সেই শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইত তবে জ্যোতির প্রয়োজন থাকিত না। তদ্রূপ জীব, স্বয়ংসিদ্ধরূপে সৃষ্ট, হইলে ব্রহ্মজ্যোতির আবশ্যক হইত না। সে অবস্থায় স্বয়ংসিদ্ধ জীব আপনাকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে স্বীয় সখাপদে বরণ করিতে অক্ষম হইত।

২১। অতএব আত্মাস্বরূপ সেই সখাকে লইয়াই আমাদের আমিত্ব। তাঁহাকে লইয়াই আমরা জীব। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পারি। তিনি মাতা, পিতা, সখা, প্রহরীর ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়া জীব যদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্নও হইতেন তথাপি তাঁহার সেই মহিমা হইত না যাহা তাঁহার সংস্পর্শে হইয়াছে।

২২। এই সব কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে যুক্তিযুক্তরূপেই জীব-হৃদয়ে ব্রহ্ম-চৈতন্য-নিষ্পাদিত চিদাভাসের জাজ্বল্যমান অধিষ্ঠান দৃষ্ট করিয়াছেন। জীবব্রহ্মের এই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং সেই অমৃতায়মান সম্বন্ধ মধ্যে চিদাভাসরূপী হৃদয়নাথের পরমমুখ্য আত্মত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবেতে ব্রহ্মাত্মভাব উপার্জ্জিত হয়, ব্রহ্মবোধবিহীন সংসার বাসনা ও প্রকৃতির বন্ধন নিবৃত্ত হয় এবং শুক্তিস্বরূপ অমুখ্য জীবত্ব প্রকৃতির মায়াময় অন্ধ কারাগৃহ হইতে নিস্তার পাইয়া রত্নকল্প ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া থাকে।

সূর্য্য।

যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, অসীম জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী আমাদের নেত্র ঝলসিয়া, আলোকে আলোকে দিক্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া প্রতিদিন আকাশ-পথে বিচরণ করে, তাহারি উত্তাপ-প্রভাবে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষচালনা হইতে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শৃঙ্গের ধূলিকরণ পর্য্যন্ত সম্পাদিত, এবং তাহারি আকর্ষণ-প্রভাবে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় কত গ্রহ-উপগ্রহ-সম্পন্ন সৌর-জগতের শৃঙ্খলা সুরক্ষিত।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই কোন না কোন এক সময়ে এই সূর্য্যকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা জ্ঞানে পূজা করিত। আদিম অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই অসীম-প্রভাশালী সূর্য্যের গূঢ় রহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া ভয়-বিস্মিত চিত্তে যে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমাদের হৃদয় একদিকে সেই অন্ধ ভয় বিস্ময়ের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দিকে এই সূর্য্যকে সেই জ্যোতির জ্যোতি অনাদি কারণের মহিমা রূপে দেখিয়া উত্তরোত্তর আরো বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

সূর্য্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করে তাহার স্থূল মর্ম্মের সংক্ষেপ আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান, জ্যোতির্ম্ময় এই বিশাল সূর্য্য আমাদের নিকট একটি অনতি বৃহৎ গোলক রূপে প্রতিভাত হয়; বস্তুতঃ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ১৫

লক্ষ পৃথিবী একত্র মিশাইলে তবে সূর্য্যতুল্য বৃহদায়তন একটি গোলক হইতে পারে। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে প্রভূত দূরে অবস্থিত বলিয়াই প্রকাণ্ড সূর্য্যকে আমরা ওরূপ ক্ষুদ্র দেখি। সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে প্রায় ৪৫৫ লক্ষ ক্রোশ।

সূর্য্যের অভ্যন্তর।

সূর্য্যের অভ্যন্তর প্রায় চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার ক্রোশ গভীর। এই অভ্যন্তর দেশ তরলও নহে, কঠিনও নহে, ইহা বাষ্পময়। আমাদের সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। ইহার অভ্যন্তর দেশে চাপেরও যেমন আধিক্য, উত্তাপেরও তেমনি প্রাচুর্য্য, চাপ ইহাকে তরল করিয়া ফেলিতে উদ্যত, উত্তাপ ইহাকে বাষ্পাকারে রাখিতে সচেষ্ট, এতদুভয়ের পরস্পর কার্য্য দ্বারা এ স্থল যেরূপ ঘন বাষ্পাকার অবস্থায় রক্ষিত তাহাতে কোন প্রকার রাসায়ণিক কার্য্য হওয়া অসম্ভব। এই অভ্যন্তর দেশই সূর্য্যলোকের মর্ম্মস্থান। ইহার বাষ্পীয়ত্বই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইবার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

সূর্য্যের আলোকমণ্ডল।

আমরা স্বভাবত সূর্য্যের জ্বলন্ত উজ্জ্বল যে গোলাকার অংশ চক্ষে প্রত্যহ দেখিতে পাই তাহাই উপরোক্ত অভ্যন্তরের আবরণ স্বরূপ। এই স্থান হইতে আমরা প্রধানতঃ আলোক ও উত্তাপ পাই বলিয়া ইহার নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere)। ইহার আলোক-প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। প্রাচীন লোকেরা যখন অন্ধভাবে বলিতেন, সূর্য্য আগ্নেয়-পদার্থ-পরিপূর্ণ, তখন তাঁহারা সূর্য্যের যথার্থ উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ-প্রভাব বুঝিতে পারিতেন না। আমরা যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পাই, তাহা সূর্য্য কর্ত্তৃক শূন্যে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের ২০ সহস্র লক্ষ ভাগেরও ১ ভাগ নহে, অথচ ইহাই আমাদের নিকট অপরিমিত বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পুইয়ে, এবং সর জন হার্‌ষেলের মতে আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই তাহাতে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ না থাকিলে এক-শত ঘন ফুটেরও অধিক পরিমাণ বরফ প্রতি বৎসর গলান যাইত। প্রুকটার বলেন প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই, সেই ২৪ ঘণ্টার উত্তাপকে একত্র করিলেই ৫২০ হস্ত গভীর পৃথিবী-ব্যাপী সমুদ্রকে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি * হইতে ১০০ ডিগ্রি † পর্য্যন্ত উঠান যায়, এবং প্রতি সেকেণ্ডের সূর্য্যোত্তাপকে একত্রীভূত করিলে ৯৭৫ লক্ষ ঘন-ক্রোশ-ব্যাপী নীহার-শীতল জলকে ফুটান যাইতে পারে। সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ হইতে সূর্য্যের উষ্ণতা ‡ গণনা করিবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার শেকি বলেন সূর্য্যের উষ্ণতা বহু লক্ষ ডিগ্রি, কিন্তু ডুলঁ ও পেতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা লৌহাদি গলাইবার অগ্নিকুণ্ড হইতে অধিক নহে, তবে সূর্য্যের অভ্যন্তরের উষ্ণতা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক।

আলোকমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ইহা কঠিন, কেহ বলেন ইহা বাষ্পময়, আবার কাহারো মতে ইহা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

* নীহার শীতল-জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি।

† ফুটন্ত জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি।

‡ কোন বস্তুর অন্তরস্থ উত্তাপের যে অংশ চতুস্পার্শ্বস্থ পদার্থের উপর কার্য্য করিতে পারে তাহাই সে বস্তুর উষ্ণতা Temperature.

যাঁহাদের মতে আলোকমণ্ডল সূর্য্যাভ্যন্তরের কঠিন আবরণ তাঁহারা বলেন, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আলোকমণ্ডল-নির্গত আলোকের প্রকৃতি বাষ্পবিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; কঠিন ব্যতীত বাষ্পীয়াবস্থাপন্ন পদার্থ হইতে এরূপ উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু ইঁহার প্রতিবাদীগণ বলেন আলোকমণ্ডল কঠিন হইলে আলোকমণ্ডলস্থ কলঙ্কের এরূপ ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না; ইহা প্রকৃত পক্ষে বাষ্পময় তবে প্রভূত চাপ-প্রভাবেই বাষ্প-নির্ম্মিত আলোকমণ্ডলের আলোক কঠিন-পদার্থ-নির্গত আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই, সূর্য্যে অনবরত যেরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব চলিতেছে, তাহাতে বাষ্পময় হইলে আলোকমণ্ডলের কায়া কখনো সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে ইহার প্রান্ত দেশ এই উৎপাতে প্রায় সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত আকার ধারণ করিত। পরে দেখা যাইবে আলোকমণ্ডলের উপরিস্থ সূর্য্যের বাষ্পাবরণ-প্রান্ত এইরূপ কারণে সর্ব্বত্র সমান নহে।

আলোকমণ্ডল কঠিন কিম্বা বাষ্পময় হইলে ইহার দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না দেখিয়া কেহ কেহ বলেন ইহা কঠিন ও বাষ্পের মধ্যবর্ত্তী; ইহা অনেকটা মেঘের ন্যায়। মেঘে যেমন জল-কণা ভাসমান, আলোকমণ্ডলের বাষ্পে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ-কণা সকল ভাসমান। সম্পূর্ণ কঠিন-পদার্থ-নির্গত ও এইরূপ বাষ্পোপরি ভাসমান-কঠিন-কণা-সঙ্কুল-বস্তু-বিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি একই রূপ, সুতরাং এই মতটিই বৈজ্ঞানিক জগতে অধিকতর গ্রাহ্য।

স্বাভাবিক চক্ষুতে দেখিলে আলোকমণ্ডল সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল একটি গোলক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দূরবীন যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, এই আলোকমণ্ডলটি একরূপ ভাসমান ধান্যাকৃতি বিন্দুরাশিতে বিচিত্রিত, এবং এই বিচিত্রিত মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে দু-একটি দলবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক বর্ত্তমান।

আলোকমণ্ডলের বিন্দুরাশি।

আলোকমণ্ডলে ভাসমান উপরোক্ত বিন্দুরাশি লইয়া বিজ্ঞান-জগতে নানা তর্ক বিতর্কের পর, অধ্যাপক ল্যাংলির পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রকৃতি একরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ল্যাংলি বলেন সূর্য্যাভ্যন্তরের পাংশুবর্ণ কায়ার উপরে এক প্রকার অতি লঘু ধাতব মেঘ ভাসিতে থাকে। দূরদর্শী দূরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘরাশি আমাদের নিকট এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বলকায় ধান্যাকৃতি বিন্দুরূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকল এক একটি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ ধারণ করে। এই দুই বর্ণের বিন্দুতে মিশিয়া আলোকমণ্ডলের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য ধাতব-মেঘ-ময় উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকলের নিম্নস্থিত কৃষ্ণবর্ণ কায়ার দৃশ্যমান অংশই কৃষ্ণ বিন্দুরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই কৃষ্ণ বিন্দু গুলি প্রকৃত পক্ষে উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি বিন্দুর মধ্যস্থিত ছিদ্র, সেই জন্য ইহা ছিদ্র (Pore) নামে অভিহিত।

দূরবীন যন্ত্রের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে আলোকমণ্ডলের কলঙ্কহীন উজ্জ্বল অংশ আমাদের নিকট তিন প্রকার আকার ধারণ করে। অতি সামান্য দূরবীন দিয়া প্রথমে আমরা আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশে লঘু-শ্বেত মেঘ ভাসমান দেখিতে পাই, তদপেক্ষা দূরদর্শী দূরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘই এক একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল

ধান্যাকৃতি বিন্দুতে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ-ছিদ্র মধ্য হইতে নিম্নের কৃষ্ণবর্ণ অংশ এক একটি কৃষ্ণবিন্দুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর দূরবীনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করিলে সেই ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল মেঘ-বিন্দুমধ্যস্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উজ্জ্বল বিন্দুকণাও দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরোক্ত বিন্দুরাশি-বিচিত্রিত আলোক-মণ্ডলের স্থানে স্থানে এক একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সৌর কলঙ্ক বলে। বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত শৈশব কালে, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফেব্রিসস্ প্রথমে সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় সৌর কলঙ্ক দেখিবার জন্য অতি অল্পই পরিশ্রম কিম্বা নিপুণতার আবশ্যক। একটি সামান্য দূরবীনের সাহায্যেই আমরা এই কলঙ্ক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কলঙ্কের তথ্যানুসন্ধানকারী জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন কলঙ্কগুলির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটি নিয়মিত গতি আছে। সচরাচর একটি কলঙ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উদয় হইয়া ক্রমে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ১২।১৩ দিনে সূর্য্যের পশ্চিমপ্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে যদি ইহা একেবারে সূর্য্যে না মিশাইয়া যায় তবে আবার বার তের দিনে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হয়।

সূর্য্য নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কময় থাকে না। সূর্য্য কখনো কয়েক মাস, কখনো কয়েক বৎসর, কখনো বা কয়েক দিন মাত্র নিয়মিত রূপে কলঙ্কযুক্ত থাকিয়া আবার কিছুকালের জন্য একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া পড়ে। তবে যতদিন সূর্য্যে কলঙ্ক থাকে ততদিন পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের গতি হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে, সূর্য্যের নিজ-মেরুদণ্ড-আবর্ত্তন তেমনি ২৫ দিনে সম্পন্ন হয়। সূর্য্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া যখন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে তখন আমাদের নিকট কলঙ্কগুলির দৃশ্যতঃ একটি বিপরীত গতি অনুভূত হয়।

সৌর কলঙ্ক।

ক্ষুদ্র দূরবীন দিয়া দেখিলে সৌর কলঙ্ককে যেমন এক একটি সমান কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপন মনে হয়, দূরদর্শী দূরবীন দ্বারা সেরূপ মনে হয় না। তখন এক একটি কলঙ্কের আবার দুইটি ভিন্ন অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কলঙ্কের মধ্যভাগ যেরূপ ঘনকৃষ্ণ, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অংশ তদপেক্ষা লঘু। কলঙ্কের এই ঘনকৃষ্ণবর্ণ মধ্যভাগকে ছায়া (Umbra) ও চতুষ্পার্শ্বস্থ লঘুকৃষ্ণ অংশকে উপছায়া (Penumbra) কহে। কলঙ্করাশির আকার ও গঠন-বিন্যাস সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। ইহারা প্রায়ই দুইটি, কখনো বা দুইটির অধিক একত্রে দলবদ্ধ থাকে, আবার কখনো একটি কলঙ্ক ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটিতে পরিণত হয়।

সৌর কলঙ্কের যুগান্তর কাল।

সৌর কলঙ্কের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না। ব্যাপক কালের অনুসন্ধান দ্বারা সূর্য্যকে কখনো অতি-কলঙ্ক কখনো অল্প-কলঙ্ক-ময় থাকিতে দেখা গিয়াছে। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্ক সংখ্যায় ও আয়তনে যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া ক্রমে আবার কমিতে আরম্ভ করে, কমিতে আরম্ভ করিবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে যতদূর কমিবার কমিয়া যায়, আবার ইহার তিন চারি বৎসর পরে অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসে। এখনো এই হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হয় নাই, তবে এক-

বার অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আবার অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসিতে প্রায় ১১ বৎসর লাগে। এই ১১ বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সূর্য্য একেবারেই নিষ্কলঙ্ক থাকে।

গত শতাব্দীর পরীক্ষা দ্বারা কলঙ্কের যুগ একরূপ নির্ণীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ যুগ-পরিবর্ত্তনের কারণ এখনো নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বৃহস্পতি ১১ বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, কলঙ্কেরও ১১ বৎসরে যুগান্তর হয় দেখিয়া প্রথমে অনুমিত হইয়াছিল যে সৌর জগতের এই বৃহত্তম গ্রহের গতিবিধির সহিত সৌর কলঙ্ক, উৎপত্তির কোন অজ্ঞাত সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে বাস্তবিক পক্ষে সৌর কলঙ্কের যুগ ঠিক ১১ বৎসরে সম্পন্ন হয় না, কখনো ১০ কখনো সাড়ে ১০ বৎসরেই কলঙ্কের এক একটি যুগ পূর্ণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-সময় ঠিক ১১ বৎসর, সুতরাং বৃহস্পতির গতিবিধির সহিত সৌর কলঙ্কের সম্বন্ধ আছে, এরূপ আর কেহ অনুমান করেন না। সম্ভবতঃ সূর্য্য-মধ্যস্থ কোন অজ্ঞাত শক্তি চালনা দ্বারাই সৌর কলঙ্কের যুগ উৎপন্ন হয়।

ক্রমশঃ

অশোকচরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অশোকের দেবী নামে আর এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহেন্দ্র নামা এক তনয় এবং সঙ্ঘমিত্রী নাম্নী এক তনয়ার জন্ম হয়। ইহাঁরা উভয়ে তরুণ বয়সে সিংহলদ্বীপে যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক তত্রত্য ভূপতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

রাজা অশোক দক্ষিণাপথবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন। প্রচারকেরা উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের সহিত দক্ষিণাপথ-প্রদেশে আধিপত্যবিস্তারও অশোকের অভীপ্সিত ছিল। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের এই একটী মহোপকার। অশোকনৃপতির এই চেষ্টাদর্শনে ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রচারে যত্নশীল হইয়া মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অশোক নরপতি ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য-বিস্তার হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মাশোক এবং প্রিয়দর্শী নামে কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদাত্মজগণ তদীয় সুবিশাল রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্চনদপ্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। ইনি ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রথিত হন। জলোক নামা আর এক পুত্র কাশ্মীররাজ্য গ্রহণ করিলেন। পাটলীপুত্র তাঁহার তৃতীয় পুত্রের শাসনাধীনে রহিল। সংবৎপ্রারম্ভের ২০৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ এবং শাক্যসিংহের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৪৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহার পিতা বিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-পুরাণমতে অশোকপুত্র সুসপ্ত মগধের রাজা হন।

কাথিবার প্রদেশে গির্ণার পর্ব্বতে, পেশোরসন্নিহিত কপার্দিগিরিতে, উড়িয্যান্তর্গত ধাউলীতে এবং দিল্লী ও প্রয়াগনগরের লাট অর্থাৎ স্তম্ভসমূহে অশোকবর্দ্ধনের বিস্তর অনুশাসনলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপিতে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত এবং তাঁহার রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী-সম্পর্কীয় নানা বিষয় উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মানুশাসনের জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত, নৃশংস, এবং অনুদার ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ হইবার পর তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নবীভাব ধারণ করিল। তিনি সুবৃত্ত, সদাত্মা, এবং উন্নতাশয় হইয়া উঠেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নামে প্রিয়দর্শী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কে তুল্যভাবে দর্শন করিতেন। মনুষ্য এবং পশুজাতির উপকারার্থে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও উদ্যান স্থাপিত হয়। তিনি স্বীয় অনুশাসন-পত্র দ্বারা প্রজাদিগকে নীতিমান্ ও ন্যায়বান্ হইতে আদেশ করেন। এই সকল অনুশাসন-পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয় যে, অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশুদ্ধ এবং দোষলেশশূন্য ছিল। অনুশাসনগুলি সাম্য এবং ন্যায়পরতার উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি রাজ্যশাসন-প্রণালী-বিষয়ক এবং কতকগুলি নিজচরিত্র-সংক্রান্ত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলির মতে মানবজাতির এক সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম হওয়া উচিত। ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভোগই ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার। জনকজননীর প্রতি ভক্তি, আত্মীয় প্রতিবাসী ও বন্ধুজনের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি, পশুজাতির প্রতি দয়া, ভৃত্যাদি নিকৃষ্ট জনের প্রতি সদাচরণ, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি সম্মান, নিন্দাবাদ ও কুৎসাপরিহার, ক্রোধ লোভ নিষ্করুণতা অমিতব্যয়িতা প্রভৃতির দমন, সদাশয়তা সমদর্শিতা ভূতানুকম্পা প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রবৃত্তিবিধায়ক ভূরি ভূরি উন্নত উপদেশ ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুশাসনাবলীতে প্রাপ্ত প্রওয়া যায়। অশোক প্রচারকদিগকে সর্ব্বত্র এই সমস্ত উপদেশ প্রচার করিতে বলিতেন। এই সকল উপদেশ পালন দ্বারা স্বর্গসুখলাভ হয়, এবংবিধ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত।

রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় অনুশাসনগুলির তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, আহার বা যজ্ঞের নিমিত্ত জীবহত্যানিষেধ; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় রাষ্ট্র মধ্যে ঔষধশালা ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন; এবং তৃতীয়তঃ, নীতিশিক্ষার প্রবর্ত্তন। অহিংসা ও প্রাণিবর্গের প্রতি কারুণ্য অশোকের অনুশাসন-পত্র নিবহের মূল বিষয়। অশোক প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়কন্দর জন্তুগণের প্রতি দয়ারসে অভিষিক্ত ছিল। পূর্ব্বে তিনি মাংস আহার এবং যাগার্থে পশুবধ করিতেন। তৎকালে তিনি প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার মানসিক গতি ও ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্য এবং পশুদিগের ব্যাধিপ্রতীকারের জন্য যেমন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজপথে মধ্যে মধ্যে কূপখনন এবং ছায়া-তরু রোপণ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। নীতিশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এবং দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশে কতক-গুলি পুরুষ নিযুক্ত হয়। ইহাদিগের হস্তে অনুসন্ধান এবং শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট অনুশাসন দ্বারা অশোক প্রজাদিগকে ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিতে অধিকতর সফল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন গুলিতে প্রজাদিগের চিত্ত আশানুরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। শেষ অনুশাসন গুলি স্বচরিত্র সম্বন্ধীয়। এই সকল হইতে জানা যায় যে, অশোক মৃগয়া, বৃথাটা্যা, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভিক্ষাপ্রদান এবং সন্দর্শন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি আগমবৃদ্ধ, শীলবৃদ্ধ, এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিতেন। তিনি দেশ ও প্রজাগণের অবস্থা পরিদর্শন, নৈতিক নিয়ম প্রচার এবং নৈতিক ব্যবহার প্রচলন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি অন্য ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতেন না। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই তাঁহার সমীপে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। সর্ব্বত্রই হিতকর এবং ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য সকল তাঁহার দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত হইত। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাশ্রয়ীরাই তাঁহার দানে অধিকৃত ছিল। তিনি বলিতেন ধর্ম্মকার্য্যে দানই প্রকৃত দান এবং ইহা হইতেই প্রকৃত সুখের উদয় হয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বসময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে সে উন্নতির গতিরোধ নাই, বরং পরিসর-বৃদ্ধি হয়। গুর্জ্জর, কাশ্মীর, প্রয়াগ, দিল্লী, কটক, প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার শাসনবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব, সুখ, ও শান্তি বিরাজিত। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরল প্রভৃতি (৪) জনপদেও তাঁহার শাসন প্রসারিত হয়। ধর্ম্মের যথেষ্ট অনুশীলন হইত বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত ইঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরস্কারের আশায় লোকে ধর্ম্মের অনুসরণ এবং শাস্তির আশঙ্কায় পাপের পরিবর্জ্জন করিত।

অশোকের রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। ইহাতে একসহস্র যতি উপস্থিত ছিলেন। বিনয় ও অভিধর্ম্মনামক গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ হইত, এবং নয় মাস ইহা চলিয়াছিল। ইহাতে যে যতি সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় নিরসনের উপায় সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করেন। এই সমিতির পরেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চতুর্দিকে প্রচারক সকল প্রেষিত হন। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে এবং মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। কাশ্মীর এবং গান্ধার দেশে মধ্যান্তিক নামা জনৈক প্রচারক গমন করেন। মহীশ প্রদেশে মহাদেব, বনবাসি দেশে রক্ষিত, অপরান্তক জনপদে ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, হিমবদঞ্চলে মধ্যিম, যোনলোকে মহারক্ষিত, সুবর্ণভূমিতে সেন ও উত্তর (৫), এবং লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা প্রে-

৪ চোল আধুনিক তাঞ্জোর (Tanjore)। পাণ্ড্য মাডুরা (Madura) এবং টিনেবেলী (Tinnevelly)। সত্যপুত্র নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থিত সাতপুরা শৈলশ্রেণী অর্থাৎ মহারাজ হোলকারের রাজ্য। কেরল মালাবার উপকূল প্রদেশ।

৫ মহীশ দেশ গোদাবরীনদীর দক্ষিণে স্থিত নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। বনবাসি জনপদ সম্ভবতঃ রাজপুতানার প্রকাণ্ড মরুভূমির প্রান্তদেশ। অপরান্তক পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমাংশ। যোনলোক বর্ত্তমান ব্যাকট্রিয়া (Bactria)। সুবর্ণভূমি মালেয়া উপদ্বীপ (Malay), অথবা রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূল প্রদেশ।

কাথিবার প্রদেশে গির্ণার পর্ব্বতে, পেশৌরসন্নিহিত কপার্দ্দিগিরিতে, উড়িষ্যান্তর্গত ধাউলীতে এবং দিল্লী ও প্রয়াগনগরের লাট অর্থাৎ স্তম্ভসমূহে অশোকবর্দ্ধনের বিস্তর অনুশাসনলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপিতে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত এবং তাঁহার রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী-সম্পর্কীয় নানা বিষয় উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মানুশাসনের জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে দুর্বৃত্ত, নৃশংস, এবং অনুদার ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ হইবার পর তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নবীভাব ধারণ করিল। তিনি সুবৃত্ত, সদাত্মা, এবং উন্নতাশয় হইয়া উঠেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নামে প্রিয়দর্শী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কে তুল্যভাবে দর্শন করিতেন। মনুষ্য এবং পশুজাতির উপকারার্থে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও উদ্যান স্থাপিত হয়। তিনি স্বীয় অনুশাসনপত্র দ্বারা প্রজাদিগকে নীতিমান্ ও ন্যায়বান্ হইতে আদেশ করেন। এই সকল অনুশাসন-পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয় যে, অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশুদ্ধ এবং দোষলেশশূন্য ছিল। অনুশাসনগুলি সাম্য এবং ন্যায়পরতার উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি রাজ্যশাসন-প্রণালী-বিষয়ক এবং কতকগুলি নিজচরিত্র-সংক্রান্ত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলির মতে মানবজাতির এক সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম হওয়া উচিত। ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভোগই ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার। জনকজননীর প্রতি ভক্তি, আত্মীয় প্রতিবাসী ও বন্ধুজনের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি, পশুজাতির প্রতি দয়া, ভৃত্যাদি নিকৃষ্ট জনের প্রতি সদাচরণ, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি সম্মান, নিন্দাবাদ ও কুৎসাপরিহার, ক্রোধ লোভ নিষ্করুণতা অমিতব্যয়িতা প্রভৃতির দমন, সদাশয়তা সমদর্শিতা ভূতানুকম্পা প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রবৃত্তিবিধায়ক ভূরি ভূরি উন্নত উপদেশ ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুশাসনাবলীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোক প্রচারকদিগকে সর্ব্বত্র এই সমস্ত উপদেশ প্রচার করিতে বলিতেন। এই সকল উপদেশ পালন দ্বারা স্বর্গসুখলাভ হয়, এবংবিধ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত।

রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় অনুশাসনগুলির তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, আহার বা যজ্ঞের নিমিত্ত জীবহত্যানিষেধ; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় রাষ্ট্র মধ্যে ঔষধশালা ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন; এবং তৃতীয়তঃ, নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন। অহিংসা ও প্রাণিবর্গের প্রতি কারুণ্য অশোকের অনুশাসন-পত্র নিবহের মূল বিষয়। অশোক প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়কন্দর জন্তুগণের প্রতি দয়ারসে অভিষিক্ত ছিল। পূর্ব্বে তিনি মাংস আহার এবং যাগার্থে পশুবধ করিতেন। তৎকালে তিনি প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার মানসিক গতি ও ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্য এবং পশুদিগের ব্যাধিপ্রতীকারের জন্য যেমন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজপথে মধ্যে মধ্যে কূপখনন এবং ছায়া-তরু রোপণ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। নীতিশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এবং দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশে কতক-গুলি পুরুষ নিযুক্ত হয়। ইহাদিগের হস্তে অনুসন্ধান এবং শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট অনুশাসন দ্বারা অশোক প্রজাদিগকে ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিতে অধিকতর সফল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনগুলিতে প্রজাদিগের চিত্ত আশানুরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। শেষ অনুশাসন গুলি স্বচরিত্র সম্বন্ধীয়। এই সকল হইতে জানা যায় যে, অশোক মৃগয়া, বৃথাট্যা, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভিক্ষাপ্রদান এবং সন্দর্শন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি আগমবৃদ্ধ, শীলবৃদ্ধ, এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিতেন। তিনি দেশ ও প্রজাগণের অবস্থা পরিদর্শন, নৈতিক নিয়ম প্রচার এবং নৈতিক ব্যবহার প্রচলন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি অন্য ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতেন না। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই তাঁহার সমীপে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। সর্ব্বত্রই হিতকর এবং ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য সকল তাঁহার দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত হইত। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাশ্রয়ীরাই তাঁহার দানে অধিকৃত ছিল। তিনি বলিতেন ধর্ম্মকার্য্যে দানই প্রকৃত দান এবং ইহা হইতেই প্রকৃত সুখের উদয় হয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বসময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে সে উন্নতির গতিরোধ হয় নাই, বরং পরিসর-বৃদ্ধি হয়। গুর্জ্জর, কাবুল, কাশ্মীর, প্রয়াগ, দিল্লী, কটক, প্রভৃতি স্থানে স্থানে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার শাসনবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব, সুখ, ও শান্তি বিরাজিত। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরল প্রভৃতি [৪] জনপদেও তাঁহার শাসন প্রসারিত হয়। ধর্ম্মের যথেষ্ট অনুশীলন হইত বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরস্কারের আশায় লোকে ধর্ম্মের অনুসরণ এবং শাস্তির আশঙ্কায় পাপের পরিবর্জ্জন করিত।

অশোকের রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। ইহাতে একসহস্র যতি উপস্থিত ছিলেন। বিনয় ও অভিধর্ম্মনামক গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ হইত, এবং নয় মাস ইহা চলিয়াছিল। ইহাতে যে যতি সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় নিরসনের উপায় সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করেন। এই সমিতির পরেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চতুর্দ্দিকে প্রচারক সকল প্রেষিত হন। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে এবং মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। কাশ্মীর এবং গান্ধার দেশে মধ্যান্তিক নামা জনৈক প্রচারক গমন করেন। মহীশ প্রদেশে মহাদেব, বনবাসি দেশে রক্ষিত, অপরান্তক জনপদে ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, হিমবদঞ্চলে মধ্যিম, যোনলোকে মহারক্ষিত, সুবর্ণভূমিতে সেন ও উত্তর [৫], এবং লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা প্রে-

৪ চোল আধুনিক তাঞ্জোর (Tanjore)। পাণ্ড্য মাদুরা (Madura) এবং টিনেবেলী (Tinnevelly)। সত্যপুত্র নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থিত সাতপুরা শৈলশ্রেণী অর্থাৎ মহারাজ হোলকারের রাজ্য। কেরল মালাবার উপকূল প্রদেশ।

৫ মহীশ দেশ গোদাবরীনদীর দক্ষিণে স্থিত নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। বনবাসি জনপদ সম্ভবতঃ রাজপুতানার প্রকাণ্ড মরুভূমির প্রান্তদেশ। অপরান্তক পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমাংশ। যোনলোক বর্ত্তমান ব্যাকট্রিয়া (Bactria)। সুবর্ণভূমি মালেয়া উপদ্বীপ (Malay), অথবা রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূল প্রদেশ।

রিত হয়। ইহাঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অশোক নৃপতির নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। ভারতের ইতিহাস হইতে তাঁহার নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। তিনি যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তিনি অমর হইয়া চিরদিন ইতিহাসের বরধ্বায় থাকিবেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

বিবাহ।

গত ১৫ শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থী কন্যার সহিত ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের শুভ পরিণয় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এবং কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাত্রীর বয়স সতর, পাত্রের বয়স আটাইস বৎসর। পাত্রীটি সুশিক্ষিতা ও সুশীলা। পাত্রটি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও সুধার্ম্মিক। এই বিবাহে কন্যার ইচ্ছাই বলবতী ছিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার সুপাত্র হওয়া প্রযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহে প্রথমাবধি সম্মত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার আদি সমাজ-অবলম্বিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন তখন তিনি বিবাহে অসম্মতি দেন। কিন্তু কন্যা বয়স্কা এবং তজ্জন্য ভাল-মন্দ-বিচারে সক্ষমা বিবেচনা করিয়া তিনি এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন। কন্যা এই বিবাহে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু নিজ কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক তাঁহার সুখসৌভাগ্যের অন্তরায়স্বরূপ হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া কন্যারই ইচ্ছানুসারে কার্য্য হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করেন। বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণ বাবু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্মই উহাতে যোগ দিতে সক্ষম হন নাই। এক্ষণে ঈশ্বর নবদম্পতীকে ধর্ম্মপথে রাখিয়া তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সাধন করুন।

এই বিবাহ প্রসঙ্গে কোন ব্রাহ্ম সুকবি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে;
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়,
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুঃখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিশায়ে তোমার পায়।

LETTER.

Camden House, Dulwich S. C.
March 15. 1881

My dear Friend,

I am commissioned by the Trustees of the Theistic Church to hand you the enclosed letter of Secretary and resolution relative to the generous promise of L 50 towards our Church made by the Adi Brahmo Samaj.

I hope you are well and also our venerable and kindfriend Rev Debendra Nath Tagore—

Ever mosttruely yours
Charles Voysey.

---

8 Adelptic Terrace. London.
March 9th, 1881

The Theistic church, London

Sir,

At a meeting of the Trustees of the Theistic Church, held on the 1st instant your kind letter to the Rev Charles Voysey announcing a contribution from the Adi Brahmo Samaj towards the building fund of the Theistic Church, was read and the enclosed resolution was proposed and carried unanimously.

I am instructed to forward to you a copy of the Resolution which I have much pleasure in doing.

I have the honor
to be Sir
yours faithfully
William Pain
Hon. Sec. The
Thiestic Church
Trust

The Rev Raj Narain Bose
The Theistic Church

At a meeting of the Trustees held in London on March 1st 1881, the following resolution was proposed by Mr Richard Fve, seconded by Dr Mathews and carried unanimously.

"That this meeting having read the letter of the Rev Raj Narain Bose to the Rev C. Voysey announcing a Subscription of L 50 from the Adi Brahmo Samaj towards the Theistic Church of England, desire to express their warmest thanks to the Adi Brahmo Samaj for their generous help and for this gratifying token of their heartfelt Sympathy with the Theistic Church in this country.

William Pain
Hon. Sec.
The Theistic Church,
London.

পুস্তকদ্বয়ের প্রাপ্তি স্বীকার।

"উদ্ভট চন্দ্রিকা"। "জ্ঞান তত্ত্বদর্শন"। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে উপরি উক্ত দুইখানি পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পুস্তক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন সঙ্কলিত মূল্য ১ এবং শেষোক্ত খানি সাঙ্কাডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় ঘটক প্রণীত, মূল্য ২ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক

হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

আগামী ৬ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার [illegible] ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৬ই ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকার ও অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীরসিকলাল দত্ত।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩১৬৬।/৫
পূর্ব্বকার স্থিত			৪২২৲
সমষ্টি	...	...	৩৫৮৮।/৫
ব্যয়	...	...	৯৫৭৸৵০
স্থিত	...	...	২৬৩০।৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৮৵৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়, ,, প্যারিমোহন রায়	১০
,, মণিলাল মল্লিক	৪
,, শ্রীনাথ মিত্র	৩
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
,, হরকুমার সরকার	২
,, কাশীনাথ দত্ত	২
,, কানাইলাল পাইন	২
,, ভূমেশচন্দ্র বসু	২
,, রাখালরাজ রায়	১
,, রসিকলাল রায় শুভ কর্ম্মের দান	১
	২৯
দানাধারে প্রাপ্ত	৩২।/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৬৸/৫
	৬৮৵৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৬৭ (১০
পুস্তকালয়	...	৪৬।/১৫
যন্ত্রালয়	...	৫৭১ (৫
গচ্ছিত	...	১১৩৸ ১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন		২০০০
সমষ্টি		৩১৬৬।/৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৫০৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..		...	২৩১।/৫
পুস্তকালয়	...	...	৭০। ১৫
যন্ত্রালয়	...	...	৩৩৩৷৵১৫
গচ্ছিত	...	...	৭১৷৵ ৫
সমষ্টি			৯৫৭৸৵০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪৫৮ সংখ্যা আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বায়ুর্বাব সংবর্গোযদাবা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্য্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদাচন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥ ১

'বায়ুঃ' বাহ্যোবায়ুঃ 'বাব' অবধারণার্থঃ 'সংবর্গঃ' সংবর্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাদ্বা সংবর্গঃ। 'যদা বৈ অগ্নিঃ' 'উদ্বায়তি' উদ্বাসনং প্রাপ্নোতীত্যুপশাম্যতি তদা অসাবগ্নিঃ 'বায়ুং এব অপি এতি' বায়ুঃ স্বাভাব্যমপি গচ্ছতি। তথা 'যদা সূর্য্যঃ অস্তং এতি' 'বায়ুং এব অপি এতি' 'যদা চন্দ্রঃ অস্তং এতি বায়ুং এব অপি এতি' ॥ ১

বায়ু সংবর্গ। যেহেতু যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। যখন সূর্য্য অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। ১

যদাপউচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সংবৃঙ্‌ক্তইত্যধিদৈবতং ॥ ২

'যদা আপঃ' 'উচ্ছুষ্যন্তি' উচ্ছোষমাপ্নুবন্তি তদা 'বায়ুং এব অপিযন্তি' 'বায়ুঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এব' এতান্ অগ্ন্যাদ্যান্ 'সর্ব্বান্' 'সংবৃঙ্‌ক্তে' বায়ুঃ সংবর্গগুণউপাস্য ইত্যর্থঃ। 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাসু সংবর্গদর্শনমুক্তং ॥ ২

যখন জল শুষ্ক হইয়া যায় তখন বায়ুতেই মিশিয়া যায়। বায়ুই এই সকলকে সম্বরণ করে। ইহা অধিদৈব। ২

অথাধ্যাত্মং প্রাণোবাব সংবর্গঃ সযদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণোহ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥ ৩

'অথ অধ্যাত্মং' আত্মনি সংবর্গদর্শনমিদমুচ্যতে। 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ 'বাব' 'সংবর্গঃ' 'সঃ' পুরুষঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'স্বপিতি' 'প্রাণং এব বাক্ অপি এতি' 'প্রাণং চক্ষুঃ' 'প্রাণং শ্রোত্রং' 'প্রাণং মনঃ' এতি 'প্রাণঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতান্ সর্ব্বান্' বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে ইতি' ॥ ৩

আর এই অধ্যাত্ম—প্রাণ সংবর্গ। মনুষ্য যখন নিদ্রা যায় প্রাণেতেই বাক্য অবস্থান করে। প্রাণেতে চক্ষু অবস্থান করে। যে হেতুক প্রাণই এই সকলকে সম্বরণ করিয়া রাখে। ৩

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪

'তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ' 'সংবর্গৌ' সংবর্জনগুণৌ 'বায়ুঃ এব দেবেষু' সংবর্গঃ 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ 'প্রাণেষু' বাগাদিষু ॥ ৪

সেই এই দুইটি সংবর্গ। বায়ু দেবতাদিগের মধ্যে সংবর্গ এবং প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে। ৪

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং

চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উহ ন দদতুঃ ॥ ৫

'অথ হ' 'শৌনকং চ' শুনকস্যাপত্যং 'কাপেয়ং' কপিগোত্রং 'অভিপ্রতারিণং চ' নামতঃ। কক্ষসেন-স্যাপত্যং 'কাক্ষ্যসেনিং' ভোজনাযোপবিষ্টৌ 'পরি-বিষ্যমানৌ' সূপকারৈঃ 'ব্রহ্মচারী' 'বিভিক্ষে' ভিক্ষিত-বান্ 'তস্মৈ উহ' ভিক্ষাং 'ন দদতুঃ' ন দত্তবন্তৌ ॥ ৫

একদা ভোজনোপবিষ্ট শৌনক ও অভিপ্র-তারী কাক্ষসেনির নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চাহিয়া-ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দেন নাই। ৫

সহোবাচ মহাত্মনশ্চতুরোদেবএকঃ কঃ সজগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভি-পশ্যন্তি মর্ত্ত্যাঅভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬

'সঃ হ উবাচ' ব্রহ্মচারী 'মহাত্মনঃ চতুরঃ' ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনং 'দেবঃ একঃ' অগ্ন্যাদীন্ বায়ুর্বাগাদীন্ প্রাণঃ। 'কঃ সঃ' প্রজাপতিঃ 'জগার' গ্রসিতবান্ ভুব-নস্য 'গোপাঃ' গোপয়িতা রক্ষিতা। 'তং' প্রজাপতিং হে 'কাপেয়' 'ন অভিপশ্যন্তি' ন জানন্তি 'মর্ত্ত্যাঃ' হে 'অভি-প্রতারিন্ বহুধা বসন্তং' ন জানন্তি মর্ত্ত্যাঃ। 'যস্মৈ বৈ এতৎ' অহন্যহনি 'অন্নং' অদনায়াহ্রিযতে সংস্ক্রিয়তে 'তস্মৈ' প্রজাপতয়ে 'এতৎ ন দত্তং ইতি' ॥

সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন হে কাপেয়, হে অভি-প্রতারিন্, চারি মহান্ দেবতাদিগকে যে এক দেবতা গ্রাস করিয়াছিলেন, যিনি ভুবনের পালক এবং যিনি বহু প্রকার হয়ে বাস করেন, তাঁহাকে মর্ত্ত্যেরা জানে না। যাহার জন্য এই অন্ন তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল না। ৬

তদুহ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায় আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোহনসূরির্মহান্তমস্য মহি-মানমাহুরনদ্যমানো যদনন্নমত্তীতি বৈ বযং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥৭

'তৎ উহ' ব্রহ্মচারিণোবচনং 'শৌনকঃ কাপেযঃ' 'প্রতিমন্বানঃ' মনসালোচয়ন্ ব্রহ্মচারিণং 'প্রত্যেয়ায়' আজগাম। গত্বাহহহ যং ত্বমবোচোনপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা ইতি তং বযং পশ্যামঃ কথং 'আত্মা' 'দেবানাং' অগ্নি-বাগাদীনাং 'জনিতা' 'প্রজানাং' স্থাবর জঙ্গমাদীনাং 'হিরণ্যদংষ্ট্রঃ' অমৃতদংষ্ট্রোহভগ্নদংষ্ট্রেতি যাবৎ। 'বভসঃ' শীলঃ 'অনসূরিঃ' সূরির্মেধাবী ন সূরিব সূরিস্তৎ প্রতি-ভক্ষণষেধেহনসূরিঃ সূরিবেত্যর্থঃ 'মহান্তং' অতিপ্রমাণং 'অস্য' অপ্রমেযস্য প্রজাপতেঃ 'মহিমানং' বিভূতিং 'আহু' ব্রহ্মবিদঃ যস্মাৎ স্বযমন্যৈঃ 'অনদ্যমানঃ' অভ-ক্ষ্যমানঃ 'যৎ অন্নং' অগ্নিবাগাদিদেবতারূপং 'অত্তি' ভক্ষয়তি 'বৈ' 'বযং' হে 'ব্রহ্মচারিন্' 'আ' 'ইদং' এবং যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম 'উপাস্মহে'। 'দত্ত অস্মৈ ভিক্ষাং ইতি' অবোচৎ ভৃত্যান্ ॥ ৭

ব্রহ্মচারীর এই বাক্যে শৌনক কাপেয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন, আত্মা দেবতাদিগের এবং প্রজাদিগের জনিতা। তিনি হিরণ্যদংষ্ট্র, ভক্ষণশীল মেধাবী—তাঁহার মহৎ মহিমাকে ব্রহ্ম-বিদেরা বলেন। যিনি অন্যের দ্বারা ভক্ষিত না হইয়া, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জল রূপ এবং প্রাণ, মন চক্ষু, শ্রোত্র রূপ অন্নকে ভক্ষণ করেন হে ব্রহ্ম-চারি, আমরা সেই ব্রহ্মকেই উপাসনা করি। পরে তাঁহারা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে আদেশ করি-লেন। ৭

তস্মাউহ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে প-ঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশকৃতং সৈষাবিরাডন্নাদীতযেদং সর্ব্বংদৃষ্টং সর্ব্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮

'তস্মৈ উহ দদুঃ' ভিক্ষাং 'তে বৈ এতে' যে গ্রস্য-ন্তেহগ্ন্যাদয়োযশ্চ তেষাং গ্রসিতা বায়ুঃ পঞ্চান্যে বাগা-দিভ্যঃ তথাহন্যে তেভ্যঃ পঞ্চাধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ প্রাণশ্চ তে সর্ব্বে 'পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে' 'দশ' ভবন্তি সঙ্খ্যয়া দশ 'সন্তঃ' 'তৎ' 'কৃতং' ভবতি তে চতুরঙ্ক একায়ঃ। এবং চত্বারস্ত্র্যঙ্কায় এবং ত্রয়োহপরে দ্ব্যঙ্কায়ঃ এবং দ্বাবন্যাবেকাঙ্কায়ঃ এবমেকেহন্য ইতি। এবং দশ সন্তস্তৎ কৃতং ভবতি 'তস্মাৎ' যত এবং 'সর্ব্বাসু' দিক্ষু দশসু অপি অগ্ন্যাদ্যা বাগাদ্যাশ্চ 'দশকৃতং' দশসংখ্যা সামান্যাৎ 'অন্নং এব'। দশাক্ষরা বিরাড্বিরাডন্নমিতি হি শ্রুতিঃ। 'সা এষা' 'বিরাড' দশসঙ্খ্যা সত্যন্নঞ্চা-গ্রাদিনী চ কৃতত্বেন। কৃতে হি দশ সঙ্খ্যাস্তভূতা-হতোহন্নং 'অন্নাদী' অন্নাদিনী চ সা। 'তয়া' অন্নান্না-দিন্যা 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ দশদিক্সংস্থং 'দৃষ্টং' কৃত-সঙ্খ্যাভূতয়োপলব্ধং। 'সর্ব্বং ইদং' জগৎ 'অস্য' এবং

বিদঃ 'দৃষ্টং ভবতি' 'অন্নাদঃ ভবতি' 'যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ' ॥ ৮

তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। সেই বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জল এই পাঁচে আর প্রাণ, বাক্য, চক্ষু শ্রোত্র মন এই পাঁচে যে দশ হয় তাহাই কৃত। সেই হেতু দশ দিক সকলেতে যে অন্ন তাহা দশকৃত। সেই এই বিরাড্ অন্নবতী। তাহার দ্বারা এই সক-লই দৃষ্ট। যিনি এই প্রকার জানেন, তাঁহার দ্বারা এই সকলই দৃষ্ট হয় এবং তিনি অন্নবান্ হন। ৮

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

নবম সাম্বৎসরিক উৎসব।

৬ই ভাদ্র ১৮০৩ শক।

আজ এই ব্রাহ্মসমাজ পরম পিতা পরম দয়ালু পরমেশ্বরের প্রসাদে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া দশম বৎসরে পদা-র্পণ করিল। আমরা তদুপলক্ষে সেই প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের ধন জীবন্ত জাগ্রত দেবতার উপাসনার নিমিত্ত এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা সমুৎসুক চিত্তে ব্যাকুল ভাবে সংবৎসর কাল যে দিনের অপেক্ষা করিতেছিলাম পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় আজি সেই শুভ দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আমাদের আনন্দের ও সৌভাগ্যের সীমা নাই, আজ আমরা মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেই আ-নন্দময়ের আনন্দে হৃদয়-কন্দর পরিপূর্ণ করিব, তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি প্র-দান করিয়া হৃদয়ের পাপ তাপ দূর করিব। আজ সেই পূর্ণানন্দের আবির্ভাবে সকল পদার্থই যেন আনন্দময় বোধ হইতেছে; এই উদ্যানস্থ পুষ্পরাজী প্রস্ফুটিত হইয়া যেন তাঁহারই সৌন্দর্য্য ও তাঁহারই সৌরভ বিস্তার করিতেছে; এই প্রাভাতিক সুগন্ধি মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যেন তাঁহা-রই সত্তা প্রকাশ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ দিব্যালোকে পুলকিত হইয়া সেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গান করিতেছে; আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ তরুলতা সকল বর্ষাকালীন বারিধারায় ধৌত ও পবিত্র হইয়া যেন সেই অন্তরতম বিশ্বস্রষ্টার উপাসনার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা কি সজীব কি নির্জীব যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, তাহাই যেন তাঁহার সত্তা ও তাঁহার মঙ্গলময় ভাব ব্যক্ত করি-তেছে।

আজ তাঁহার সত্তায় এই সমাজ-মন্দির পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগের হৃদয়ে কতই উৎসাহ প্রেরণ করিতেছেন এবং মাতার ন্যায় আমাদি-গের প্রতি স্নেহ করিয়া কত শত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত আ-মাদিগের চির সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আমরা অতি হীন হইয়াও যে সেই অতি উচ্চতম সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি; সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য্য করা আমাদের সর্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। অতএব ভ্রাতৃ-গণ! কুটিল ভাব মলিন কামনা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাকে পবিত্র কর, পবিত্র আত্মাই তাঁহার প্রিয় নিকেতন। স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিবেকবিহীন হিতাহিত-বোধশূন্য পশুর ন্যায় বিপথগামী হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মে আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মে অনুরাগী হওয়া আমা-দিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা কি সাংসারিক কি বৈষয়িক যে কার্য্যে যখন লিপ্ত থাকি না কেন, সকল সময়েই দিগ্দ-র্শনের শলাকার ন্যায় যেন আমাদের সেই লক্ষ্য স্থির থাকে। কোন প্রকার প্রলোভনে পতিত ও মোহের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া যেন সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।'

ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সুহৃদ্, ধর্ম্মই আত্মার উন্নতিসাধনের নিদান এবং ধর্ম্মই আত্মার স্বাধীন ভাবের মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের বিধাতা। যদি আমরা আত্মপ্রসাদলাভের জন্য অভিলাষী হই, তবে তাহা একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মই এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশের এক মাত্র বল। এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি যে এত দুর্বল হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কতপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিতেছে, অরাতির পদতলে দলিত হইতেছে, জীবন থাকিতেও মৃতপ্রায় হইয়া যে অপ্রতিবিধেয় দুরবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ও বিপক্ষগণের মর্ম্মভেদী দুর্ব্বচন সহ্য করিয়া যে দুর্ব্বিষহ হৃদয়-বেদনা হৃদয়ে বিলীন করিতেছে, তাহা কেবল একমাত্র সত্য ধর্ম্মের বন্ধন নাই বলিয়াই ঘটিতেছে। এই সকল দুরবস্থা দেখিয়াই পরম দয়ালু পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত সময়েই এই সত্য সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ না করিলে আমাদের দুরবস্থার আর পরিসীমা থাকিত না। আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইব। অতএব কোন ক্রমেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বপ্রযত্নে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করণানন্তর জীবনের সার্থকতা সাধন করা বিধেয়। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা এদেশের যে কত উপকার সংসাধিত হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ যতদূর বিকীর্ণ হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত ভ্রম, প্রমাদ কুসংস্কার ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রগাঢ় তমোরাশি বিদূরিত হইবে। তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই এই সত্য ধর্ম্মের মহিমা অবগত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া দেশের হিতসাধন-ব্রতে ব্রতী হইবে, কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ-পাপ-প্রবাহের গতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। দেশাচারের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব-পথ অবলম্বন করিবে।

আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগ্রহে সেই সর্ব্বান্তর্যামী পূর্ণস্বরূপের পূর্ণভাব, মঙ্গলময় ভাব ও অমৃতময় ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদিগের কি সৌভাগ্য আজ সেই পরম কারুণিক পরম পিতা এই ব্রহ্ম-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে বিমল আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছেন এবং তাঁহার মঙ্গলময় ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা আজ এই উৎসবে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারই প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া পিপাসিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মে অবহেলা করিলে কি আমরা এই বিমল সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম? অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সুখের নিদান।

আমরা যে পরমপবিত্র নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে, কিন্তু সেই পরম কারুণিক দেবাদিদেব, মানবগণের নিমিত্ত পরলোকে যে পবিত্র অবিনশ্বর সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন সেই সুখসম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠান সকল যথানিয়মে সম্পাদন করিতে হইবে, আমাদিগের উৎসাহ ও অনুরাগ যেন সাময়িক না হয়, তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সতত ব্রতী থাকিতে হইবে। সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ ও পশুবৎ স্বেচ্ছাচারী হইয়া দয়া ধর্ম্ম চারিত্র্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পারত্রিক সুখ-সম্ভোগের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা বিবেকশালী জীবের কর্ত্তব্য নহে। আমরা যে সত্য সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানই সেই দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার একমাত্র উপায়। যেন কেহই ধর্ম্মে তাচ্ছীল্য করিয়া পারলৌকিক সুখ ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয়। হৃদয় পবিত্র রাখিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমরা মোহবশতঃ যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ সহকারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সেই সকল পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিতে হইবে। অনুতাপে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব মনে করিয়া পাপস্পর্শে যেন উদাসীন না থাকি। পাপকে বিষধর সর্প অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর মনে করিয়া তাহার ত্রিসীমাতেও না যাই। ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যেন কোন কার্য্যে লিপ্ত না হই, তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান দেখি তাহা হইলেই আমাদিগের পক্ষে সেই অনুপম চির সুখ-সম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। হে ভ্রাতৃগণ, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের উচ্চতম অধিকার আর কি আছে। আমরা যেমন এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি তেমনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ এই ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও এই ধর্ম্মের শাসনে থাকিয়া যেন এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন যাপন করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমরা তোমারই পূজা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আজ আমরা ব্যাকুল চিত্তে তোমারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তোমার সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া এই দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি মূর্খ কি বিদ্বান্, কি ধনী কি নির্ধন, কি ভদ্র কি ইতর সকলেরই আত্ম-নিহিত এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজকে অঙ্কুরিত কর, যেন অচিরকাল মধ্যে তাহা হইতে অমৃতময়, আনন্দময় ও মঙ্গলময় ফল উৎপন্ন হয়। এই জনপদবাসী লোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে মোহান্ধকার, বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও কুসংস্কার সকল দূর কর এবং এই সত্য-ধর্ম্ম-পালনে তাঁহাদিগের হৃদয়কে সমুৎসুক করিয়া তোমার অপার মহিমা প্রচার কর।

হা নাথ! হা দীনবন্ধু! আর কত দিন এই হতভাগ্য ভারতভূমি অজ্ঞানান্ধকূপে পতিত থাকিবে, আর কত দিন ইহা পাপ তাপে ও যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইবে, আর কত দিন এই ভারতভূমির মুখ মলিন হইয়া থাকিবে। আর কেন বিস্তর হইয়াছে; পাপের একশেষ হইয়াছে, পরিতাপেরও একশেষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচার কর; হিতাহিত-জ্ঞানহীন ভারতবাসীদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে সত্যধর্ম্মের মূল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাপ তাপ ও যন্ত্রণানল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অপার করুণার উদাহরণ প্রদর্শন কর। ইহাই আমাদিগের অভিলাষ এবং ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের

সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন! আজ আমাদের অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরম দয়াময় জগৎপিতার অক্ষম পাপী সন্তান; আমাদের অন্য সহায় নাই, সম্পত্তি নাই এবং অন্য কোন বলও নাই, তিনিই আমাদিগের একমাত্র সহায়, তিনিই আমাদিগের একমাত্র বল এবং তিনিই আমাদিগের সর্ব্বস্ব। আমরা চির-পিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহারই নামামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া তাঁহারই চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আইস, আমরা ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে সেই পরম কারুণিক পরম পিতার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সূর্য্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি।

সৌরকলঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা এইবার দেখা যাউক।

ইহা আলোকমণ্ডলের উপর ভাসমান কৃষ্ণবর্ণ ঘনপদার্থ কি না এই লইয়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিসম্বাদ চলিয়াছিল। স্কচ সৌরবৈজ্ঞানিক উইলসন প্রথমে দেখেন সৌর কলঙ্ক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ গহ্বরের ন্যায়; এবং তিনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন এই কৃষ্ণবর্ণ অংশ আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশ হইতে নীচু।

সৌর কলঙ্ক এক একটি গহ্বর মনে করিয়া উইলসন সূর্য্যসম্বন্ধে একটি বিখ্যাত মতের প্রবর্ত্তনা করেন, হার্ষেল সেই মতটিকে বিধিমতে সাজাইয়া প্রাণদান দেন। হারষেলের সেই মতে সূর্য্যাভ্যন্তর দুই স্তর-মেঘ-বেষ্টিত কৃষ্ণকায় একটি শীতল বস্তু। সূর্য্যের যে আলোকমণ্ডল আমরা প্রত্যহ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই সর্ব্বোপরিস্থ অত্যন্ত উজ্জ্বল মেঘস্তর, এবং তাহার নিম্নে যে আর একটি মেঘস্তর আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল। এই দুইটি স্তর হইতে কথনো কথনো মেঘ সরিয়া গিয়া একরূপ গহ্বর উৎপন্ন করে। সেই গহ্বরই কলঙ্ক। কলঙ্কের লঘু কৃষ্ণ অংশ গহ্বরের চারি ধার এবং ঘন-কৃষ্ণ মধ্যভাগ গহ্বরতল, সূর্য্যের শেষোক্ত স্থানে বুদ্ধিমান জীবের নিবসতি। আলোক-মণ্ডলের উত্তাপ সূর্য্যবাসীদিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা দায় হয়, সুতরাং যাহাতে সে উত্তাপ ততদূর না পৌঁছিতে পারে এই জন্যই হার্ষেল আলোকমণ্ডলের নিম্নে পূর্ব্বোক্ত শীতল মেঘস্তরের ব্যবধান বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও সূর্য্যবাসীদিগের একটি বিশেষ এই অসুবিধা যে আমরা যেমন ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পাই সূর্য্যবাসীরা সেরূপ ইচ্ছাক্রমে সূর্য্যের বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পায় না। কালে ভদ্রে দৈবের কৃপায় কখন্ আলোকমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত রূপে গহ্বর উৎপন্ন হইবে এই প্রতীক্ষায় তাহাদের হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, কেন না সেইরূপ গহ্বর উৎপন্ন হইলেই তন্মধ্য দিয়া তাহারা সূর্য্যের বহিঃস্থ জগৎ দেখিতে পায়।

যাহা হউক নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত সূর্য্যবাসী দিগের উপকথা ছাড়িয়া দিলে উপরোক্ত মতটি যে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ অবস্থা এক রকম বুঝাইতে পারে না তাহা নহে।

হার্ষেল দেখিলেন আলোক-মণ্ডল সম্পূর্ণ রূপ কঠিন, তরল, কিম্বা বাষ্পময় হইলে কলঙ্কের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ কঠিন হইলে সৌর

কলঙ্কের ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না, সম্পূর্ণ তরল কিম্বা বাষ্পময় হইলে সৌর কলঙ্ককে ক্রমান্বয়ে অনেক দিন ধরিয়া দেখা যাইত না; কেননা চতুর্দ্দিকের তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বেগে আসিয়া সেই গহ্বর শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তাহা সমভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সুতরাং হার্ষেলকে অগত্যা অনুমান করিতে হইল আলোকমণ্ডল বাষ্প-সাগরে ভাসমান মেঘসদৃশ পদার্থরাশি। ইহাকে কঠিন বলা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা তরল ও বাষ্পময় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

তাহার পর গুহাকার সৌর কলঙ্ক-মধ্য দিয়া কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর দেখা যায়, সুতরাং সূর্য্যাভ্যন্তর কঠিন ও শীতল, কেবল আলোকমণ্ডল মাত্র জ্বলন্ত মেঘময়।

কিন্তু এই মত অধুনা আবিষ্কৃত উত্তাপের নিয়ম-সঙ্গত নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন বিশ্বসংসারে শক্তি-সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে শক্তি হইতে উত্তাপ, উত্তাপ হইতে শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি সংরক্ষণের (Conservation of Energy) এই প্রাকৃতিক নিয়ম তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে ইহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই হার্ষেল-কল্পিত মতের পদে কুঠার পড়িল। সূর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে পরিমাণে উত্তাপ বিক্ষেপ করিতেছে সে উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিতে যে পরিমাণে শক্তির উত্তাপ রূপে পরিণত হইবার আবশ্যক হার্ষেল-কল্পিত অভ্যন্তর-শীতল অনতি-গভীর-উত্তপ্ত-স্তর সম্পন্ন সূর্য্যে সে পরিমাণ শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

হার্ষেলের সময় বৈজ্ঞানিকেরা উত্তাপ দিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে বিশেষ উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে সূর্য্য-বেষ্টক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের উত্তাপ এত অল্প যে নিম্নস্থ মেঘস্তর ভেদ করিয়া তাহা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য সে উত্তাপে সূর্য্যবাসীদিগের কিছুই হানি হয় না।

কিন্তু এখন দেখা যায় যদি বা আলোকমণ্ডলের উত্তাপ কোন অজ্ঞাত উপায়ে চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলেও উত্তাপের সঞ্চ[illegible] (Conduction) ও বিকিরণ (Radiation) প- অভ্যন্তর-ভাগ শীঘ্রই আলো[illegible] বাষ্পাবরণ উষ্ণ হইয়া সেখানকার [illegible] [illegible] করিয়া ভ্রমর- সাধন করিত।

তাঁহারা ভাবিতেন সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া এখানে আসিবার সময়, পরস্পর ঘর্ষণে প্রখর উত্তাপ উৎপন্ন করে। দুই পদার্থের ঘর্ষণে উত্তাপ জন্মে সত্য, কিন্তু এখন পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, আলোক কোন রূপ পদার্থ (Matter) নহে, সুতরাং আলোক-ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না।

বস্তুতঃ উত্তাপের নিয়ম হইতে জানা যায় সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড বাষ্পময় অগ্নিকুণ্ড না হইলে অক্ষুণ্ণ ভাবে এতকাল উত্তাপ দিতে পারিত না। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ করে। এই রূপ উত্তাপ বিকিরণ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ-ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু শক্তিক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হয় না, এবং আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আদিম কাল হইতে উত্তাপরূপে শক্তি ব্যয় করিয়াও কি জন্য সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমাদের পৃথিবীতে

আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক, উত্তাপ-রক্ষার জন্য সূর্য্যেরও তো সেই রূপ কিছু চাই। গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে, গ্রহখণ্ড ও ধূম-কেতু সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে তাহা সম-ব সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা করিবার মত হ। সূর্য্য যে পরিমাণে উত্তাপ তাহা রক্ষা করিতে গেলে অন্তর পৃথিবীর মতন …গতনের গ্রহ সূর্য্যের উপর পড়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা পড়িবার যে কালে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সে কালে সূর্য্যোত্তাপ রক্ষা হইবার কারণ কি, সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থাই ইহার কারণ দর্শা-ইতে সক্ষম।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই আবার তাহা হইতে নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রহিতেছে। শীতল হইয়া উত্তাপ রক্ষা করা হঠাৎ পর-স্পর কেমন বিসম্বাদী মনে হয়, কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন পদার্থ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফে-লিয়া দেয়। এই রূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে নিজে শীঘ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুস্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে। বাষ্পীয় পদার্থে এ নিয়মটি বিশেষরূপে খাটে। এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য যত দিন তরল না হইবে তত দিন এই নিয়মানুসারে উত্তাপ দিবে, তরল হইলে এনিয়ম, আর তাহাতে সম্পূর্ণ খাটিবে না। *

বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধে হার্ষেলের মতের ভূল বুঝা গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার যথার্থ প্রকৃতি ও কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এসম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফায়ের মতই বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন, প্রভূত উত্তাপ-প্রভাবে সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে নানা প্রকার ধাতব বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং উপরে অপেক্ষা-কৃত শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আলোকমণ্ডলে পতিত হয়। এবং আবার উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ উপরে উঠিতে থাকে। অনুবরত সূর্য্যে এই কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকার গতি সূর্য্য-কায়ার সর্ব্বত্র সমান নহে, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সূর্য্যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ ঝটিকা দেখা-দেয়। এই ঝটিকা-প্রভাবে সূর্য্যের বাষ্পা-বরণের উপরিস্থিত বাষ্প (প্রধানতঃ জলজান বাষ্প) নিম্নে আলোকমণ্ডলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ শীতল বাষ্পরাশি সূর্য্যের যে যে স্থানে পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের আলোক অদৃশ্য হইয়া সূর্য্যের গাত্রে কলঙ্ক উৎপন্ন করে। এই সকল কলঙ্ক দেখিতে গহ্বরের ন্যায়, যাঁহারা নদীর পাক দেখিয়া-ছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কি করিয়া সৌর কলঙ্কের গহ্বরাকৃতি হয়।

সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর কতক-গুলি নৈসর্গিক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়।

সার উইলিয়ম হার্ষেল পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শয্য উৎপত্তির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে

* সূর্য্যের উত্তাপ-রক্ষণ-কারণ উত্তমরূপে বুঝাই-বার জন্য পৃথিবীর উৎপত্তি নামক প্রবন্ধ হইতে এস্থলে কতক পরিমাণে পুনরুল্লেখ করিতে হইল।

৬৬৪

সেই সময়েই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং সৌর কলঙ্কের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে ততই শস্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিষুব-রেখা-সন্নিহিত প্রদেশে প্রায় ১১ বৎসর অন্তরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৌর কলঙ্কের যুগান্তর সময়ও ১১ বৎসর, সুতরাং এই দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তবে অন্য কোন প্রবল কারণাভাবে এরূপ অনুমান কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্থলাভি-ষিক্ত হইতে পারে, না। কিন্তু নর্ম্মাণ লকিয়ার ও ডাক্তার হণ্টার ইহার পক্ষে বলবত্তর যে একটি কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা দ্বারা সৌর কলঙ্কের সহিত দুর্ভিক্ষের যোগ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে কি, হার্ষেলের মতের বিপ-রীতে ইহা দ্বারা অধিক কলঙ্কের সময় হইতে অল্প কলঙ্কের সময়ই দুর্ভিক্ষ প্রমাণীকৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যকায়ার যে যে স্থান হইতে আলোক অদৃশ্য হয় সেই সেই স্থানে আমরা কলঙ্ক দেখিতে পাই। সুতরাং অধিক কলঙ্কের সময় অপেক্ষা, অল্প কলঙ্কের সময় সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং পৃথিবীর অপর সকল স্থান অ-পেক্ষা বিষুব-রেখা-সন্নিহিত স্থানেই সূর্য্যো-ত্তাপ অধিক, সূর্য্যোত্তাপের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধও সর্ব্বত্র বিদিত। বৃষ্টি হইবার জন্য তাপের আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ হইলে আবার অল্প বৃষ্টি হয়। সৌর কলঙ্কের অল্পতার সময় উত্তাপের আধিক্য বশতঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ইহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিকেরা বহু-আয়াস-সাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের সহিত সৌর কলঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিতই চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের আধিক্য লক্ষিত হয়। যখনি প্রবল বেগে সূর্য্যে ঘূর্ণ ঝটিকা আরম্ভ হয়, তখনি পৃথিবী-পৃষ্ঠ-স্থিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা বিচলিত হয় এবং সেই সময়ে উভয়-মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

সূর্য্যের বাষ্পাবরণ।

পৃথিবীর যেমন বাষ্পাবরণ আছে, সূর্য্যের আলোকমণ্ডলও তেমনি বাষ্পাবরণে আ-চ্ছাদিত। সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় প-রীক্ষা দ্বারা অল্পদিন মাত্র এই বাষ্পাবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যখন সূর্য্যকে পূর্ণ গ্রাস করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ চন্দ্রমূর্ত্তি রজত-প্রভ একটি মৃদু আ-লোক-চ্ছটায় পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সেই রজত-প্রভ চ্ছটা-মুকুট ব্যতীত, চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নস্থ ভিন্নভিন্ন স্থান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাপ-কুসুম-বর্ণাভ অগ্নিশিখাসমূহের স্ফু-লিঙ্গ ছুটিতে থাকে। এই দুইটির মধ্যে চ্ছটা-মুকুট বহুকাল হইতে এমন কি কেপ-লারের সময় অবধি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হই-য়াছে; কিন্তু শেষোক্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। এই চ্ছটামুকুট চন্দ্রের বাষ্পাবরণ কিম্বা সূর্য্যের তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই, পরে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুমিত হইল, চ্ছটা-মুকুট সূর্য্যের বাষ্পাবরণ, এবং উপরোক্ত স্ফুলিঙ্গ-রাশি এই চ্ছটা-মুকুটে ভাসমান সূর্য্য-লোকের লোহিতবর্ণ মেঘমালা। কিন্তু চ্ছটা-মুকুট প্রকৃত বাষ্পাবরণ না হউক ইহা যে সূর্য্য-লোক-অন্তর্ভূত কোন পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশ্য. পূর্ব্বোক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্য-গ্রহণের সময়,

স্পেনদেশের পরীক্ষা হইতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গও সূর্য্যালোকভুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। এই সময় রশ্মিনির্ব্বাচক (Spectroscope * একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা পরবর্ত্তী পূর্ণ গ্রহণের সময় অনেক গুলি সৌর রহস্য ভেদ হইল। এই গ্রহণ উত্তম রূপে দেখিবার নিমিত্ত জ্যানসেন নামক এক জন ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। গ্রহণের দিনে যখন চন্দ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যের শেষ রশ্মি গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত একটি অগ্নিশিখা নেত্রগোচর হইল। জ্যানসেন তদভিমুখে রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্রসংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন ইহা জ্বলন্ত জলজান বাষ্প, ইহা প্রতিফলিত আলোকে আলোকময় নহে, জ্বলন্ত উত্তাপেই ইহা প্রজ্বলিত। কিছু দিন পরে নর্ম্মাণ লকিয়ার এই পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা যায়, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল একটি জ্বলন্ত বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণ নর্ম্মাণ লবিয়ার বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণমণ্ডল।

বর্ণমণ্ডলের সর্ব্বোপরিস্তর প্রধানতঃ জলজান বাষ্প, কিন্তু ইহার নিম্নস্তর সকল, লৌহ ম্যাগনেশিয়ম প্রভৃতি ধাতব বাষ্পময়। বর্ণমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই লোহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। বর্ণমণ্ডলই সূর্য্যের যথার্থ বাষ্পাবরণ। এই ভীষণ জ্বলন্ত বাষ্প-সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহুঃ শতাধিক মাইল বেগে যে পদার্থরাশি চারি দিকে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সে প্রবল ঝটিকা কে বর্ণনা করিবে? এইরূপ ভীষণ-পরাক্রম ঝটিকা-দানব আপন দোর্দ্দণ্ড-বলে সমস্ত ভারতবর্ষ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টায় ইংলণ্ডে উপনীত হইতে পারে। মনুষ্যের ভাষায় ইহার প্রতাপ প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ঝটিকা-তাড়নে বর্ণমণ্ডলের প্রান্তদেশ সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত। বর্ণমণ্ডল হইতেও আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে উত্তাপ পাই।

বাষ্পাবরণ না থাকিলে সূর্য্য আমাদের নিকট এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত হইত, এবং তাহা হইলে সূর্য্যের বর্ণ গাঢ়-নীলাভময় হইত। বর্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় অনেক সূর্য্যরশ্মি ইহাতে লীন হইয়া যায়; সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত রশ্মির মধ্যে অল্পই বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে পায়। বাষ্পাবরণ না থাকিলে যে সূর্য্যের কতগুণ প্রভাব বাড়িত তাহা এখনো নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় নাই। লাপ্লাস বলেন সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত রশ্মির ১২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ ইহাতে লীন হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অর্দ্ধেকের অধিক রশ্মি বাষ্পাবরণে মিশিয়া যাইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য জন্মিবার পূর্ব্বে যে বহুকাল-ব্যাপী একটি ভীষণ শীতকালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ল্যাংলি বলেন তাহা উপরোক্ত কারণে সংঘটিত। সে সময়ে সূর্য্যরশ্মি এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্পাবরণে লীন হইত বলিয়াই সেই ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয়।

বিশেষ যত্নের সহিত সূর্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সূর্য্য-গোলকের

* এই যন্ত্রের দ্বারা জ্বলন্ত পদার্থের মৌলিক অংশ নির্গত আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ হইতে ঐ জ্বলন্ত পদার্থের নির্ম্মাণোপকরণ নির্দ্ধারিত করা যায়।

মধ্যস্থান যেরূপ উজ্জ্বল, প্রান্তবর্ত্তী স্থানের উজ্জ্বলতা সেরূপ নহে। সূর্য্য-গোলকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রশ্মি-বিকিরণ-পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে কিরণ পাই। কি উত্তাপ-জনক কি আলোক-জনক, কি রাসায়নিক-শক্তি-উৎপাদক সকল প্রকার রশ্মিই সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আইসে। ইহার কারণ অবিসম্বাদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ঠিক লম্ব ভাবে (Vertically) নিক্ষিপ্ত কিরণমালা অপেক্ষা চাক্রবালিক রূপে নিক্ষিপ্ত কিরণমালার অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। এবং যে কিরণমালা যত অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করে তাহা তত অধিক পরিমাণে বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। সূর্য্য-গোলকের মধ্যভাগস্থ কিরণমালা ঠিক লম্বভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সূর্য্যের প্রান্ত ভাগস্থ কিরণ চাক্রবালিক রূপে বাষ্পাবরণ ভেদ করে, সেই জন্য আমরা এই দুই স্থানের রশ্মিবিকিরণের এত বিভিন্ন পরিমাণ দেখিতে পাই।

ছটা-মুকুট-মণ্ডল।

বর্ণ-মণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পের অতি লঘু যে সকল অংশ তাহার বহির্ভাগে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণরূপে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই গ্রহণের সময় চন্দ্রের মুকুটরূপে শোভিত হয়, তাহাকে সেই জন্য ছটা-মুকুট-মণ্ডল কহে।

সচরাচর বাষ্পাবরণ অর্থে, আপনার স্থিতি-স্থাপকতা-বলে অবস্থিত ক্রম-বিন্যস্ত-স্তর-সমষ্টি-সঙ্কুল যে বাষ্পরাশি বুঝায়, ছটা-মুকুট-মণ্ডল সে অর্থে বাষ্পাবরণ নামে অভিহিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বলবৎ যুক্তি দেখা যায়—

প্রথম, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবী অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক, সুতরাং পৃথিবীতে যে বস্তু যত ভারী, সূর্য্যলোকে সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক ভার বলিয়া পৃথিবীর সকল বাষ্পই সূর্য্যলোকে ২৭ গুণ অধিকভার যুক্ত হইবে।

কোন বাষ্পাবরণের উপর দিক হইতে নিম্নাভিমুখে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরিস্থ বাষ্পস্তরের চাপে নিম্নস্থ বাষ্প-স্তরের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন সহকারে তাহার ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধি হয়। জলজান বাষ্প হইতে লঘু কোন বাষ্প এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই লঘুতম বাষ্পের সূর্য্য হইতে লক্ষ মাইল দূরে থাকিতে হইলে যেরূপ উষ্ণ অবস্থায় থাকা আবশ্যক, এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার যেরূপ লঘু হইবার সম্ভাবনা, ছটা-মুকুট-মণ্ডল সেইরূপ অতি লঘু জলজান বাষ্পের হইলেও সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে তাহার প্রত্যেক ৫ কিম্বা ১০ মাইল নিম্নে দ্বিগুণ ঘনত্ব হইত। কিন্তু ছটামুকুট হইতে নিম্নে গমন-কালে এই পরিমাণ অনুসারেও তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। এই নিয়মে ঘনত্ব বৃদ্ধি হইলে সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইত; এখন সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৪ ভাগের এক ভাগও নহে। সুতরাং কল্পনাতীত-লঘু-বাষ্পপূর্ণ ছটামণ্ডলকে আমরা বাষ্পাবরণ অর্থে বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয়—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫০ মাইল গতিতে এই মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ইহার তিন লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে এই ধূমকেতু বাষ্পীভূত হওয়া দূরে থাক, ইহার গতির পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা যে সকল উল্কাপিণ্ডকে তারার মত খসিয়া পড়িতে দেখি, তাহাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ হইতে ৪০ মাইলের অধিক নহে। এই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি, ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ড, পৃথিবীর বাষ্পাবরণের সর্ব্বোপরি স্থিত অতি সূক্ষ্মতম বাষ্পস্তরের ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত মাইল নীচে আসিতেই ঘর্ষণে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে তিন শত পঞ্চাশ মাইল গতিতে ধাবিত কোন বস্তু, যে বাষ্পাবরণ মধ্য দিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতে পারে তাহার বাষ্প যে কত লঘু তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এই ছটা-মুকুট-মণ্ডল যদি বাষ্পাবরণ নহে, তবে ইহা কি? সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্যালোক-প্রজ্বলিত অতি লঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন বাষ্পাণুরাশি। কিন্তু বাষ্পাণুনির্ম্মিত ছটা-মণ্ডলের অণুরাশি কি প্রকারে ছটামণ্ডলে রক্ষিত হইতে পারে, এই দুরূহ সমস্যার অদ্যাবধি স্থির উত্তর পাওয়া যায় না। এই অণুসকল যে একই স্থানে অবস্থিত নহে তাহা ছটা-মুকুট-মণ্ডলের ঘন ঘন আকৃতি-পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিশেষরূপ প্রমাণ হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণের সময় ডাক্তার গুল্ড তিন মিনিটের মধ্যেই ইহার আকারের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন। ছটামুকুট সম্বন্ধে প্রচলিত মতের তিনটি এস্থানে সন্নিবেশ-যোগ্য।

প্রথম—সূর্য্যের অতি-নিকট-সঞ্চারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড বাষ্পীভূত হইয়া লঘু মেঘ রূপে পরিণত হয় এবং সেই অতি লঘু মেঘই ছটামুকুট।

দ্বিতীয়—সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল বৈদ্যুতিক তাড়ন-কার্য্য দ্বারা দূরে রক্ষিত হইতেছে।

তৃতীয়—সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল মাধ্যাকর্ষণ-বলে একবার সূর্য্যে ফিরিয়া আসিতেছে; আবার ঝটিকা-বলে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবং বারম্বার এই রূপ উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ দ্বারাই ছটামুকুটের আকার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই তিনটিই কেবল অনুমান, ইহাদের সমর্থনকারী তেমন সারগর্ভ যুক্তি নাই।

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমনকালে সর্ব্বাগ্রে ছটামুকুটে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে বর্ণমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল হইতে আলোক-মণ্ডল এবং আলোক-মণ্ডল দিয়া অভ্যন্তরে উপনীত হইতে হয়।

সূর্য্যের নির্ম্মাণোপকরণ।

সূর্য্য যে সকল মৌলিক পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার সমস্ত আমাদের বিদিত পদার্থ নহে। রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যে জলজান, ম্যাগ্‌নেশিয়ম, ক্যালসিয়ম, সোডিয়ম, ম্যাংগানিস্, নিকল, ব্যারিয়ম, ষ্ট্রন্‌সিয়ম, লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব বাষ্প ছাড়া অপর যে সকল বাষ্প দেখা যায় তাহা পৃথিবীতে নাই।

উপসংহার।

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার অগ্রে আর একটি কথা বলা উচিত! যে সূর্য্য সৌর জগতের প্রাণ-স্বরূপ যাহার সহিত মুহূর্ত্ত মাত্র সম্বন্ধ-শূন্য হইলেও তৎক্ষণাৎ গ্রহ উপগ্রহদিগের প্রলয় নিশ্চিত, সেই অসীম বিক্রমশালী সূর্য্যের প্রভাব অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে কি না এই কথাটি বিজ্ঞান জগতের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে সঙ্কোচন নিয়মকে সূর্য্যের সম-পরিমাণ উত্তাপ রক্ষার কারণ মনে করেন, তাহা সত্য হইলে সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা

নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমরা সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ পাই সূর্য্য তাহার ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকিরণ করে। এই উত্তাপ সমপরিমাণে বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফুট বা প্রত্যেক শতাব্দীতে ২ ক্রোশ করিয়া সূর্য্য-ব্যাস সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া এইরূপ উত্তাপ বিকিরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পরিমিতায়তন সূর্য্য কি কালে শীতল হইয়া যাইবে না!

উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল বা কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা এখনো অপরিজ্ঞাত, সেই জন্য কত দিন সূর্য্যের উত্তাপ এইরূপ সমভাবে থাকিবে তাহা নিশ্চয় গণনা করা যায় না। তবে উত্তাপ-রক্ষার জন্য সূর্য্যের যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক সেই সঙ্কোচন-পরিমাণের গণনা দ্বারা স্থূলতঃ এই রূপ বলা যাইতে পারে যে আর ৫০ লক্ষ বৎসরে সূর্য্য আয়তনে এখনকার অর্দ্ধেক হইয়া পড়িবে, এবং যদি সূর্য্যের অভ্যন্তর-দেশ এখনো কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ তখন কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে থাকিবে। এই নিয়মের বশে চলিলে সর্ব্বশুদ্ধ আর ১০০ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্তও সূর্য্য জীবন রক্ষার উপযোগী উত্তাপ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঈশ্বরের এই সৃষ্টি-রহস্যের তথ্য নির্ণয় করা আমাদের জ্ঞানের সাধ্য নহে। বিজ্ঞানালোকে প্রতিদিন আমাদের অজ্ঞান-অন্ধতা আরো সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এককালে যাহা অকাট্য স্থির করিয়াছেন, তাহার ভুল আবার পরবর্ত্তী জ্ঞানালোকে দূর হইয়াছে। এই মহান সৃষ্টি আমাদের নিকট কি গম্ভীর প্রহেলিকাময়। এ বিষয়ে আমরা

"Like an infant crying in the night,
Like an infant crying for the light,
With no other voice than a cry.

শিশুর ন্যায় অন্ধকারে রোদন করিতেছি—শিশুর ন্যায় আলোকের জন্য রোদন করিতেছি—রোদন ব্যতীত অন্য স্বর আমাদের নাই।

মহা পণ্ডিতগণ এবং নিতান্ত অজ্ঞ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এই সৃষ্টির জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল। একজন পাদরি একজন অসভ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই সকল বিশ্ব সংসার কে সৃষ্টি করিয়াছে" অসভ্য বলিল "আমার পিতা" পাদরি বলিলেন "তোমার যখন পিতা ছিলেন না তখন কি সৃষ্টি ছিল না?"—তখন অসভ্য বলিল "তাহা আমি জানি না।"

আর এক জন বৃদ্ধ অসভ্য এই কথায় বলিল যে "হাঁ তাহার পূর্ব্বেও এই সৃষ্টি ছিল এবং স্রষ্টার নাম "জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য" (Interrogation and Admiration)

সেই অসভ্যের উত্তর কি সুন্দর! এই সমগ্র সৃষ্টি বাস্তবিক একটি জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য ছাড়া আমাদের নিকট আর কি? তবে আমরা এই মাত্র নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হইবে।

সঙ্কোচন নিয়মানুসারে সূর্য্যের অতীত ব্যাস গণনা দ্বারা জানা যায়, ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য এখনকার অপেক্ষা দুই ক্রোশ ও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চার ক্রোশ বড় ছিল, এইরূপে এক সময় সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথি-

বীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌর জগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

কাণ্ট ও লাপ্লাস সৌর জগতের গতির আশ্চর্য্য রূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া অবরোহী নিয়মানুসারে এই জগতের উৎপত্তির যে প্রণালী কল্পনা করিয়াছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আরোহী নিয়মানুসারেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দুই দিক হইতেই আমরা দেখিতে পাই আমাদের সূর্য্য এক সময়ে ঘূর্ণমান বিশাল গোলাকার জ্বলন্ত বাষ্পরাশিরূপে সমস্ত সৌর জগতে ব্যাপ্ত ছিল। পরে সেই বাষ্পরাশির বিষুব-রেখাস্থ অংশ কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া এক একটি বাষ্পচক্ররূপে ক্রমে মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং সেই পরিত্যক্ত চক্রগুলি আবার মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে এক একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া মধ্যের বৃহত্তর গোলকের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য। সেই অতি বিস্তৃত সৌরজগৎব্যাপী বাষ্প যদি আদিম কাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতি শতাব্দিতে ২ ক্রোশ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং কোন অপরিজ্ঞাত নূতন শক্তি দ্বারাও সূর্য্যের উত্তাপ না রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের বয়ঃক্রম এখন ১৮০০০০০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। তবে যদি সূর্য্য আদিম অবস্থায় এখনকার অপেক্ষা অল্পপরিমাণে উত্তাপ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে অল্পপরিমাণ সঙ্কোচনের আবশ্যকতা হেতু সূর্য্যের বয়ঃক্রম ১৮০০০০০০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে এবং পূর্ব্বে যদি এখনকার অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ দিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য ১৮০০০০০০ বৎসর হইতেও ন্যূন বয়স্ক। অনেক দিন হইতে সূর্য্য সম্বন্ধীয় আর একটি কথার আন্দোলন চলিতেছে। সূর্য্যের গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান সূর্য্য তেমনি আর কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে কি না? কাণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে সূর্য্য সিরিয়স নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভ্রাম্যমান; কিন্তু এই মত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন এই রূপ প্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য পরিবারবর্গকে লইয়া হারকিউলিস রাশির দিকে ধাবিত।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।

বর্ত্তমান কাল ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতার কাল। একাল নাস্তিকতা ও জড়বাদের কাল। পৃথিবীর যে সভ্যদেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, সেই দেশেই দেখা যায় যে তথাকার লোকদিগের প্রাচীন কালের ন্যায় ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নাই। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, যতই লোকের ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায় বর্দ্ধিত হইতেছে, যতই সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ততই লোকের ইহ জীবনের প্রতি-পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, এবং ততই ঈশ্বর হইতে, ধর্ম্ম হইতে, পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস হইতে তাহাদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতাই বর্ত্তমানকালীন মনুষ্য-সমাজের ভয়ানক রোগ। যাহাতে এই রোগ বিস্তৃত না হয়, এবং যাহাতে ইহার নিরাকরণ হয়, তদ্বিষয়ে সমাজ-সংস্কারকদিগের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শূন্যতার দিকে সমাজের গতিরোধ করিবার জন্য বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, অধর্ম্ম-শিক্ষা হইয়া থাকে। সম্প্রতি এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠার্থ এরূপ কতক গুলি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে স্পষ্টতর নাস্তিকতা ও জড়বাদ মতের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশের বিদ্যালয় সমূহ যদ্যপি জড়বাদী ও নাস্তিক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয় তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষা দেশের মঙ্গলের কারণ না হইয়া, সমূহ অনিষ্টের নিদানভূত হইবে! দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি সকল ধর্ম্মশূন্য হইলে আর সে দেশের মঙ্গল কোথায়? ধর্ম্ম সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ। ধর্ম্ম না থাকিলে কোন সমাজই থাকিতে পারে না। কোন সমাজ ধর্ম্মশূন্য হইলেই তাহার মধ্যে যথেচ্ছাচার ও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া তাহাকে সমাজ নামের অযোগ্য করিয়া তুলে। ধর্ম্ম জাতীয় উন্নতির কারণ। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মের সমাদর নাই, যে জাতির লোকেরা ধর্ম্মপরায়ণ নহে, যে জাতির উপর অধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে সে জাতি প্রকৃত উন্নতির পথে কুত্রাপি অগ্রসর হইতে পারে না। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে যখন যে জাতি ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সেই জাতির পতন হইয়াছে। যে ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, যে ধর্ম্ম না থাকিলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে, যে শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগকে সেই ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করে, সে শিক্ষাপ্রণালী, যত শীঘ্র অপনোদিত হইয়া তৎস্থানে ধর্ম্মপ্রধান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। যাহাতে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ধর্ম্মশূন্যতা ও নাস্তিকতার প্রশ্রয়কারী শিক্ষাপ্রণালী অচিরে সংস্কৃত হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগের দেশের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকগণের যত্নবান হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

অনেকে এইরূপ বলেন যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে কোন না কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দিতে হইবেক। এ কথা কোন কাজের নহে। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্ম উদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এমন কতকগুলি মত আছে যাহা সকল ধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্ম-সাধারণ মত গুলি, প্রথম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দ্বিতীয়, পরলোকে বিশ্বাস, তৃতীয়, বিবেকানুসারে কার্য্যের শ্রেয়স্করতা। এই কয়েকটি ধর্ম্মমতের যথার্থতা, সত্যতা, ও যুক্তিযুক্ততা বিশদরূপে যথামতে প্রতিপাদনপূর্ব্বক আমাদিগের বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইলে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে সম্প্রতি ফ্রান্স রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তদ্রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বদেশের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। আমরা হৃদয়ের সহিত ইচ্ছা করি যে ফ্রান্স রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি যাহাতে ভারত-বর্ষের সমস্ত বিদ্যালয়ে ঐরূপ সাধারণ-ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে ধর্ম্ম-পথে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম করেন, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সভা সমবেত হইয়া হৃদয় মন বাক্যের সহিত চেষ্টা করিবেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত।)

পূর্ণ স্বাধীনতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে।

এস্‌কাইলস্

তুমি ইহলোকে দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে এরূপ ভাবিয়া কার্য্য করিও না। মৃত্যু সর্ব্বদাই আসন্ন। যত দিন তুমি জীবিত থাকিবে, সচ্চরিত্র ও ন্যায়বান হইবে।

মার্কস এণ্টোনাইন্স

সেই সময় উপস্থিত-প্রায় যখন তুমি সকলকে ভুলিবে এবং তোমাকে সকলে ভুলিবে।

ঐ

যাহারা তোমাদিগের অপকার করে তাহাদিগকেও ভাল বাসা কর্ত্তব্য।

ঐ

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শত্রুগণের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করে। পরিণামদর্শিতা ভবিষ্যৎ-বিপদপাৎ হইতে রক্ষা পাইবার সর্ব্বোত্তম উপায়। এই উপদেশ আমরা আমাদিগের বন্ধুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারি না, ইহা শত্রুদিগের নিকট হইতেই শিখিতে পারি। নাগরিকেরা তাহাদিগের শত্রুদিগের নিকট হইতেই উচ্চ প্রাচীর ও যুদ্ধ-পোত নির্ম্মাণ দ্বারা স্বস্ব সন্তান সন্ততি গৃহ সম্পত্তি রক্ষা করা শিক্ষা করিয়া থাকে।

এরিষ্টোফেনিস

যিনি সর্ব্বদা আশান্বিত থাকেন তাঁহার গুণ সকল উজ্জ্বলতম রূপে প্রতিভাত হয়। নীচ-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই হতাশ হয়।

ইউরিপাইডিস

উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ অপেক্ষা মহৎ কার্য্য করা শ্রেষ্ঠতর।

ঐ

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আশার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

ঐ

যখন ঈশ্বর মনুষ্যকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রথমে তাহাকে বুদ্ধিহীন করেন।

ঐ

অসদুপায়ে ধনলাভ করিও না; এ প্রকার লাভ ক্ষতির সমতুল্য।

হিসিওডস

মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যায় কর্ম্ম জন্য অনুতাপ করিতে ঘৃণা করেন না।

হোমারস

অপরিচিত ও দরিদ্র ব্যক্তিরা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা উহাদিগকে যাহা দান করি তাহা ঈশ্বরকে ঋণ দিই।

ঐ

যৎকালে পিথাগোরাসকে জিজ্ঞাসা করা হইল "কি বিষয়ে দেবগণের সহিত আমাদিগের সাদৃশ্য আছে?" তিনি উত্তর করিলেন "উত্তম কর্ম্ম করাতে ও সত্য কথা বলাতে।"

লক্টনস

কোন মহৎ কর্ম্ম করিতে গিয়া সিদ্ধি লাভ না করিলেও তাহাতে মহত্ত্ব আছে।

ঐ

সকল স্থানই ঈশ্বরের মন্দির, কারণ আত্মাই ঈশ্বরের উপাসনা করে।

মিনান্দার।

কোন ন্যায়বান ব্যক্তি কখন হঠাৎ ধনবান হইতে পারেন নাই।

ঐ।

প্রতিকূল ঘটনার জন্য নিরাশ হওয়া উচিত নহে কারণ পরিণামে উহা আমাদিগের মঙ্গলের কারণে দাঁড়াইতে পারে।

ঐ।

যে ব্যক্তি লজ্জিত হয় সে সৎ।

ঐ।

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

কএক দিবস হইল আমি একটি ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতেছি। যাহাতে লোকে বেদবেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-মূলক উচ্চ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং স্বদেশ-প্রেম দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রাণপণে স্বদেশের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হয় ইহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে। স্বদেশ উদ্ধারের প্রধান উপায় স্বদেশ-প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করা। যে নিয়মে উক্ত বিদ্যালয় চলিবে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। (১) বিদ্যালয়ের নাম "ধর্ম্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয়" হইবে।

(২) এই বিদ্যালয় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল-গৃহে মাসিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস ব্যতীত প্রতি রবিবারে হইবে। মাসের মধ্যে তিন রবিবার এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। প্রথম রবিবারে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, দ্বিতীয় রবিবারে প্রাচীন ভারতের মহিমা-প্রতিপাদক পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থপাঠ, তৃতীয় রবিবারে শরীর, মন, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বদেশের হিতসাধন কি কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইবে। রাজনীতি ও রাজকার্য্য আলোচিত হইবে না। হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কতদূর সম্পাদিত হইতে পারে তাহার আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইবে।

(৩) ছাত্র সকলের নাম একটি পুস্তকে লিখিত থাকিবে ও প্রতি রবিবারে শিক্ষক সকলে উপস্থিত আছেন কিনা নামের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন।

(৪) বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিক্ষক ও ছাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত "বিদ্যার্থীদিগের মনোরথ প্রকাশ" পাঠ করিবেন।

বিদ্যার্থীদিগের মনোরথ প্রকাশ।

"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।" "ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি।" "ধর্ম্ম সকল জীব সম্বন্ধে মধুস্বরূপ।" "ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর জগতে নাই।" ধর্ম্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমরা আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, করি তিনি আমারদিগের মনে এই সকল অপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞানালোক প্রকাশ করুন। ধর্ম্ম-জ্ঞানের আকর আমাদিগের পুরাতন শাস্ত্রে যে সকল মহান সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহার উচ্চতা ও গভীরতা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে এই বিদ্যালয়ে সেই সকল সত্য আমাদিগের অধ্যয়নের বিষয় হইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। ঈশ্বরকে কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রীতি করা, তাঁহার সত্ত্বা সকল সময়ে এমন কি বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন সময়েও উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি করা, তাঁহার প্রিয়কার্য্য প্রাণপণে সম্পাদন করা ঈশ্বর-প্রীতির প্রকৃত চিহ্ন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (ইহা তিনবার বলিতে হইবে)। ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজ-নৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমন কি, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যকুলের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতনার বীরকুল-চূড়ামণি প্রতাপসিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতের মহিমার প্রবাদ সকল অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে

সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, রাজপুত, মাহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী, প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হয়, যাহাতে তাহাদিগের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বৈধ সমবেতচেষ্টা হয় তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। ঈশ্বর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন।" তৎপরে শিক্ষক, নিম্নলিখিত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন,

"সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সম বঃ মনাংসি জানতাম।
সমানি বঃ আকূতি সমানা হৃদয়ানি বা।
সমানম্ অস্তু বঃ মনঃ যথা বঃ সুসহ অসতি।"

"একত্রে আগমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের চিত্ত সমান হউক। তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের সহগামী হইবে।"

(৬) প্রথম রবিবারে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অন্তর্গত উপনিষদসংগ্রহ, "ভগবদ্গীতাসংগ্রহ," "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা," "হিন্দু ধর্ম্মনীতি," ইত্যাদি গ্রন্থ পঠিত হইবে। দ্বিতীয় রবিবারে Asiatic Researches, Asiatic Society's Journal, Transactions of the Royal Asiatic Society—প্রভৃতি পুস্তক এবং জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, মোক্ষমূলার, মনিয়র উইলিয়ামস্, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে ভারতের পূর্ব্ব-মহিমা বিষয়ক প্রস্তাব সকল পঠিত হইবে; তৃতীয় রবিবারে রাজনীতি ব্যতীত হিন্দুকুলের অন্যান্য সকল বিষয়ে কিরূপে ভাবী উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য কতদূর সম্পাদিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে শিক্ষক উপদেশ দিবেন।

(৬) ছাত্র ব্যতীত বাহিরের লোকে বিদ্যালয়ে দর্শক স্বরূপ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় যে উভয় প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্ম এই বিদ্যালয়ে যোগ দিবেন। ভারতের প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব ও ঐ কালে অন্যান্য বিষয়ে তাহার অবস্থা এবং বর্ত্তমান কালে দেশীয় ভাব রক্ষা করিয়া কতদূর ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ইহা জানার আবশ্যকতা সকল ব্রাহ্মই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

আমি উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু বার্দ্ধক্য বিশেষতঃ পীড়া হেতু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এক্ষণে প্রস্তাব হইয়া রহিল, ভবিষ্যতে যদি কেহ এইরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে চাহেন এই প্রস্তাবনা তাঁহার পক্ষে সাহায্যস্বরূপ হইবে।

দেওঘর, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২ } শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পত্র।

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় সহৃদয়েষু।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটি ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন, তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটি যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখনি কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও

প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটি আমার মন খুলে প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপ বাবু সিমলা হইতে ৯ আগষ্টে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধ সকল সন্তপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহার সকল উল্লেখ করিয়া বিনীত ভাবে বাহুল্য করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব, তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদ পত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে, আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পূর্ব্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Only if I have any wish which I would express before you it is this that you and he should be once more reconciled into that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by-gone days in the infinite possibilities of Divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? what could you not do if you two wished it." এই কথার সহজ উত্তর এই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার আর নাঙ্গাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধা কৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো শিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপ্‌টাইস্‌টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুস', যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাঙ্গাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়ায় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্ম ভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি, তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরবস্থানী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল, ইহা লইয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে "ইহা অতি কষ্টকল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই—ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতে বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমি কত আনন্দ যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশটি গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দোষগুণের এত বাহুল্য চর্চ্চা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে ইহা অতি অপ্রিয় কার্য্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন। ইতি

হিমালয় মসুরী পর্ব্বত ২৮ ভাদ্র ৫২ } নিয়তশুভানুধ্যায়ী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

প্রাপ্তস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত এই চারি খণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত মূল্য ২ দুই টাকা। "ভগ্ন-হৃদয়" (গীতি কাব্য) শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ১ এক টাকা। "কালাপাহাড়" বা ধর্ম্মদ্রোহী নাটক, গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের ভূত-পূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র হালদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৸৹ বার আনা। "নববিধান মত" এই পুস্তক খানি ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥৹ ডাক মাশুল ।৶৹।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৩ আশ্বিন শনিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। প্রাতে ৭ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭॥৹ ঘটিকার সময় উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

শ্রাবণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১১৪৪৸৵২
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৩০।৶৩
সমষ্টি	৩৭৭৫।/৫
ব্যয়	৯৫৮॥৵৮
স্থিত	২৮১৬॥৵৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		৭৮৭৸/২
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১৩।৵৮	
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲	
" নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲	
" শিবচন্দ্র নন্দী	১০৲	
" ঈশানচন্দ্র বসু	৬৲	
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	৫৲	
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	১৲	
" বিহারিলাল মণ্ডল	১৲	
	৬৫৬।৵৮	
গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ আদায়	১৩০৲	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১।৶৬	
	৭৮৭৸/২	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১৪৪॥/৹
পুস্তকালয় ...		২৩৲
যন্ত্রালয় ...		৭৩।৹
গচ্ছিত ...		৩৬।৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন		৮০৲
সমষ্টি		১১৪৪৸৵২

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭১৩। ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১১১ ৶৯
পুস্তকালয়	২৮৸৵৩
যন্ত্রালয়	৬৮। ৬
গচ্ছিত	৩৬৸৶৯
সমষ্টি	৯৫৮॥৵৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪৫৯ সংখ্যা কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ শক ১৮০৩

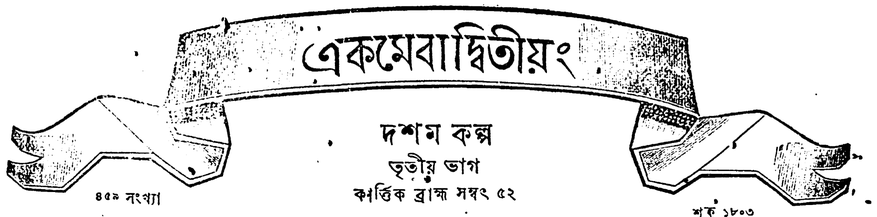

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যত্ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত্। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিত্ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। তত্ত্ব-জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রণালী।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্য তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু এত অধিককালব্যাপী আলোচনায় যেরূপ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহা অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই। আজি কালি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট তত্ত্ব-জ্ঞান কি রূপ হতাদর তাহা জানিতে বর্ত্তমান চিন্তার ইতিহাসের অধিক জ্ঞান আবশ্যক করে না। এতকাল ধরিয়া তর্কবিতর্কের পরও যদি তত্ত্ব-জ্ঞান এমন তাচ্ছিল্য-ভাজন ফল উৎপন্ন করিল তবে তাহাতে আর কাহার আস্থা থাকে? তত্ত্বজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুরা শুধু যে যৎসামান্য সুফল উৎপাদন করি-তেছেন এমন নহে তাঁহারা এমন অনেক কুফল উৎপন্ন করিয়াছেন যাহা এখনো যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় ইহাই স্থির করা যাইতে পারে যে তত্ত্বজ্ঞানের মূলে ভূল। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান কার্য্য আরম্ভ করে তাহা অসার, তাহার দ্বারা কখনই কোন ফল প্রসূত হইতে পারে না। সুতরাং তত্ত্ব-জ্ঞান আর-ব্যোপন্যাসের ন্যায় প্রীতিপ্রদ হইলেও তা-হার ফল অনিষ্টশূন্য নহে। দেকার্ত্ত অনেক মাথা ঘুরাইয়া শরীরের স্থান-বিশেষে প্রাণের আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন তাহা শুনিয়া এখন এক জন শারীর বিদ্যায় ক-খ অধ্যায়ীও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। প্রাচীন তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের সৃষ্টি-বিবরণ পড়িলে এখন বুড়ী-দিগের উপকথা কিম্বা প্রাচীন কবি-কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। এইরূপ জল্পনার উপর জল্পনা রাশীকৃত করিয়া যখন তত্ত্ব-জ্ঞানীরা "সকলই অনিশ্চিৎ" "কিছুই জানা যায় না" প্রভৃতি লোক-চমকানে কথা বলিয়া দম্ভ করিতে লাগিলেন তখন হঠাৎ বালকদিগের নির্ম্মিত খেলাইবার তাসের বাড়ীর ন্যায় সমস্ত প্রকাণ্ড কাণ্ড ধূলিরাশিতে শির লুণ্ঠন করিতে লাগিল। স্থির হইল তত্ত্ব-জ্ঞানের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে।

তখন জ্ঞান-উপার্জ্জনের অপর এক প্র-ণালী উদ্ভাবিত হইল। বিষয়-পরীক্ষা দ্বারাই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন ও যুক্তি দ্বারা উপার্জ্জিত।

এইরূপে বিজ্ঞানের প্রণালী স্থির করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এ প্রকারে উপার্জ্জিত জ্ঞান একেবারে অকাট্য। কেহ ইহাদের কোন কথায় অবিশ্বাস করিলে জিজ্ঞাসুকে বুঝাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তাহার ইন্দ্রিয় সকলকে এমন বলবান প্রমাণ দ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলা যায়, যে অনুসন্ধিৎসুর আর দ্বিরুক্তির ক্ষমতা থাকে না। ইহা দিবসাপেক্ষাও স্পষ্ট যে এই প্রণালী উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় মনুষ্যের জ্ঞান লাভের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে ও পূর্ব্বতন তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের মস্তিষ্কজাত অনেক অনিষ্টের প্রতিবিধান হইয়াছে।

এই চমৎকার প্রণালী অবিস্কৃত হইলে সকলেই ইহার প্রদর্শিত ফল দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। মনে হইল, যাহার দ্বারা এত শুভ ফল উৎপন্ন হয় তাহাকে যাহাতে লাগাইবে তাহাতেই সোনা ফলিবে। ইহার সার্ব্বভৌমিকতাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পথের সম্বল এই জ্ঞান, যে বিষয়-পরীক্ষা ভিন্ন অন্য উপায়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক তত্ত্ব-জ্ঞানীরা এই ভিত্তির উপর যুক্তি দ্বারা নানা প্রকার ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল প্রাসাদের গর্ব্বিত চূড়া এই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন রূপ জ্ঞান মনুষ্যের সম্ভবিতে পারে না। যদি বল যে ঈশ্বর আছেন তবে তোমার অত্যন্ত ভুল এই যে যাহা আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা প্রমাণ করিতে পারেন নাই তাহা গায়ের জোরে বলিতেছ, আর যদি বল যে ঈশ্বর নাই তাহা হইলে তোমার দম্ভের শেষ থাকে না। যেহেতু তুমি এমন একটা কথা বলিতেছ যাহা তত্ত্বজ্ঞানীরা মীমাংসিত হইতেই পারে না, স্থির করিয়াছেন। ইহাই আধুনিক অজ্ঞতাবাদ (agnosticism)। ইহার উপর ভর করিয়া এখন এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে ধর্ম্ম থাকা অসম্ভব।

অজ্ঞতাবাদীরা দেখাইয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানে উপস্থিত হওয়া যায় না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পক্ষে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে বিষয়-পরীক্ষা ব্যতীত কোনও প্রকার জ্ঞান থাকা অসম্ভব তাহা হইলে অজ্ঞতাবাদীদিগের সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই আর ন্যায় শাস্ত্রের ব্যভিচার লক্ষিত হইবে না। বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে কেবল বিষয়-পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু বিষয়-পরীক্ষা ব্যতীত কোনও প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে না তাহার প্রমাণাভাব,—ইহা কোন স্থলেই প্রমাণীকৃত হয় নাই যে বিষয়-পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার জ্ঞান চলিয়া আসিতেছে না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতেই দেখা যায় যে বিষয়-পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী কতক গুলি জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়-পরীক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ দেখা যাইবে।

২। বিষয়-পরীক্ষা ও জ্ঞান।

বিষয়-পরীক্ষা দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা মনুষ্যের উচ্চতম জ্ঞান নহে। এ শ্রেণীর জ্ঞান প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন ও যুক্তি হইতে জন্মে। কিন্তু যদি পূর্ব্ব হইতে আমাদের এরূপ জ্ঞান না থাকিত যে ইন্দ্রিয় যাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া উপস্থিত করে তাহা একেবারে সত্য হউক বা না হউক কোন না কোন অংশে তাহা সত্য-সংশ্লিষ্ট তবে বিষয়-

জ্ঞান কখনই দাঁড়াইতে পারিত না। মনে কর এক ব্যক্তির এরূপ আন্তরিক বিশ্বাস যে ইন্দ্রিয়-জাত ভাবের সহিত সত্যের কোন সম্পর্ক নাই—সাধারণ মায়াবাদীদিগের ন্যায় শুধু কেবল একটা নৈয়ায়িক মত নহে, হৃদয়ের আন্তরিক বিশ্বাস,—এখন দেখা যাউক এরূপ লোকের বিষয়-পরীক্ষা করিয়া কোন রূপ জ্ঞান লাভ হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে কি না। এরূপ লোকের নিকট ইন্দ্রিয়-প্রসূত ভাব স্বপ্নাপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর, কেন না স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্নকেও সত্য বলিয়া আমাদের মনে আন্তরিক বিশ্বাস থাকে, ইহাতে তাহাও নাই। এরূপ ভাব শত সহস্রবার পুনরুক্ত হইলেও তাহাতে কোন রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সহস্র সহস্র ফুল থাকিলেও যেমন সূত্রাভাবে তাহাদিগকে একত্রে গ্রন্থন করা অসম্ভব, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-প্রসূত ভাব সত্য-সংশ্লিষ্ট মূলে এই বিশ্বাস না থাকিলে উক্ত ভাবের ধারণা হওয়াই একেবারে অসম্ভব সুতরাং বিষয়-জ্ঞান হওয়া আরো অসম্ভব, কেন না ধারণা না হইলে কি লইয়া যুক্তিদ্বারা জ্ঞানে উপনীত হইব। যে কালে দেখা যায় যে আমরা বিষয়-পরীক্ষায় বিশ্বাস স্থাপন করি তখন ইহা নিশ্চয় যে পূর্ব্বোক্ত-রূপ ইন্দ্রিয়-প্রসূত ভাব যে সত্য-সংশ্লিষ্ট আমাদের এই আন্তরিক বিশ্বাস আছে। আর সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান সকল অবস্থিত।

আরো দেখা যায় যে আমাদের যুক্তি করিবার শক্তি অর্থাৎ ধীশক্তির (reason এর) মূলে অপর একটি বিষয়-পরীক্ষাতীত জ্ঞান না থাকিলে কখনো, ধীশক্তির কার্য্যকারিতা থাকিত না। ধীশক্তি কতক গুলি সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট কেবল উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যে সত্য এ বিশ্বাস মূলে না থাকিলে, সে সিদ্ধান্ত কখনো জ্ঞান রূপে পরিণত হইতে পারে না। ধীশক্তি আমাদিগকে কেবল এই মাত্র বলিতে পারে যে "ইহা ঠিক" তেমন অপর অনেক শক্তিও ত ওরূপ বলিতে পারে। যেমন কল্পনাও ত কখন কখন আমাদিগকে বলে যে "ইহা ঠিক" কিন্তু আমরা কল্পনাকে বিশ্বাস না করিয়া ধীশক্তিকে বিশ্বাস করি কেন? আমরা পরীক্ষা দ্বারা ত দেখিতে পাই যে কল্পনা-প্রদর্শিত সিদ্ধান্তও সত্য হয় এবং আমরা যাহাকে ধীশক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্ত মনে করি তাহাও ভুল হয় তবে আমাদের এরূপ বিশ্বাস কেন যে ধীশক্তি-প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের কখনো ভুল হইতে পারে না? যদি বল অনেকবার দেখিয়া দেখিয়া আমাদের ঐরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। এ বিষয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহা কিছু আমরা ধীশক্তির সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করি তাহাই যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই ঠিক এরূপ নহে—ইহা ত আমরা বিষয়-পরীক্ষা দ্বারা অনেকবার দেখিতে পাই। এরূপ সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস কেন যে, বিশুদ্ধ-ধী-শক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্তে কোন রূপেই ভ্রম স্থান পায় না—ভ্রম দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আমরা বলি যে তাহা প্রকৃত পক্ষে ধী-শক্তি-প্রসূত নহে। আর একটা কথা এই যে যদি আমাদের ধীশক্তির সত্য-নির্ব্বাচক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে আমাদের ধীশক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্ত সত্য কি না ইহা পরীক্ষা করিতে আমাদের কখনই প্রবৃত্তি হইত না। দেখা যায় যে ধীশক্তির ভাণ করিয়া যদি অপর কোন শক্তি কোন সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট উপস্থিত করে তবেই আমাদের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত হয়, নতুবা হয় না।

এখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাই-

তেছে যে আমাদের এমন কতক গুলি জ্ঞান আছে যাহা বিষয়-পরীক্ষার ফল নহে,—যাহা অন্য কোন জ্ঞান অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে। এই শ্রেণীর জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশিত। এই নিমিত্ত এ সকল জ্ঞানকে নিরবলম্ব জ্ঞান বলা যাইতে পারে। আর বিষয়-পরীক্ষা-জাত সমুদয় জ্ঞানই এই সকল জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত, এ নিমিত্ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানকে সাবলম্ব জ্ঞান বলা যাইতে পারে।*

৩। নিরবলম্ব জ্ঞানের প্রকৃতি।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আমাদের এমন কতক গুলি জ্ঞান আছে যাহা বিষয়-পরীক্ষার ফল নহে। যে জ্ঞান না থাকিলে আমরা কখন বিষয়-পরীক্ষা করিতে পারি না তাহা কখনো বিষয়-পরীক্ষা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আনীত ভাব সত্যসংশ্লিষ্ট—এই জ্ঞান মূলে না থাকিলে কখন ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান সম্ভব হইত না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রসূত ভাব সত্যসংশ্লিষ্ট, আমাদের এই নিরবলম্ব জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মূল কারণ সুতরাং এই নিরবলম্ব জ্ঞান কখন কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন দ্বারা উপার্জ্জিত হইতে পারে না। কোন কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা কখনো আবার সেই কারণের কারণ হইতে পারে না। যাহা কার্য্য তাহা অবশ্য কারণের পরবর্ত্তী সুতরাং পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা যে পূর্ব্বকার কিছু ঘটিতে পারে ইহা অসম্ভব। ধীশক্তির সত্য-নির্ব্বাচক ক্ষমতা আছে—এই নিরবলম্ব জ্ঞান কখনো ধীশক্তি সঞ্চালনের ফল হইতে পারে না। উপরিউক্ত প্রকার নিরলম্ব জ্ঞান অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিষয়-পরীক্ষা অবস্থিত। অতএব ইহা নিশ্চিত যে নিরবলম্ব জ্ঞান বিষয়-পরীক্ষার ফল নহে।

নিরবলম্ব জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা যুক্তিরাজ্যের অন্তর্ভূত নহে। দেকার্ত্ত সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে অবিশ্বাস করিলেন সুতরাং সমস্ত বিষয়-পরীক্ষা ও বিষয়-জ্ঞানের মূল উড়িয়া গেল। কিন্তু তখন দেকার্ত্ত দেখিলেন যে, সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিলেও একটা বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমিই যে, সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেছি তাহা ত আর অবিশ্বাস করিতে পারি না; সে বিষয়ে ত আর কোন অবিশ্বাস নাই। যাহাতে ইচ্ছা তাহাতে অবিশ্বাস কর কিন্তু তোমার নিজের অস্তিত্বে কখনো অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। ইহাই দেকার্ত্তের বিখ্যাত সূত্র— Cogito ergo Sum (আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি)। দেকার্ত্ত এই জ্ঞানকে নিরবলম্ব মনে করিয়া ইহাকে সকল প্রকার জ্ঞানের পত্তন-ভূমি করিয়া দাঁড় করাইতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এ জ্ঞান নিরবলম্ব নহে। "আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি"—এ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আমার আর একটা জ্ঞান থাকা চাই যে চিন্তা অস্তিত্ব-প্রতিপাদক, অর্থাৎ চিন্তা-শক্তি ও অস্তিত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। আমার অস্তিত্বের একটা ফল এই যে, আমি চিন্তা করিতে সক্ষম। আসল কথাটা এই, আমি যে আছি তা আমি জানি। কি করিয়া জানিলাম বলিতে পারি না। তবে এই জ্ঞানই নিরবলম্ব। ইহা হইতে

* বেদান্ত দর্শনে এইরূপ স্থলে নিরুপাধিক ও সোপাধিক এই দুইশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এখানে ওরূপ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন দেখিতেছি না। চলিত ভাষাতেই আমাদের অর্থ স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

দেখা যায় যে যুক্তি দ্বারা আমরা কখনো নিরবলম্ব জ্ঞানে পহুঁছিতে পারি না। নিরবলম্ব জ্ঞান যুক্তির পরপারে অবস্থিত। যুক্তি উহাকে প্রমাণও করিতে পারে না, অপ্রমাণও করিতে পারে না। সহস্র যুক্তি দ্বারাও কেহ কখন প্রমাণ করিতে পারে না যে আমি আছি, আর এই জ্ঞানের বিরুদ্ধে সহস্র যুক্তি দিলেও কেহ মুহূর্ত্তের জন্য উহাতে সন্দিহান হইবে না। গ্রীক-তত্ত্ববিৎ সগর্ব্বে বলিলেন "কিছুই যে জানা যায় না—তাহাই, কেবল আমরা জানি"—কিন্তু এই ঘোর সন্দেহসূচক বাক্যেও নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশিত হইতেছে না। এই সূত্রের সংস্কার করিয়া কার্ম্মেনাইডিস্ আবার বলিলেন "কিছুই যে জানা যায় না তাহাও আমরা জানি না" কিন্তু এখানেও আপনার অস্তিত্বের উপর ধ্রুব বিশ্বাস। এইরূপে যতই অবিশ্বাসের সমুদ্রে নিমগ্ন হও না কেন আপনার অস্তিত্ব-জ্ঞান কিছুতেই লোপ পাইবে না।

আমরা এখন দেখিলাম যে বিষয়-পরীক্ষা-উৎপন্ন জ্ঞান ও নিরবলম্ব জ্ঞান এ দুয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এরূপ অবস্থায় উভয়বিধ জ্ঞানের আলোচনায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কখনই সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। এক জন তিব্বতবাসী নেতা হইয়া স্বচ্ছন্দে আমাকে তিব্বত দেশের সকল স্থল দেখাইয়া আনিতে পারে বলিয়া কি আমি ল্যাপলণ্ড দেশে সেই তিব্বৎবাসীর নেতৃত্ব-অধীনে চলিব, না তাহা হইলে সে দেশের বিষয় কখন কিছুই জানিতে পারিব? সাবলম্ব জ্ঞানের আলোচনা-প্রণালী নিরবলম্ব জ্ঞানালোচনায় প্রয়োগ করা সেইরূপ। সহস্র বার রুপার কাটী ছোঁয়াইলেও রাজকন্যার মায়া-নিদ্রা ভাঙ্গিবে না বা সোনার কাটীর দ্বারা কখনই তাহার মায়া-নিদ্রা আসিবে না। যতই চেষ্টা কর না কেন স্থলে জাহাজ চলিবে না বা জলে রেলগাড়ী চলিবে না। যেমন তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালীতে বিজ্ঞান চলে না তেমনি বিজ্ঞানের প্রণালীতে তত্ত্বজ্ঞান চলিবে না।

শ্বেত পুষ্প।

করুণাময় পরমেশ্বর যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে তাঁহার বিশ্বসংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেক নিয়ম, তাঁহার জগতের প্রতি পদার্থই অহর্নিশ জীব-জন্তু-রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ উৎপাদন বিষয়ে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেশভেদে ঋতুভেদে তাঁহার স্নেহ করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমারদিগের দুঃখহ্রাস ও সুখোন্নতি সাধন করিতেছে, আমারদিগের দুর্লক্ষ্য বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া অজ্ঞাতসারে শুভ-সমুৎপাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে। যে দেশে যে সময়ে যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাঁহার অতুলন ঐশী শক্তির প্রভাবে সেই স্থানে সেই কালে তাহাই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া জীবজন্তুগণের অভাব মোচন করিতেছে। যে সময়ে যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তি নিরাকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, সেই সময়ে সেই জাগ্রত জীবন্ত জগৎপতি করুণাময় ঈশ্বর, অভাবনীয় কৌশলে তাহা বিদূরিত করিয়া দিয়া তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীবর্গকে রক্ষা করিতেছেন। সুরভি শ্বেতপুষ্প সৃজন এবং তাহারদিগের প্রস্ফুটন-কাল অবধারণ বিষয়ে, তাঁহার কৌশল করুণা আলোচনা করিলে প্রাগুক্ত সত্যটী সুস্পষ্টরূপে আমারদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অনুরাগ আপনা হইতেই উত্তেজিত হইয়া থাকে ও

তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সন্দর্শন করিবামাত্র আপনা হইতেই তাঁহার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা-ভরে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে কীট পতঙ্গাদির মৃত দেহ সহজেই বিকৃত এবং বর্ষাকালে গ্রীষ্মের গলিত পত্রাদি ও বর্ষা-ঋতু-জাত তৃণগুল্মাদি সহসা সটিত হইয়া জন্তু ও উদ্ভিদ-বিকার দ্বারা জল স্থল উভয় স্থানেরই বায়ুকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই কেন সাবধান ও সতর্ক ভাবে অবস্থান করুক না, এই প্রাকৃতিক উৎপাত নিবারণ করা কোন ক্রমেই তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে মনুষ্যের বিদ্যা-বুদ্ধি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সেখানে যে সেই মহাজ্ঞান সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর অভাবনীয় সার্ব্বভৌমিক কৌশলে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গ হইতে সৃষ্টিভূষণ মনুষ্যগণকে পর্য্যন্ত বিপদরাশি হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন, সুরভি শ্বেতপুষ্পই তাহার একটী নিদর্শনস্থল।

বিশুদ্ধ বায়ুই আমারদের প্রাণধারণ ও স্বাস্থ্য-সম্পাদন বিষয়ে যে একটী প্রধানতম প্রাকৃতিক উপাদান, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। জল বিষাক্ত হইলে যেমন সমুদায় জন্তু এক কালে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, তেমনি বায়ু দূষিত হইলে সমস্ত প্রাণীই মহাসঙ্কটে নিপতিত হইয়া থাকে, কোন রূপেই বল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। বায়ু-দুষ্টতা জন্যই গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে বহুতর উৎকট ব্যাধি সমুদ্ভূত হইয়া জীবজন্তুগণকে উৎপীড়িত ও বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ুই আমারদিগের প্রকৃত প্রাণদ ও কল্যাণপ্রদ। যে খানে উদ্ভিদ ও জন্তু-বিকার নাই, সেই স্থানেই এই বায়ু বিশুদ্ধ আকারে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। নদ নদী সমুদ্রে, প্রান্তর ও গিরি-চূড়াতেই বিশুদ্ধ অম্লজান-বায়ু-স্রোত অহর্নিশ বহুপরিমাণে প্রবাহিত হইতেছে। সেই কারণেই জল-পথে ভ্রমণ এবং প্রান্তর ও পর্ব্বতোপরি অবস্থান করিলে বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে ও রোগজীর্ণ নিতান্ত দুর্ব্বল-দেহ রোগীকেও হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। নগর গ্রাম প্রভৃতি জনপদ মধ্যে যে পরিমাণে প্রাণ-যুক্ত প্রাণদ বায়ুর অপ্রতুল হয়, সেই পরিমাণেই সেই সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর ও রোগ-নিবাস হইয়া পড়ে। মনুষ্য যে উদাসীন ভাবে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যের অনুরোধে নদ নদী সমুদ্রে বা প্রান্তর ও পর্ব্বত-শিখরে অবস্থান করিবে ইহা ত জগদীশ্বরের অভিমত নহে। মনুষ্য সামাজিক জীব, জন-সমাজের মধ্যগত হইয়া অক্ষত অব্যাহত শরীরে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা মহীয়ান করিবে এবং আপনারদের স্বাস্থ্য-সম্পদ বর্দ্ধন ও আত্মোন্নতি সম্পাদন করিবে এই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য। ঈশ্বরের সেই মহান্ লক্ষ্যের প্রতি—তাঁহার উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের প্রতি আমরা আমারদের অন্তশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে প্রাকৃতিক জগৎ হইতে তদুপযোগী পদার্থ নিচয় আহরণ করত যেখানে কেন অবস্থান করি না, সেই খানেই সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ মনে কালাতিপাত করিতে পারি।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রৌদ্র জলের বাহুল্য নিবন্ধনই জন্তু ও উদ্ভিদ-বিকার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতেই তাহা মন্দীভূত হইতে থাকে। জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য পালনা শক্তি, তাঁহার এমনই অতুলন সংরক্ষণ-সামর্থ্য, যে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহার প্রতিবিধান করিতে থাকেন। গ্রীষ্মকালে

যে মশক মক্ষিকা প্রভৃতি অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াছেন। একটু উদ্ভিদ-বিকার এক স্থানে নিপতিত হইলেই, সহস্র সহস্র মক্ষিকা তথায় উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অমনি তাহা উদরসাৎ করিয়া ফেলে, এক স্থানে একটী মৃত দেহ নিপতিত হইলে অমনি সহস্র সহস্র কীট পতঙ্গাদি দ্বারা তাহা বিরূপীকৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্ভুত মহিমা! পৃথিবীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন এবং সৃষ্টিভূষণ মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন জন্য অচেতন ও অপপদার্থ সকল হইতে, সজীব ও সচেতন মশকাদি স্বেদজ প্রাণিরাশি সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত সত্ত্বারই দেদীপ্যমান প্রমাণ এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-কৌশল প্রদর্শন করিতেছে।

মশক-মক্ষিকাদি দ্বারা ভক্ষিত বা বিরূপীকৃত হইয়াও যে সকল অবশিষ্ট জন্তু ও উদ্ভিদ-বিকার বায়ুকে দূষিত করিতে আরম্ভ করে, জল রৌদ্র দ্বারা সেই দূষিত বায়ুরাশি শোধিত ও সংস্কৃত হইবার জগদীশ্বরের সুব্যবস্থা থাকিলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে তাঁহারই নিয়মে নগর গ্রাম অরণ্য পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানে বিপুল পরিমাণে সুরভি শ্বেত পুষ্প সকল দিন রাত্রি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনাপন সৌরভরাশি বিস্তার করত বায়ু-সাগরে অম্লজান-স্রোত বর্দ্ধিত করিতে থাকে। মনুষ্যের নয়ন মন এবং তাহার দর্শন ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সুরভি শ্বেত পুষ্পের এমনই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ জগদীশ্বর নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, সে তাহা দর্শন করিবামাত্রই আগ্রহের সহিত আহরণ ও তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে বিপুল মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সুরভি শ্বেত পুষ্প সকল, বিশুদ্ধ অম্লজান উৎগীরণ করে, তাহার গন্ধ-লোলুপ হইয়া আঘ্রাণ লইলে বিশুদ্ধ বায়ু শরীরস্থ হইয়া শরীরের সুস্থতা সাধন এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই কারণেই ঈশ্বরের অখণ্ড অনিবার্য্য নিয়ম-প্রভাবে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শীত ঋতুর আগমন-কাল পর্য্যন্ত জল স্থলে, নগর গ্রামে, অরণ্য পর্ব্বতে ক্রমাগতই সুরভি শ্বেত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীর কল্যাণ সম্পাদন করে।

ভারতভূমি গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এদেশে সামান্যত গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত এই তিনটী ঋতুকেই প্রবলতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং সেই জন্যই এ প্রদেশে ফাল্গুন চৈত্র হইতে অধিক পরিমাণে সুরভি শ্বেত পুষ্প সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন অবধি অর্থাৎ বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া জল স্থল অরণ্য পর্ব্বত আমোদিত করে। গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে ভারতবর্ষের জলস্থলে যেখানে গমন করা যায়, সেই খানেই রাশি রাশি সুরভি শ্বেত পুষ্প নয়ন-পথে নিপতিত হইয়া থাকে। এই সময়ে নির্জন অরণ্যে বা নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলে, মহাদ্রুম বা মহালতা সকলের বিকশিত পুষ্পের কমনীয় গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হয়। গ্রাম পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিলে জাতী যূথি, মল্লিকা মালতী, মাধবী শেফালিকা, গন্ধরাজ রজনীগন্ধা, কুন্দ কামিনী, কেয়া কেতকী প্রভৃতি বহুবিধ শুভ্র কুসুমের সৌগন্ধ আঘ্রাণে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের শক্তি! এই সময়ে যেন তাঁহারই শাসনে শশব্যস্ত হইয়া ভূমি ভেদ করত দোলন কস্তুর এবং ভূমি-

চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ সুরভি শ্বেত পুষ্প সকল সবলে উত্থিত হওত সেই বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। স্রোতোবিহীন নদ নদী তড়াগ সরোবর বা দূষিত পুষ্করিণী প্রভৃতি পঙ্কিল জলাশয় সন্নিধানে উপনীত হইলেও পঙ্কজ কুমুদ কল্হার প্রভৃতি জল-পুষ্প সমূহের সৌন্দর্য্য সৌরভে নয়ন মন শীতল হইতে থাকে। যত দিন ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধিত না হয় অর্থাৎ জলবায়ু শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠে, ততদিন তাহারা পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্রি প্রস্ফুটিত হওত সৌগন্ধ বিস্তার করে। শিশির-নিপাত দ্বারা যখন আকাশমণ্ডলের ন্যায় জলরাশি নির্ম্মলাকার ধারণ করে, অমনি তাহারা আপন আপন কৃত্য সমাপন করিয়া জল-যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হয়। ঈশ্বরের এই জাগ্রত জীবন্ত স্নেহ আলোচনা করিলে কোন্ পাষাণ-হৃদয় না তাঁহার প্রেমে বিগলিত হইয়া যায়?

সুরভি শ্বেত-পুষ্প সকলের এই প্রাণদ কল্যাণপ্রদ গুণরাশি আর্য্য ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতে অবগত হইয়া শ্বেত পুষ্পের তরুলতা সকল বাসগৃহে দেবালয়ে সাধন-স্থানে রোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং ঈশ্বরের পালনী শক্তির প্রতিরূপ বিষ্ণুর পূজা বিষয়ে শ্বেত পুষ্পের প্রাধান্য ও ফল-মাহাত্ম্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্বেত-পুষ্প-প্রসূ বৃক্ষ গুল্ম বল্লীর মূল কাণ্ড শাখা পত্র ও পুষ্পের রোগনাশক শক্তি প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও তৎসমূহ ঔষধ-উপাদান রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে জনৈক ইউরোপীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন যে, "এদেশের নিবাস নিকেতন বা দেবালয়কে জীবন্ত ঔষধালয় বলিলেই হয়।" এবং অধুনাতন জার্ম্মাণ দেশীয় একজন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিঃসংশয়ে অবধারণ করিয়াছেন যে "আসিয়াস্থ শ্বেত পুষ্প সমুদ্ভূত সৌগন্ধে ভূরি পরিমাণে (oxone) শোধিত অম্লজান নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক।"

আর্য্য জাতির স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে ইহাদিগের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য সমন্বয় দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। স্মৃতি শাস্ত্রে এবং পুরাণ তন্ত্রে যে যে দ্রব্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদির আরাধ্য দেবতাগণের স্নানের বা পূজার্চ্চনার পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত এবং নিতান্ত আহরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈদ্যগ্রন্থে সেই সকল পদার্থই বিশেষ বিশেষ রোগ-নাশক-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে আবার আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা এই যে, শিবপূজায় ব্যবহার্য্য পুষ্পাদির মূল কাণ্ড শাখা প্রভৃতি বহু পরিমাণেই বেদনা ও বিষনাশক এবং সঙ্কট-রোগ-নিবারক। যথা—ধুস্তূর, দ্রোণ আবন্দ বিল্ব ইত্যাদি। শক্তি-পূজার স্নানীয় এবং অর্চ্চনীয় তরু লতা-বল্কল-পত্র এবং পুষ্পাদি ক্ষত রোগ ও স্ত্রীরোগ আরোগ্য বিষয়ে বিশেষ ফলোপধায়ক। যথা জপা করবীর অপরাজিতা ইত্যাদি। এবং বিষ্ণুপূজার প্রশস্ত সুগন্ধি পুষ্প প্রভৃতির মূল কাণ্ড-শাখা পত্রাদি, জ্বর উদরাময় ক্রিমি, রক্তাতিসার প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত, সাধারণ রোগ-রাজির মহৌষধ। যথা চম্পক, শেফালিকা, মালতী মাধবী, জাতী যূথি কুরচি তুলসী ইত্যাদি। ঈদৃশ সুনিয়ম ও সুপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, গৃহস্থেরা স্বাস্থ্যের অনুরোধে না হউক, ধর্ম্মের অনুরোধেও আপনাপন গৃহ উদ্যানে বা দেবালয়ে শিব শক্তি ও বিষ্ণু-পূজার প্রশস্ত অথচ একান্ত

প্রয়োজনীয় নানা-রোগ-নাশক কুসুম তরু লতা সকল রোপণ করত সাময়িক পীড়ার উপদ্রব হইতে অল্পায়াসে স্বল্প ব্যয়ে রক্ষা পাইবে, এই জন্যই দূরদর্শী হিতচিকীর্ষু আর্য্য ঋষিগণ এই ব্যবস্থা অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ধর্ম্মভীরু আর্য্য নরনারীগণ বংশ-পরম্পরা-ক্রমে এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তদ্দৃষ্টেই বোধ হয় ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আর্য্য-নিবাস নিকেতন ও দেবালয়কে জীবন্ত ঔষধালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। বিজাতীয় ভাব ভারতবাসীদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেও অনেকানেক নগর গ্রাম পল্লীর ধর্ম্মানুরক্ত আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেরই গৃহ উদ্যানে দেশীয় পুষ্প লতার নিতান্ত অসদ্ভাব হয় নাই। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে রোগনাশক-শক্তি-সম্পন্ন তরু লতা গুল্ম সকলের অসামান্য প্রাচুর্য্য দৃষ্টেই আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা মহর্ষিগণ আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সুরা-যোগে তৎসমূহের নির্য্যাসাদি রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিজাতীয় সভ্যতার সম্মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে বিশেষ কষ্টকর হইলেও আমারদিগের শরীর যেমন বিজাতীয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতেছে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও যেমন নিবাস নিকেতন সকলও ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জীভূত হইতেছে, রোগগ্ন না হইলেও তেমনি উদ্যানাদিও বিজাতীয় বহুমূল্য নির্গন্ধ আপাতরম্য সাময়িক সুচিত্র-পুষ্প-পত্র-প্রসূ তরুগুল্ম লতায় শোভিত হইতেছে। সর্ব্বভুক সভ্যতা আমারদিগের প্রকৃতিকে অজ্ঞাতসারে এমনই নূতন রূপে সংরচন করিতেছে যে, প্রাগুক্ত দেশীয় পুষ্পাদি প্রত্যক্ষ প্রাণদ কল্যাণপ্রদ হইলেও তাহারদের দেবদুর্লভ সৌগন্ধ অনেকেরই নাসারন্ধ্রে বিষতুল্য বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের গৃহ উদ্যানে আর তাহারা এখন স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। কোথায় বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম উজ্জ্বল হইবে, কোথায় পিতৃপিতামহ-আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আস্থা অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, কোথায় স্বদেশের নির্দ্দোষ আচার রীতি পদ্ধতি সংরক্ষণের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইবে, না অমারদিগের হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাহার ঠিক বিপরীত ফল ফলিতেছে। সভ্যতার সর্ব্বনাশক শক্তি চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া আমারদিগের স্বাস্থ্য-সম্পদ জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই গ্রাস করিতেছে। যে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ জন্য আমরা উন্মত্ত, সেই ইউরোপীয় পণ্ডিত-চূড়ামণিগণ ভারতের যে সমস্ত বিষয়ের একান্ত অনুরাগী, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা তাহারও প্রতি বীতরাগ হওত আপনারদের লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মনীতি।

আজকাল ইউরোপে এমন কতকগুলি মত * প্রচলিত হইয়াছে, যে সকল মতাবলম্বীরা বলেন যে ধর্ম্মনীতির সহিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি না করিয়া সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনকে সার্থক করিতে পারেন। আমরা জানি আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই মতাবলম্বী হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহাতে বিশ্বাস করিবার কিম্বা

* Positivism ও Utilitarianism

তাঁহাকে ভক্তি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, সাধ্যমতে পরোপকারসাধন, আমাদের বিবেকাদিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিলেই ইহ জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা হইল। এই রূপ মতাবলম্বী লোকদিগকে নীতিবাদী নাস্তিক আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এই নীতিবাদী নাস্তিকেরা ভাবিয়া দেখেন না যে ঈশ্বরে বিশ্বাস-শূন্য হইলে সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক—যতদূর সম্ভব ততদূর ধার্ম্মিক হইতে সক্ষম হওয়া যায় কি না। আমাদিগের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে কেহ সম্পূর্ণ রূপে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর ধর্ম্মনীতির উন্নতি-সাধন সম্যক নির্ভর করে। ধর্ম্মনীতি কাহাকে বলে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি কি, তাহা আমরা আমাদিগের বিবেক-বলে, সহজ জ্ঞান-প্রভাবে জানিতে সক্ষম হই, কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্ম-সাধনের ইচ্ছা মনুষ্যের হৃদয়ে সাধারণত এতদূর বলবৎ নহে যে তাহা ধর্ম্মকার্য্য সাধন করিতে মনুষ্যকে প্রবল রূপে উৎসাহিত করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদের দয়াময় পরম পিতা, তাঁহার আদেশে ও ইচ্ছায় আমরা এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের যে বিবেকাদিষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য তাহা তাঁহারই আদিষ্ট কার্য্য, সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলে আমরা তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করি, আমাদিগের ইহ জীবনের কার্য্যে আমরা সেই অনন্ত দেবের নিকট দায়ী, এবং সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পুরুষ সর্ব্বদা আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগের সকল কার্য্য দেখিতেছেন এবং হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশস্থ বাসনা সকল জানিতেছেন, এইরূপ স্থির বিশ্বাস থাকিলে, ধর্ম্ম-সাধন যে একটি মহান গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা গভীর রূপে আমাদিগের প্রতীতি হয়, এবং তৎসাধনে আমরা অলৌকিক অতুল উৎসাহ প্রাপ্ত হই। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলেই আমরা প্রকৃত রূপে, সম্যক রূপে, সম্পূর্ণ রূপে, ধর্ম্মসাধন করিতে পারগ হই। এই রূপ বিশ্বাস থাকিলেই আমরা প্রাণপণে, আমাদিগের সমস্ত হৃদয়, মন, আত্মা ও শক্তির সহিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি। এই রূপ বিশ্বাস থাকিলেই আমরা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধনের জন্য, ধন, মান, যশ, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ, এবং আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট দায়ী ইহা যাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি যে, যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয় তাহা অপেক্ষা সর্ব্বক্ষণ নবীন উৎসাহের সহিত সযত্নে, এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ধর্ম্মের সেবা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যিনি ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি দয়া-পাত্রের প্রতি দয়ালু না হইয়া কি থাকিতে পারেন? যিনি ঈশ্বরকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি কি সকল জীবকে ভাল না বসিয়া থাকিতে পারেন? যিনি ঈশ্বরকে পূর্ণ ন্যায়বান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার কি কখন অন্যায়াচরণ করা সম্ভব? যিনি ঈশ্বরকে পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি কখন অপবিত্র কার্য্য দ্বারা আপনাকে কি কলুষিত করিতে পারেন? ঈশ্বর আমার সম্মুখে সর্ব্বদাই উপস্থিত, তিনি আমার সমস্তই জানিতেছেন, এই বিশ্বাসের সহিত কি কোন হৃদয়ে পাপচিন্তা তিষ্ঠিতে পারে? বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীরা যাহাই বলুন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তির ধর্ম্ম-পথে অবিচলিত থাকিবার যে সকল

কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল কর্ত্তব্য-বোধ-চালিত ব্যক্তির সে সকল কিছুই নাই।

অনেক নীতিবাদী নাস্তিক বলিবেন যে সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসের কোন আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা কেবল কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপালন করিতে সক্ষম। আমরা বলিব ইহা তাঁহাদিগের একটি মহা ভ্রম। গুরুতর-কর্ত্তব্য-বোধ-সম্পন্ন কোন কোন নাস্তিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, বহু আয়াসে প্রকৃত রূপে ধর্ম্মপালন করিতে সক্ষম হইতে পারেন আমরা ইহা অস্বীকার করি না, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য প্রবল-কর্ত্তব্য-বোধ-সম্পন্ন নহে, অতএব তাহারা যে ঐরূপ করিতে সক্ষম হইবে ইহা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। আর যে দুই এক জন নাস্তিক কেবল কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্মপালন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি ধর্ম্মসাধনে যে উচ্চ ও মহান উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েন, যে স্বর্গীয় পবিত্র ভাবে উৎফুল্ল হয়েন, যে অলৌকিক বল ও উৎসাহে প্রযুক্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, সেই মহান উদ্দেশ্য, সেই পবিত্র ভাব, সেই অলৌকিক বল ও উৎসাহের আস্বাদ কখনই পাইবেন না, এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তির আত্মা ঐ সকল দ্বারা যে উন্নতি ও পবিত্রতা লাভ করে, তাঁহারা সেই উন্নতি ও পবিত্রতা কুত্রাপি লাভ করিতে পারিবেন না।

কোন কোন নীতিবাদী নাস্তিক বলিবেন, স্বীকার করি ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-পালন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি অন্ধ বিশ্বাস—একটি মিথ্যা বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস—মিথ্যা বিশ্বাসকে মনের বিকার না হইলে উজ্জ্বল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এরূপ নাস্তিকদিগকে আমরা বলি যে তাঁহারা যখন ধর্ম্মপালন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করেন, ধর্ম্মপালন মনের উন্নতি-সম্পাদক ইহা মনোবিজ্ঞানের একটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং যখন ইহাও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকৃত রূপে, সম্যকরূপে, সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপালন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তখন ঈশ্বর-বিশ্বাস, মিথ্যা বিশ্বাস তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না। ধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মপালন মনের উন্নতি-সম্পাদক ইহা যদ্যপি একটি সত্য হয়, তাহা হইলে যাহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপালন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাও একটি সত্য না হইয়া থাকিতে পারে না। এক সত্যের সহিত অপর এক সত্যের বিসংবাদিতা থাকিতে পারে না, সত্য ও মিথ্যাই পরস্পর বিসংবাদী। এক সত্য অপর এক সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। সত্য ও মিথ্যাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। একটি মিথ্যা অপর একটি সত্যের কখনই অনুকূল হইতে পারে না। একটি সত্যই অপর একটি সত্যের অনুকূল। একটি মিথ্যা একটি সত্যকে কখনই উজ্জ্বল করিতে পারে না। একটি সত্যই অপর একটি সত্যকে উজ্জ্বল করে। যখন দেখা যাইতেছে যে এক অনন্ত করুণাময়, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণপবিত্র স্বরূপ, সর্ব্বলোক-পিতা-মাতা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর আছেন এই সত্য, ধর্ম্মপালন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মপালন মনের উন্নতি-সম্পাদক এই সত্যের কিছুমাত্র বিসংবাদী ও প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া পরস্পর সম্পূর্ণ অনুকূল হইতেছে এবং একটি অপরটিকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রতীয়মান করাইতেছে তখন এই দুইয়ের মধ্যে একটি সত্য অপরটি সত্য নহে, কেহ এরূপ বলিতে পারেন না। যে সকল নাস্তিক ধর্ম্ম-

পালন মনের উন্নতি-সম্পাদক এই সত্যে বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস ধর্ম্মপালন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ইহাও বিশ্বাস করেন, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় দেন। যাঁহারা ধর্ম্মপালন মনের উন্নতি-সম্পাদক এই সত্যে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহারা নাস্তিক হইতে পারেন না, তাঁহারা সত্যের অনুরোধে, আপনাদিগের মত ও বিশ্বাসের অনুরোধে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

এক্ষণে আমাদিগের দেশের নীতিবাদী নাস্তিক মহোদয়গণকে আমাদের অনুরোধ যে যদ্যপি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনীতি পালন করিয়া আপনাদিগের হৃদয়ের উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-ভক্ত হউন, তাহা না হইলে কোন কালেই তাঁহারা আপনাদিগের সংকল্প চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন না। আর যে সকল নীতিবাদী মহাত্মা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপালন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের এই প্রার্থনা যে তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে কাল-বিলম্ব করিয়া লোকের হাস্যভাজন না হয়েন। তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধরা দিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বস করিতে তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য। *

প্রথম প্রস্তাব।

"Roughly speaking, however, the Bengali language and the Bengali characters are contemporoneous, they are derivation of the Sanscrit and Nagari respectively."

Babu Pratapa Chandra Ghosh B. A.

দেশ—দেশবাসী ও তাহাদের ভাষা একাভিধানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তদনুসারে আমাদের জন্মভূমি—বাঙ্গলা—আমরা বাঙ্গালী ও আমাদের ভাষা "বাঙ্গলা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণে ভারতের অষ্টাদশ ভাষার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা সংস্কৃত, প্রাকৃত,—উদীচী, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, মিশ্রার্দ্ধমাগধী, শকাভীরী, শ্রবন্তী, দ্রাবিড়ী, ওড্রীয়া, পাশ্চাত্যা, প্রাচ্যা, বাহ্লীকা, রন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, পৈশাচী, আবন্তী ও শৌরসেনী। (১) ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ নাই। কিন্তু "বাঙ্গালা আখ্যা অত্যন্ত প্রাচীন নহে।" সুতরাং প্রোক্ত "প্রাচ্যা" ই বাঙ্গালা প্রদেশ বিশেষের ভাষা বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

কিঞ্চিদধিক দুই সহস্রাব্দ পূর্ব্বে গ্রীক রাজদূত মেগস্থনিস্ মগধকেই প্রাচ্য রাজ্য লিখিয়া গিয়াছেন। উদ্ধৃত তালিকা অনুসারে "প্রাচ্যা" ও "মাগধী" স্বতন্ত্র ভাষা হইতেছে। প্রাচ্য অর্থ পূর্ব্ব (দেশ)। সেই দেশবাসী ও তাহাদের ভাষার প্রতি "প্রাচ্যা" শব্দ সংযোগ হইয়া থাকে। মহাভারত, শান্তি পর্ব্বে লিখিত আছে—

* * * * ।

প্রাচ্যা মাতঙ্গযুদ্ধেষু কুশলা কূটযোধিনঃ ॥

---

* 1. Contributions towards Vernacular Lexicography. By Babu Pratapa Chandra Ghosh. B. A. (J. A. S. B. XXXIX. part 1.)

2 Bengali Literature. (C. R.)

3 বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

4 Literature of Bengal. By R. C. Datta. C. S.

5 বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত।

(১) শব্দকল্পদ্রুম। "ভাষা" শব্দ দেখ।

প্রোক্ত "প্রাচ্যা" শব্দের মন্তব্য-স্থলে শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বাঙ্গালার পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য অসভ্যদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (The prachyas are the eastern tribes of Manipure, Kachar, Tripura &c.) আমাদের বিবেচনায় বিজ্ঞবর মিত্র মহোদয়ের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে, কারণ মহাভারত রচনার দীর্ঘকালান্তেও মগধই প্রাচ্য (জনপদ) বলিয়া পরিচিত ছিল। বিশেষতঃ ভাষা-বৃত্তান্ত-লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ না করিয়া, আমাদিগের পূর্ব্ব দিকস্থ পার্ব্বত্য অসভ্যদিগের ভাষাকে ভারতীয় শাস্ত্রীয়-ভাষা-শ্রেণীতে গ্রথিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু বলেন—"ভাষার কুলজী ধরিয়া গেলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষা এক প্রকার অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দী হইতে, সেই প্রাচীন হিন্দী মাগধী-প্রাকৃত হইতে, মাগধী পালী হইতে, পালী গাথা হইতে এবং গাথা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।" (২)

চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে মগধ, মিথিলা ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের (দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থান) (৩) ভাষা অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সমতট (বঙ্গ), তাম্রলিপ্ত, কিরণসুবর্ণ প্রভৃতি প্রদেশের ভাষা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরিব্রাজক আসাম, সমতট, কিরণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও ওড্র প্রভৃতি দেশগুলিকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়াছেন। আসাম ও উড়িষ্যার ভাষা যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভাষা হইতে পৃথক ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় মালদহ দিনাজপুর বগুড়া প্রভৃতি স্থানেই সংস্কৃত-মূলক অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাষা প্রচলিত ছিল। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভাষার সহিত সমতট, কিরণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তের প্রচলিত ভাষা মিশ্রিত হইয়া একটী নূতন ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ ইহার জন্মদাতা বলিয়াই এই ভাষায় সংস্কৃতের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; বলা বাহুল্য যে ইহাই "বাঙ্গালা ভাষা।

বিজ্ঞবর হোরেন্‌লি সাহেব আর্য্যাবর্ত্তের (গৌড়ীয়) ভাষা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায়—গৌড়ীয় একটী ভাষা-দ্রুম, ইহার দুই শাখা ও নব প্রশাখা; হিন্দী, নেপালী, মারহাট্টী (৪) গুজরাটী, সিন্ধী, গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী এক শাখার অন্তর্গত; অন্য দুইটী মাত্র ভাষা, বাঙ্গালা ও উড়িয়া দ্বিতীয় শাখার প্রশাখা মাত্র। (৫) তাঁহার বিবেচনায় এই সকল ভাষার জন্মকাল ৮০০—১২০০ খৃষ্টা-

---

২ বৌদ্ধ-বিপ্লব-কালে, প্রাচীন মাগধী তিনটি রূপ ধারণ করে। ১—গাথা—ললিতবিস্তরের ভাষা; ২—পালি—কর্কশ-সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শাক্যসিংহ মসৃণ মিশ্র-মাগধী ভাষায় উপদেশ দান করিতেন, সেই উপদেশের ভাষাই পালি। ৩—অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ নরপতিগণের উৎকীর্ণ প্রস্তর-লিপির ভাষা, ইহাই বোধ হয় ভারতের তদানীন্তন ব্যবহার্য্য ভাষা; পালি ইহার রূপান্তর মাত্র।

৩ হিয়োনসাঙের বাঙ্গলা-ভ্রমণ (ভারতী, ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ) দেখ।

৪ কাব্যাদর্শের টীকাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাক্য দ্বারা প্রাচীন মহারাষ্ট্রী বর্ত্তমান মারহাট্টী হইতে স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় প্রাচীন ও বর্ত্তমান-মহারাষ্ট্রী দুইটী স্বতন্ত্র ভাষা নহে; বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রী প্রাচীন ভাষার কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র।

৫ আসামী ভাষাও এই শাখার অন্তর্গত হইতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহোদয় উড়ীয়া ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষার দুহিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উড়ীয়া ও আসামীকে বাঙ্গালা ভাষার ভগিনী বলিলেই ভাল হয়।

ব্দের মধ্যবর্ত্তী। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাধারণের ব্যবহার্য্য ভাষা ছিল।

হোরেন্‌লি সাহেবের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আমাদের বিবেচনায় মাগধী (৬) ও প্রাচ্যার সংঘর্ষণে যে একটী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই বাঙ্গালা আখ্যা ধারণ করিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষর দর্শন করিলে আমাদের বাক্য সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। মাগধী (গুপ্ত নরপতিদিগের শাসন-পত্রের) অক্ষর ও মৈথিলী অক্ষর রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষর গঠিত হইয়াছে।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন—আমাদের দেশে জয়দেব নামে এক জন কবি ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দ নামে একখানা গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের অন্যতম সভা-পণ্ডিত। (৭) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লক্ষ্মণসেন একটী অব্দ প্রচলিত করিয়া যান। এখন ৭৭২ লক্ষ্মণাব্দ চলিতেছে। সুতরাং জয়দেব ও তৎপ্রণীত গীতগোবিন্দ সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ প্রাচীন হইতেছে। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। তন্মধ্যে রজনী বাবুর গ্রন্থ বিশেষ উপাদেয়। আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"জয়দেবের রচনা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। জয়দেব স্বীয় মহাকাব্যে যে সকল ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় জয়দেব-প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতগোবিন্দ গীতাবলি, যেরূপ কামিনী জনের কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শ্রুতি-বিনোদন বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় জয়দেবের সমকালে বাঙ্গালা ভাষা এক প্রকার প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"

"চল সখি কুঞ্জং
"যুবতি বিলাপং
"সুধা মধুরং
"রসিক জনং
"সচকিত নয়নং
"ভুজ বন্ধনং
"কামিনী কমল বদনং
"অমৃত ধারং
"মম জীবনং"

——প্রভৃতি পদ সকল এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল। এই সকল পদের অন্তঃস্থিত অনুস্বার লোপ করিলে বিশুদ্ধ ও প্রচলিত বাঙ্গালা হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষরের শৈশবাবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "তন্ত্রশাস্ত্রে সমুদয় বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে।" তৎপরে তিনি কামধেনু তন্ত্র হইতে "ক" কারের তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রোমাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥
ঊর্দ্ধ কোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণ মেতৎ কথিতম্——॥"

এতদ্দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে ঐ তন্ত্র লিখিত হইবার পূর্ব্বে দেব নাগরের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হইয়াছিল। আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—

৬ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হিয়োনসাঙের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও মগধে একই ভাষা প্রচলিত ছিল।

৭ গোবর্দ্ধনশ্চশরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥
(সঙ্গীত সার ৩০ পৃষ্ঠা।)

"কামধেনু তন্ত্রের বয়ঃক্রম কত"? তিনি পূর্ব্বেই তাহার উত্তর করিয়াছেন। আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"এক্ষণে অনেকেই তন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোনও কোনও তন্ত্র খুব আধুনিক হইতে পারে কিন্তু সকল তন্ত্রই যে তত আধুনিক তাহা বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দীক্ষাতত্ত্ব নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা তান্ত্রিক সংস্কার—বৈদিক নহে। ঐ পুস্তকে তিনি বীরতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েক খানি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।(৮) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সৈয়দ হুসন সাহের সমসাময়িক—অর্থাৎ এইক্ষণ হইতে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। (৯) অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে রঘুনন্দনের সময়ে তন্ত্র শাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিলে তিনি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব মধ্যেদীক্ষাতত্ত্ব লিখিতে যাইতেন না। আমাদের দেশে—যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, সেখানে—যে অতি অল্প কালের মধ্যেই কোন গ্রন্থ বিশেষ রূপে প্রচলিত হইবে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব রঘুনন্দনের অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর অর্থাৎ এখনকার প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তন্ত্র শাস্ত্রের সুতরাং তন্ত্র-বর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এক প্রকার স্থির হইতেছে।"

৮ কামধেনু তন্ত্রের উল্লেখ আছে কি?

৯ রঘুনন্দন চৈতন্যের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী। চৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনুসারে রঘুনন্দন কিঞ্চিদূন চারি শতাব্দীর প্রাচীন হইতেছেন। তাঁহার গ্রন্থ গুলি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রায় সকল স্থানেই সরল মার্গ পরিহার পূর্ব্বক বক্র পথে যাইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছেন।

কি প্রমাণের দ্বারা স্থির হইল? কেবল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাক্য দ্বারা। যদি আমরা তর্কস্থলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তি স্বীকার করিয়া বলি—"অতএব, রঘুনন্দনের অন্তত ১ কি ১॥ শত বৎসর অর্থাৎ এখনকার ৪॥ কি ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে তন্ত্র শাস্ত্রের সুতরাং তন্ত্র-বর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল।" তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের বাক্য কোন্ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবেন?

জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক, সুতরাং জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালা অক্ষর কি রূপ ছিল, তাহা আমরা লক্ষ্মণসেনের শাসন-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার অর্পণ করিলাম।

অক্ষরের প্রতিলিপি।*

জয়দেবের কাব্যের ভাষা ও তাঁহার সমসাময়িক লক্ষ্মণসেনের শাসন-পত্রের অক্ষর দৃষ্টে বোধ হয়, জয়দেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নিতান্ত শিশু বলিয়া তখন ভাষার নামকরণ হয় নাই। "বাঙ্গালা" নাম খুব প্রাচীন নহে। বারণির মতানুসরণ করিয়া মৃত মহাত্মা ব্লকমান সাহেব বলেন ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তুগলক সাহের রাজত্বকালে সম্মিলিত-প্রদেশ-ত্রয়—লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণ গ্রাম "বাঙ্গালা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বারণিকৃত তওয়ারিখে-ফিরোজসাহি গ্রন্থের কিয়দংশ অনুবাদ হইয়াছে। তৎপাঠে আমরা অসঙ্কুচিত ভাবে ব্লকমানের বাক্যে অনুমোদন করিতে পারি। প্রকৃত পক্ষে "বাঙ্গালা" শব্দটী কোন মতেই এতদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে

* লেখক এই প্রবন্ধের সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় বর্ণমালার অবিকল প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন। সময়ক্রমে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সং

না। সুতরাং খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আমাদিগের জন্মভূমি ও মাতৃভাষা বাঙ্গালা, এবং আমরা বাঙ্গালি নামে খ্যাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন—কিন্তু মাতামহী।" বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়া বলেন—"The Prakrit is the Mother and Sanskrit the Grand mother of the Bengali language"

এই উক্তি পোষণের জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় কএকটী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর-সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। রমেশ বাবু তাহাই নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু ভূরি ভূরি প্রাকৃত শব্দ উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি তথাচ বাঙ্গালাকে প্রাকৃতের দুহিতা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালার সাদৃশ্য অপ্রাকৃতিক নহে। মনে কর পাঠক! আমরা পথে যাইতে বিংশতি-বর্ষ-বয়স্কা একটী যুবতী ও তদাকৃতি-সম্পন্না একটী তিন বৎসরের বালিকা দর্শন করিলাম। আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সেই বালিকা সেই যুবতীর কন্যা হইবে, আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব? ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তি অবলম্বন করিলে আমরা "জেন্দ" "গ্রিক" "লাটিন" প্রভৃতি ভাষা সমূহকে সংস্কৃতের দুহিতা বলিতে পারি। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃত বাঙ্গালার জননী, প্রাকৃত তাহার অগ্রজা, অথচ উপমাতা!

প্রতাপ বাবু বলেন "বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত। কোনও কোনও শব্দ এরূপ সামান্য রূপান্তরিত হইয়াছে যে, দর্শন মাত্রই তাহা কোন্ (সংস্কৃত) শব্দের অপভ্রংশ অক্লেশে বলা যাইতে পারে।"

বিজ্ঞবর হোরেন্‌লি সাহেব লিখিয়াছেন:—

"I admit however, another view is possible which whould allow to the Bengali and Uriya no Prakritic element at all but only proper Gourian."

ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্যত্রে বলেন—"সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যে রূপ প্রণালী-বদ্ধ নিয়ম-পদ্ধতি পাওয়া যায় প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়া যায় না! সুতরাং কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বোধ হয় কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাঙ্গালার উপাদান নহে! দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও সে কথা কহিয়া থাকেন। * * * সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশে কোনও রূপ প্রাকৃত ভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিল, বোধ হয় তৎকালে এদেশের জনসাধারণের ব্যবহারার্থ কোন এক আদিম ভাষা ছিল। সেই ভাষার সহিত প্রাকৃত ভাষা সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হইয়া এই বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্যাপি এইভাষায় ঢেকি, কুলা, ধুচনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, তাহারা না প্রাকৃত না সংস্কৃত না পারস্য না আরব্য। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলায় ক্রিয়াকারক বিভক্তি প্রভৃতি এ প্রকার ভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, একথা বলিতে পারা যায় না—।"(১০)

(১০) আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐকমত্যে বলিতেছি—সংস্কৃত বিশুদ্ধ (Refined) ভাষা এবং প্রাকৃত বা অসংস্কৃত সাধারণের ব্যবহার্য্য ভাষা। কিন্তু আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রাকৃতকে সংস্কৃতের অপভ্রংশ বলিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত (সংস্কৃত ব্যতীত অপর) ১৭ টী ভাষাকে প্রাকৃত-শ্রেণীতে গ্রথিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্রাবিড়ী (তামিল) প্রভৃতি কয়েকটী ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইহাদিগের সহিত সংস্কৃতের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি কএকটী প্রাকৃত ভাষার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ নৈকট্য সম্পর্ক আছে। এই কএকটী ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ কিম্বা ইহাদিগের উৎকর্ষ-প্রাপ্ত ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। তবে প্রথমোক্ত অনুমানটীই সমধিক সঙ্গত বোধ হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে "বাঙ্গালায় একটী আদিম ভাষা ছিল।" কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমগ্র বাঙ্গালায়, কয়েকটী আদিম ভাষা প্রচলিত ছিল। কুঁচবিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, বাঁখরগঞ্জ, মেদিনীপুর প্রভৃতি বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশবাসীদিগের সাধারণ-ব্যবহার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাষাই আমাদের বাক্য-পোষণোপযোগী প্রমাণ; বিশেষতঃ পরস্পর-নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, যশোহর, ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলের সাধারণ-ব্যবহার্য্য ভাষা তুলনায় সমালোচন করিলেই পাঠকবর্গ আমাদের বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। উচ্চারণের প্রভেদ ব্যতীত বাক্যেরও অন্তর রহিয়াছে।

মণিপুর বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য-ইহার অধিবাসী। সংখ্যা কিঞ্চিদূন দেড় লক্ষ। এই দেড় লক্ষ লোকের দ্বাদশটী ভাষা। এবম্প্রকার অবস্থায় নগ-নদী-চিত্রিত বিস্তৃত বাঙ্গালার ৩।৪ কোটী লোকের একটী আদি ভাষা ছিল ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অসভ্যাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য-সমাজের এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা থাকে। মানবজাতির উন্নতি ও একতার সহিত ভাষার বিস্তার ও একতা সম্পাদিত হয়। ভাষার একটি অবয়ব গঠিত হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রায় আট শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যাকরণের বয়ঃক্রম অদ্যাপি এক শতাব্দীও হয় নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ অদ্যাপি লিখিত হয় নাই।

ইতি প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

জ্ঞানীবাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

যদ্যপি আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি তাহা হইলে কাহারও সৌভাগ্যের অভাব থাকে না।

মিনান্দার।

তিনি ন্যায়বান নহেন যিনি কাহারও অপকার করেন না; তিনিই প্রকৃত ন্যায়বান যিনি অপকার করিবার ক্ষমতা স্বত্ত্বেও কাহারও অপকার করেন না।

ঐ।

যতদূর কেহ ন্যায়বান হইতে পারে ঈশ্বর ততদূর ন্যায়বান, এবং মনুষ্যের পক্ষে যতদূর ন্যায়বান হওয়া সম্ভব যে ব্যক্তি ততদূর ন্যায়বান হইয়াছেন তাঁহা অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের অনুরূপ ব্যক্তি আর কেহ নাই।

প্লেটো।

কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পূজাই ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য।

প্লুটার্কস্।

সৎ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির একটি সামান্য বাক্য কিম্বা ইঙ্গিতে অন্য ব্যক্তির বক্তৃতা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আছে।

ঐ।

হে ঈশ্বর! সকল পদার্থই তোমা দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তোমার উপর আমাদের

জীবন নির্ভর করিতেছে, তোমাতেই আমরা বিহার করিতেছি।

এরাটস্।

জ্ঞানই যথার্থ অকৃত্রিম মুদ্রা যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা আর সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি।

প্লেটো।

জ্ঞানের সহিতই সত্যধর্ম্ম বাস করে।

ঐ।

অমঙ্গলের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন, কারণ মঙ্গলের বিপরীত একটা কিছু থাকিবেই থাকিবে।

ঐ।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

৬ পৌষ শনিবার—অদ্য কা বাবুর কলিকাতায় প্রত্যাগমন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার সময় তিনি দেওঘরে আমার সহবাস হইতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রার্থনা করেন, আমি আমার প্রার্থনাতে তাহার উত্তর দিলাম। আমি এই প্রার্থনাতে বলি যেখানে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সেই প্রকৃত দেবগৃহ। অদ্য বৈকালে বেড়াবার সময় তাঁহার সহিত এই কথা হয়। mens sana in corpore sano" healthy mind in a healthy body জন্য Sir Phpillip Sydney যাহা বলিয়াছেন তাহা আকশ্যক।

Great temperance open air
Easy labor, little care"

আর মনের সুস্থতা সম্পাদন জন্য ইন্দ্রিয়-দমন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক।

৮ পৌষ সোমবার—অদ্য প্রাতে বালসার নামক সরোবরতটে ব্রহ্মসঙ্গীত হয়। আ, গান করেন। এই সময়ে শীত প্রযুক্ত সরোবরের পদ্ম পুষ্পের বিশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল।

অদ্য বয়সী সাহেবের প্রণীত Largham Hall Pulpit Vol 11 39th Sermon পাঠ করি। এই সর্ম্মণে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে নিউটেষ্টেমেণ্টে এমন ভাল কথা নাই যাহা ওল্ডটেষ্টেমেণ্টে নাই। এই "সর্ম্মণটি অতি কৌতুহলজনক প্রস্তাব।

৯ পৌষ মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে কা, বাবুর সঙ্গে ধাড়ওয়ার দিকে যাওয়া যায়। অদ্য তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাগমনের দিবস। তজ্জন্য তিনি মনের অসুখ প্রকাশ করিলেন, এস্থান পরিত্যাগ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছু দেখিলাম। প্রায় কাঁদো কাঁদো হইলেন, আর বলিলেন এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কলিকাতায় কোথায় দেখিতে পাইবেন। সেই নরকের ভিতর আবার যাইতে হইতেছে। বৈকাল বেলা উঁহার কলিকাতা-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে যাইলাম। তিনি অত্যন্ত কষ্টের সহিত আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। লোকটি অত্যন্ত হৃদয়বান। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একটি সংক্ষেপ পুরাবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় তাহা সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাঁহার ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

১১ পৌষ বৃহস্পতিবার—অদ্য আমার কলিকাতার কোন সুধির প্রিয় ব্রাহ্ম বন্ধুর প্রণীত কোন গ্রন্থ তাঁহার প্রার্থনানুসারে সংশোধন করি।

১৩ পৌষ শনিবার—অদ্য বৈকালে শা, বাবু ও হ, বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। হ, বাবু আমার Common Place Book NoVI. হইতে Viscount Amberly's Analysis of Religious Belief নামক গ্রন্থ হইতে আমা দ্বারা উদ্ধৃত স্থান সকল ও কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উক্ত পুস্তকে প্রতিলিপিকৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। Viscount Amberly অজ্ঞতাবাদী (Agnostic) ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের যে সকল অংশ আমার মতবিরুদ্ধ নহে এবং যাহার লেখা উৎকৃষ্ট তাহা উক্ত Common Place পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর নানাধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনায় ও তাহার পরস্পর তুলনা করণে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে তৎসম্বন্ধে অপক্ষপাতসূচক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২০ পৌষ, শনিবার—অদ্য আমি নিজ পরিবার ও প্রচলিত ধর্ম্মানুসরণকারী একটি অতি নিকট সম্পর্কীয় ধনাঢ্য পরিবারের সঙ্গে দেবগৃহ হইতে তিন ক্রোশ দূরে তপোগিরি দেখিতে যাই। তথায় শিবমন্দিরের সম্মুখস্থিত অশোক বৃক্ষমূলে উপাসনা হয়। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম আমরা যেন ধর্ম্মরূপ অশোকবৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া শোকরহিত হই। উপাসনার পর পর্ব্বতের উপরি ভাগের এক পার্শ্বস্থিত বাটীতে চিদ্ঘন চৈতন্য নামক এক অশীতিপর বৃদ্ধ যোগীর

সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলাপ হয়। হস্তামলকগ্রন্থ লইয়া অনেক কথা হইল। টপোগিরি দেখিতে অতি রম্য। যোগীর আশ্রম দেখিয়া বোধ হইল ঋষি ও মুনি এখনও ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হন নাই। আশ্রমটি অতীব শান্তিরসাস্পদ। দেখিলাম যোগীর শিষ্যেরা সেই কালের ঋষিদিগের শিষ্যের ন্যায় যোগীর উপজীবিকার জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ ও গোপালন করেন।

২৮ পৌষ রবিবার—অদ্য প্রাতে "সর্কিটহৌসের" দিকে সপরিবারে বেড়াইতে যাই। তথাকার একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর আমরা উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ অতি মনোহর দৃশ্য দর্শন করি। ছেলেরা "নিমাই, নিমাই" এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চ স্বরে বলিয়া প্রতিধ্বনি জাগরিত করিতে লাগিল। অদ্য বৈকালে হ বাবুর জাতীয় সঙ্গীত গাওনা শুনিতে যাই। এই গাওনা হইবার পূর্ব্বে ১৭৯৮ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত আমার রচিত "ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি" শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠ করি। সকলেই তাহা শুনিয়া আর্দ্র হইলেন। বলিলেন ঐ প্রস্তাবের উপসংহার অংশ শুনিয়া তাঁহাদিগের চক্ষে জল পড়িল। ইহার পর হ বাবু জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন। তিনি যে সকল গীত গাইলেন যমুনার প্রতি উক্ত আগ্রার গোবিন্দ বাবুর বিরচিত গীতটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

প্রকৃতি—

প্রকৃতি কি? না প্র-কৃতি, প্রকৃষ্ট কার্য্য জগৎকার্য্য। আবার, যে শক্তি দ্বারা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহাও প্রকৃতি-শব্দে উক্ত হইয়া থাকে; এক কথায় এই যে আবহমান কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাই প্রকৃতি। কার্য্যোৎপত্তির মূলে কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি-রূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান এবং উৎপদ্যমান কার্য্যেতে সেই শক্তির অভিব্যক্তিরূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান। প্রকৃতি স্বতঃ কিছুই নহে—তাহা পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা। বস্তু যাহা, তাহা যাহা আছে তাহাই আছে, তাহার পরিবর্ত্তন নাই; শক্তি যাহা তাহা অব্যক্ত, হইতে ক্রমশঃ ব্যক্তে পরিণত হয়। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই, দুই পক্ষে ভর দিয়া শক্তি নিয়তই কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। উত্তাপ-শক্তি কাহাকে বলে? উত্তাপ পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হইল; উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই যে দুই অবস্থা, উভয়ের সন্ধিস্থলে কোন না কোন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; কেন না, অব্যক্ত আছে অব্যক্তই থাকুক—তাহা না থাকে কেন? ব্যক্ত হয় কেন? শক্তির উত্তেজনাতেই না? উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই অবস্থার সন্ধিস্থলেই উত্তাপ-শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন দেখা গেল, এমনি জগতের অব্যক্ত অবস্থা, এবং ব্যক্ত অবস্থা, উভয়ের মধ্যস্থলে মহতী এক ঐশী শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; তাহাই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সাংখ্য বলেন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, আবার ইহাও বলেন যে,প্রকৃতি নিয়তই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় পরিণত হইতেছে। উভয়ই-সত্য—এজন্য উক্ত সাম্যাবস্থা এবং বৈষম্যাবস্থা উভয়ের মধ্যস্থলে প্রকৃতি, এরূপ বলিলেও হানি নাই। কারণরূপা প্রকৃতি অব্যক্ত, কার্য্যরূপী প্রকৃতি ব্যক্ত কিন্তু উভয়ই, প্রকৃতি এটি যেন মনে থাকে। এই কাগজের এ পৃষ্ঠা ব্যক্ত ও পৃষ্ঠা অব্যক্ত, কিন্তু কাগজ একই—এমনি প্রকৃতি একদিকে ব্যক্ত, একদিকে অব্যক্ত, কিন্তু পদার্থ একই। চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, আর, একটা অট্টালিকা নয়ন-সমক্ষে ব্যক্ত হইল; চক্ষু নিমীলন করিলাম আর অমনি তাহা অব্যক্ত হইয়া গেল;—অব্যক্ত হউক কিন্তু যে শক্তি দ্বারা তাহা ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা যেমন তেমনি আছে;—কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগের অভাবে তাহার কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে,—এই মাত্র; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটিবামাত্রেই আবার তাহার কার্য্য পরিস্ফুট হইবে। নেত্রপথবর্ত্তী কার্য্যরূপী অট্টালিকা এবং নেত্র-বহির্ভূত শক্তিরূপী অট্টালিকা—একই অট্টালিকা। এমনি, জগৎ-কার্য্যের অব্যক্ত শক্তি, এবং ব্যক্ত আবির্ভাব উভয়ই একই প্রকৃতি।

প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে তাহা মূলে একটা অন্ধ শক্তি এবং ফলে—কোথাও কিছু নাই—একটা বৃহৎ আড়ম্বর, এ ভিন্ন আর যে কি তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি পরমাত্মার ঐশী শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাতে বিচেষ্টিত হইতেছে,—প্রকৃতিকে এইরূপ চক্ষে দেখিলেই প্রকৃতির ভিতরকার ভাবরত্ন-সকল আমাদের নিকট অনাবৃত হয়।

পরমাত্মার প্রতি প্রগাঢ় নির্ভরের ভাবই প্রকৃতির সর্ব্বস্ব। পরমাত্মার আশ্রয়-প্রভাবে প্রকৃতি অকিঞ্চন হইয়াও সকল ঐশ্বর্য্যের আকর-স্বরূপা, অন্ন-স্বরূপা, প্রাণ-স্বরূপা, ধ্যান-স্বরূপা, বিদ্যা স্বরূপা,আনন্দ-স্বরূপা সকলই।

আদিতে, প্রকৃতি সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থা; কিন্তু পরিণামে সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব প্রসব করিবে সেই দিকেই তাহাঁর চেষ্টা, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই চেষ্টার উত্তেজক। পরমাত্মার সদৃশাবির্ভাব যে সত্ত্বগুণ, তাহা প্রকৃতির গর্ব্ভে পরিপোষিত হইয়া, পরিশেষে প্রজ্ঞারূপে মনুষ্যে মনুষ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবে সৃষ্টির এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ-প্রধান অংশটিকেই প্রজ্ঞা কহি। সন্তান যতক্ষণ মাতার গর্ব্ভে থাকে ততক্ষণ তাহা মাতার অংশ বই আর কি? ভূমিষ্ঠ হইলে পর—তবে তাহা একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি (ব্যক্তি) বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ইত্যনুরূপ,—প্রজ্ঞা প্রথমে প্রকৃতির সারাংশ—পরে প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বলিয়া অবধারিতব্য।

পরমাত্মার প্রগাঢ় প্রেমপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা প্রকৃতির উপর এমনি স্থির ভাবে পড়িয়া আছে যে, ক্রমিকই তাহা অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, নিয়তই তাহার শ্রী সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমশই তাহার মধ্য হইতে প্রজ্ঞা প্রস্ফুটিত হইয়া উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতেছে।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল।৶০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

ভাদ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫১০॥ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮১৬৷৶১৫
সমষ্টি	৩৩২৭ ৶১০
ব্যয়	৮৮৯ ৶১০
স্থিত	২৪৩৮ /০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৮৸/১৫
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর তুষভাণ্ডার	২৫৲
,, শ্যামলাল সুর	২৲
,, রাজনারায়ণ বসু চন্দ্রকোনা	॥০
	২৭॥০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১/১৫
	২৮৸/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯৩॥৶০
পুস্তকালয় ...	১২ ৶০
যন্ত্রালয় ...	৮৪/১৫
গচ্ছিত ...	৪১৸/৫
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ বেঙ্ক ...	২৫০৲
সমষ্টি	৫১০॥ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৯৸৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	৯৬ ৶ ৫
পুস্তকালয়	২০॥৶০
যন্ত্রালয়	৬৭২। ১০
গচ্ছিত	২০ ৶০
সমষ্টি	৮৮৯ ৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪৬০ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ শক ১৮০৩

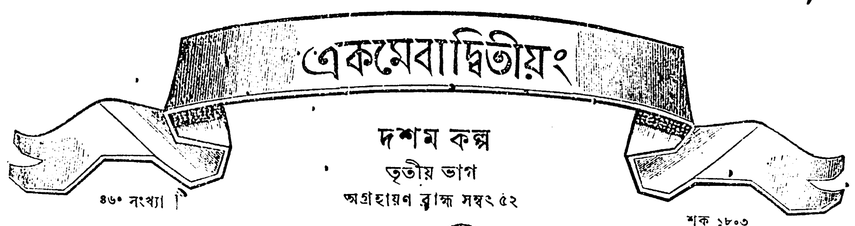

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থপ্রপাঠকে চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সত্যকামোহ জাবালোজবালাং মাতরমামন্ত্রযাঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোন্বহমস্মীতি॥ ১॥

'সত্যকামঃ হ' নামতঃ জবালায়া অপত্যং 'জাবালঃ' 'জবালাং' স্বাং 'মাতরং' 'আমন্ত্রযাঞ্চক্রে' আমন্ত্রিতবান্ 'ব্রহ্মচর্য্যং' স্বাধ্যায়গ্রহণায় হে 'ভবতি' 'বিবৎস্যামি' আচার্য্যকুলে। 'কিং গোত্রঃ নু অহং' কিমস্য মম গোত্রং সোঽহং কিং গোত্রোঽহং 'অস্মি ইতি'॥১

সত্যকাম জাবাল তাহার মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মাতঃ, আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব, আমার গোত্র কি জানিতে ইচ্ছা করি? ১

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামোনাম ত্বমসি স সত্যকামএব জাবালোব্রবীথা ইতি॥২॥

'সা' জবালা 'হ এনং' পুত্রং 'উবাচ' 'ন অহং' 'এতৎ' তব গোত্রং 'বেদ' হে 'তাত' 'যৎ গোত্রঃ ত্বং অসি'। কস্মান্ন বেত্সীত্যুক্তাহ 'বহু' ভর্তৃগৃহে পরিচর্য্যাজাতমতিথ্যভ্যাগতাদি 'চরন্তী অহং' 'পরিচারিণী' পরিচরণশীলৈবাহং পরিচরণচিত্ততয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনোনাভূৎ। 'যৌবনে' তৎকালে 'ত্বাং অলভে' লব্ধবত্যস্মি। 'সা অহং এতৎ ন বেদ যৎ গোত্রঃ, ত্বং অসি'। 'জবালা তু নাম অহং অস্মি' 'সত্যকামঃ নাম ত্বং অসি' 'সঃ সত্যকাম জাবালঃ এব' অহমস্মীত্যাচার্য্যায় 'ব্রবীথাঃ ইতি'॥ ২

তিনি ইহাকে বলিলেন, তাত, তোমার যে কি গোত্র তাহা আমি জানি না। আমি পরিচারিণী হইয়া অতিথি অভ্যাগতের বহু পরিচারণ করিয়া যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছি সুতরাং আমি জানি না তোমার গোত্র কি। কিন্তু আমার নাম জবালা ও তোমার নাম সত্যকাম, অতএব তুমি সত্যকাম জাবাল, ইহাই বলিও। ২

সহ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি॥ ৩॥

'সঃ হ' সত্যকামঃ 'হারিদ্রুমতং' হরিদ্রুমতোঽপত্যং 'গৌতমং' গোত্রতঃ 'এত্য' গত্বা 'উবাচ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' 'ভগবতি' পূজাবতি ত্বয়ি 'বৎস্যামি' অতঃ 'উপেয়াং' উপগচ্ছেয়ং শিষ্যতয়া 'ভগবন্তং ইতি' ইত্যুক্তবন্তং তং উবাচ গৌতমঃ॥ ৩

সেই সত্যকাম জাবাল হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিল, মহাশয়ের নিকট আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব, এই জন্য আসিয়াছি। ৩

তং হোবাচ কিং গোত্রোনু সোম্যাসীতি সহোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং

চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥৪॥

'তং হ উবাচ' 'কিং গোত্রঃ নু সৌম্য অসি ইতি' বিজ্ঞাতকুলগোত্রঃ শিষ্য উপনেতব্য ইতি পৃষ্টঃ প্রত্যাহ সত্যকামঃ 'সঃ হ উবাচ' 'ন অহং এতৎ বেদ' 'ভো' 'যৎ গোত্রঃ অহং অস্মি' কিন্তু 'অপৃচ্ছং' পৃষ্টবানস্মি' 'মাতরং' 'সা' ময়া পৃষ্টা মাতা 'প্রত্যব্রবীৎ' 'মা' মাং 'বহু অহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাং অলভে' 'সা অহং এতৎ ন বেদ যৎ গোত্রঃ ত্বং অসি ইতি'। তস্যা অহং বচঃ স্মরামি 'সঃ অহং সত্যকাম জাবালঃ অস্মি ভো ইতি'॥ ৪

তিনি সেই আগন্তুক সত্যকাম জাবালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌম্য, তোমার গোত্র কি? তাহাতে সে বলিল, আমি জানি না আমার কি গোত্র। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, 'যৌবনে আমি বহু পরিচারিণী ছিলাম, সেই সময়ে আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, অতএব আমি জানি না তোমার কি গোত্র। আমি কিন্তু জবালা নাম্নী এবং তোমার নাম সত্যকাম"। অতএব, হে মহাশয়, আমি সেই সত্যকাম জাবাল। ৪

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণোবিবক্তুমর্হতি। সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গানিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি। তা অভিপ্রস্থাপযন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্ত্তেয়েতি সহ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ॥৫॥

'তং হ উবাচ' গৌতমঃ 'ন এতৎ' বচঃ 'অব্রাহ্মণঃ' বিশেষেণ 'বক্তুং অর্হতি' সংস্কারার্থং হোমায় হে 'সৌম্য সমিধং আহর' 'ত্বা' ত্বাং 'উপনেষ্যে' যস্মাৎ ত্বং 'সত্যাৎ' ব্রাহ্মণজাতিধর্ম্মাৎ 'ন অগাঃ ইতি' নাপেতবানসি। ইত্যুক্তা 'তং উপনীয়' 'কৃশানাং অবলানাং' 'চতুঃশতা গাঃ' চত্বারি শতানি গবাং 'নিরাকৃত্য' অপকৃষ্য 'উবাচ' হে 'সৌম্য' 'ইমাঃ' গাঃ 'অনুসংব্রজ ইতি'। অনুগচ্ছ। ইত্যুক্তঃ 'তাঃ' গাঃ অরণ্যং প্রতি 'অভিপ্রস্থাপযন্ উবাচ' 'ন অসহস্রেণ' অপূর্ণেন 'আবর্ত্তের ইতি' ন প্রত্যাগচ্ছের 'সঃ হ' জাবালঃ অরণ্যং প্রবেশ্য 'বর্ষগণং' দীর্ঘং 'প্রোবাস' প্রোষিতবান্। 'তাঃ' সম্যগ্গাবঃ 'যদা' যস্মিন কালে 'সহস্রং সম্পেদুঃ' সম্পন্না বভূবুঃ ॥৫

গৌতম তাহাকে বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ নহে সে এমন সত্য কথা বলিতে পারে না। হে সৌম্য সমিধ আহরণ কর, তোমাকে উপনীত করিব, যে হেতু তুমি সত্যচ্যুত হও নাই। পরে তাহাকে উপনীত করত চারি শত কৃশ গবী নির্ব্বাচন করিয়া বলিলেন হে সৌম্য এই গবী সকলের অনুগমন কর। এই প্রকার আদিষ্ট সত্যকাম সেই গবী সকলকে বন-মুখে অভিপ্রস্থাপন করিয়া বলিল সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে প্রত্যাগমন করিব না। সত্যকাম এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তৃণোদকপূর্ণ নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত গরুর সহিত তথায় বাস করিল। তত দিনে সহস্র গরু পূর্ণ হইল। ৫

উপদেশ।

৪ কার্ত্তিক বুধবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১।

ঈশ্বর আত্মার প্রাণ। তাঁহাকে না পাইলে আত্মা মুমূর্ষু স্ফূর্ত্তিহীন ও বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয়। যেমন প্রাণহীন কলেবর শ্রীহীন ও বিবর্ণ, তেমনি জ্যোতির জ্যোতি ঈশ্বর-বিহীন আত্মা বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি আত্মার অন্নপান। তিনি আত্মার আনন্দ-ধাম। অনুরাগ সহকারে ব্যাকুল হৃদয়ে কি আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিব না? শিশু যেমন সরল হৃদয়ে তাহার মাতার নিকটে যায়, আমরা কি তেমনি সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাইব না? আপনার জ্ঞান-গরিমার উপর নির্ভর না করিয়া, তাঁহার কৃপার উপর কি আমরা নির্ভর করিব না? তিনি না দেখা দিলে আপনার বলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" এই মন্ত্র কি আমরা জীবনে সাধন করিব না? "প্রখর-বুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আইসে ফিরে,—তিনি হে অকিঞ্চন গুরু, এ কথা কি আমরা ভুলিয়া যাইব?

তাঁহার কৃপায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয় ও পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব পবিত্র হইয়া সেই পবিত্রস্বরূপের নিকটে গমন কর। ভক্তি সহকারে বারবার তাঁহাকে ডাক। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত পিপাসু হও। নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, তিনি দর্শনরূপ অমৃত-বারি দ্বারা আমাদের পিপাসা দূর করিবেন। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে অন্য লাভকে লাভ বলিয়া বোধ হয় না। সে অপ্রতিম সৌন্দর্য্য-রাশিতে মন নিমগ্ন হইলে পার্থিব কোন বস্তুই আর আত্মাকে বিমোহিত করিতে পারে না। সেই অতি মহান্ অতি উচ্চ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে পৃথ্বীতলস্থ সকল বস্তুকেই অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সে অমৃত-বারি একবার পান করিলে আর বিষয়-বিষ পান করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। তাঁহাকে একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে আর ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি হৃদয়ের ধন—হৃদয়ের আলোক—হৃদয়ের শান্তি। তিনি পিতা মাতা গুরু ও সুহৃৎ হইতেও অধিক। যে কথা কাহাকেও না কহা যায় তাহা তাঁহাকে বলা যায়। তিনি অন্তরের অন্তর—অন্তরতম প্রিয়তম বস্তু। তাঁহার সহিত মিলিত হও। তাঁহাকে হৃদয় দান কর। তাঁহার নিকটে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত কর। মনের সকল কথা তাঁহাকে বল। তাঁহার ন্যায় আপনার আর কেহই নাই এমনি করিয়া বুঝ। দেখিবে তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহার সহিত সখ্যতা করিলে চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। যখনি ভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করিবে তখনি তাঁহার প্রসাদ ও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে। একবার পবিত্র হইয়া অনুরাগ-ভরে ব্রহ্ম-নাম কর, শত বার ঐ নাম করিতে ইচ্ছা হইবে। শত বার ব্রহ্ম-নাম উচ্চারণ কর, সহস্র বার তাহা উচ্চারণ করিতে মন উন্মুখ হইবে। একবার তাঁহার নিকটে যাইলে তাঁহা হইতে দূরে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে। তখন তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে দেখিবার জন্য মন আপনিই উৎসুক থাকিবে। তিনি ভিন্ন তখন আর কিছুই ভাল লাগিবে না। শর যেমন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়—আত্মা তেমনি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করিবে। তাঁহার প্রেম-গান তখন গভীর রূপে আত্মায় নিনাদিত হইতে থাকিবে। আহা! সে কি মনোহর উৎকৃষ্ট অবস্থা, আত্মার সেই অবস্থা কি স্পৃহনীয়; দেবতারাও তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন।

অন্তরের সহিত সেই দেবদেবের পূজা না করিলে কে সে দেবস্পৃহনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? অতএব আমরা যেন অন্তরের সহিত তাঁহার পূজা করিতে শিক্ষা করি। ব্রহ্ম-পূজার জন্যই আমাদের জন্ম। যদি জীবনে ব্রহ্ম-পূজা না করিলাম তবে জন্মই বিফল। ভক্তিই ব্রহ্ম-পূজার সুরভি কুসুম। অতি যত্নের সহিত সেই ফুল তাঁহার পদতলে বিকীর্ণ কর। ভক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার গূঢ় মন্ত্র ও সহজ উপায়। ভক্তি না থাকিলে কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ভক্তিযোগে ডাকিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, আত্মা উত্তস্তিত হইবে ও প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া তাহার মলিনতা ধৌত করিবে, এবং ঈশ্ব-

রের প্রসাদরূপ চন্দ্রিকা তাহাতে উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হইবে। অতএব ভক্তি-যোগে সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনকে পূজা করিয়া জন্ম সফল কর।

হে ভক্ত-বৎসল ভগবন্! অতি কাতর হইয়া আমরা তোমার দ্বারে আসিয়াছি। সংসার-যন্ত্রণা রূপ প্রখর উত্তাপে আমাদের ভক্তিরূপ পুষ্প শুষ্ক হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে সরস ও প্রফুল্ল কর। আমরা অনুরাগ-ভরে একবার ঐ ফুল দিয়া তোমার পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করি। অশ্রু-জলে কি কেবল পৃথিবীকেই অভিষিক্ত করিব? তোমার পবিত্র চরণ কি ধৌত করিতে পারিব না? তুমি অনুকূল হও, আমরা এই অশ্রু-বারি তোমাকে উপহার দিয়া বিগত-শোক হই।

নাথ! তুমি আমার স্পর্শমণি—হৃদয়ের আলোক। তুমি আমার হৃদয়ে আইস, আমার দুঃখ দারিদ্র বিদূরিত হইবে। তুমি আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে থাক বিষাদ সন্তাপ পলায়ন করিবে ও মোহ-রজনী প্রভাত হইবে এবং বিমলানন্দ-জ্যোতিতে আমার হৃদয়াকাশ জোতিষ্মান হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বেদান্তদর্শন।

১৭৯৯ শকের মাঘ মাসের পত্রিকার ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।

তৃতীয়াধিকরণ

সূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩।

অর্থ। (১) জগৎকারণ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ তাহার প্রমাণ এই, যে তিনি সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক বেদের যোনি অর্থাৎ জন্মস্থান। (২) অথবা বেদ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যথার্থ স্বরূপের জ্ঞাপক।

তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, এই মীমাংসা পূর্ব্ব-সূত্রে স্থির হইয়াছে। সেই সূত্রে আরো কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। কেন না, যিনি এই অচিন্ত্য-রচনা বিশ্বের কারণ তিনি কখনও জ্ঞান-হীন অল্পজ্ঞ অথবা জড় হইতে পারেন না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে কহিয়াছেন—

"অস্য জগতোনামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেক-কর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তে কারণাত্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি"।

যে জগৎ অসংখ্য ও বিচিত্র নাম-রূপেতে দেদীপ্যমান; যে জগৎ অনেক কর্ম্ম-কর্ত্তা ও কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীব-নিচয়ে পরিপূর্ণ; যে জগৎ সেই সকল ক্রিয়া-ফলকে প্রতিনিয়ত ভোগ করিবার প্রদেশ স্বরূপ ভূলোকাবধি দেবলোক পর্য্যন্ত লোক সমূহের ও ঐহিক পারত্রিক ভোগ-কালের আশ্রয়-স্থান, এবং যে জগতের রচনা-ব্যাপার মনেতেও চিন্তা করিয়া উঠা যায় না; তাহার জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। তিনি কখনও অচেতন ও অজ্ঞ হইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত ভাষ্যে এ সম্বন্ধে আরো কহিয়াছেন।

"ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতোযথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বা অন্যতঃ প্রধানাদচেতনাৎ অণুভ্যো অভাবাৎ বা সংসারিণোবা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যং। নচ "স্বভাবতঃ" বিশিষ্টদেশকালাদিনিমিত্তউপাদানাৎ"।

উপরি উক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, অচেতন প্রধান[১], পরমাণুং,

১ সাংখ্য-দর্শনের স্বীকৃত প্রকৃতি।

২ ন্যায় বৈশেষিক-দর্শনের স্বীকৃত সৃষ্টির উপাদান কারণ।

অভাব[৩], সংসারী জীব[৪], অথবা বিশিষ্ট-দেশ-কালাদি-প্রেরিত স্বভাবরূপ[৫] কোন উপাদান হইতে এতাদৃশ আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই সকল কারণে পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব মীমাংসিত হইয়াছে। ঈশ্বরাধিষ্ঠান ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতি স্বতন্ত্ররূপ জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্মাশ্রয় ব্যতীত উহা অজ্ঞান, অচেতন, ও জড়। এই জন্য বেদান্তশাস্ত্র উহাকে ব্রহ্মেরই শক্তি কহেন। ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তি কহেন না, কিন্তু কেবল সৃষ্টির মূলীভূত আংশিক শক্তি কহেন। সেই আংশিক শক্তিই এই অশেষ জগতের বীজ। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন। তাহা ব্যক্ত হইয়া জগতের স্থিতিকালে বিচিত্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়। প্রলয়কালে স্থূল সূক্ষ্ম অবয়ব সমূহের লয়স্থানরূপে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। কখন অব্যক্ত ও অদৃশ্য, কখনও বা ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় ও জীব-সমাকীর্ণ জগৎরূপে পরিণত হয় বলিয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয়া মায়া কহা যায়। মোক্ষের বিরোধী ও পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণরূপ অনেক অনর্থসঙ্কুল অশেষ সংসারের হেতু বিধায় উহা অজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। উহার অব্যক্ত, অঙ্কুর ও ব্যক্ত এই তিন অবস্থা। প্রলয়-কালে উহার অব্যক্ত অথবা কারণাবস্থা। সে অবস্থায় সমস্ত জগৎ, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত দেহ ও অবয়ব, এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী জীবগণ ঐ কারণ-স্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভে বিলীন ও নিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া অপেক্ষা করে। অতঃপর প্রথম-সৃষ্টি-আরম্ভ-সময়ে উহার অঙ্কুর অথবা সূক্ষ্মাবস্থা। তদবস্থায় সূক্ষ্ম ভূতগণ, সূক্ষ্ম দেহ প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বিকশিত হয়। তৎপরে প্রকৃতির ব্যক্ত, পরিণত, অথবা স্থূলাবস্থা। এই অবস্থায় স্থূল দেহ ও স্থূল অবয়ব সকল প্রকাশ পায়। প্রকৃতির এই তিন অবস্থা। এই তিন অবস্থাতে উহার দুই দুই প্রকার ব্যাপ্তি। এক সমষ্টি, দ্বিতীয় ব্যষ্টি। সমষ্টি ভাবে উহা কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ অবস্থায় পূর্ণস্বরূপ, নির্ম্মল, এবং ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে উহা ঐ তিন অবস্থাতেই নানারূপে বিভক্ত, অল্পস্বরূপ মলিন এবং বদ্ধ। কারণাবস্থাতে, প্রকৃতি সমষ্টিভাবে সৃষ্টির মূল-বীজ-স্বরূপিণী। ব্যষ্টিভাবে আপনাতে বিলীন তাবৎ পদার্থের বিশেষ বিশেষ কারণ-ধাতু ও জীবগণের নিরুদ্ধ-বৃত্তি ও নিদ্রিত অদৃষ্ট-স্বরূপিণী। সূক্ষ্মাবস্থাতে প্রকৃতি সমষ্টিভাবে সমুদয় সূক্ষ্ম ভূত ও সূক্ষ্ম দেহের উপাদান এবং ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূত ও সূক্ষ্ম অবয়বের ধাতুরূপে পরিণত হয়। স্থূলাবস্থায় উহা সমগ্রভাবে সকল স্থূল অবয়বের এবং ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেক স্থূল পদার্থ ও স্থূল দেহের উপাদান। প্রকৃতির এই ষড়্‌বিধ অবস্থা। সমষ্টি কারণ, ব্যষ্টি কারণ; সমষ্টি সূক্ষ্ম, ব্যষ্টি সূক্ষ্ম; সমষ্টি স্থূল, ব্যষ্টি স্থূল। তন্মধ্যে সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে উহা ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন-সৃষ্টি-শক্তি-বিধায় শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা অর্থাৎ নির্ম্মলা। আর ব্যষ্টি অবস্থাত্রয়ে উহা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থগত কঠোর নিয়মে বদ্ধ ও জৈবিক অদৃষ্ট বা স্বভাবে পরিণত বিধায়, মলিনা। এই ষড়্‌বিধ অবস্থাতেই ব্রহ্ম উহাতে উপহিত। কিন্তু অংশতঃ উপহিত মাত্র। কেন না ব্রহ্ম এতই মহান্ যে তাঁহার ক্ষমতার অ-

৩ শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণ কহেন যে শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই শূন্যই অভাব।

৪ জীবাত্মা।

৫ আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনা।

নন্ত সাগর-মধ্যে এই অশেষ সৃষ্টি-ব্যাপার এক বিন্দু বুদবুদ-বিশেষ। তাহা কখনই সমগ্র ভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি একাংশে এই জগতে স্থিতি করিতেছেন। সেই তাঁহার একাংশ মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার অবশিষ্ট সমুদয় অংশ সংসারের অতীত দেশে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে। তাঁহার সেই ভাব নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন ও নির্লিপ্ত। তাহাই মোক্ষপদ এবং ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য। তাঁহার যে অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট তাহা ছয় পাদে বিভক্ত। সমষ্টি প্রকৃতির কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, এই তিন অবস্থায় তিন পাদ্ এবং ব্যষ্টি প্রকৃতির ঐরূপ তিন অবস্থায় তিন পাদ। তন্মধ্যে সমষ্টি-প্রকৃতি-স্বরূপিণী সৃষ্টিশক্তি নির্ম্মলা। তাহাতে তাঁহার যে অধিষ্ঠান তাহাই সাধারণতঃ সমষ্টি প্রকৃতির নিয়ন্তা। এস্থলে কারণাবস্থায় তাঁহার নাম জগৎকারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, ঈশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামি, এবং সর্ব্বজ্ঞ। সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ এবং প্রকৃতির ব্যক্ত ও স্থূলাবস্থায় তিনি বিরাট শব্দে কথিত হয়েন। এ সমস্ত স্থলেই নির্ম্মলা সমষ্টি প্রকৃতিই তাঁহার উপাধি এবং তিনি তাহাতে উপাধেয় ও উপহিত। অতঃপর প্রকৃতির ব্যষ্টি পরিণামে তাঁহার যে অন্তর্যামিত্ব, অবভাসকত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব তাহা কঠোর ভৌতিক নিয়মে ও অদৃষ্টবদ্ধ জৈবিক স্বভাবে রুদ্ধ। এস্থলে এই শেষোক্ত অবস্থাত্রয়ে উপহিত চৈতন্য বিশেষ বিশেষ আধারাবচ্ছিন্ন বিধায় সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের বাচ্য নহে। সুতরাং জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ ক্রিয়ার যিনি কারণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ঐ চৈতন্যত্রয় দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কেবল শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা সমষ্টি প্রকৃতিতে বিদ্যমান যে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহারই ঈশ্বরত্ব। তন্মধ্যে প্রকৃতির কারণাবস্থাতে তাঁহার যে বিদ্যমানতা তাহাই উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে জগৎ-কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণ দিয়াছেন। পরব্রহ্মের যে বিন্দুমাত্র শক্তি "সৃষ্টিশক্তি" অথবা "প্রকৃতি" শব্দের বাচ্য তাহার সহিত তাঁহার যে আংশিক আবির্ভাব কেবল সেই আবির্ভাবেরই নাম জগৎ-কারণ। জগৎ-রচনা, প্রজাদিগকে বিবিধ কাম্য বস্তু পরিবেশন, এবং সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে প্রজাগণের প্রতি ফল বিধান করা এ সমস্ত কার্য্য তাঁহারই নিয়ন্তৃত্ব। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রয়োজনবিৎ। কামনা, বাসনা, প্রার্থনা, মন্ত্রময়ী ক্রিয়া, এ সমস্তের তিনি জ্ঞাতা। তিনি আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, উদ্দেশ্য, ভক্তি, প্রীতি, সুমতি, কুমতি, জানিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বকাল-বর্ত্তমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং সর্ব্বদর্শী। এই সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপার যখন কারণ-রূপিণী প্রকৃতিগর্ভে বিবশ হইয়া বিলীন ছিল, তখন তিনি জগৎ-কারণরূপে তৎসমস্তের বিশেষতা, পূর্ব্বভাব, ভাবী উদয়কাল, এবং পরিণাম জ্ঞাত ছিলেন এবং এখনও সমস্ত জানিতেছেন। এতাবতা জগৎ-কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের কারণাবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে জগৎকারণ বলা যায়; কিন্তু তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ-কারণ না হইতেন তবে কি এই সুকৌশল-সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ-সমঞ্জসীভূত, প্রার্থনার অনুরূপ, সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়-উপকরণ-সম্পন্ন সুচারু ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে প্রসূত হইত? এই সকল কারণে শাস্ত্র ব্রহ্মের "জগৎকারণ" বিশেষণের সঙ্গে "সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণ দৃঢ়তর রূপে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে "এষ সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহাকে একেবারে

"যোনি ও "সর্ব্বজ্ঞ" কহিয়াছেন। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও আছে—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে॥"

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ, ও অন্ন জন্মে। শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বীয় বেদান্তসারে লেখেন,

"ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে॥ সফলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং॥"

অজ্ঞান-সমষ্টি অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতি উৎকৃষ্ট উপাধি স্বরূপ। তাহাই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান। তাহাতে উপহিত অর্থাৎ ঔপাধের স্বরূপ যে ব্রহ্মচৈতন্যাংশ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি গুণযুক্ত। তিনিই অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ, এবং ঈশ্বর শব্দে কথিত হন। তিনি সমষ্টি প্রকৃতিকে অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র বাহ্য প্রকৃতিতে এবং মনোবুদ্ধিচিত্তাহংকার-বিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতিতে সুচারুরূপে পরিণত করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের বাচ্য। এতাবতা বেদান্ত-দর্শনের ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত যে, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম। তিনি অচেতন জড় প্রকৃতি নহেন, কিন্তু চৈতন্যময় ও সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত তাঁহার জগদ্যোনিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তকে এই বর্ত্তমান "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র দ্বারা আরো দৃঢ়তর করিতেছেন। শাস্ত্র শব্দে বেদ। সেই বেদের তিনি যোনি। যোনি শব্দে জন্ম-স্থান। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-প্রকাশক বেদশাস্ত্রের জন্ম-স্থান। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ না হইতেন তবে এতাদৃশ বিবিধ বিদ্যার আধার, সর্ব্বার্থ-প্রকাশক, মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্ররাশি তাঁহা হইতে কখনই উৎপন্ন হইত না। অতএব তিনি বেদের জন্মদাতা বিধায় সর্ব্বজ্ঞ হইতেছেন। তাঁহার শাস্ত্রযোনিত্বই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের বিশেষ প্রমাণ। শ্রীমান্ আনন্দগিরি কহিয়াছেন।

"ন কেবলং জগদ্যোনিত্বাদস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্বাদপীতি যোজনা।"

কেবল জগদ্যোনিত্ব জন্য যে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব হয় এমত নহে কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্ব জন্যও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই সূত্রের সমাস-ভেদে অর্থান্তরও আছে। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" অর্থাৎ শাস্ত্রই যাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ প্রতিপাদনের যোনি। কিন্তু এস্থানে বিপক্ষদিগের আপত্তি এই যে বেদশাস্ত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টও হয় নাই এবং তাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদকও নহে। এই আপত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র দ্বারা তাহা কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে অতঃপর তাহা বলা যাইবে।

ক্রমশঃ

নববিধান।

আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মমতকে নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত এই ধর্ম্মের এতদূর বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে উহা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। নববিধান ধর্ম্মের সহিত প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের কত প্রভেদ, এবং ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম উহাতে কিরূপ বিকৃত ও কলুষিত আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব।

নববিধান ধর্ম্মের একটি মত এই যে মানব-জাতির পরিত্রাণ জন্য বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ধর্ম্ম আবশ্যক পূর্ণস্বরূপ জগদীশ্বর সেই ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার জন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য এই কালে তাঁহার জীবনের আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানব-জাতির মধ্যে তাঁহার সত্যধর্ম্ম-প্রচারার্থে কেশবচন্দ্র এই দেশে এই কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কেহ ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইবে না, সত্য তাঁহারই মধ্য দিয়া আসিবে। নববিধান-ধর্ম্মের এই মত মধ্যবর্ত্তিতা-মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় যেরূপ বিশ্বাস, নববিধানীদিগের কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রায় সেইরূপ বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তিতা-মত সম্পূর্ণ রূপে ভ্রমাত্মক ও অযৌক্তিক মত বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বর কোন বিশেষ মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মের সত্য সকল প্রকাশ করেন না। সকল মনুষ্যের হৃদয়েই তিনি জ্ঞান ধর্ম্মের আকর নিহিত করিয়াছেন; সকলেই তল্লাভের উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়মানুসারে তাহা লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে সকল মনুষ্যের সমান অধিকার। ইহাই বিশুদ্ধ প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। মধ্যবর্ত্তিতা মত নিতান্ত অপবিত্র ও হীন মত বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন।

নববিধানীদিগের আর একটি মত এই যে কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বদা ঈশ্বরানুপ্রাণিত থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় লয় পাইয়াছে, তাঁহার আর স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাঁহার আমিত্ব নাই, তাহা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মময় হইয়াছে। তিনি যে সকল মত প্রচার করেন তাহা ঈশ্বরের মত, তিনি যে সকল কার্য্য করেন তাহা ঈশ্বরের কার্য্য। তাঁহার কোন ভ্রম বা প্রমাদ হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধাচরণ করা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা একই। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভয়ানক মত কখন অনুমোদন করেন না। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। সকলকেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার দিয়াছেন। ঈশ্বর কোন মনুষ্যের এই স্ব-প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছা অপহরণ করিয়া স্বয়ং যন্ত্রবৎ তাহাকে চালিত করেন না। আমি যাহা করি, তাহা ঈশ্বর করিতেছেন, আমি যাহা বলি তাহা ঈশ্বর বলিতেছেন, যাহা আমার নিকট সত্য মত বোধ হইতেছে, তাহাই ঈশ্বরের মত, যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করেন তিনি আপনার শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেন। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা থাকাতেই তাহার ক্ষমতা ও গুণের গুণবত্তা। মনুষ্যকে যদাপি ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা না দিতেন তাহা হইলে কলের পুত্তলিকার ন্যায় মনুষ্যের কোন গরিমা থাকিত না। ঈশ্বর আমাদিগকে সহজ জ্ঞান ও বিবেক-শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সহজ জ্ঞান ও বিবেকানুসারে কার্য্য করিতে কিম্বা না করিতে তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া ঈশ্বর যদ্যপি আমাদিগকে কেবল সহজ জ্ঞান ও বিবেকানুসারেই কার্য্য করিতে নিয়োগ করেন, তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে স্বাধীনতা না দেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের মনুষ্যত্ব অপহরণ করেন। আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যে বলপূর্ব্বক যাহা আমাদের দ্বারা করাইয়া লইল তাহার

জন্য কি আমাদের কোন গৌরব হইতে পারে, না, তাহার জন্য আমাদের কোন দায়ীত্ব থাকিতে পারে। ঈশ্বর যদ্যপি আমাদিগকে স্বাধীনতা না দিতেন তাহা হইলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত না, জড়ের ন্যায় আমরা অপদার্থ হইতাম। ঈশ্বর কোন মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত করিয়া, তাহার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করিয়া লইয়া; তাহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়ান এই ভ্রমান্ধ মতে বিশ্বাসের ফল এই যে, পাপী অপূর্ণ মনুষ্য সেই অনন্ত পবিত্রস্বরূপ পূর্ণস্বভাব পরমেশ্বরে আপনার পাপ ও দোষ সকল আরোপ করিতে থাকে, এবং ঈশ্বরের মহান্ পবিত্র স্বরূপকে জগতের সম্মুখে অতি নীচ ও অপবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এরূপ ঈশ্বরাবমাননা আমাদের চক্ষে একটি মহাপাপ। যে মতের দ্বারা মনুষ্য এই পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই কলুষিত মত যে কোন এক ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। যে ধর্ম্ম এই মত প্রচার করে সেই ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন, তাহাকে একেবারে "ধর্ম্ম" আখ্যা আমরা কখনই দিতে পারি না। কেশবচন্দ্র সেন ভ্রম ও প্রমাদশূন্য, নববিধানীদিগের এই মত নিতান্ত অসম্ভব ও ভ্রমাত্মক। মনুষ্য অপূর্ণ জীব, এবং যখন ঈশ্বর কখন কাহাকে সম্পূর্ণ রূপে চালাইয়া লইয়া বেড়ান না, তখন কখন কোন মনুষ্য ভ্রম ও প্রমাদশূন্য হইতে পারে না। এমন একটি মনুষ্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং কদাপি হইবে না যিনি সম্পূর্ণরূপে ভ্রম ও প্রমাদশূন্য, যাঁহার সকল মতই সত্য মত, যাঁহার সকল বিশ্বাসই অভ্রান্ত বিশ্বাস, এবং যাঁহার সকল কার্য্যই দোষশূন্য মহৎ কার্য্য। নববিধান ধর্ম্মের উল্লিখিত মত ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই অনুমোদন করেন না।

নববিধান ধর্ম্মের আর একটি মত এই যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যাহা বিশ্বাস করিতে বলিবেন তাহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, এবং তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিতে বলিবেন তাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হইবে। এই মত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন যে প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা, পূর্ব্বক স্বাধীন রূপে স্বীয় আত্মপ্রত্যয় ও বাহ্য জগৎ হইতে ধর্ম্ম-সত্য সকল শিক্ষা করিবে, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার স্বাধীন-কর্ত্তব্য-বোধ অনুসারে সকল কার্য্য করিবে, কেবল সাহায্য স্বরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মনুষ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। নববিধানীদিগের উল্লিখিত মত মনুষ্যের স্বাধীনতাপহারক, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মতকে কখন প্রশ্রয় দিতে পারেন না। স্বাধীনতাই আমাদের প্রধান গৌরব-স্থল। সেই স্বাধীনতা আমরা কখন কোন ব্যক্তির নিকট বলিদান দিতে পারি না। সকলের বাক্য ও উপদেশ আমরা স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিব। ইহাই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত মত। যে ধর্ম্ম ঐ মতের বিরোধী মত প্রচার করে; তাহাকে আমরা কোন প্রকারেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আখ্যা দিতে পারি না।

নববিধান-ধর্ম্মাবলম্বীরা ঈশ্বরানুপ্রাণন মত এক প্রকার বিকৃতাকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রায় সকল ইচ্ছা, সকল প্রতিজ্ঞা, ও সকল কার্য্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত মনে করেন। এইটি নববিধান ধর্ম্মের আর একটি দূষিত অব্রাহ্ম মত।

ঈশ্বরানুপ্রাণনের একমাত্র পরীক্ষা বিশ্বজনীন সহজ-জ্ঞান-সম্মত জ্ঞান। আমরা যে ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা ও কার্য্য বিশ্বজনীন সহজ-জ্ঞান-সম্মত নহে দেখিব তাহা কখনই ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া বিবেচনা করিব না। বিশ্বজনীন সহজ-জ্ঞান-সম্মত যে জ্ঞান তাহা ঈশ্বর-প্রদত্ত—ঐ জ্ঞানানুসারে সকল কার্য্য করাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করা। ঈশ্বর কখনই আমাদিগকে ঐ জ্ঞানের বিপরীত—অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না। আমাদিগের যে সকল ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা ও কার্য্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত তাহা ঈশ্বর-প্রদত্ত বিশ্বজনীন সহজ-জ্ঞান-সম্মত অথচ অসাধারণ ও অসামান্য। আমরা স্বীকার করি যে নববিধানীগণ তাঁহাদিগের যে সকল কার্য্যকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত কার্য্য বলিয়া পরিচয় দেন তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক অসাধারণ ও অসামান্য বটে, কিন্তু সে সকল বিবেকের বিশ্বজনীন সহজ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। নববিধানীগণ আপনাদিগের অধিকাংশ ইচ্ছা ও কার্য্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত মনে করিয়া বিবেকের পরিচালনা ও উন্নতি-সাধনের প্রতি ব্যাঘাত উপস্থিত করেন। কল্পিত ঈশ্বরানুপ্রাণনের নিকট তাঁহারা বিবেককে বলিদান করিতেছেন। নববিধানীগণ ঈশ্বরানুপ্রাণন মতকে যেরূপ বিকৃতাকারে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল এই হইতেছে যে তাঁহারা তাঁহাদিগের আপনাদিগের ভ্রমান্ধ ও কলুষিত কার্য্য সকল ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতেছেন। আমি মনুষ্য, ভ্রমান্ধ, মোহাভিভূত, পাপে কলুষিত, অপূর্ণ, জীব হইয়া, সেই পূর্ণ, পবিত্র অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরকে আমার কার্য্য সকলের কর্ত্তা বলিতেছি, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ভয়ানক ভ্রম আর কি হইতে পারে। ইহা ঈশ্বরাবমাননার চূড়ান্ত এবং মানবজাতি ঐরূপ বিশ্বাস করিলে পৃথিবীতে আর ধর্ম্মের নামগন্ধ থাকিবে না। যে ধর্ম্ম এরূপ ভ্রমাত্মক, মত প্রচার করেন, যাহা প্রচারিত হইলে পৃথিবীতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি না হইয়া পাপের বৃদ্ধি হইবে সে ধর্ম্ম যে কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না, এবং সে ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যে সত্যের অপলাপ করা তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না।

উপরি উক্ত মহদপকারক দূষিত মত সকল ব্যতীত নববিধান ধর্ম্মের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কুলক্ষণ না বলিয়া আমরা থাকিতে পারি না। ঈশ্বর অপেক্ষা ঈশা, মূষা, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টা লইয়া অত্যধিক প্রসঙ্গ ও আলোচনা ঐ সকল কুলক্ষণের মধ্যে একটি প্রধান। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহার যোগসাধন কর নববিধানীরা এইরূপ উপদেশ না দিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আত্মসমর্পণ, চৈতন্যের ভক্তি, বেদান্তের যোগ, শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যকে অনুক্ষণ প্রচলিত ধর্ম্মের চসমা দ্বারা দেখিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখেন না। বোধ হয় সত্যের আলোক সহ্য করিতে অপারগ বলিয়া তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্যকে দেখিতে চান না। নববিধানীরা ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের জীবন ও ধর্ম্ম-মত লইয়াই তাঁহাদিগের সাময়িক পত্রিকা সকলে অধিক আলোচনা করেন। ঈশ্বরসম্বন্ধে এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে তাঁহারা অতি অল্প প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। প্রকৃত ব্রাহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান! কিন্তু নববিধানীদিগকে ঈশা, মূষা, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ-প্রচারিত জ্ঞান লাভে, তাঁহাদিগের গুণ ধ্যানে, এবং তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-সহবাস-জনিত আনন্দ-রস-পানে সর্ব্বদাই নিযুক্ত দেখা যায়। তাঁহারা এইরূপ করাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে ও আলোচনা করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি নাই অথবা ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয়, অগম্য ও মহান, তাঁহার প্রসঙ্গ ও আলোচনা অপেক্ষা নববিধানীগণ ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় যে মানব ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাঁহাদিগের আলোচনা ও প্রসঙ্গ করিতে অধিক সহজ বোধ করেন, এবং তাহাতে অধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন।' যে কারণেই তাঁহারা এইরূপ করুন, এইরূপ করিবার ফল এই হইবে যে অচিরাৎ নববিধান ধর্ম্ম পৃথিবীর 'ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের পূজায় অর্থাৎ নরপূজায় পর্য্যবসিত হইবে। এখনি ঐদিকে নববিধান ধর্ম্মের গতি চালিত হইয়াছে, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। যে ধর্ম্মে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎগুরু ঈশ্বর অপেক্ষা মানব ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের অধিক আদর এবং তাহাদিগকে লইয়া অধিক প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, যে ধর্ম্মকে তাহার মতের গতিতেই প্রবল আকর্ষণে তাহাকে পৌত্তলিকতার দিকে—নরপূজার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

উপধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া নববিধান ধর্ম্মের আর একটি কুলক্ষণ। নববিধানীরা গঙ্গার স্তব, অগ্নির উপাসনা, হোম, ব্যাপতিজম্, খ্রীষ্টের সাক্রামেণ্ট, নিশান পূজা, আরতি ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান * দ্বারা উপধর্ম্মের সমাদর করিতেছেন, এবং নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অচিরে একটি উপধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইবে তাহার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিতেছেন। নববিধানীরা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য হোম ও বেপ্‌তিজমের আবশ্যকতা প্রচার করেন। আমরা উহার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। হোম ও বেপ্‌তিজমের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ রূপে অনাবশ্যক ও অশুভ-ফল-দায়ক বিবেচনা করেন। চিত্ত-শুদ্ধির জন্য প্রকৃত ব্রাহ্ম ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের কণামাত্র আবশ্যকতা দেখেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপের বহু উচ্চে স্থিত। যে ধর্ম্মে ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপ আছে, সেই ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক নিম্নে অবস্থিত। চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যে সকল

* নববিধানীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করেন, ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই কথা বলাতে "সনডে মিরার" তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে নববিধানীরা কখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিয়া বেড়ান না। আমরা নিম্নে যে নববিধান সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক, লেখিবেন ঐ সঙ্গীত গান করাকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান বলা যায় কি না।

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে নিঃশ্বাস-পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে মনোবৃত্তি-সখিগণে।
ভক্তি-যমুনা-কূলে, প্রীতি-কদম্ব-মূলে,
বিহর আনন্দে সদা হৃদয়-রাধিকা সনে।
নব নব বেশ ধরি, ওহে রসময় হরি,
দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্ত-বৃন্দাবনে।
নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মেলি,
বাজাও মুরলি সুধারবে মঞ্জু কুঞ্জ বনে;
যে ধ্বনি করি শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশা মূষা, শাক্য, জন, আদি যত দেবগণে।

পাঠক দেখুন, এই গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কীয় সকলই রহিয়াছে;—"বৃন্দাবন" "সখীগণ" "বংশী" তাহার "মোহন সুর" "যমুনা কূল" "কদম্বমূল" "কুঞ্জবন" "কেলি" "বিহার," ইত্যাদি। এই সঙ্গীতটি রূপক-ছলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-গীত বটে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমরা বলিতেছি, যে অচিরাৎ রাধাকৃষ্ণের রূপকার্থ না থাকিয়া রাধাকৃষ্ণই থাকিবে।

লোকের ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত অবস্থায় উঠিতে তাহাদিগের এখনও বহু বিলম্ব আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উচ্চ ভাব উপলব্ধি করিবার শক্তি অদ্যাপি তাহাদিগের জন্মায় নাই, তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অতি অল্পই উন্মেষিত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কনিষ্ঠাধিকারী-শ্রেণী-ভুক্ত। যে ধর্ম্মে উপধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে, যে ধর্ম্মে ক্রিয়াকলাপের আবশ্যকতা প্রচারিত হয়, সে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কত বিকৃত তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

* * * *
* * * *
* * * *

ধর্ম্মোন্মত্ততা নববিধান ধর্ম্মের আর একটি কুলক্ষণ। নিশান, ডঙ্কা, তূরী, খোল, কর্ত্তাল লইয়া নববিধানীরা ব্রহ্মনাম গানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, দূষনীয় না হইলেও তাহা অশুভ-ফল-প্রদ। এরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততার নিশ্চয় অব্যবহিত-পরবর্ত্তী ফল ধর্ম্মাবসাদ। ধর্ম্মোন্মত্ততা অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রতিবন্ধক। শান্ত ভাবেই অন্তরঙ্গ-সাধন করা যায়। "আত্মানমেব শান্তমুপাসীত"। ঈশ্বরকে শান্ত ভাবেই উপাসনা করিবেক, ইহা বহুজ্ঞ আর্য্য ঋষিদিগের সার উপদেশ। যেমন মহা-কল্লোল-সমন্বিত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেই আপনা আপনি শান্ত ভাব ধারণ করে, গভীর ধর্ম্মভাব থাকিলে তেমনি শান্ত ভাব আপনা হইতেই আইসে। ধর্ম্মোন্মত্ততা গভীর ধর্ম্মভাবের সহিত এক কালে অবস্থিতি করিতে পারে না। চরিত্রকে উন্নত ও পবিত্র করা ধর্ম্মের প্রধান কার্য্য, কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ততা কখন চরিত্র-সংশোধন সম্বন্ধে বিশেষ সহকারী হইতে দেখা যায় না। উন্মত্ত ভাবে ধর্ম্ম-সাধনের ফল এত গভীর নহে যে তাহা চরিত্রকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে নিয়মিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে পারে, শান্ত ভাবে ধর্ম্মসাধনই তাহা করিতে সক্ষম। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে শান্ত ভাবে স্থির ভাবে ধর্ম্মসাধনই ইন্দ্রিয়দমন ও চরিত্রসংশোধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এমন অনেক লোক দেখা যায় চিরকাল উন্মত্ত ভাবে ধর্ম্মসাধন করিতেছে, কিন্তু অতিশয় কোপনস্বভাব, পরদ্বেষী ও পরনিন্দুক। ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মোন্মত্ততা ঘৃণা করেন, শান্ত ভাবেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন করা যায় এই উপদেশ দেন, এবং যে ধর্ম্মে ধর্ম্মোন্মত্ততা ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় সে ধর্ম্মকে বিকৃত ও অপকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আমরা দেখিতেছি যে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করাই নববিধান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরে আমরা নববিধানের মত ও লক্ষণগুলি যেরূপ ভ্রমাত্মক ও সত্য-বিরুদ্ধ, অযৌক্তিক ও দূষণীয় প্রমাণ করিলাম তাহাতে ইহা কখনই সম্ভব হয় না যে নববিধান ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। যাহা অসত্য তাহা কি প্রকারে বিশ্বজনীন হইতে পারে? সত্যই বিশ্বজনীন। নববিধান ধর্ম্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম করিবার জন্য, ঐ ধর্ম্ম যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রহণ করে তজ্জন্য, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্ট, মহম্মদ, ও বুদ্ধের প্রতি অযথা ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহাদিগের এত অধিক সেবা করিতেছেন যে তন্নিমিত্ত অনেক সময়ে ঈশ্বরের সেবা হইতে নববিধানীদিগের দৃষ্টিচ্যুত হইতেছে, সেই জন্য তিনি গঙ্গার স্তব এবং হিন্দু দেবদেবীর রূপক অর্থ করিতেছেন, সেই জন্য তিনি বেপতিজম্, সাক্রামেণ্ট, হোম, নিশান পূজা,

আরতি প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ নববিধান-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-নামের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি একটি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মের কতকগুলি সত্য ও বহুসংখ্যক ভ্রমাত্মক, ঔপধর্ম্মিক, কুসংস্কারাত্মক, অপকৃষ্ট মত ও ক্রিয়াকলাপ সেই ধর্ম্মভুক্ত করিয়া খিচুড়ী করিলে তাহা কখন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হইবে না। নববিধান-ধর্ম্মে খ্রীষ্টের ও বুদ্ধের, সমাদর এবং বেপতিজম্ ও সাক্রামেণ্ট ক্রিয়া দেখিয়া কয় জন খ্রীষ্টীয়ান ও বৌদ্ধ এবং ঐ ধর্ম্মে মহম্মদ, ও চৈতন্যের সমাদর, হোম-ক্রিয়া ও আরতি দেখিয়া কয়জন মুসলমান ও হিন্দু উহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক উহার সহিত কোন রূপে যোগ দিতে সম্মত হইবে? নববিধান-ধর্ম্ম এক কালে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম হইবে ইহা বাতুলের আশা, সকল ধর্ম্ম-সাধারণ বিশুদ্ধ সার সত্যাশ্রয়ীভূত ধর্ম্মই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। উহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় পঞ্চাশদধিক বৎসর এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারেরও উৎকৃষ্ট উপায় সকল নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেদ বেদান্ত আশ্রয় করিয়া হিন্দুদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কোরাণ আশ্রয় করিয়া মুসলমানদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাইবল আশ্রয় করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু নববিধানীদিগের ন্যায় খিচুড়ী করেন নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকলে বিশ্বাস করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই কোন আপত্তি করিতে পারে না। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মে খ্রীষ্টের ও বুদ্ধদেবের প্রতি অযথা ভক্তি প্রদর্শিত হয় না, এবং কোন খ্রীষ্টীয়ান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুমোদিত হয় না যে, কোন হিন্দু কিম্বা মুসলমান ইহাতে যোগ দিতে এবং ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে; এই ধর্ম্মে মহম্মদ কিম্বা কোন হিন্দু-অবতার বা মহাপুরুষের প্রতি অযথা ভক্তি প্রদর্শিত হয় না এবং কোন মুসলমান বা হিন্দু-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় না যে, কোন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বা খ্রীষ্টীয়ান ইহাতে যোগ দিতে এবং ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা যেমন দিবালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান, নববিধান-ধর্ম্মের বিশ্বজনীনতাশূন্য প্রকৃতি তদনুরূপ দিবালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান। ব্রাহ্মধর্ম্মই কালে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, সাহস করিয়া আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিতে পারি। যখন কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া মানব-মন সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইবে, তখন পৃথিবীর সকল দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাদৃত হইবে, এবং সকল জাতির সকল লোকে তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। যখনই মানব-মন ধর্ম্ম-সত্য সকল পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, তখনই সকল সত্যের সমষ্টি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্ম হইবে। তখন আর নববিধান-ধর্ম্মের ন্যায় ভ্রম-প্রমাদ-কুসংস্কার-পূর্ণ কোন ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না—সকল অসত্যের ন্যায় তাহারা সত্যের বিমল জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া সূর্য্যালোকের নিকট কুজ্ঝটিকাবৎ বিলুপ্ত হইবে। শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, সত্যধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে ইহা ধ্রুব সত্য।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে নববিধান-ধর্ম্ম প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তুলনায় এতদূর বিকৃত ও কলুষিত যে উহাকে আর কোন মতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যায় না। আমরা দেখিতেছি যে নববিধানের প্রধান মতগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ রূপে বিরুদ্ধ এবং উহার মূল সত্যের উচ্ছেদকারী। ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন যে পরমাত্মার সহিত প্রত্যেক মনুষ্যই স্বীয় আত্মার যোগ নিবদ্ধ করিতে অধিকারী, এবং ঈশ্বর হইতে পারমার্থিক সত্য ও জ্ঞান লাভ করিতে কোন মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তির আবশ্যক করে না, কিন্তু নববিধান-ধর্ম্ম কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা প্রচার করেন, তখন আর নববিধানকে কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন যে ঈশ্বরই আমাদিগের একমাত্র অভ্রান্ত পরম গুরু; মানবগুরু কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না, কিন্তু নববিধান-ধর্ম্ম পার্থিব গুরু অভ্রান্ত হইতে পারে এই উপদেশ দেন, এবং কেশবচন্দ্র সেনকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলিয়া থাকেন, তখন আর নববিধান-ধর্ম্মকে কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন যে পরিমার্জ্জিত ও উন্নত বিবেক মানবাত্মায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা হয়, কিন্তু নববিধান-ধর্ম্ম অনুসারে অনেক বিবেক-বিরুদ্ধ পাপ-কার্য্য উচিত ও মহৎ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন নববিধান-ধর্ম্মকে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সকলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন, যাহাতে সকলে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও বিবেচনা ও বিচার করিয়া স্বাধীন রূপে সকল কার্য্য করে এবং যাহাতে স্বাধীনতা-বৃক্ষ সম্যক রূপে পরিচালনা করিয়া উহা উন্নত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেন, কিন্তু নববিধান-ধর্ম্ম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত, তখন নববিধান-ধর্ম্মকে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? আমরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে তাঁহারা যেন মোহান্ধ হইয়া নববিধান-ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিপথগামী ও দুঃখভাজন না হয়েন। ঈশ্বরের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে, এবং স্বদেশের অনুরোধে আমরা ব্রাহ্মগণের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন নববিধান-ধর্ম্মকে জালব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ ছদ্মবেশধারী ভয়ানক উপধর্ম্ম জানিয়া দূর হইতে উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তুলনায় উহার অসারতা, হীনতা, অপবিত্রতা, অমূলকতা প্রচার করিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত উহার সকল সম্বন্ধ ও যোগ ছেদন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধতা সম্পাদন এবং গৌরব বৃদ্ধি করেন।

উপসংহারে নববিধানীদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা তাঁহাদের মত ও লক্ষণ সকলের অযৌক্তিকতা, ভ্রমাত্মকতা, কলুষিত ও বিকৃত ভাব উপলব্ধি করিয়া ঐ সকল মত অচিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রচার করুন, আর যদ্যপি তাহা করিবার জন্য যে মনের বল ও আত্মার পবিত্রতা আবশ্যক তাহা তাঁহাদের না থাকে তাহা হইলে তাঁহারা শীঘ্র ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিয়া নববিধানী নাম গ্রহণ করুন, ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিত্যাগ করিয়া নববিধান-সমাজ নাম গ্রহণ করুন, নববিধানী ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম পরিত্যাগ করিয়া নববিধান-ধর্ম্ম নাম গ্রহণ করুন, তাহা হইলে সত্যপালন জন্য যশস্বী হইবেন, এবং উহা না করিয়া সত্যলঙ্ঘন জন্য বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের, ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মগণের এবং সাধারণত মানব সমাজের হানি করিয়া যে দোষগ্রস্ত হইতেছেন তাহা হইতে মুক্ত হইবেন, এবং আমরাও আর তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং আপনাদিগকে মনোকষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইব না।

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১। শরীর, আত্মা ও নিরবলম্ব জ্ঞান।

আমরা দেখিয়াছি মনুষ্যের নিরবলম্ব জ্ঞান কখন শরীর-ঘটিত হইতে পারে না; ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন দ্বারা নিরবলম্ব জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভব হওয়া দূরে থাকুক, এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মূলেতে নিরবলম্ব জ্ঞান না থাকিলে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান কখন জন্মিতেই পারে না। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে মনুষ্যের যদি শুদ্ধ কেবল শরীর মাত্র থাকিত তাহা হইলে আমাদের নিরবলম্ব জ্ঞান থাকা অসম্ভব হইত। এখানে অনেকে এরূপ আপত্তি উঠাইতে পারেন "যে, আমাদের এমন ত অনেক জ্ঞান আছে যাহা আমরা নিজে ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন দ্বারা উপার্জ্জন করি না, যাহা পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া জন্মাবধিই আমাদের হস্তগত থাকে; পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ত আমরা উত্তরাধিকারী হই। নিরবলম্ব জ্ঞান আর কিছুই নহে কেবল আমাদের আদি পুরুষদিগের নিকট হইতে বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান মাত্র। আর মনুষ্য-জাতির মধ্যে এই জন্য এ জ্ঞানের ব্যক্তিগত তারতম্য লক্ষিত হয় না যে হেতু উহা অতি প্রাচীনকালে উপার্জ্জিত সুতরাং এখন উহা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে নিরবলম্ব ও সাবলম্ব জ্ঞানের মধ্যে জাতিগত কোনই প্রভেদ নাই কেবল মাত্রাভেদ মাত্র আছে।" কিন্তু এ যুক্তির অসারবত্তা দেখাইতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইবে না। এ যুক্তিতে এইটি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে এমন এক সময় ছিল যখন মনুষ্যের পূর্ব্বোক্ত নিরবলম্ব জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (১ম পরিচ্ছেদের ২য় গর্ভচ্ছেদ) যে এই সকল নিরবলম্ব জ্ঞান না থাকিলে কখনই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং যদি কোন সময়ে মনুষ্য এই সকল নিরবলম্ব-জ্ঞান-শূন্য থাকিত তাহা হইলে আজ পর্য্যন্তও মনুষ্য সেই অবস্থাতেই থাকিত—ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান বলিয়া যে একটা কিছু আছে তাহাই কখনো আমাদের মনে আসিত না। আসল কথাটা এই যে মনুষ্য অথচ নিরবলম্ব-জ্ঞান-শূন্য ইহা কেহ কখন কল্পনা করিতেও পারে না, ইহাও একটা নিরবলম্ব জ্ঞান যে মনুষ্যত্ব ও নিরবলম্বজ্ঞানবত্তা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই অবিচ্ছেদ্য। এখন ইহা পরিষ্কার হইল যে মনুষ্য-নির্ম্মাণের উপকরণ এক মাত্র মনুষ্য-দেহ নহে। মনুষ্যের যে দেহ ভিন্ন অপর একটা নির্ম্মাণোপকরণ আছে এই রূপে আমরা তাহার আবচ্ছায়া পাই। সাবলম্ব জ্ঞান অপেক্ষা নিরবলম্ব উচ্চ সুতরাং মনুষ্যের এই শেষোক্ত অংশ শরীর অপেক্ষা উচ্চ। ইহাকেই আমরা আত্মা (বেদান্তের জীবাত্মা) বলি। এখানে

এ প্রকারও একটা তর্কও উঠিতে পারে যে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা নিরবলম্ব জ্ঞান পাইয়াছি বটে কিন্তু তাহা আমাদের মনুষ্য-পূর্ব্বপুরুষেরা সঞ্চয় করেন নাই, তাহা আমাদের পুরাতন পশু পিতামহদিগের উপার্জ্জিত ধন। কিন্তু এরূপ অসার আপত্তি করিয়া বিচার মুলতফী রাখাইবার কোন ফল দেখা যায় না। আমি মনুষ্যের জন্য আত্মাবত্তা দাওয়া করিতেছিলাম, এরূপ তর্ক উঠাইলে না হয় পশুদিগকেও তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভাগ দিতে হয়—এই পর্য্যন্ত। আমি বলিতেছিলাম যে মনুষ্যের নির্ম্মাণোপকরণ একমাত্র দেহ নহে। উত্থাপিত এই আপত্তি গ্রাহ্য হইলে দাঁড়াইবে যে পশুদের ভিতরেও ঐরূপ। তাহাতে আমাদের যুক্তিতে কোন দোষ পহুঁছাইতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই জন্য এরূপ মনে হইতে পারে যে বিজ্ঞানের শত্রু পাহারার হাতে পড়িবার ভয়ে লুকাইয়া আমরা বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যাহারা এবিষয়ে বিশেষ রূপে বিজ্ঞানের মত অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে আত্মা ও শরীরের মধ্যে যে অসীম প্রভেদ-সমুদ্র কল্লোল-ধ্বনি বিস্তার করিতেছে বৈজ্ঞানিকেরা তাহাতে একমুষ্টি বালুকাও নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের যত্নে কেবল এই মাত্র প্রমাণ হইয়াছে যে এইরূপ একটা অসীম সমুদ্র আছে এবং তাহার উপর বিজ্ঞান সেতুবন্ধন করিতে অপারগ। তবে এমন অনেক সাহসিক বৈজ্ঞানিক আছেন বটে, যাঁহারা ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি দূরে ফেলিয়া গাত্রের জোরের সাহায্যে এই সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিলে যাহা ঘটে তাঁহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে—তাঁহারা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।*

২। আত্মা ও নিরবলম্ব জ্ঞান।

মনুষ্যের নির্ম্মাণোপকরণের ভিতর আত্মা বলিয়া যে একটা কিছু আছে তাহা একপ্রকার দেখা গেল। কিন্তু এবিষয়ে আরো কএকটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত দেখিতেছি যে মনুষ্যের নিরবলম্ব-জ্ঞান বলিয়া এক জাতীয় জ্ঞান আছে এবং ঐ জাতীয় জ্ঞান শরীরের সহযোগে উৎপন্ন নহে। কিন্তু মনুষ্যের যে আত্মা আছে তাহা আমরা ইহা হইতে কি প্রকারে জানিতে পারিলাম? এ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে একবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন। আমাদের নিজ নিজ অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা নিরবলম্ব জ্ঞানকে কি রূপ অবস্থাপন্ন দেখিতে পাই? নিরবলম্ব জ্ঞান সকল কি পরস্পর অসম্বদ্ধ ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে? না। আমরা দেখি যে নিরবলম্ব জ্ঞান সকল একত্রে সংযুক্ত হইয়া একটী সাধারণ কেন্দ্রে আনীত হইতেছে। নিরবলম্ব জ্ঞান সকল যে এক সাধারণ জ্ঞাতাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই এক আধার-গত জ্ঞান-সমষ্টিকে আমরা "আমি" বা আত্মা বলি। এখানে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে কতকগুলি জ্ঞান একত্র করিলেই আত্মা নির্ম্মিত হয়। জলজান ও অম্লজান বাষ্প একত্র করিলে জল উৎপন্ন হয় বলিয়া কি বাষ্পদ্বয়ের মিশ্রণ-জনিত মিশ্রবাষ্প ও জল একই পদার্থ? কতকগুলি জ্ঞান একত্রিত হইলেও আত্মা উৎপন্ন হইতে একটু বাকী থাকে; সেটা হইতেছে তাহাদের সকলের যৌগিক একত্ব (Synthetic unity)। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র করা ও তাহার দ্বারা অপর কোন এক বস্তু উৎপন্ন হওয়ার অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কতকগুলি বস্তু একত্র মিলিত হয় আর সেই সম্মিলনে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাতে মিশ্রক বস্তুর কোনটীর গুণ-বিশেষের প্রাদুর্ভাব না থাকে তাহা হইলে যে মিশ্র বস্তু উৎপন্ন হইল তাহা যে একটী স্বতন্ত্র বস্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের সংযোগে "আমি" এই জ্ঞানটী উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে এবং "আমি"—এই জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি পৃথক পৃথক জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। কিন্তু "আমি"কে যতক্ষণ "আমি" বলিয়া ভাবা যায় ততক্ষণ তাহা যে স্বতন্ত্র এক বস্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আত্মার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সাবলম্ব জ্ঞান নিরবলম্ব জ্ঞানের ভিত্তির উপর অবস্থান করিয়া আত্মাকে উপরঞ্জিত করিতেছে।

আর একটা কথা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা যাহাকে 'আমি' বলি তাহার একত্ব কি নিত্য এক ভাবে রক্ষিত হইতেছে? কাল যাহাকে আমি 'আমি' আখ্যা দিয়াছি আজ কি 'আমি' বলিলে তাহাকেই বুঝাইতেছে? আমরা যেমনে করি আমাদের নিজত্ব (personal identity) চির কাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ইহা যে একটা মিথ্যা আকাশ-কুসুম নহে তাহার প্রমাণ কি? পৃথিবীতে অনেক বস্তুই আছে যাহা আমরা মনে করি যে চিরকাল অবিকল একই রহিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা মনে করি যে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ হওয়া অবধি একই রহিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হয় ত প্রথম-নির্ম্মাণের সময়কার একখানি ইষ্টক বা একমুষ্টি চূণ সুরকীও এখন উহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমরা মনে করি যে আমাদের এই শরীর আজন্ম অপরিবর্ত্তিত ভাবে একই রহিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা গিয়াছে যে জন্মের সময় যে সকল অণুর দ্বারা আমাদের শরীর নির্ম্মিত ছিল এখন তাহার একটীও আমাদের শরীরে নাই। স্থূল কথাটা এই যে কেবল ভাব মাত্রই আমাদের মনে অচল রহিয়াছে, বাস্তবিক জগতে কিছুই স্থির নাই; সুতরাং বাহ্য জগতে কখন উক্তরূপ ভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ ইহা স্থির বলিয়া লইতে হইবে যে যত বস্তু "আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাভ্যন্তরে আসে" তাহারা সকলই চঞ্চল। এখানে যে কএকটী কথা উদ্ধৃতের চিহ্নের মধ্যে বসিয়াছে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই এক একটি কথা আস্তে আস্তে চক্ষের আড়াল করিয়া দেওয়াতেই যত প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। সে যাহা হউক বাহ্য বস্তু পরীক্ষার দ্বারা আমরা ত এই একটি সত্যে উপনীত হইলাম। এখন আত্মপরীক্ষা দ্বারা আমরা আর একটি সত্যে পৌঁছিতেছি। আজ আমার মনের ভাব এক রকম দেখিলাম কাল দেখিলাম তাহা অন্য এক রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ অমুকের প্রতি আমার অত্যন্ত বিদ্বেষ রহিয়াছে কাল তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া অনেকে তর্ক করেন যে আত্মার নিত্য একত্ব (identity) রক্ষিত হওয়া অসম্ভব সুতরাং আত্মা না থাকা একই কথা। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই যুক্তির দুর্ব্বলতা আপনা হইতেই

* Calderwood's Mind and Brain নামক গ্রন্থে এবিষয়টি সুন্দর রূপ বিবৃত হইয়াছে।

বাহির হইয়া পড়িবে। আমি কালও যে "আমি" আজও সে "আমি"—এ বিশ্বাসটি পৃথিবীতে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা জাজ্বল্যমান রূপে প্রকাশ রহিয়াছে। এরূপ সর্ব্বসাধারণ বিশ্বাসের প্রতিপক্ষে বিশেষ বলবান কোন কারণ না পাইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা সত্যের উপর স্থাপিত। এ কথায় অজ্ঞতাবাদের মহর্ষি স্পেন্সরও আমাদের সঙ্গে একমত। এখন ইহার বিরোধী যুক্তি কিরূপ বলবান পরীক্ষা করা যাউক। প্রতিপক্ষের প্রধান যুক্তি এই যে জগতে কোন বস্তুই অচল নহে। দেখা গিয়াছে যে অনেক বস্তু যাহাকে আমরা সম্পূর্ণরূপ অচল মনে করি তাহা বাস্তবিক অচল নহে। সুতরাং আত্মার নিত্য একত্ব ঐজাতীয়; উহা আমরা মনে করি অচল কিন্তু তাহা বাস্তবিক পক্ষে অচল নহে। কিন্তু এখানে অতর্কিত ভাবে একটা কথা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা যে সকল বস্তু পরীক্ষা করিয়া এসত্যটি পাইয়াছি যে জগতের সকল বস্তুই অচল, তাহাদের বিশেষ একটি ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-উপযোগিতা। কিন্তু যদি আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়, তাহা হইলে এ বিশ্বাসটি অনিবার্য্য যে আত্মা উক্ত শ্রেণীর বস্তুর সহিত একরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহে। সুতরাং এ যুক্তিটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে কেবল এইরূপ বলা যে, এক জাতীয় বস্তু পরীক্ষা করিয়া যে একটা সত্যে উপস্থিত হইতেছি সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন-প্রকৃতির অপর একটা বস্তুতে সে খাটিবেই খাটিবে। যাঁহারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহারা কখনই একথা বলিবেন না যে আত্মার পরিবর্ত্তন নাই; বরঞ্চ তাঁহারা একথা বহু সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন যে আত্মা চিরন্তন উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে সুতরাং আমাদের কতকগুলি মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আত্মার নিত্য একত্বের উপর খড়্গাঘাত করিলে বাতাসের উপর দিয়াই চোট্‌টা যায়।

তবে এখন এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে আমাদের আত্মা আছে ও সেই আত্মার নিত্য একত্ব সমভাবে রক্ষিত হইতেছে।

৩ নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় (object)

নিরবলম্ব জ্ঞান অবলম্বন করিয়া বিষয়-জ্ঞান অবস্থিত, তদ্ভিন্ন বাহ্য জগতের (non ego) সহিত তাহার আর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তবে এ নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় কি? বিষয় ও বিষয়ী ভিন্ন ত আর জ্ঞান অবস্থিতি করিতে পারে না। এ প্রশ্নের দুই প্রকারে মীমাংসা হইতে পারে। প্রথম, নিরবলম্ব জ্ঞানের প্রত্যেকটীকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার বিষয় নির্ব্বাচিত করা যায়। কিন্তু নিরবলম্ব জ্ঞানের তালিকা করিয়া নিঃশেষ করা অতি দুরূহ কাণ্ড, সুতরাং এ প্রণালীতে নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় স্থির করিতে যাইলে কৃতকার্য্য হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে! তবে আর এক প্রণালীতেও নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। বিষয় না থাকিলে যে কখন জ্ঞান সম্ভবে না—ইহার আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং নিরবলম্ব জ্ঞানের নিশ্চয়ই বিষয় আছে। আর ইহাও দেখা যায় যে বাহ্য জগতে নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় নাই। সুতরাং আত্মাই নিরবলম্বজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ীই একই আত্মা (Ego)। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সহজেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যতগুলি পার তত গুলি নিরবলম্ব জ্ঞান লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখ কোন স্থানেই এই সিদ্ধান্তের নড়্ চড়্ দেখিতে পাইবে না। "আমি আছি"—এখানে আমি জানিতেছি আমি আছি সুতরাং এ জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী একই—আমি অর্থাৎ আত্মা (Ego)। এইরূপ অন্যান্য নিরবলম্ব জ্ঞান লইয়াও ইহা দেখান যাইতে পারে।

এখানে একটা কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, "আত্মাই নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয়"—ইহাতে এরূপ না মানে হয় যে কেবল আমার আত্মাই আমার নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয়। "আত্মা" শব্দ এখানে তাহার অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইল; আত্মা অর্থে বুঝিতে হইবে আত্মা ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম ও প্রণালী। যে যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মা আছে ও চলিতেছে তাহাও নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয়।

৪ কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব।

প্রত্যেক ঘটনারই যে একটী কারণ আছে; কারণ ব্যতীত কখনই যে কার্য্য হইতে পারে না—এ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইলাম? এই জ্ঞান নিরবলম্ব কি সাবলম্ব? মনে কর এই জ্ঞান সাবলম্ব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এমন এক সময় ছিল যখন মনুষ্যের এই জ্ঞান ছিল না। তদনন্তর বিষয়-পরীক্ষা করিয়া মনুষ্য এই কার্য্য-কারণ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ-অবস্থাপন্ন মনুষ্য প্রথম একটা কোন ঘটনা দেখিল। তাহার পর সেই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল যে সেই ঘটনার একটা কারণ আছে; এই রূপ শত সহস্রবার করিয়া করিয়া মনুষ্যের কার্য্য-কারণ-জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু এখানে এই কথাটা উপযুক্ত রূপ বিবেচনা করা হয় নাই যে উক্ত রূপ অবস্থাতে আদৌ মনুষ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে কি করিয়া? কোন ঘটনা দেখিয়া যদি এরূপ না মনে হয় যে সে ঘটনার কারণ আছে তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? যেরূপ অবস্থার কথা হইতেছে সে অবস্থার মনুষ্য কারণ বলিয়া যে একটা কোন কিছু আছে তাহা পর্য্যন্ত জানে না, সুতরাং সে কি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে? যদি বল মনুষ্য দেখিল যে কতকগুলি কার্য্য হইলে পরেই অপর কতকগুলি কার্য্য হয় এবং এইরূপ অনেকবার দেখিয়া দেখিয়া উভয়বিধ ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থাপন করিল। অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই অঙ্গুলি দগ্ধ হয়—এই ঘটনা দেখিয়া স্থির হইল দাহন-কার্য্যের কারণ অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রবেশ করান। কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিলেই অঙ্গুলি দগ্ধ হয় এই বিষয়-জনিত শুদ্ধ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান হইতে আমরা কখন কার্য্য-কারণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। উক্ত বিষয়ের ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা দ্বারা আমাদের মনে শুধু কেবল দুইটা ভাব উৎপন্ন হয়—এই মাত্র। কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, সে জ্ঞান ত আর আমরা বাহির হইতে পাইতে পারি না। বাহির হইতে কেবল আমরা অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রয়োগ ও দাহন-কার্য্যের অনুক্রম দেখিতে পাই কিন্তু এই অনুক্রান্ত ঘটনাদ্বয় যে পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দেয়? দেখা যাইতেছে যে এই দুই ঘটনার অনুক্রম লক্ষ্য করা এক কথা, আর উভয়ের ভিতর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-স্থাপন করা অপর এক কথা। এই সম্বন্ধ আরোপ করিবার প্রয়োজন আমাদের বিষয়-পরীক্ষা হইতে জন্মে, না, উহা ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়? যদি আমাদের মনে এই নিরবলম্ব জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে এ প্রয়োজন আসিত কোথা হইতে? কথাটা, বোধ করি, তত পরিষ্কার হইল না। এরূপ মনে হইতে পারে যে দুই অবিচ্ছেদ্যরূপে অনুক্রান্ত ঘটনার পরস্পর-অনুক্রমণের অবিচ্ছেদ্যতার ভাবই কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব সুতরাং উহা অবশ্যই ইন্দ্রিয়-সঞ্চালন হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু কার্য্য-কারণ-

তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি কেবল ঐ জ্ঞানটুকু মাত্র পাই? এক ঘটনা অন্য ঘটনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী—এই জ্ঞান দ্বারাই কি কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত হইতেছে? আচ্ছা, মনে কর দুইটী ঘড়ি এমনি নিয়মে নির্ম্মিত হইয়াছে যে একটী বাজিবার অব্যবহিত পরেই অপরটী বাজিয়া উঠিবে—এই রূপ চিরকালই চলিতেছে। কিন্তু এই দুইটী ঘড়ি বাজা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যরূপে অনুক্রান্ত বলিয়া ঐ দুই ঘটনার মধ্যে কেহ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইবে না। এ যুক্তি ধরিয়া চলিলে দিবস রাত্রির বা রাত্রি দিবসের কারণ—এইরূপ দাঁড়ায়। যথার্থ রূপ ধরিতে গেলে কারণ বলিলে বুঝায় এক বা তদধিক এইরূপ ঘটনার ভাব যে যাহা অপর একটী ঘটনার অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তির আবশ্যক (nacessary) করে। পূর্ব্বে কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের যেরূপ সংজ্ঞা করা হইতেছিল তাহা অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত।

৫। আত্মা, নিরবলম্ব জ্ঞান ও পরমাত্মা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে নিরবলম্ব জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী একই—আত্মা। এখন দেখা গেল কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব নিরবলম্ব জ্ঞান সুতরাং কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই আত্মা। কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব আমরা বাহির হইতে পাই না, উহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব একটি আত্মা সম্বন্ধীয় সত্য, উহার প্রয়োগ-স্থল আত্মাতেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে ন্যায়-পথে আসিতেছে যে আত্মার অস্তিত্ব হয় কিছুর কারণ, না হয় আত্মা কিছুর কার্য্য। নতুবা কার্য্য কারণ-জ্ঞান আত্মায় থাকিবে কেন? কিন্তু এদিকে কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কার্য্য-পরীক্ষা করিয়া কারণে উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ হইতে কখন কার্য্যে পহুঁছান যায় না। যে যে অবস্থায় মনে হয় যে কারণ দেখিয়া কার্য্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা হইয়াছে, বিশেষ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্য সময়ে কার্য্য হইতে কারণে গিয়া যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সে সে স্থলে কেবল তাহারই প্রয়োগ হইয়াছে মাত্র। নতুবা প্রথমে কারণ হইতে কার্য্যে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য কিছুর কার্য্য। সুতরাং যদি মূলে এ সত্য না থাকিত যে আত্মার কারণ আছে তাহা হইলে আমাদের কার্য্য-কারণ-জ্ঞান থাকিতেই পরিত না। অতএব ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে আত্মার কারণ আছে—এই কারণই পরমাত্মা।

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে উপরে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলিলে যে অসম্ভাব্যের মহাপঙ্কে পতিত হইতে হয় তাহাতেই এ যুক্তির অসারবত্তা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহারা বলিতে পারেন, "আচ্ছা, যদি তাহাই হয় যে আমার কার্য্য-কারণ-জ্ঞান বলিয়া পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে; তবে ইহাও ত নিশ্চিত যে পরমাত্মারও অন্য কোন এইরূপ যতদূর যাওনা কেন কোথায়ও আর আদি-কারণ পাইবে না।" এ আপত্তি উত্তরে এরূপ বলা যাইতে পারে যে উপরি লিখিত যুক্তি অনুসরণ করিয়া কখন ওরূপ অসম্ভাব্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। আমরা দেখি আত্মার অস্তিত্বের কারণ আছে, আরও দেখি বহির্জগতে প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে কিন্তু তাহা বলিয়া সম্পূর্ণ-বিভিন্ন-প্রকৃতির এক পদার্থেরও যে কারণ থাকিবে তাহা কখনো ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। যদি এরূপ প্রমাণ করা যায় যে পরমাত্মার প্রকৃতি বহির্জগতের সম্পূর্ণরূপে আমাদের আত্মার প্রকৃতির ন্যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত আপত্তি বলবান হইতে পারিত কিন্তু এ সম্পর্কে প্রমাণ দূরে থাকুক তাহার চ্ছায়া উপচ্ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের পরীক্ষাধীনে যত বস্তু আসিয়াছে সকলই কার্য্যকারণের নিয়ম-বশবর্ত্তী কিন্তু তাহা বলিয়া কি যুক্তির প্রভাবে এরূপ বলা যাইতে পারে যে স্বয়ম্ভুত্ব আমাদের পরীক্ষাধীন জগতের বহিঃস্থিত প্রদেশেও কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা যখন নহে তখন আত্মার অস্তিত্বের কারণ রহিয়াছে একথা বলায় ন্যায়সঙ্গত যুক্তির কোনই ব্যভিচার ঘটিতেছে না।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

তৃতীয় ভাগ

৪৬১ সংখ্যা

পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২

শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বেদান্তদর্শন।

৪৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৭ পৃষ্ঠা পর।

ভারতবাসীগণের পক্ষে ক্রিয়াবিধি ও ব্রহ্মজ্ঞান এ উভয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বেদ কল্পতরু-সদৃশ। সেই পরম শাস্ত্রকে ক্রিয়ানিষ্ঠগণ এক ভাবে এবং ব্রহ্মজ্ঞেরা অন্য ভাবে দৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়ানিষ্ঠগণের সিদ্ধান্ত এই যে প্রথমতঃ "বাচা বিরূপনিত্যয়া" বেদ নিত্য বাক্য। দ্বিতীয়তঃ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" বেদ কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি এই যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া সকল জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক ফলপ্রদ। জীবের আরম্ভ ও অন্ত কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং জীব আদি-অন্ত-শূন্য নিত্য পদার্থ। কিন্তু উপজীবিকা ব্যতীত কি ইহকালে, কি পরকালে জীবের জীবত্ব-ব্যবহার সম্ভবে না। কর্ম্মফলই সেই উপজীবিকা। প্রকৃতির রূপবিশেষ অনাদি বাসনা সেই ফলের বীজ। তাহাকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যে যত্ন, প্রার্থনা, আরাধনা ও যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা হইতে সম্ভোগার্থ যে জীবিকা লাভ হয় তাহার নাম কর্ম্মফল। অতএব ঐ বাসনা, ক্রিয়াসাধক মন্ত্র ও কর্ম্মফল নিত্যকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রন্থ, পত্র, লিপি, অধ্যায় প্রভৃতি যে বেদ এমত অভিপ্রায় নহে।

সামান্যতঃ বেদ কেবল শব্দরাশি মাত্র। কিন্তু

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধঃ।"

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিত্য। এই হেতু বেদরাশির যে স্ফোট-স্বরূপ অর্থ তাহাই বেদ-শব্দের বাচ্য। বেদ-মন্ত্র সকল অর্থরূপে জীবের বাসনা হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং বেদ নিত্য পদার্থ। তাহা বীজ, অঙ্কুর, ক্রিয়া ও ফল রূপে এবং অভ্যুদয়প্রদ ধর্ম্মরূপে নিত্যকাল স্বভাবে স্থিতি করিতেছে। প্রলয় দ্বারা বাহ্য শব্দ-রাশি বিনষ্ট হইলেও বেদের জীব-স্বভাব-নিহিত অক্ষয় বীজের নাশ হয় না। এতাবতা বেদ ঈশ্বরকৃত নহে। এতাদৃশ অকৃত পদার্থ যে বেদ তাহার সৃষ্টিকরণরূপ ক্রিয়া ঈশ্বরেতে অর্শিতে পারে না এবং তাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্যরূপ মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ স্বয়ংই ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য অপৌরুষেয় পদার্থ, এবং তাহা কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। তাহা কোন সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রতি-পাদক নহে। কেননা ব্রহ্মবাদিগণের বর্ণিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টি-সংসারের অতীত এবং স্বর্গাদি ভোগ যেমন ক্রিয়ার ফল তিনি তদ্রূপ কোন ভোগ্য ফল নহেন। এতাবতা বেদের ক্রিয়াপরতার দিকেই ক্রিয়ানিষ্ঠ-গণের দৃষ্টি। মহর্ষি জৈমিনি তাঁহাদের দর্শনকার। তদ্ভিন্ন অশ্বলায়ন, গোভিল, কাত্যায়ন প্রভৃতি অনেক মহর্ষি শাখাভেদে কর্ম্মাঙ্গ বেদ-বিধি সকল স্বস্ব সূত্রগ্রন্থে শ্রেণী পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনির দর্শন-শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গভূত বেদ-রাশির মীমাংসা আছে। সেই জন্য তাহার নাম কর্ম্মমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা। আর কর্ম্মকাণ্ডই বেদের পূর্ব্বকাণ্ড। জৈমিনি-দর্শনে তাহার মীমাংসা আছে বলিয়া উহার আর এক নাম পূর্ব্বমীমাংসা। মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তদর্শন নামে বেদশাস্ত্রের উত্তর-পাদ-স্বরূপ ব্রহ্মকাণ্ডের যে অন্য এক মীমাংসা প্রস্তুত ও প্রচার করেন তাহাকে উত্তর-মীমাংসা কহে। তাহা ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বৈদিক দৃষ্টির সপক্ষ এজন্য তাহাকে ব্রহ্মমীমাংসা কহে। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। তিনিই জগৎ, বেদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, কর্ম্মফল প্রভৃতির যোনি, আশ্রয়, এবং লয়স্থান। তাঁহার আশ্রয়ে ও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে এই ব্রহ্মাণ্ড সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সেই শক্তি কি পদার্থ, তাহার কি প্রকার ধাতু, কেন তাহা কখনও ব্যক্ত কখন অব্যক্ত তাহা কেহ বলেন নাই। কিন্তু তাহার প্রভাব আশ্চর্য্য। যে সকল পদার্থকে জগতের এই স্থিতি-কালে আমরা ইন্দ্রিয়-গোচর স্থূল দ্রব্যরূপে দর্শন করিতেছি, সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাহার মূলীভূত উপকরণ; যে সকল পদার্থকে আমরা সুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কামনা, মানসিক প্রকৃতি বলি তাহারও মূল ধাতু ঐ শক্তি। ঐ শক্তিই, বিশ্বরূপে আবির্ভূত। কিন্তু প্রলয়ে উহা আবার অব্যক্ত। এই সকল কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে উহা মায়া নামে এবং এই জগতের আবির্ভাব তিরোভাব মায়িক বলিয়া কথিত হয়। জীবের শরীরধারণ, সংসারাবস্থা, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, শুভাশুভ-ফল-ভোগ মায়িক ও পরমার্থতঃ অসত্য বলিয়া উক্ত হয়। ফলে বেদান্ত-শাস্ত্র সে সমস্তকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অসত্য কহেন না। কিন্তু শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-বোধ, তেজ ও কাচে বারিবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা বলেন। কেন না সেই ঈশ্বরীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যাহাকে বুঝিয়া উঠা যায় না এমনই

তাহারই পরিণাম। সেই দৈবশক্তিতে এই জগৎ ও জৈবিক ব্যাপারের ভাণ হইতেছে। জগৎ ও শরীরাদি সহস্র সত্য হইলেও তাহা প্রকৃতির বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। সুতরাং বেদান্ত বলেন "হে জীব বুঝিয়া বল কাহাকে আমি, বা আমার শরীর বলিতেছ? শরীর ধরেন বলিয়া জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার নাম শারীর। তাঁহার শরীর, সংসার, ধর্ম্ম, ফলভোগ, হর্ষ, বিষাদ এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। জীবাত্মা অর্থাৎ শারীরকে এই সমস্ত আবরণ হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন করাতে বেদান্তদর্শনের আর এক নাম শারীরক মীমাংসা। এ দর্শন ক্রিয়া, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, ফল ও স্বর্গের পক্ষপাতী নহে; তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষপাতী। ইহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি শরীরের পক্ষপাতী নহে, কিন্তু শারীর রূপ নির্ম্মল আত্মার পক্ষপাতী। ইহা আত্মার মায়া-সম্বন্ধাধীন জীব-ভাবের পক্ষ-পাতী নহে, কিন্তু মায়ামুক্ত ও ব্রহ্মে যুক্ত তদীয় ব্রহ্মধাতুর পক্ষপাতী। এ দর্শনের মতে ব্রহ্মই বিশ্বযোনি এবং শাস্ত্রযোনি। তাঁহা হইতে এই বিশ্ব, জীব, মানবপ্রকৃতি, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিধি, ক্রিয়া সমস্তই স্বভাবতঃ জন্মে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম কোন পদার্থ, কোন তত্ত্ব, কোন বিধি, কোন জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সর্ব্ব-জ্ঞানের আকরস্বরূপ, মহামহিমান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রও তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত থাকিয়া এবং তাঁহাতে বিলয়োন্মুখী হইয়া এই বিশ্ব-সংসার সহস্র হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে অরুন্ধতীর ন্যায় তটস্থ লক্ষণে দেখাইয়া দিতেছে; সেইরূপ, হৃদয়গত প্রার্থনার শেষ ফল স্বরূপ, হৃদয়কমলবাসী পরমাত্মার জ্ঞাপক, মহাপবিত্র বেদশাস্ত্র তাঁহা হইতেই স্বভাবতঃ সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মকে এবং তাঁহার পরম পবিত্র জ্ঞানকে তটস্থ ও স্বরূপ উভয় লক্ষণ দ্বারা কহিতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন বেদের কারণ, বেদও সেইরূপ তাঁহার যথাবৎস্বরূপ-জ্ঞাপক। কিন্তু ক্রিয়াবাদিগণের আপত্তি এই যে বেদ অপৌরুষেয়। তদ্দ্বারা নিত্য-কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ কেবল ক্রিয়ার শাস্ত্র, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ কি রূপে থাকিবে?

বেদান্ত দর্শন এই উপস্থিত "শাস্ত্রযোনিত্ব" সূত্রে উক্ত আপত্তির মীমাংসা করিতেছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন।

"অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোর্ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যা-প্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্যস্মান্মহতোভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ। অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেত-দ্যদৃগ্বেদ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্য মহতোভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি।"

অনেক শাখাতে বিভক্ত, দেবতির্য্যক মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সকল নিশ্বাস-ক্ষেপণের ন্যায় বিনা প্রযত্নে অবলীলাক্রমে যে মহৎ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং শ্রুতিতেও উক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে যে মহৎ পুরুষের নিশ্বসিত কহিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব অতিশয় মহৎ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার্য্যেরা ভাষ্যকারধৃত উক্ত শ্রুতির অর্থ করিয়াছেন যথা

"যদৃগ্বেদাদিকমস্তি তদেতস্য নিত্যসিদ্ধস্য ব্রহ্মণো-নিশ্বাসইবাপ্রযত্নেন সিদ্ধমিত্যর্থঃ।"

জীবগণ যেমন বিনা প্রযত্নে নিশ্বাস

ত্যাগ করেন, সেইরূপ সেই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের সকাশ হইতে স্বভাবতঃ অবলীলা ক্রমে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নির্গত হয়। বেদের উৎপত্তিকে সেই হেতু শাস্ত্রে "নিশ্বসিত ন্যায়" কহেন। এরূপ উৎপত্তি অপ্রযত্নোৎপত্তি মাত্র। তাহা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি পূর্ব্বক নহে। সর্ব্বজ্ঞানাকর, চতুর্ব্বর্গফলের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ সেই সনাতন বেদশাস্ত্র মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার বলক্রিয়াও যেমন স্বভাবসিদ্ধ তাঁহার জ্ঞানক্রিয়াও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান, জগৎকারণ, সর্ব্বজ্ঞ এবং জ্ঞানস্বরূপ। বেদবাণী সকল কেবল ঋষিদিগের কণ্ঠনিঃসৃত নহে। তৎসমূহ তাঁহাদের হৃদয়নিঃসৃত। কেন না তৎসমস্তই অর্থ ও ভাবযুক্ত। সমস্ত বেদমন্ত্রই কামনা-প্রকাশক, ফলার্থ দৈব ক্রিয়ার সাধক অথবা নিষ্কাম মোক্ষপ্রদ জ্ঞানপ্রকাশক। মানবের যখন যেমন অবস্থা, যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, যেমন জ্ঞান জন্মে, ঐ বাণী সকল প্রস্থান-ভেদে ও বিভাগক্রমে তাহারই উত্তরসাধক হয়। অতএব ঋষিগণের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক যে সকল বাণী নির্গত হইয়াছে এবং যাহা নর-স্বভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহা যে ঈশ্বরীয় বিধি ও ঈশ্বর-প্রণীত-ভাব-পূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সমগ্র মনোভাবের যিনি নিয়ন্তা তিনি যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক মনোভাব-নিচয়েরও নিয়ন্তা তাহাতে আর সংশয় কি? যিনি সকলের মনের ভাব সামান্য ও বিশেষরূপে জানেন, যে মহাপুরুষ বাহ্য ও মানব প্রকৃতির সমষ্টিভাবগত গুণ, ধর্ম্ম, অবগত আছেন এবং যিনি স্বয়ং সেই সকল ভাব, গুণ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎস তিনি যে একেবারেই সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ, বেদবিধির আকরস্থান ও বেদশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাতে আর সংশয় কি? সেই রত্নকল্প ধর্ম্মজীবন-স্বরূপ, ভাবরাশি-স্বরূপ বেদরাশি কল্পে কল্পে চিরজীবনসখার সকাশ হইতে নির্গত হইয়া নর-হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। যুগে যুগে ঋষিগণ সেই অমূল্য ভাবরাশিকে কণ্ঠনিঃসৃত বাণী দ্বারা কীর্ত্তন করেন। তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া বেদরূপ গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু কোন বিশেষ নরে বেদের কোন রূপ কর্ত্তৃত্ব অর্শে না। কেবল সমষ্টি নরস্বভাবের মূল উৎসস্বরূপ ব্রহ্মেতেই তাহা অর্শিয়া থাকে। ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি নাম, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূলাদি অবস্থা-ভেদে তাঁহাতেই আরোপিত হয়। এজন্য শাস্ত্রে কোন স্থানে বেদ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর-কৃত কোথাও হিরণ্যগর্ভ-প্রণীত এবং কোন স্থানে বা ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষ হইতে উদ্ভূত কহিয়াছেন। ইহাতে অর্থের ভেদ নাই। পর ব্রহ্মের যে পাদ সৃষ্টিসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ঐ সমস্ত নামই সমষ্টি প্রকৃতিতে উপহিত রূপে সেই পাদকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সমষ্টি প্রকৃতির যেমন কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল অবস্থাত্রয় আছে; তদনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মেরও সেইরূপ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই অবস্থাত্রয় পরিকল্পিত হয়; তত্তদবস্থাপন্ন জগতেরও তদ্রূপ বীজ বা কারণাবস্থা, সূক্ষ্ম বা অঙ্কুরাবস্থা, সুব্যক্ত বা স্থূলাবস্থা আছে; এবং অবিকল সেইরূপ, মানবস্বভাবের ও মানবের জ্ঞানধর্ম্মের দর্পণস্বরূপ বেদরূপ ভাবরাশিরও তিন অবস্থা স্বীকৃত হয়। প্রলয়াবস্থায় সেই বেদরূপ ভাবরাশি সমষ্টি মানব-স্বভাবের সহিত নিরুদ্ধবৃত্তিতে কারণস্বরূপ ঈশ্বরেতে লীন থাকে তাহাই বেদের বীজাবস্থা। সূক্ষ্ম-সৃষ্টিকালে অতিসূক্ষ্ম

গর্ভাঙ্কুরস্বরূপ, জীবগণের সমষ্টি মনোরাজ্যাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ নবোদিত হিরণ্যগর্ভের সহিত তাহা বিকাশোন্মুখী হয় এবং জগতের ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাই বেদের অঙ্কুরাবস্থা। স্থূল সৃষ্টিকালে কণ্ঠ, রসনা, বাক্‌শক্তিযুক্ত ভাবপরিপূরিত হৃদয়বিশিষ্ট, জৈবিক স্থূল দেহের সদ্ভাব হেতু, তাহা সমষ্টি স্থূল দেহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ ব্রহ্মা অথবা বিরাট পুরুষের সকাশ হইতে ঋষিদিগের হৃদয়, কণ্ঠ ও রসনা-যোগে মূর্ত্তিমতী বাণী স্বরূপে স্থূল সৃষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহাই বেদের সুব্যক্তাবস্থা। নিষ্পাপস্বভাব সরলচিত্ত সাধু ঋষিগণের পবিত্রভাবোন্মত্ত হৃদয় হইতে বেদবাণী সকল স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। তাহাতে কোন বিশেষ ঋষির বুদ্ধির বা ইষ্ট-সাধনতৎপরা প্রবৃত্তির কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল তাদৃশ হৃদয়সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ, জীবঘন বীজ-পুরুষ-স্বরূপ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ ঈশ্বরেরই প্রেরণা দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষসূক্তে আছে

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত ব্রহ্মরূপী যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল *। এস্থলে আচার্য্যেরা লিখিয়াছেন—

অপ্রযত্নোৎপত্তোচার্থং বুদ্ধা বিরচিতঃ কালিদাসাদি বাক্যৈঃ বৈলক্ষণ্যাদপৌরুষেয়ত্বং প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যোনোৎপত্তেঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা, অতঃ সর্ব্বজগদ্ভাবস্থাবভাসিবেদকর্ত্তৃত্বনিরূপণেন সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরূপিতং ভবতি।

বেদশাস্ত্র নিশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের সকাশ হইতে অপ্রযত্নে উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধি

অবয়ব-সংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সমস্ত লোক কল্পিত হয়, সত্য কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থ রজস্তমঃ প্রভৃতিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ।" পরব্রহ্মের স্থূল সৃষ্টিতে প্রবেশ, ও নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান-ঘোষণার্থে, ঐ মূর্ত্তির কল্পনা। তিনি যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বীজ পুরুষ, তখন অবশ্য তাঁহাতে সমস্ত জগতেরই অঙ্গ বীজ রূপে সংস্থিতি করে। এই অভিপ্রায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জগতের উপাদান-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহার শক্তি বিধায়, ঐ প্রকৃতিকে অধিকার পূর্ব্বক এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই কল্পনার প্রকারান্তরও আছে। যথা, এই স্থূল সৃষ্টির অংশে অংশে ব্রহ্ম অনুস্যূত থাকায় সেই নানা অংশ হইতে তাঁহার প্রভাব সমস্ত চয়ন পূর্ব্বক তাঁহার বীজভাব সম্পন্ন করা। এইরূপ আংশিক প্রভাব দ্বারা পূর্ণপ্রভাবকে লাভ করার নাম "অন্বয়" এবং পূর্ণভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অংশজ্ঞানগ্রহণের নাম "ব্যতিরেক"। পুরুষসূক্তে যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে তাহা রূপক-ব্যাজে ঐ প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেক-রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্রহ্মলাভই সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। সে যজ্ঞে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যজ্ঞপুরুষ; ব্যষ্টি রূপে স্বয়ং তিনিই স্বীয় বৈরাটিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং স্বয়ংই যজ্ঞের ঘৃত ও হবি প্রভৃতি উপকরণ ছিলেন। এই যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সূক্ত সকল এবং ছন্দ ও যজুর্ব্বেদ জন্মিল। ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার। বেদপাঠ, বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ক্রিয়াসাধন, বেদের অধ্যাপনা, এ সমস্তই ব্রাহ্মণের অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞস্বরূপ যে উচ্চ বংশ তাঁহাদের মুখে হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ বেদশাস্ত্র ব্রহ্মের সৃষ্ট। সুতরাং সমষ্টি ব্রহ্মজ্ঞগণকে বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ।" এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির অঙ্গ-সমন্বয় দ্বারা যখন বিরাট পুরুষ কল্পিত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণই মুখস্থানীয় হইলেন। সেই সমষ্টি-ব্রহ্মমুখ হইতে বেদের জন্ম আর স্বয়ং তাঁহা হইতে বেদের জন্ম একই কথা। এই সর্ব্বহুত ব্রহ্মযজ্ঞে কোন পশুবধ হয় নাই। ইহাতে যাজ্ঞিকেরা সেই ব্রহ্মকে ব্যতিরেক ন্যায়ে অর্থাৎ সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রভাবনিচয়ে বিভক্ত রূপে অবতীর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই ব্যতিরেক-করণরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম যেন খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদিত হইলেন। এজন্য কথিত হইয়াছে যে সেই যাজ্ঞি-

* পুরুষসূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, তথায় ব্রহ্মকে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সে ভাবে তিনি বিরাট পুরুষ রূপে পরিকল্পিত হয়েন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একমাত্র, অরূপী ও অবর্ণ। তাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য অগ্ন্যাদি-খচিত এই বিচিত্র বিশ্বরাজ্য এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব-দেহবিশিষ্ট, জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত, মানবগণে পরিপূর্ণ ভূলোক প্রসূত হওয়ায় তিনি সমস্ত রূপ, সমস্ত রস, সুগন্ধ গন্ধ, সর্ব্ব জীবের বীজ পুরুষ, এবং সমস্ত ধর্ম্মের উৎস বলিয়া গৃহীত হন। "তাঁহার ঐ বিরাট মূর্ত্তির

পূর্ব্বক বা প্রবৃত্তিবশতঃ তাহা সৃষ্ট হয় নাই। এই জন্য তাহা অপৌরুষেয়। তাহা প্রতিকল্পে সমান ভাবে প্রকটিত ও উচ্চারিত হয় সুতরাং তাহা প্রবাহরূপে নিত্য। সমুদয় জগতের ব্যবস্থা-সম্পাদক সেই বেদের যোনি বিধায় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল। আচার্য্যদিগের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য বটে; কিন্তু কোন পুরুষ-বুদ্ধির কৃত নহে বলিয়া এবং অপ্রযত্নে নিশ্বসিত ন্যায়ে উৎপন্ন বলিয়া "অপৌরুষেয়"। পূর্ব্ব-মীমাংসার মতাবলম্বীগণ তাহাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে বলিয়া যে "অপৌরুষেয়" কহেন তাহা অযুক্ত। কেননা তাহা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন। তাহা একাদিক্রমে নিত্য নহে, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য।

ক্রমশঃ।

কেরা এই যজ্ঞে সেই বিরাট রূপী প্রথমজাত বীজ পুরুষকে বলি-স্বরূপে ছেদন করিলেন। তাঁহার সেই ছেদিত খণ্ড সকল তাঁহারই শরীরোদ্ভূত এবং অঙ্গ-স্বরূপ। তন্মধ্যে তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ রূপে অথবা ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখরূপে প্রকাশ পাইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্রমে তাঁহার বাহু, উরু, চরণ স্বরূপে, অথবা তাঁহার ছিন্ন বাহু, উরু, চরণ ক্ষত্রিয়াদি রূপে গৃহীত হইলেন। অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে ইহাই বল যে তাঁহার সেই সমস্ত অঙ্গ হইতে ইহাঁরা সকলে জন্মিলেন। তাৎপর্য্যতঃ সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। এই যজ্ঞে চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্ বায়ু, ইন্দ্রাগ্নি, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, এবং ভূমি তাঁহার হৃদয়, নেত্র শ্রোত্র, নাসিকা, বদন, নাভি, মস্তক ও পদ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া কথিত হইয়াছে। এ সমস্তই রূপক। কিন্তু সমস্তই তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এই অভিপ্রায়। সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির তিনি বীজ, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা ইহাই জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। বেদশাস্ত্রকেও সেইরূপ রূপক ব্যাজে তাঁহার মুখের বাক্য কহিয়াছেন, কিন্তু তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের আকর স্বরূপ বৈদিক্ ভাবরাশি তাঁহারই অক্ষয় নিয়ম হইতে উৎপন্ন। ঋষিরা মহা পবিত্র দৃষ্টিতে তৎসমূহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বাক্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ প্রস্তাবে, বেদ অতি পবিত্র শাস্ত্র। আর আর সমস্ত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশাস্ত্র সেই পরমাকর হইতে উদ্ভূত।

পাতঞ্জল দর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রথম প্রকাশক। তিনি কতিপয় সূত্র মাত্র সংক্ষেপে লিখিয়া যান। তৎপরে মহর্ষি ব্যাস সেই সূত্র গুলি স্বকৃত ভাষ্য দ্বারা বিশেষ রূপে বিবৃত করেন। এই সূত্র ও ভাষ্য উভয় মিলিয়া পাতঞ্জল দর্শন। তবে পৃথক পৃথক নামও আছে। সূত্রকে পাতঞ্জল-সূত্র ও ভাষ্যকে পাতঞ্জল-ভাষ্য কহে। এই শাস্ত্রে জ্ঞান-যোগ, ক্রিয়াযোগ ও ভক্তিযোগ ত্রিবিধ যোগই নির্ণীত হইয়াছে। তবে জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ যেমন বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে তদ্রূপ ভক্তিযোগের বিবরণ নাই। ভক্তিযোগ সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। এই শাস্ত্র যোগ-বিবরণে পূর্ণ বলিয়া ইহার যোগ-শাস্ত্র নামও লোকে প্রচলিত। এবং ইহাতে যে সকল পদার্থ স্বীকৃত আছে সে সমস্ত সাংখ্য শাস্ত্রের স্বীকৃত পদার্থ এই জন্য ইহার ভাষ্যকে "সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য" কহে। এই শাস্ত্র ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বর এ শাস্ত্রের প্রধান তত্ত্ব এই জন্য ইহাকে "সেশ্বর দর্শন" বা "সেশ্বর সাংখ্য" ও বলে।

পাতঞ্জল দর্শনে সমষ্টিতে চারিটি পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ গুলির নাম পাদ। প্রথম পাদে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা আছে। তাহার নাম সমাধিপাদ। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগের বিবরণ আছে। তাহার নাম সাধনপাদ। তৃতীয় পাদে বিশেষ রূপে অণিমাদি বিভূতি সকল বিবৃত হইয়াছে। তাহার নাম বিভূতিপাদ। এবং চতুর্থ পাদে বিশেষরূপে কৈবল্য মুক্তির বিবরণ আছে। তাহার নাম কৈবল্যপাদ।

এই পাতঞ্জল দর্শন যদিও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা সমধিক কঠিন কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য, একবার এ শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে সুখের পরিসীমা থাকে না। যেমন জ্যোতিষ

ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলদ তদ্রূপ এ শাস্ত্রও প্রত্যক্ষফলদ। চিকিৎসা শাস্ত্রের যেমন চারিটি আর্থিক বিভাগ আছে তদ্রূপ ইহাতেও চারিটি আর্থিক বিভাগ আছে। অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রও রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য, ভেষজ এই চারিটিতে চতুর্ব্বূহ। যোগশাস্ত্রেরও হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানহেতু এই চারিটিতে চতুর্ব্বূহ।

সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, সমাধিপাদ।

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়,
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্ব্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং,
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো-
যোগযুক্তঃ।

যিনি জীবগণের উপকারার্থ অখণ্ডদোর্দ্দণ্ডায়মান ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রভৃতি খণ্ডভাব ধারণ করিয়াছেন। উভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া গমনশীল (ভুজগ) জীবগণ, যাঁহার সততই প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। অর্থাৎ যে সকল জীব, প্রবৃত্তি বা সংসার পক্ষে ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি বা সন্ন্যাস পক্ষে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাঁহারা, যাঁহার প্রীতি-ভাজন। যিনি সমস্ত জ্ঞানের প্রসূতি। অর্থাৎ জীবগণের প্রসূতি মাতা যেমন জীবগণকে জন্ম দিবার পূর্ব্বে স্বীয় উদরে কিছু কাল বদ্ধ করিয়া রাখেন তদ্রূপ যিনি জীবগণের হৃদয়ে পরতত্ত্ব সকল বিস্তার করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডোদরে কিছু কাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছেন (এই নিমিত্তই জীবগণের শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞতা বা অনন্ত জ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডরূপী উদর মধ্যে জ্ঞানের যতদিন আচ্ছন্ন ভাবে থাকিবার নিয়ম আছে তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য!) যিনি পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়াও সুভোগী অর্থাৎ নিত্য আনন্দভোগবিশিষ্ট। যিনি নিরাকার হইয়াও খণ্ড ভাব ধারণ করিয়া অসংখ্যবদন হইয়াছেন। যিনি সংসার রূপ বিষের নিবৃত্তির জন্য দয়া করিয়া বিষম বিষ স্বরূপ (অর্থাৎ বিষস্য বিষমৌষধং) মৃত্যুরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহা হইতে জীবগণের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে। যাঁহার শরীর না থাকিলেও খণ্ডভাব ধারণে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষই শরীর হইয়াছে। এবং যিনি স্বয়ংই যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। অর্থাৎ ক্ষণে মুহূর্ত্তের যোগ, মুহূর্ত্তে দণ্ডের যোগ, দণ্ডে ক্ষণ মুহূর্ত্তাদির যোগ এই রূপ সকল খণ্ড কালেই সকল খণ্ড কালের সহিত যুক্ত হইতেছেন। এরূপ যোগযুক্ত না হইলে জগতের কদাচ কোনো কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। হে প্রিয় শিষ্যগণ! এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, এইরূপ যোগযুক্ত কালাখ্য-শক্তি-রূপী যে ঈশ্বর, তিনি দয়া করিয়া তোমাদিগকে তোমাদের চিত্তের ব্যামোহ-ভাব হইতে রক্ষা করুন।

(সূত্র) অথ যোগানুশাসনং ॥ ১ ॥

ভাষ্য। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ।
যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বোদিতব্যং।
যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমঃ চিত্তস্য ধর্ম্মঃ।
ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্ত-
ভূময়ঃ।

সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি, জিজ্ঞাসু শিষ্যগণের নিকট "এক্ষণে তবে যোগশাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করিলাম" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহর্ষির প্রথম সূত্রীয় এই প্রতিশ্রুত বাক্যে একটি 'যোগ' শব্দ আছে। ইহার অর্থ লোক-প্রচলিত অবয়ব অবয়বীর সংযোগ, বা জাতি ব্যক্তির সমবায় যোগ, বা শব্দ অর্থের তাদাত্ম্য যোগ নহে। কিন্তু এখানে সমাধি-বোধক 'যুজ' ধাতু-নিষ্পন্ন যোগ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। সুতরাং এ যোগ শব্দে সমাধি বুঝিতে হ-

ইবে। সমাধি কি ? সূত্রকার পরে আপনিই বলিবেন। আমরা এক্ষণে সামান্যত এই মাত্র বলিয়া রাখি,—যাহা, মধুমতী, মধুপ্রতীকা ও বিশোকা নামক যোগি-জন-প্রসিদ্ধ চিত্তের অবস্থা সকলে বিদিত আছে তাহাকে সমাধি কহে। অথবা ইহাও যদি এখন বুঝিতে কঠিন হয়, তবে অন্তঃকরণের যে একাগ্রতা ধর্ম্ম তাহাকে সমাধি বলিয়া জানিয়া রাখ। সাংখ্য শাস্ত্রে অন্তঃকরণের পাঁচ প্রকার অবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষিপ্ত তাহার প্রথম, মূঢ় দ্বিতীয়, বিক্ষিপ্ত তৃতীয়, একাগ্র চতুর্থ, নিরোধ পঞ্চম। এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে চতুর্থ একাগ্র অবস্থার যে ধর্ম্ম তাহাকে সমাধি বলিয়া বিবেচনা করিতে পার।

ভাষ্য। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্‌ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স "সম্প্রজ্ঞাতোযোগ" ইত্যাখ্যায়তে। সচ বিতর্কানুগতো বিচারানুগতোঽস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥১॥

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত চিত্তও সমাধির প্রতিবন্ধক, উপকারী নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন,—বিক্ষিপ্ত চিত্তে ক্ষিপ্ত অপেক্ষা বিশেষ আছে। অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কখন কখন ক্ষণ কালওত স্থৈর্য্যভাব হয়, তবে কেন ইহা সমাধির উপকারী হইবে না ? বিক্ষিপ্ত অবস্থার যে ক্ষণিক ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য ভাব দেখিতে পাইতেছ সে টুকু মাধ্যমিক জানিবে। অর্থাৎ সেই স্থৈর্য্যভাব টুকুর আদি ক্ষণেও চাঞ্চল্য আছে, পর ক্ষণেও চাঞ্চল্য আছে ; সুতরাং সেই মাত্র মধ্যম-ক্ষণ-স্থায়ী ক্ষণিক ধৈর্য্যভাব দ্বারা সমাধির আর কি উপকার হইবে ? কি আশ্চর্য্য ! যে ব্যক্তি সর্ব্বতঃশত্রুপূর্ণ জনতা মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহার আবার মিত্রসহায়তা-সামর্থ্য !! বিজ্ঞগণ তাহার অস্তিত্বেরই লোপসম্ভাবনা করিয়া থাকেন। মিত্রের সহায়তা করা ত সুদূর-পরাহত। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষিপ্তাদি পঞ্চবিধ চিত্তের মধ্যে এক একাগ্রধর্ম্মি চিত্তই সমাধির উপকারী। যেহেতু ইহাতে চাঞ্চল্যভাব কিছু মাত্র থাকে না। সকল ক্ষণেই ইহাতে স্থৈর্য্য-ভাব থাকে। সুতরাং শীঘ্রই সমাধিকে আনিতে পারে। এই একাগ্রচিত্তে অবস্থিত সমাধিই পরমার্থ-তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। ক্লেশ সকল নষ্ট করে। সংসার (জন্ম মৃত্যু) জনক কর্ম্মবন্ধ (সঞ্চিত অদৃষ্ট) সকল দগ্ধরজ্জু কল্প করিয়া দেয়। এবং নিরোধ-অবস্থার অব্যবহিত-পূর্ব্ব শুভ ক্ষণটীকে শীঘ্রই সম্মুখীন করিয়া দেয়। একাগ্রধর্ম্মি চিত্তে অবস্থিত ঈদৃশ বহু উপকারী সমাধিকে যোগীরা "সংপ্রজ্ঞাত" নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক, বিচার, অস্মিতা, ও আনন্দরূপ আলম্বন-ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই চতুর্ব্বিধ যোগের বিবরণ পরে বিবেচ্য রহিল। তবে প্রসঙ্গত এইমাত্র জ্ঞাপন করিয়া রাখি যে, এই সংপ্রজ্ঞাত যোগের অভ্যাস করিতে করিতে পরিপক্কতা জন্মিলে যখন চিত্তের কিছু মাত্র থাকিবে না, একেবারে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইয়া যাইবে তখন চিত্তকে নিরুদ্ধচিত্ত ও যোগকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি কহিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ভাষ্য। তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়া
সূত্রং প্রবর্ত্ততে।

সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত নামে যে দ্বিবিধ সমাধি বলিলাম, মহর্ষি সূত্রকার এই দ্বিবিধ সমাধিকেই একমাত্র "যোগ" এই শব্দ দ্বারা উপস্থিতি করিতে অভিলাষী হইয়া এক্ষণে দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা যোগের পরিচয় দিতেছেন।

ক্রমশঃ

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত ঐকমত্যে আমরাও বাঙ্গালা ভাষাকে তিন কালে বিভক্ত করিব। ভাষার বাল্যকাল বা প্রথম অবস্থা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারে না। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি এ সকল কথা অন্যে কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারিতাম না। ভাষার পক্ষেও সেই রূপ।"

কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থরচনা করেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সেই গ্রন্থের ভাষা কিরূপ ছিল তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। রাজনারায়ণ বাবু বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাষার আদি কবি লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "রাজমালা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ; সুতরাং রাজমালা-প্রণেতা পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের সিংহাসনে বিদ্যাপতিকে সংস্থাপন করা কি ন্যায়সঙ্গত ?

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর
প্রণীত
রাজমালা।

"বিষ-মসমর-বিজয়ী, মহামহোদয় শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেববর্ম্মণ" ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে (১৩২৯ শকাব্দে, ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) ষোড়শ-সিংহ-ধৃত ত্রিপুরার চিরপ্রসিদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজকীয় ঘটনাবলী রাজস্থানের ন্যায় [১] কেবল চারণ (চিন্তাই) দিগের মৌখিক কবিতায় প্রকাশ পাইত। ত্রিপুর-বংশাবতংস শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজসভার প্রধান পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে বাঙ্গালা ভাষায় ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতায় ত্রিপুর-নৃপতিগণের ইতিহাস রচনা করিয়া সেই গ্রন্থকে "রাজমালা" আখ্যা দান করেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রচলিত ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় ইহাতে হিন্দীর বাহুল্য নাই। রাজমালার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অসঙ্কুচিত ভাবে রাজমালাকে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক কাব্য [২] এবং ব্রাহ্মণকুলজ শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে আদি-কবি, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সুবিখ্যাত রেবারেণ্ড জেইম্‌স্ লং সাহেব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The *Rajmala* is a curiosity as presenting us with the oldest specimen of Bengali composition extant, the first part of it having been compiled in the beginning of the 15th century. the subsequent portion were composed at a more recent date. We may consider this

১ মিবার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস "খোমানরস" হইতেও ত্রিপুরার রাজমালা ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে।

২ এ স্থলে কাব্য অর্থে গল্প নহে ; পয়ারাদি ছন্দে লিখিত ইতিহাস। হিন্দীতে ইহাকে "রস" বলে। টড সাহেব "রস" কে ইংরেজিতে Poetical legends of Princes লিখিয়াছেন।

as the most ancient work in Bengali that has come down to us."[৩]

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত লং সাহেব রাজমালার সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নেলে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবও এই গ্রন্থের আর একটী ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন[৪]। প্রস্তাবলেখকের প্রণীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তও ঐগ্রন্থ অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন কি কারণে রাজমালাকে ৯০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাবু রজনীকান্ত গুপ্তও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন "ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরাম বসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্য-চরিত মধ্যকালের গদ্যগ্রন্থ।" রাজমালা খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও প্রতাপাদিত্য-চরিত বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার এক খানিও মধ্যকালের গ্রন্থ নহে। বিশেষতঃ রাজমালা যে গদ্যগ্রন্থ নহে ইহা আর পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

এস্থলে রাজমালার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু সময়ান্তরে রাজমালার বিস্তারিত সমালোচনার বাসনা রহিল।

চণ্ডীদাস,

ও

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি।

চণ্ডীদাস বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলজ। বীরভূম জেলার-সাকুল্লীপুর থানার অধীন নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর উপাসক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিমস্ সাহেব বলেন "বাশুলী" অনার্য্যদিগের দেবতা, আর্য্যগণ এই দেবতাকে তাঁহাদের দেবতা-শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া "বিশালাক্ষী" আখ্যা দান করিয়াছেন। বিমস্ সাহেবের এই নির্দ্দেশ সঙ্গত কি না তাহা আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাস প্রথমতঃ শাক্ত ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য বিষয়। বৈষ্ণবগণ বলেন—তিনি একদা নদীতে স্নানার্থ গমন করেন। সেই সময় নদীর স্রোতে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প ভাসিয়া যাইতেছিল। চণ্ডীদাস সেই পুষ্পটী লইয়া ভাবিলেন তদ্দ্বারা বিশালাক্ষীর পূজা করিবেন। তিনি স্নানান্তে দেবীর গৃহে উপনীত হইলে, বিশালাক্ষী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৎস, এই পুষ্পটী কখনও আমার চরণে দিও না।" চণ্ডীদাস বলিলেন "কেন মাতঃ"। বিশালাক্ষী বলিলেন "ইহা দ্বারা প্রভুর পূজা করা হইয়াছে। অতএব আমার মস্তক ইহার উপযুক্ত স্থান।" চণ্ডীদাস বলিলেন "তোমার প্রভু কে?" দেবী বলিলেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ"। চণ্ডীদাস এই বাক্য শ্রবণ মাত্র সামান্য দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই গল্পটী যে ক্রূরাশয় বৈষ্ণব-নামধারী অবৈষ্ণবের কল্পিত তাহা বলা বাহুল্য।

বৈষ্ণবগণ বলেন "চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভগবানের আদেশানুসারে তিনি রামি ধোপানীকে বৈষ্ণবীরূপে গ্রহণ করেন।" তিনি বৈষ্ণব হইয়া রামির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, কি রামির প্রণয়াসক্ত বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক তান্ত্রিকদিগের মানবী শক্তি ও

৩ Journal. Asiatic Society of Bengal. Vol XIX. page 536.

৪ Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. VI.

বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবী তাহাদিগের বিবেচনায় ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই ব্যবহারে অবশ্যই ঘৃণা করিব। বিমস্ সাহেব বলেন চৈতন্যের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসই একটী নীচ জাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যদি চণ্ডীদাস রামিকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই বলিতাম তিনি জাতিভেদের শৃঙ্খল সর্ব্বাগ্রে ছেদন করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবী-গ্রহণের প্রথাটী আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত বিশুদ্ধ নহে।

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন—"চণ্ডীদাস ও রামি ঘর চাপা পড়িয়া একে অন্যের বাহুর উপরে থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।"

বিমস্ সাহেব তাঁহার "বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "চণ্ডীদাস ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৫] কিন্তু কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি চণ্ডীদাসের জন্ম মৃত্যুর অব্দ নিরূপণ করিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

চণ্ডীদাসের সময় নিরূপণের একটী সহজ উপায় আছে। কারণ তিনি বিদ্যাপতির সমকালীন লোক। বিদ্যাপতি একজন মৈথিল কবি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহাকে বাঙ্গালী লিখিয়াছেন। বিমস্ সাহেব তাঁহার "বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির এক অদ্ভুত জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্যাপতি ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবত এই তারিখটীই সঙ্গত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্য ভাগে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ গঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার ভাষাও ঠিক সেই রূপ। তিনি ব্রাহ্মণ-কুলজ; তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়। তাঁহার প্রকৃত নাম বসন্তরায়। একটী কবিতায় তিনি এই নামের ভণিতা দিয়াছেন (পদকল্প তরু, ১৩১৭) ইহাঁর নিবাস যশোহরের অন্তঃপাতি বরনাটোর গ্রাম[৬]। বিদ্যাপতি তাঁহার আশ্রয়দাতা রায় শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী কবিতায় তিনি পাঁচ জন গৌড়েশ্বরের (five Lords of Gour) চির জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন[৭]। এই সকল নিদর্শন দ্বারা আমরা কবি বিদ্যাপতিকে নবদ্বীপবাসী লিখিতে পারি। বিদ্যাপতির পরে এই স্থানেই চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করেন। রায় শিবসিংহ ও অন্যান্য গৌড়েশ্বর নদীয়া

৫ "The Early Vaishnava Poet's of Bengal." Indian Antiquary. Vol II p. 187.

৬ ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "গত ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোনও পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শুটির নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দ-রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। উহাঁর প্রকৃত নাম বসন্ত রায়—বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। উহার রচিত পদাবলী বসন্ত সুকুমার কাব্য।" ইহার সহিত বিমস্ সাহেবের মতের ঐক্য আছে।

৭ "চিরঞ্জীব পঞ্চ গৌড়েশ্বর বিদ্যাপতি ভণে।", বিমস্ সাহেব এই চরণের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্ত—পঞ্চ গৌড় ও দাক্ষিণাত্য—পঞ্চ দ্রাবিড় শব্দে আখ্যাত হইত। সেনরাজগণ বাঙ্গালাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন (বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা।) জনৈক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাঙ্গালার সেই পাঁচ অংশকেই পঞ্চ গৌড় লিখিয়াছেন। কিন্তু স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড় ইতি খ্যাতাঃ।" বিদ্যাপতি চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়দাতা শিবসিংহকে পঞ্চ গৌড়ে (আর্য্যাবর্ত্তে) শ্বর লিখিয়াছেন। বিমস্ সাহেব ইহা বুঝিতে না পারিয়া উদ্ধৃত চরণের এই চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রদেশের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত ভাষা তৎকালে মালদহ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল।"

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত ঐকমত্যে আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

"মিথিলায় পঞ্জী নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থ রচনারম্ভ হয়।"

"এই পঞ্জী গ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম বীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলাপতি শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণবংশীয়, রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, লখমা (লক্ষ্মী) দেবী তাঁহার মহিষী। রাজা শিবসিংহ ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর রাজত্ব করেন।"

"বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৭৯ শকে) তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে বীসপী নামক এক গ্রাম দান করেন। বিদ্যাপতির উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ নিজ ভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি-দত্ত দান-পত্র দৃঢ়করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দান-পত্র দেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর জনৈক বন্ধু সেই দান-পত্র হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"(২৯৩) লক্ষ্মণসেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভ তিথিতে শুক্ল পক্ষে বৃহস্পতি বারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধ পুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া, সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসন স্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শিবসিংহ ৩৩৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৬৯ শকাব্দে) পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন। অথচ এস্থলে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের সেই নৃপতি-প্রদত্ত শাসনপত্র দর্শন করিলে একটী ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতগণ অনুমান করেন "যে এই দান-পত্র তাঁহার যৌবরাজ্য-কালে প্রদত্ত।"

অন্যান্য রাজ্যের যুবরাজ-প্রদত্ত দুই এক খানি তাম্র-শাসন আমরা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ১১৬৩ ও ১১৬৬ সংবতে কান্যকুব্জের যুবরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাম্রশাসন দ্বারা দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। এই দুই শাসনপত্রে গোবিন্দচন্দ্র আপনাকে স্বীয় পিতার অধীনে "যুবরাজ" লিখিয়াছেন। সেই গোবিন্দচন্দ্র ১১৭৪ সংবতের শাসন-পত্রে আপনাকে যুবরাজের পরিবর্ত্তে "মহারাজাধিরাজ" ঘোষণা করিয়াছেন। এই রূপ অবস্থায় রাজা শিবসিংহ যে তাঁহার পিতার সমক্ষে আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

শিবসিংহের সনন্দখানা তাম্রপত্রে কি কাগজে লিখিত এবং তাহা রাজকৃষ্ণ বাবু

স্বয়ং দর্শন করিয়াছেন কি না ইহা আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন "সনন্দ তিনি স্বয়ং দর্শন করেন নাই, এবং তাহা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ কি কাগজে লিখিত ইহাও বলিতে অক্ষম। যদি সনন্দ কাগজে লিখিত হইয়া থাকে তবে তাহা যে এইক্ষণ নিতান্ত জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সনন্দের অব্দ অঙ্কপাত পূর্ব্বক লিখিত হয় নাই। একটী শ্লোকের প্রথম চরণ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—"অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নি (৩) গ্রহ (৯) দ্ব্য (২) ঙ্কিতে"। যদি এস্থলে বহ্নি, গ্রহ, ও দ্বি এর পরিবর্ত্তে গ্রহ, বহ্নি, নেত্র, (=৩৩৯) অথবা চন্দ্র, বেদ, বহ্নি (=৩৪১) ব্যবহার দ্বারা পাঠ-পরিবর্ত্তন করা যায় তাহা হইলেও একটী সঙ্গত অব্দ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সনন্দ দর্শন না করিয়া আমরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। যদি মিথিলাপ্রবাসী কোন পাঠক এ বিষয়ে আমাদিগকে কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে আমরা নিতান্ত বাধ্য হইব। আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে মৈথিল পণ্ডিতগণ ইহাতে কিছু গণ্ডগোল করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

ঘাসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি।)

যে রজনীর প্রভাতে ঘাসীদাসের জীবনের মহত্তম গৌরবান্বিত দিবসের অভ্যুদয় হইবে, তাহার অবসানে তিনি সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া শুভ্রবসনা-ঊষা-পরিসেবিত গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন, দেখা গেল। বোধ হইল যেন ভৌতিক জ্যোতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্যোতির শ্রেষ্ঠতা কার্য্যতঃ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে সূর্য্যরশ্মি তাঁহার স্বজাতীয়দের সমুৎসুক নেত্রে প্রতিফলিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিমল জ্যোতিষ্মান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ধীর গভীর ভাবে দৃঢ় দ্রুত পদে প্রাচ্য পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেছেন; এবং দূর হইতে তাহা দেখিয়া চামারদিগের আহ্লাদের সীমা থাকিতেছে না। তাহারা সহসা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উচ্চরবে আনন্দসূচক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এরূপ অবস্থায় ঘাসীদাস সমাদৃত হইয়া তাহাদের মধ্যস্থ হইলে, তাঁহার মনে যে এক অনুপম সুখবোধ হইয়াছিল, তাহা অনুভবের বিষয় হইলেও বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তিনি কৌতুকাবিষ্ট চামারদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে তাঁহার তপস্যার্জ্জিত এই সহজ ধর্ম্মমত সকল উদ্ঘোষণ করিতে লাগিলেন যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা যে অনাদি অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি চামারদিগেরও অধিদেবতা। তিনি রূপ-নাম-বিবর্জ্জিত। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় না। প্রত্যুত তাঁহার প্রতিমাই নাই; তিনি অপ্রতিম, নিরাকার। তিনি সকলেরই নমস্য; নত মস্তকে ভক্তিভাবে সকলেই তাঁহার শরণাগত হইবে। অপিচ, তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, এই সমস্ত ব্রহ্মবাক্য তিনি নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনা সহকারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং সেই ঈশ্বরের বরেই তিনি এই নূতন ধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই পদ চিরকাল তাঁহার বংশানুগত থাকিবে।

উপরি উক্ত সহজ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত অচিরাৎ ছত্রিশ গড়ের সমগ্র চামার-সমাজে

প্রচারিত হইল; এবং তাহারাও অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে লাগিল। ঘাসীদাসের জীবিত-কাল-মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্ভাবিত মত পঞ্চলক্ষ নিপীড়িত আত্মাকে উপধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন হইতে ছেদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বস্তুতঃ ঘাসীদাস তাঁহার উচ্চতম অভিলাষ সুসিদ্ধ হইতে দেখিয়া,—তাহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রভাব সমূহ স্বজাতীয়দিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে দেখিয়া, আশ্বস্ত হৃদয়ে লীলাসম্বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে! কয়জন ধর্ম্মপ্রচারকের ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে?

যাহা হউক, অতি অল্প কাল মধ্যে ঘাসীদাস-ঘোষিত ধর্ম্ম-মতের এরূপ যে বহুল প্রচার হইয়াছিল, তৎপ্রতি কারণ এই যে, তিনি কোন দুর্ব্বোধ্য জটিল মত উদ্ভাবন করিয়া তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই হৃদয়ে গূঢ় বা ব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—তাহা সনাতন সত্য। তাহা গ্রহণ করিবার জন্য মানব মন স্বভাবতঃ সমুৎসুক; অতএব তিনি চামারদিগের মধ্যে সেই সত্য প্রচার করিয়া কোন রূপ বিপ্রলাপ কীর্ত্তন করেন নাই, বরং তিনি তদ্দ্বারা তাহাদের একটী মহৎ অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রতাপে চামারেরা এতাবৎ কাল ধর্ম্ম্য অধিকার হইতে একবারে বঞ্চিত ছিল; তাহারা অযাজ্য অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম হইতে তাহারা কিছু মাত্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্বাস ব্যতীত ইহ সংসারে কিছুতেই মানব মনের সুস্থতা বিধান হইতে পারে না, মন সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকে। বস্তুতঃ যে সময় ঘাসীদাস তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ আনিয়া দিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-প্রসাদে তিনি তাহাদের মধ্যে এরূপ সদুদার ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছেন, যাহা তাহাদিগকে কেবল যে আভিজাত্য-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণাদি হিন্দুদিগের সুদারুণ ঐহিক পীড়ন হইতে নির্ম্মুক্ত করিবে এরূপ নহে, তাহারা পরম উপাদেয় আজন্মাধিগত অধিকার—ধর্ম্ম্য অধিকার হইতে এত দিন যে বঞ্চিত ছিল, সেই বিষম বিড়ম্বনা হইতেও তাহারা মুক্ত হইবে;—এই শুভ সংবাদ যে সময় ঘাসীদাস প্রচার করেন, সে সময় চামারদিগের মন ঈর্ষালু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর পেষণে নিতান্ত অধীর, এবং ইতি পূর্ব্বে তাহারই কর্ত্তৃক সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদের পবিত্র আধ্যাত্মিক পিপাসা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাহাদিগকে বিশ্ব-জন-প্রার্থিত "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্ম আনিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ঘাসীদাস যে অচিরকাল মধ্যে আপন উদ্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ কৃতার্থতা লাভ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তিনি তাহাদের কোন পুরাতন সম্পোষিত প্রিয় ধর্ম্ম-মতের নিপাতন সাধন করিয়া তদুপরি একটী নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং যাহা তাহাদের ছিল না, যাহার অভাবে মানব জীবনে সুখ শান্তির সদ্ভাব হয় না, উদ্দৃপ্ত হিন্দু পুরোহিতেরা যত্ন সহকারে যাহা হইতে তাহাদিগকে এতকাল বঞ্চিত রাখিয়াছিল এবং যদর্থ সমাজমধ্যে তাহারা নিতান্ত হেয় ও অতি জঘন্য নীচ মলিন পশু হইতেও ঘৃণার্হ হইয়াছিল, তপঃসিদ্ধ ঘাসীদাস তাহাদের সেই অভাব মোচন করিয়াছিলেন,—অমূল্যধন ধর্ম্মরত্ন তাহাদের সুখাসাদ্য করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের

ভয়েই তাহারা এত কাল ধর্ম্মের সমীপস্থ হইতে পারে নাই; আজ ঘাসীদাস হইতেই তাহাদের সে ভয় অন্তর্হিত হইল, তাহারা ধর্ম্মকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হইল। আপনাদিগকে দীন হীন বলিয়া আর তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে না। অপিচ, তিনি চামারদিগের মধ্যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পথ যেমন পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তদ্দ্বারা তাহাদের সামাজিক স্পর্দ্ধা ও উচ্চাভিলাষও তেমনি সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিলেন। কালে যে উক্ত চামারেরা স্বদেশীয় আর্য্য সন্তানদিগের প্রতিযোধ হইয়া সমাজে আপনাদের স্বাভাবিক স্বত্ব সংস্থাপনার্থ অভ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠে, ঘাসীদাসই ঐরূপে তাহার সূত্রপাত করিয়া যান। আর তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, অবিমিশ্রিত সরল সত্য প্রচার করিয়া সাধারণ লোককে চিরাচরিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত করা যায় না, করিলেও তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। নিরলঙ্কৃত সত্য কেবল মার্জ্জিত মনেরই অভিগম্য। অতএব দৈবত প্রচ্ছাদনে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মমত সকল প্রচার করাতে, তিনি তাহাতে যেমন কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, সামাজিক বিষয়েও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করাতে স্বজাতীয়দিগের কুসংস্কারাবিষ্ট নির্জ্জিত মন হইতে আভিজাত্য-ভীতি নিরাকৃত করিতে তিনি তেমনি সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে তিনি আহারাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের ন্যায় কতকগুলি কৃত্রিম কঠোর নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুদিগের সমকক্ষতা-স্পর্দ্ধী করিয়া তুলিয়াছিলেন। চামারেরা ভাবিয়াছিল, ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন জন্যই হিন্দুরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, আর তাহা না করিয়াই তাহারা (চামারেরা) সমাজে এতকাল নরাপসদ ম্লেচ্ছবৎ হেয় ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ঘাসীদাস তাহাদের মধ্যে দেবাদিষ্ট আভ্যবহারিক বিধি সকল নিয়মন করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুদিগের সহিত প্রতিকক্ষতার অধিকারী করিয়াছেন। বস্তুতঃ অধুনা তাহারা সামাজিক সমতার ভাবে এতদূর উদ্দৃপ্ত হইয়াছে যে, এখন চামার নামে অভিহিত হইতে তাহারা লজ্জা বোধ করিয়া থাকে। আর, ঘাসীদাস নাকি তাঁহার এই অভিনব সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ নামকরণ করিয়া যান নাই—অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা এখন আপনাদিগকে "সৎনামী" বলিয়া সংজ্ঞাত করে। ফলতঃ তাহারা সৎনামী নহে, এবং ঘাসীদাসও উক্ত সাম্প্রদায়িক মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। বরং ঘাসীদাস-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত উক্ত সৎনামী ধর্ম্মের প্রচুর পার্থক্যই রহিয়াছে। অতএব ছত্রিশ গড়ের চামারেরা এক্ষণে সৎনামী নামে আপনাদের পরিচয় দেয়, শুদ্ধ এই জন্যই যাঁহারা তাঁহাকে সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারাত ভ্রান্তই; যে হেতু ঘাসীদাসের বহু পূর্ব্বে কবীর-শিষ্য জগজ্জীবন দাসের দ্বারা সৎনামী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেবল সেই জন্য আবার, যাঁহারা ঘাসীদাসকে সৎনামী শিষ্য বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমানও সমূলক নহে।

সৎনামীরা কবীরপন্থিদিগের একতম শাখা মাত্র। বৌদ্ধদিগের ন্যায়, কবীরপন্থীদিগের গুরুভক্তি প্রসিদ্ধই আছে। গুরুভক্তিই তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। গুরুকে তাহারা এক প্রকার সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান করে, এবং বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে গুরুপদে

মনোনীত করে। কিন্তু ঘাসীদাসী ধর্ম্মে সে রূপ হয় না। যদিও ঘাসীদাসের শিষ্যেরা এক জন প্রধান আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তৎপদলাভের জন্য আচার্য্যের অন্য কোন উৎকর্ষতা বা বিশেষত্বের তাদৃক আবশ্যক করে না। তিনি ঘাসীদাস-বংশজ হইলেই যথেষ্ট হয়। ইহা ঘাসীদাসী ও সৎনামী ধর্ম্মের স্পষ্ট পার্থক্য। অধিকন্তু আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে এক জন অপরিচিত ব্যক্তির যে কত সাধ্য সাধনা আবশ্যক, কত পরীক্ষা দান প্রয়োজন, ইহা যাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, অপরিচিত অনক্ষর অসভ্য ঘাসীদাস ছয় মাসের ন্যূন কাল মধ্যে সৎনামী সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সম্বৃত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইতে ও তাহার গূঢ় রহস্য সকল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদের হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকল এরূপ অবারিত দ্বার নহে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহাতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। হিন্দু সম্প্রদায়িকেরা দলপুষ্টি অপেক্ষা স্বদলের গৌরব রক্ষার জন্য অধিকতর ব্যগ্র। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম দুষ্প্রবেশ্য বলিয়াই হিন্দুদিগের চক্ষে তাহার এত গৌরব, এত আদর। এরূপ অবস্থায় ঘাসীদাস যে স্বীয় ধর্ম্মরহস্য সকল সৎনামীদিগের হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাও সম্ভবপর নহে। তবে ইহাই বরং অধিকতর সঙ্গত যে, এক্ষণে চামারেরা ঘৃণিত পৈতৃক উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রমের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সৎনামী নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

যাঁহা হউক, ঘাসীদাস স্বজাতীয়দিগকে নিদারুণ ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ হইতে উদ্ধার করিয়া সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কালের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে একজন অসামান্য লোক ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অশিক্ষিত নীচকুলোদ্ভব হইয়া তিনি যে রূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কয় জন কুলীন সন্তান সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিয়াছেন? ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রসাদ যে বিদ্যার বা আভিজাত্যের পক্ষপাতী নহে, ঘাসীদাসই তাহার একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল।

ঘাসীদাস লোকান্তরিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালকদাস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই বালকদাস সামাজিক সমভার ভাবে এতদূর আস্ফালিত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্য রূপে উপবীত ধারণ করিতে সাহসী হন। ইহা হিন্দুদিগের নিতান্ত অসহনীয়। অতএব এই জন্যই ১৮৬০ সালে কতকগুলি হত্যাকারীর হস্তে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। তিনি ঐ বৎসর একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাইপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রিকালে কোন পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন শিষ্যও ছিল। হঠাৎ কতকগুলা লোক আসিয়া তাঁহার বধ সাধন করিয়া যায়। সকলেই অনুমান করে তাহারা রজপূত হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান দ্বারা এই উপাংশু বধের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বালকদাসের পর তাঁহার ভ্রাতা অঘোরদাস চামারদিগের প্রধানাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চামারদিগের কোন রূপ সাধারণ পূজাপদ্ধতি বা আরাধনা-প্রক্রিয়া নাই। কোন

মন্দিরও নাই। তাহাদের মনে কোন সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্ছ্বাস হইলে তাহারা স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বরের নাম-জপ ও সময়ে সময়ে প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিবাহ, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করা প্রধানাচার্য্যের কার্য্য বটে, কিন্তু তদর্থ তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয় না। যজমানের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করিয়া কোন দশ জন চামারে মিলিয়াও তাহা যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারে। তবে কাহাকেও সমাজচ্যুত বা কোন সমাজচ্যুত, লোককে পুনঃগ্রহণ করিতে হইলে, তৎবিষয়ে প্রধানাচার্য্যের সম্মতি অসম্মতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ও তাহাই চূড়ান্ত। আর অধিবেদন নিষিদ্ধ না হইলেও চামারেরা প্রায় একাধিক বিবাহ করে না। হিন্দুদিগের সহিত এক্ষণে তাহাদের এত সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে, বিশেষ না জানিয়া প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না। এক্ষণে উহারা সামাজিক অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়াছে। তবে দৃষ্টতঃ এক পার্থক্য এই যে, তাহাদের স্ত্রীরা পুরুষদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র সচ্ছন্দে, বিচরণ করিতে পারে ও পুরুষদিগকে বৈষয়িক কার্য্যে নানা রূপে সাহায্য করিয়া থাকে। আর চামারেরা প্রত্যেকে প্রতিবৎসর একবার করিয়া আচার্য্য দর্শন করিতে যায় ও কিছু কিছু বার্ষিক প্রদান করিয়া আইসে।

We are glad to observe that Baboo Raj Narain Bose's "HinduTheist's Brotherly Gift to English Theists", which is a European reprint, published by Messrs. Williams and Nargate of London and Edinburgh, of the first half of his old publication titled "What is Brahmoism" with very little addition and alteration, has been very favourably received in England. The Rev. Charles Voysey in one of his letters to the Baboo, says: "I have read with the deepest satisfaction your Essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion." The "Truth Seeker," a liberal Unitarian paper edited by the Rev. John Page Hopps, thus notices the work: "One of the best expositions of Theism we have yet seen; full of clear thought and fine feeing. We are promised 'Theistic Selections from the Bible' and hope to see it as an instalment of a much needed work." It is no small praise to a native of Bengal that "one of the best expositions of Theism" in the English language should come from his pen. The "Inquirer", the chief organ of the English Unitarians in its issue of the 16th July last has a long commendatory review of the work. The Reviewer says: "We welcome this little gift from a cultured and spiritually minded Hindu Theist and would assure the author that we have read it with unqualified approval. * * * Theism, as he presents it to us, is indeed a noble, rational and beautiful faith and his statement of it is clear and concise. * * * The Essay before us presents Theism in its, purest and highest form, stripped of the legends and superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions of the world * * * Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in this Essay. With its spirituality, its catholicity, its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy." After quoting a passage from the book the reviewer remarks: "These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them."

NOTICES OF BOOKS.

"Prayers and Ministries for Public Worship in Six Services. Selected and Arranged by Peter Dean. Walsall. James Anderson, 2, Sandwell Street."

We have to acknowledge with thanks the receipt of the above book from England. The

Rev. Mr. Peter Dean is the minister of the Unitarian Free Church of Clerkenwell. He obviously belongs to that class of Unitarians who are so in name only, but are in fact, thorough-going Theists. The book under notice is eminently and refreshingly theistic throughout. There is not a single passage in the whole book which may lead the reader to doubt that the compiler is a Theist. The prayers are all addressed to God and God only, and we are exceedingly glad that no mention of the name of Christ as the Saviour of men or as the greatest of Prophets or even as the most perfect of men is to be found in the Services. Unitarians of the Rev. Peter Dean's type are Theists—infinitely much better Theists than the "New Dispensationists."—the members of the so-called Brahmo Samaj of India, and we eagerly look forward to the day when all English Unitarians will gradually rise to the religious position of the Rev. Mr. Dean.

"Spiritual Stray Leaves. By Peary Chand Mitra, Calcutta. Printed by I. C. Bose & Co. Stanhope Press, 249, Bowbazar Street. And published by Messrs. Thacker Spink & Co. 1879."

"On the Soul. Its Nature and Development. Calcutta. Printed and published by I, C. Bose & Co. Stanhope Press, 249, Bowbazar Street, 1881"

Baboo Peary chand Mitra, the veteran Spiritualist of Bengal, has done a good service to India by proving in his two recent works mentioned above that almost all that modern American Spiritualism teaches about the human soul (we here speak of higher things than spirit-rapping and table turning) was once taught by the Rishis of Aryavarta, and that to an Indian well acquainted with the ancient literature of his country there is essentially not much to learn in the boasted Spiritual Philosophy of the present time. We are highly grateful to Baboo Pearychand for the pains he has taken to show that our ancestors were not inferior in the knowledge of the nature and powers of the human soul to the most enlightened people of the nineteenth century. The mass of erudition which he has brought to bear upon the subject in his work on the nature and development of the soul is profound.

LETTER.

28, Cheyne Walk, London.
August 31st, 1881.

The Theistic Church, London,
Rev. Raj Narain Bose
President,
Adi Brahmo Samaj.

Dear Sir,

I beg to formally acknowledge the receipt of a Bill of Exchange for £ 50 being the contribution of the Adi Brahmo Samaj to the Building Fund of the Theistic Church, London. The subject will be brought before the Trustees at their Meeting on the 7th September and they will doubtless instruct me to suitably thank the A. B. S. for the very generous contribution.

Your congratulation upon the establishment of the Theistic Church in England will, I am sure, be warmly appreciated by the Trustees.

With my best wishes for the advancement of the cause in India.

I am, Dear Sir,
yours very truly.
William Pain.
Hon. Sec. Theistic Church Trust,
London.

28, Cheyne Walk, London.
September 9th, 1881.

The Theistic Church, London,

Dear Sir,

At a meeting of the Trustees held on September 7th. the following Resolution was proposed by Mr. Eve, seconded by the Rev. D. Robinson and carried by acclamation,

"That the Trustees of the Theistic Church, London, beg to offer to the Adi Brahmo Samaj of India their very cordial and grateful thanks for the liberal donation of £ 50, forwarded by that body through their President, towards the Building Fund of the Church. The Trustees also wish to express their very sincere and earnest hopes for the continued success of the Adi Brahmo Samaj in the good work they are doing in India"

I enclose the formal receipt of our Hony. Treasurer and with best wishes to yourself.

Believe me to remain
Yours truly.
William Pain.
Hon. Sec. T. C. T.

The Rev. Raj Narain Bose
President, A. B. Samaj.
Calcutta.

Extract from the Report of the Trustees of the Theistic Church Trust for the year terminating on the 30th. September 1881.

"The Trustees have to acknowledge a very handsome donation to the Building Fund by the Adi Brahmo Samaj of India and they value more particularly the kindly spirit shewn by this donation."

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত চারিখণ্ড পুস্তক এবং দুই খণ্ড মাসিক প্রবন্ধ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

"সঙ্গীতহার" শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

"বঙ্গবিবাহ" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

শ্রীহট্টপুরাবৃত্ত এবং জোয়ানের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

আচার্য্য নামীয় দুই সংখ্যা মাসিক প্রবন্ধ পত্র।

ADVERTISEMENT.

What is Brahmoism ?" By Rajnarain Bose. Sold at the Adi Brahmo Samaj Library. Price 4 annas. Postage ½ anna.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ?	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতাঙ্কুর	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ...	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...	॥০
আত্মোৎকর্ষবিধান ...	১৷৵০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৫
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৫
সঙ্গীত মঞ্জরী	৵০
সঙ্গীত হার	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত	।১০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য	॥০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	॥০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	।০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	„	12	„
Science of Religion	„	4	„
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	„	„
Who is Christ ?	„	„	6

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৵০
বেদান্তপ্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
সৃষ্টি	৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
গৃহকর্ম্ম	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵ ৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	„
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3

	As	P.
A di Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	,,
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ও ২য় খণ্ড	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৷৷০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৷৷০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	৷৷০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ...	/১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ব্রহ্মোপাসনা	৷১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ...	৷১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	৷১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	/০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৵০
কুমারশিক্ষা	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী ...	।০
প্রভাত-কুসুম ...	৵১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৷১০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৷১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	৷১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৷১০
উপদেশ	৷৫
দুর্গোৎসব ...	৷১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৷১০

	Rs	As	P.
Ontology	1	,,	,,
Hindoo Theism	,,	,,	6
Theist's Prayer Book	,,	,,	6
Signs of the Times	,,	,,	6
Doctrine of Christian Resurrection	,,	1	,,
Physiology of Idolatry	,,	1	,,
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	,,	4	,,

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৵১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৷১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৮৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷৷০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২৷৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বহুবাজার ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ পৌষ বৃহস্পতিবার।

Registerd NO 52,

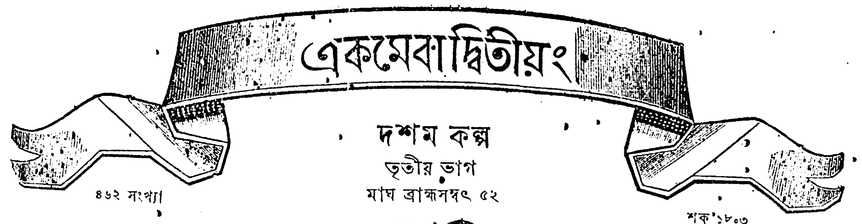

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভমভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমুষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি। ভগব ইতি হপ্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সৌম্য সহস্রংস্ম প্রাপয় নআচার্য্যকুলং ॥ ১

'অথ হ এনং' সত্যকামং 'ঋষভঃ' 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ 'সত্যকাম ইতি' সম্বোধ্য তঃ অসৌ সত্যকামঃ 'ভগব ইতি' 'হ প্রতিশুশ্রাব' প্রতিবচনং দদৌ। 'প্রাপ্তাঃ সৌম্য 'সহস্রংস্ম' পূর্ণা তব প্রতিজ্ঞা অতঃ 'প্রাপয়' 'নঃ' অস্মান্ 'আচার্য্যকুলং' ॥ ১

অতঃপর বৃষ ইহাকে অভিবাদন করিল, হে সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল, হে ভগবন্! বৃষ বলিল, হে সৌম্য আমাদের সহস্র পূর্ণ হইয়াছে, আমাদিগকে আচার্য্যকুলে লইয়া চল। ১

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ প্রাচীদিক্কলা প্রতীচীদিক্কলা দক্ষিণাদিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সৌম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২

কিঞ্চাহং 'ব্রহ্মণঃ চ' পরস্য 'তে' তুভ্যং 'পাদং' 'ব্রবাণি ইতি' কথয়ানি। ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ 'ব্রবীতু' কথয়তু 'মে' মহ্যং 'ভগবান্ ইতি'। ইত্যুক্ত ঋষভঃ 'অস্মৈ' সত্যকামায় 'হ' 'উবাচ' 'প্রাচী দিক্ কলা' ব্রহ্মণঃ পাদস্য চতুর্থোভাগঃ। তথা 'প্রতীচী দিক্ কলা' তথা 'দক্ষিণা দিক্ কলা' 'উদীচী দিক্ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ পাদঃ চতুষ্কলঃ' চতস্রঃ কলা অবয়বা যস্য সোঽয়ং চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণঃ 'প্রকাশবান্ নাম' প্রকাশবানিত্যেব নামাভিধানং যস্য ॥ ২

অতঃপর আমি তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলি। সত্যকাম বলিল ভগবান্ আমাকে বলুন। তাহার

পরে বৃষ তাহাকে বলিল যে ব্রহ্মের এক কলা প্রাচী দিক, এক কলা প্রতীচী দিক, এক কলা দক্ষিণা দিক, এক কলা উদীচী দিক। হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম প্রকাশবান্। ২

সযএতমেবংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে" ভবতি প্রকাশবতোহ লোকাঞ্জযতি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ'এবং' যথোক্তং 'ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলং পাদং' 'বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্ ইতি' অনেন গুণেন বিশিষ্টং 'উপাস্তে' তস্যেদং ফলং। 'প্রকাশবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি' প্রখ্যাতোভবতীত্যর্থঃ। তথা দৃষ্টং ফলং। 'প্রকাশবতঃ হ লোকান্' দেবাদিসম্বন্ধিনোঽমৃতঃ সঃ 'জযতি' প্রাপ্নোতি। 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৩

যিনি এই প্রকার জানিয়া ব্রহ্মের এই প্রকাশবান্ নামক চতুষ্কল পাদের উপাসনা করেন তিনি এই লোকে প্রখ্যাত হন এবং পরকালে প্রকাশবান্ লোক-সকল প্রাপ্ত হন যিনি এই প্রকার জানিয়া প্রকাশবান্ নামক ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের উপাসনা করেন। ৩

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি। সহ শ্বোভূতে গাঅভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার তাযত্রাভিসাযং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

'অগ্নিঃ' 'তে' 'পাদং' অবশিষ্টং 'বক্তা ইতি' উপররাম ঋষভঃ 'সঃ হ' সত্যকামঃ 'শ্বঃভূতে' 'গাঃ অভিপ্রস্থাপযান্চকার' আচার্য্যকুলং প্রতি 'তাঃ' শনৈশ্চরন্ত্য আচার্য্যকুলাভিমুখ্যঃ প্রস্থিতাঃ। 'যত্র' যস্মিন্ কালে দেশে 'সাযং' নিশায়াং 'অভিবভূবুঃ' একত্রাভিমুখ্যঃ সম্ভূতাঃ 'তত্র' 'অগ্নিং উপসমাধায়' 'গাঃ উপরুধ্য' 'সমিধং আধায়' 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ' 'প্রাক্' প্রাঙ্মুখে 'উপবিবেশ'। ১

অবশিষ্ট পাদ তোমাকে অগ্নি বলিবে, এই বলিয়া বৃষ নিরস্ত হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা আচার্য্যবাস প্রতি চলিতে চলিতে সায়ংকালে যেখানে সকলে একত্র হইল সেই স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু-সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে সত্যকাম উপবেশন করিল। ১

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

'তং' সত্যকামং 'অগ্নিঃ' 'অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' সম্বোধ্য তং অসৌ সত্যকামঃ হে 'ভগব ইতি হ' 'প্রতিশুশ্রাব' প্রতিবচনং দদৌ ॥ ২

তাহাকে অগ্নি অভ্যুবাদ করিল, সত্যকাম! সত্যকাম উত্তর করিল, ভগবন্। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষবৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ ৩

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'পৃথিবী কলা' 'অন্তরিক্ষং কলা' 'দ্যৌঃ কলা' 'সমুদ্রঃ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ নাম' ॥ ৩

অগ্নি বলিল, হে সৌম্য তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। সত্যকাম বলিল, বলুন মহাশয়। অগ্নি তাহাকে বলিল ব্রহ্মের এক কলা পৃথিবী, এক কলা অন্তরিক্ষ, এক কলা দ্যুলোক ও এক কলা সমুদ্র। হে সৌম্য, ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম অনন্তবান্। ৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তেঽনন্তবানস্মিল্লোঁকে ভবত্যনন্তবতোহলোকাঞ্জযতি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতং এবং' যথোক্তং 'বিদ্বান্' 'ইতি উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে অনন্তবান্ ভবতি' 'অনন্তবতঃ লোকান্ জযতি' 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল

পাদকে অনন্তবান এই বলিয়া উপাসনা করেন তিনি এই লোকে অনন্তবান হন এবং অনন্তবৎ লোক-সকল জয় করেন, যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে অনন্তবান বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

হংসস্তে পাদং বক্তেতি। সহ শ্বোভূতে গাঅভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার তাযত্রাভিসাযং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধং আধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

'হংসঃ তে পাদং বক্তা ইতি' উপররামাগ্নিঃ। 'সঃ হ শ্বঃ ভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার' 'তাঃ যত্র সাযং অভিবভূবুঃ' 'তত্র অগ্নিং উপসমাধায় গাঃ উপরুধ্য সমিধং আধায় পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাক্ উপবিবেশ' ॥ ১

হংস তোমাকে ব্রহ্মের অন্য পাদ বলিবে, এই বলিয়া অগ্নি নীরব হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা গৃহমুখে চলিতে চলিতে যেখানে সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র হইল, সেই স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে বসিল। ১

তং হংসউপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হপ্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

তত্র 'হংসঃ উপনিপত্য অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব' সত্যকামঃ ॥ ২

সেই স্থানে হংস আসিয়া আহ্বান করিল, সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল ভগবন্। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মান্নাম ॥ ৩ ॥

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'অগ্নিঃ কলা' 'সূর্য্যঃ কলা' 'চন্দ্রঃ কলা' 'বিদ্যুৎ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ পাদঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম' ॥ ৩

হংস বলিল, হে সৌম্য তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। সত্যকাম বলিল, মহাশয় আমাকে বলুন। তাহাতে হংস বলিল, ব্রহ্মের এক কলা অগ্নি, এক কলা সূর্য্য, এক কলা চন্দ্র, এক কলা বিদ্যুৎ। হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম জ্যোতিষ্মান্। ৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিল্লোঁকে ভবতি জ্যোতিষ্মতোহলোকাঞ্জযতি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে' 'জ্যোতিষ্মতঃ হ লোকান্ জযতি' 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে, জ্যোতিষ্মান্, এই বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্ হন, এবং জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল জয় করেন, যিনি এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

মদ্গুস্তে পাদং বক্তেতি সহ শ্বোভূতে গাঅভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার তাযত্রাভিসাযং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

হংসোঽপি 'মদ্গুঃ তে পাদং বক্তা' ইত্যুপররাম। মদ্গুরুদকচরঃ পক্ষী সচাপ্সু সম্বন্ধাৎ প্রাণঃ। 'সঃ হ শ্বঃ ভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার' 'তাঃ যত্র সাযং অভিবভূবুঃ' 'তত্র অগ্নিং উপসমাধায়' 'গাঃ উপরুধ্য' 'সমিধং আধায়' 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাক্ উপোপবিবেশ' ॥ ১

জলচর পান-কৌড়ী তোমাকে অবশিষ্ট পাদ বলিবে, এই বলিয়া হংস নীরব হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা গৃহ প্রতি চলিতে চলিতে সায়ংকালে যেখানে সকলে একত্র হইল, সেই খানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু-সকল অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল। ১

তং মদ্‌গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ। সত্য-কাম ৩ ইতি ভগবইতি হপ্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

'তং মদ্‌গুঃ উপনিপত্য অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' 'ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব' সত্যকামঃ ॥ ২।

পান-কৌড়ী সেই স্থানে পতিত হইয়া কহিল সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল ভগবন্! ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈহোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষবৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণআযতনবান্নাম ॥ ৩ ॥

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'প্রাণঃ কলা' 'চক্ষুঃ কলা' 'শ্রোত্রং কলা' 'মনঃ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম' ॥ ৩

পান-কৌড়ী বলিল; হে সৌম্য আমি তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। তাহাতে সত্যকাম বলিল মহাশয় আমাকে বলুন। তখন তাহাকে বলিল, ব্রহ্মের এক কলা প্রাণ, এক কলা চক্ষু, এক কলা শ্রোত্র, এক কলা মন! হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম আযতনবান্। ৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণআয়তনবানিত্যুপাস্তআয়তনবানস্মিঁল্লোঁকে ভবত্যায়তনবতোহ লোকাঞ্জযতি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে' 'আয়তনবান্' আশ্রয়বান্ 'অস্মিন্ লোকে ভবতি' 'আয়তনবতঃ লোকান্ জয়তি' 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে, আয়তনবান্ এই বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্ হন। এবং আয়তনবৎ লোক-সকল জয় করেন, যিনি এই প্রকার জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে আযতনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ-জ্ঞানের প্রমাণ। এ স্থলে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন।

"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত। তৎ শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে, যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদি।"

কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাই এই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়। পূর্ব্বসূত্রে সেই শাস্ত্র-প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ "যতোবা ইমানি ভূতানীত্যাদি" এই বেদ-বাক্য দ্বারা প্রথমে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন। পশ্চাৎ উক্ত শ্রুতি যে প্রকরণে আছে তাহার শেষ ভাগে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়; "রসোবৈ সঃ" সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ; "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" বরুণ-প্রোক্তা ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ের পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত; ইত্যাদি যে সমস্ত নির্ণয় ও সমাহার বাক্য আছে তাহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যদি পূর্ব্বসূত্রেই উক্ত প্রকার শাস্ত্র-প্রমাণ সকল উদাহরণ দিয়া ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব, তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তবে এই বর্ত্তমান "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার কহিতেছেন।

"তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাজ্জন্মাদি কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্কেত। তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রবরৃতে।"

পূর্ব্ব সূত্রের অক্ষর-বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট বাক্যে "শাস্ত্র" অথবা "বেদ"শব্দ উক্ত না

হওয়ায়, কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, তথা জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ দ্বারা যে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুমান উপন্যাস দ্বারা বা প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন। তাদৃশ আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তে এই শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্র উপস্থিত করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এই মীমাংসা হইল যে, "ঈশ্বর বেদের জন্মদাতা এবং প্রতিপাদ্য"। এই সূত্রোপলক্ষে আচার্য্যেরা পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে পরব্রহ্মের স্বরূপ যেমন বেদবেদ্য সেইরূপ তাহা প্রত্যক্ষাদিরও গম্য কি না? এ আশঙ্কার এই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

" রূপরসাদ্যভাবান্নেন্দ্রিয়যোগ্যতালিঙ্গসাদৃশ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদিযোগ্যতা উপনিষৎস্বেবাধিগতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিত্যনানিষেধশ্রুত্যা চ বৈদৈকমেয়ত্বং "

পরব্রহ্মেতে রূপ রসাদি নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। পরব্রহ্মেতে লিঙ্গসাদৃশ্যও নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ অনুমান ও উপমানের গ্রাহ্য নহে। কেবল একমাত্র শ্রুতি ও হৃদয়ের অনুভব-বলে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়। বেদবাক্য সকল বিচার দ্বারা হৃদয়ঙ্গমরূপ অনুভবেতে পর্য্যবসিত হইলেই তাঁহার স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব পরব্রহ্ম বেদবেদ্য ইহা সিদ্ধ হইল। "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে ভাষ্যকার কহিয়াছেন।

শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং।

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ শ্রুতি ও অনুভব উভয়ই প্রমাণ। অর্থাৎ বেদের কেবল উচ্চারণ-যোগ্য বাক্যমাত্র প্রমাণ নহে। এবং কেবল মাত্র অনুভবও প্রমাণ নহে। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হইয়া বেদবাণীর যে ব্রহ্মরূপ স্ফোষ্ট জন্মে তাহাই প্রকৃত বেদ এবং সেই বেদই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ। এতাবতা এই মীমাংসা হইল যে বেদই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ জ্ঞানের হেতু।

কিন্তু এরূপ মীমাংসায় সন্দেহ দূর হইল না। কেননা, বেদের ব্রহ্ম স্বরূপ-প্রতিপাদকতা ও ব্রহ্মপরতার বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্বীয় বেদান্তভাষ্য মীমাংসা করিবার মানসে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন — যথা।

"বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদয় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন?"

এই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে বেদের মধ্যে কেবলই যে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে এমত নহে। কেননা আমরা দেখিতেছি যে তাহাতে ইন্দ্রাগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, সোম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ যজ্ঞ বন্দনার বিধি, ও নানাবিধ ক্রিয়ার ফলশ্রুতি সকল বিদ্যমান আছে। অতএব সমস্ত বেদ ব্রহ্মস্বরূপকে প্রতিপন্ন করে ইহা বলা অযুক্ত এবং অশাস্ত্র। তবে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশক এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ দেবতা জ্ঞাপক ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সেই জন্য বোধ হয়, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক ভাষ্যে কেবল বেদান্তের বিরোধী পূর্ব্বমীমাংসা পক্ষীয় নিম্নস্থ আপত্তি সকল বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

১ "বেদান্তানাং আনর্থক্যমক্রিয়ার্থত্বাৎ"

২ "কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা; ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদিক্রিয়ান্তরবিধানার্থত্বং বা"।

৩ "নহি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতিপাদনং সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ তৎপ্রতিপাদনেচ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ" ॥

এই সকল পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্যসহিত অর্থ এই যে (১) ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল যাহা সাধারণতঃ বেদান্ত শাস্ত্র নামে গৃহীত হয়, তাহা অক্রিয়াপর অর্থাৎ যজ্ঞাদি-ফলপ্রদ ক্রিয়াতে তাহার উদ্দেশ্য নাই।

সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়াবর্জিত বেদান্তশাস্ত্র অনর্থক। তাহার কোন প্রামাণ্যই হইতে পারে না। কেন না 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ' কেবল ক্রিয়ার জন্যই বেদের প্রতিষ্ঠা এই মীমাংসা জৈমিনীদর্শনে প্রকাশিত আছে। (২) তবে যদি বৈদান্তিকেরা এরূপ তাৎপর্য্যে সম্মত হন যে, পূর্ব্বমীমাংসায় যজ্ঞ ও মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ যে সকল ফলদাতা দেবতার উল্লেখ আছে বেদান্তবাক্য সকল কেবল সেই সকল দেবতার জ্ঞাপক এবং বেদান্তদর্শনখানি ক্রিয়াবিধির দর্শনস্বরূপ পূর্ব্বমীমাংসার পরিশিষ্ট মাত্র, তাহা হইলে ক্রিয়াপরত্ব জন্য ও ক্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-প্রকাশক বিধায় বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ পারে না। হয়, তাহাই বলিতে হইবে, না হয়, বেদান্তশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অন্যপ্রকার ক্রিয়ার শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে। তাহা এই। শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, এবং মোক্ষরূপ-ফলদাতা দেবতারূপে ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ কহেন যে, এ সকলও তো ক্রিয়া। সুতরাং যদি উপরি-উক্ত তাৎপর্য্য না গ্রহণ করা হয় তবে, এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে বেদান্তশাস্ত্রকে ক্রিয়ান্তর-বিধায়ক বল। যদি তাহা স্বীকার কর তবে তো বেদান্ত ক্রিয়ারই শাস্ত্র হইল। অতএব ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব সপ্রমাণ হউক বা না হউক, উভয়ের অন্যতর দৃষ্টিতে বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব সুতরাং শাস্ত্রানুসারে প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ ক্রিয়ার্থে শূন্য বেদশাস্ত্রের যখন প্রামাণ্যই নাই, তখন তাহা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের প্রমাণ হইতে পারে না। তাদৃশ স্থলে বেদ স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া কিরূপে ব্রহ্মের প্রমাণ হইবে? (৩) বিশেষতঃ অদৃষ্টফলা ক্রিয়ার প্রতিপাদনই বিধি।

"মন্ত্রাণাঞ্চ যজ্ঞাদীনাং ক্রিয়া তৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তং, ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধি সংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা"।

ক্রিয়া ও তাহার সাধনার্থ কর্ম্মসমবায়ী মন্ত্র সকল এ উভয়েরই সার্থকতা আছে। কিন্তু বিধি-সংস্পর্শ ব্যতিরেকে বেদ-বাক্যের অর্থবত্তা সিদ্ধ হয় না। মন্ত্র ও ক্রিয়াতে ফলদাতা রূপে যে দেবাধিষ্ঠান আছে, তাহাতে যে অদৃষ্ট ফল আছে, এবং ক্রিয়ার যে ফলোপযোগী সাধন, এই সকল অলৌকিক বিষয় প্রতিপাদনের নামই বিধি। তাহা লইয়াই বেদ। তাহাই প্রতিপাদনের যোগ্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্রহ্মকে যদি ফলদাতা দেবতারূপে বা অনুষ্ঠিত বিধিবিহিত ক্রিয়ার অলৌকিক ফলরূপে স্বীকার না কর তবে তাঁহাকে প্রতিপাদনের ফল কি? কেননা বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে আত্মপ্রত্যয়ে, হৃদয়-স্পৃষ্ট অনুভবে, তত্ত্বজ্ঞানে এবং বেদান্তবিচারে প্রত্যক্ষ প্রসিদ্ধ, সর্ব্বত্র-সুলভ, এবং কূটস্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে ফল কি? শাস্ত্রের তাদৃশ অভিপ্রায় সম্ভব নহে। কেননা যাহা কিছু প্রসিদ্ধ তাহা তো ক্রিয়াফলের ন্যায় দুর্লভ নহে, অদৃষ্টও নহে; সুতরাং তৎপ্রতিপাদনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় তাহাতে পুরুষার্থ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় স্বীয় বেদান্তভাষ্যে মীমাংসা করিবার জন্য বিপক্ষদিগের পক্ষ হইয়া এই যে সকল পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সনাতন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার চিরবিরোধ। ফলকামী পুরুষের দৃষ্টিতে ক্রিয়াই পুরুষার্থ, জ্ঞান অনর্থক। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ফল অনিত্য এবং তৎসাধন জন্য ক্রিয়া পণ্ডশ্রম ও বাল্যলীলা মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু। তাহা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় তত্ত্বেই সমন্বিত হইতে পারে। কর্ম্মী, তাহার জ্ঞানকাণ্ডকে পর্য্যন্ত ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারেন এবং জ্ঞানী তাহার কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যন্ত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত অতি সংক্ষেপে দিতেছি। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পীড়িত শিশুর আরোগ্য রূপ ফল লাভের নিমিত্ত গৃহে জ্ঞান-শাস্ত্র উপনিষৎ পাঠ করান সেস্থলে সে জ্ঞানশাস্ত্রও ক্রিয়াপর হইল। কেননা জ্ঞান অনুভবেতে ও আত্মপ্রত্যয়েই সিদ্ধ হয়। যেখানে জ্ঞান-শাস্ত্রের সে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, কিন্তু কেবল ফলার্থে আদর হয়, সেখানে তাহা বিধির অন্তর্গত হইল। সে ক্ষেত্রে তাহার সহিত চণ্ডিগ্রন্থের বিশেষ কি। বেদান্ত শাস্ত্রকে অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে যদি ভগবতী সরস্বতী দেবীর পূজার বেদীতে সিন্দূর, চন্দন ও পুষ্প-মালায় সজ্জিত করিয়া পূজা করা হয়, তবে তাহা কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভবে না। কেবল নয় সাধক ভক্তিতে গদ্‌গদ হইলেন। কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞান নহে। তাহা ক্রিয়ামাত্র। সেইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞানী যখন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত মন্ত্র সকলের ব্রহ্মরূপ পরমার্থ অনুভব করেন, কিন্তু অন্ধ হইয়া তাহার পাঠ মাত্রকে আপদশান্তিকর বা অদৃষ্ট-ফল-প্রদ না ভাবেন, তখন তাদৃশ মন্ত্র সকল অক্রিয়াপর অথবা ব্রহ্মপররূপে গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞান যে ক্রিয়ার অঙ্গ নহে; জ্ঞানশাস্ত্র যে অনিত্য ফলের শাস্ত্র নহে, এবং জ্ঞান যে কেবল ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক ইহাই বৈদান্তিক দৃষ্টি। ভগবান ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উত্থাপন করিয়া ঐ দৃষ্টিকে দৃঢ়, এবং তদ্বিরোধী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আপত্তি সমূহের ভঞ্জন করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যদিগের ব্যাখ্যা দ্বারা বেদ বেদান্তের ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল-দর্শন।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।

সূত্র। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সংপ্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে।

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্।

চিত্তের বৃত্তিনিরোধকে যোগ কহে। চিত্তের ভাব ও চিত্তের বৃত্তি একই কথা।

এই যোগ-লক্ষণে যদি সর্ব্বশব্দের উল্লেখ থাকিত অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তির নিরোধকে যদি যোগ বলা হইত তাহা হইলে যোগ পদে কেবল অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরই বোধ হইত। সংপ্রজ্ঞাত সমাধির কদাচ যোগ-ব্যবহার হইত না। যেহেতু সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তির নিরোধ হয় না। রাজসী ও তামসী বৃত্তির নিরোধ হইলেও সাত্ত্বিকী বৃত্তির বিশেষরূপেই স্ফূর্ত্তি থাকে। অতএব সর্ব্বশব্দের উল্লেখ না থাকায় এক্ষণে ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সূত্রকারের উভয়বিধ সমাধিকেই যোগ শব্দ দ্বারা উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যাহা হউক আবার প্রকৃত কথায় আসা যাউক।

চিত্তের বৃত্তি ত্রিবিধ। প্রকাশ প্রসাদ প্রভৃতি সুখজাতীয় কার্য্য দেখিয়া সত্ত্বগুণাত্মক (সাত্ত্বিক) বৃত্তির অনুমান করিয়া থাকি। প্রবৃত্তি (চাঞ্চল্য ও বেগ) পরিতাপ প্রভৃতি দুঃখজাতীয় কার্য্য দেখিয়া রজোগুণাত্মক (রাজসিক) বৃত্তির অনুমান করিয়া থাকি। এবং জড়তা আচ্ছন্নতা প্রভৃতি মোহজাতীয় কার্য্য দেখিয়া তমোগুণাত্মক (তামসিক) বৃত্তির অনুমান কবিয়া থাকি। সুতরাং চিত্ত ত্রিগুণাত্মক।

ভাষ্য। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টমৈশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি।

ত্রিগুণাত্মক চিত্তের, যখন সত্ত্ব ভাগ

কিঞ্চিৎ অধিক হয়, এবং রজঃ ও তমঃ, সত্ত্ব হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াও পরস্পর সমান থাকে, তখন সেই ঈষন্মাত্র সত্ত্বাধিক্য প্রযুক্ত পারমার্থিক ঈশ্বর-তত্ত্ব গ্রহণে সমুৎসাহ জন্মে। আবার তৎপরক্ষণেই তমোগুণের প্রভাবে উহা নষ্ট হইয়া যায়। আবার হয় ত অণিমা প্রভৃতি প্রলোভনীয় ঐশ্বর্য্যগুলিকেই পারমার্থিক তত্ত্ববোধে আশ্রয় করিতে চায়। ক্ষণকাল আশ্রয়ও করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখান হইতেও তাহাকে তাড়িত হইতে হয়। যেহেতু রজোগুণ পরিচালক হইয়া তাহার সততই শত্রুতাচরণ করিতেছে। কোনো একটা বিষয়ে স্থির হইতে না দেওয়াই রজোগুণের প্রবৃত্তি। অবশেষে সেই ঈষন্মাত্র সত্ত্বাধিক্যের ফল এইমাত্র হয় যে, ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার ভালবাসা মাত্র থাকিয়া যায়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তের এইরূপ অবস্থা ঘটিলে যোগীরা তাহার বিক্ষিপ্ত নাম দিয়া থাকেন। বিক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত ক্ষণ কালের জন্য স্থির থাকে, কিন্তু ক্ষিপ্তাবস্থায় তাহার ক্ষণ কালের জন্যও স্থৈর্য্যভাব থাকে না। অতএব বলা বাহুল্য বিক্ষিপ্ত চিত্ত, ক্ষিপ্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয়।

ভাষ্য। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি।

ঐ চিত্তই যখন তমোগুণপ্রধান হয়, রজঃ ও সত্ত্ব ভাগ তদপেক্ষা ন্যূন হইয়া যায়, তখন প্রেরন-স্বভাব রজোভাগ, তমের আচ্ছন্ন ভাবকে অপসারিত করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তকে সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেই সবলে তাড়িত করে, সুতরাং চিত্ত, সে অবস্থায় অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয় সকলেই সুখবোধে ধাবিত হইয়া থাকে। এই চিত্তই মূঢ় চিত্ত। মূঢ় চিত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতীয়।

ভাষ্য। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সততঃপ্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া, ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি।

ঐ চিত্তই যখন সত্ত্বপ্রধান হইয়া যায়; রজোভাগ, উৎকৃষ্ট পারমার্থিক বিষয়ে চিত্তকে প্রেরণা করিবার উপযুক্ত মত থাকে এবং তমোভাগ একেবারে না থাকার মধ্যেই হয়, তখন ঐ সত্ত্ব চিত্তের প্রকাশ জ্যোতিতে তমের অপ্রকাশ বা আচ্ছন্ন-ভাব একেবারে ক্ষীণ হইয়া যায়। সুতরাং একাগ্রতা-ধর্ম্ম তখন সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সত্ত্বাধিক্য বশতঃ ঐ চিত্তই, একাগ্রধর্ম্ম হইয়া, ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি শুভ বিষয় সকলে উপগত হয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি এই চিত্তেই হইয়া থাকে। সুতরাং সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্পন্ন 'মধুভূমিক' ও 'প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ' নামক যে সকল মধ্যম ও অধম শ্রেণীর যোগীরা আছেন, তাঁহাদের দেহমধ্যেই এই চিত্ত আছে। অন্যত্র নাই। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর একাগ্রচিত্ত। প্রথম শ্রেণীর একাগ্রচিত্ত আরও উন্নতিশীল।

ভাষ্য। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ।

ঐ একাগ্রচিত্তেরই যখন ক্রমশঃ সেই যৎসামান্য রজোলেশ টুকুও ক্ষয় পাইবে, তখন সে, প্রকৃত স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইবে। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্বভাব একই কথা। (প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-জ্ঞানের বিবরণ পরে বক্তব্য থাকিল।) একাগ্রচিত্তে এই সময়ে "ধর্ম্মমেঘ" সমাধি আসিয়া থাকে। সমাধিশীল মহর্ষিরা ইহাকে "পরং প্রসংখ্যান" যোগ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত একাগ্রচিত্ত অপেক্ষাও উন্নতিশীল, সুতরাং ইহাকে প্রথম শ্রেণীর একাগ্রচিত্ত বলিতে পার।

ভাষ্য। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ। সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্। অতোবিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিতি, অতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি। তদবস্থং চিত্তং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ। ন তত্র কিঞ্চিৎ সংপ্রজ্ঞায়তে ইত্যসংপ্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি ॥ ২ ॥

একাগ্রচিত্তে অবস্থিত বিবেকখ্যাতি রূপে পরিণতা সত্ত্ববুদ্ধি, কৈবল্য-জনক; সংসার-জনক নহে; এ কথা সত্য, তথাপি পরবৈরাগ্যযুক্ত যোগীরা পরবৈরাগ্য দ্বারা রাজসী ও তামসী বুদ্ধির ন্যায় ইহাকে হেয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সত্ত্ববুদ্ধিও ত গুণবৃত্তি,—পক্ষে ইহা স্থিরই আছে যে, গুণ বা গুণবৃত্তি, সেই হেয়। তবে অন্যান্য রাজস বা তামস গুণবৃত্তির ন্যায় সত্ত্বগুণ-বৃত্তি অত্যন্ত হেয় নহে, এই মাত্র বিশেষ বটে। তাই বলিয়া কি ইহাতে দোষ নাই? সত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা (অর্থাৎ বিবেক-বৃত্তি দ্বারা) স্বীকার করি, পুরুষ ও প্রকৃতির যে অভেদ অধ্যাস ছিল, যাহার দ্বারা পুরুষ, প্রকৃতি-গত সুখ দুঃখাদিও আপনাতে মানিয়া রাখিয়াছিল,—সেইটি নষ্ট হইল। কিন্তু এই অধ্যাস বা ভ্রম যে আর হইবে না তাহাতে যুক্তি কি? আবারও হইতে পারে! আবার যে হইতে পারে ইহাতে বেশ যুক্তি আছে। গুণবৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তির) সম্বন্ধ নিরন্ধন পুরুষে ঐরূপ অধ্যাস হয়, সুতরাং ঐ অধ্যাসের কারণ গুণবৃত্তির সম্বন্ধ। গুণবৃত্তির একেবারে নিরোধ না হইলে কিরূপে গুণবৃত্তির সম্বন্ধ নষ্ট হইবে। গুণবৃত্তির সম্বন্ধ যখন গেল না তখন কারণ থাকিতে কার্য্য কেন না হইবে? ইহাই যুক্তি। যদি বল, গুণবৃত্তি ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাজসিক ও তামসিক গুণবৃত্তি সমস্তের সম্বন্ধ না থাকিলেই হইল, সাত্ত্বিক গুণবৃত্তিটুকু তাহাও সকল নহে একমাত্র বিবেকবৃত্তি থাকিলে ক্ষতি কি, বরং রাজসী ও তামসী গুণবৃত্তি সম্বন্ধে পুরুষের যে আপনাতে অন্য ধর্ম্মের ভ্রম হইয়াছিল সেই ভ্রমটি যখন সত্ত্ববৃত্তির দ্বারা নষ্ট হইল তখন ইহাকে রজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তির ন্যায় পৌরুষ-ভ্রম-কারণ ত আর বলিতে পারি না কিন্তু পৌরুষ-ভ্রম-নাশ-কারণই বলিতে পারি। না, তাহা বলিতে পার না। নির্ম্মলী, জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে জলের মল সকল নষ্ট করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে নিজে মল নহে? অবশ্য সেও নিজে মল স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য সে, আপনিও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মলী, জানে, আমি যদি থাকি তাহা হইলেও জলের মল রহিয়া গেল। এইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যদিও সত্ত্ববুদ্ধি, পুরুষের অধ্যাস নিবারণ করিতেছে, সত্য, তথাপি সে নিজেও যে অধ্যাসের কারণ সুতরাং নিবর্ত্ত্যের মধ্যেই হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু সে নিজেও যে গুণ; গুণ হইলেই তাহার অন্ত বা শেষ আছে। যাহার শেষ আছে তাহার দুঃখও আছে। যাহার দুঃখ আছে তাহার বিষয়োপভোগ অবশ্যই আছে; যাহার বিষয়োপভোগ থাকিল তাহার প্রতিসঞ্চারিতা আর কে না অনুমান করিতে পারিবে? অর্থাৎ তাহার বিষয়ে গমন পূর্ব্বক বিষয়াকার হওয়া এই একটি মহান্ দোষও আছে। এই রূপে সত্ত্ববুদ্ধির (বিবেক-বৃত্তিরূপার) গুণত্ব নিবন্ধন যদি প্রতিসঞ্চারিতা-দোষ পর্য্যন্ত অনুমিত হইল, তবে ইহার পরিণামও আছে মানিতে হইবে। কেননা যাহার প্রতিসঞ্চার হয় সেই পরিণামি; এবং পরিণমনশীল পদার্থমাত্রই সংসার-

জনক, অর্থাৎ পৌরুষ অধ্যাসের কারণ অতএব এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে মর্ত্ত্য-দুঃখ-নিবর্ত্তিকা সুরসুন্দরী কামিনীর ন্যায় আশু-পরানন্দ-প্রসবিনী বিবেক-বৃত্তিরূপা এই সত্ত্ববুদ্ধিতে ও যখন এই সত্ত্ববুদ্ধিরই পরিপাকে হেয়ভাব জন্মিবে, এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বা চিতিশক্তিতে এই সকল পরিণাম-দুঃখেরও অদর্শনে শ্রদ্ধাতিশয্য জন্মিবে তখন উহা আপনাপনিই নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কেবল মাত্র চিত্তের সংস্কারাবশেষ থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না। এই সর্ব্ব-বৃত্তি-শূন্য সংস্কারাবশেষ একাগ্রচিত্তকে জ্ঞানপ্রসাদও বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞানপ্রসাদ চিত্ত যে যোগীর ভাগ্যে উদিত হয়, তাহার শরীরে আর অধ্যাস হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সে তখন অবিলম্বেই শরীরচ্যুত—বিদেহ হইয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করিবার যোগ্য হইবে। এই সংস্কারাবশেষ জ্ঞানপ্রসাদ চিত্তকে নিরুদ্ধচিত্ত কহে। নিরুদ্ধ চিত্তের কোন আলম্বন থাকে না, এই জন্য এই অবস্থার সমাধিকে নিরালম্বন সমাধি কহে। এবং এই অবস্থার চিত্ত সর্ব্ববৃত্তি-শূন্য হওয়াতে কাজে কাজেই পুরুষের অধ্যাস-কারণ নাশ হয়, সুতরাং পুরুষ আর সংসারী হয় না, অর্থাৎ সংসার হইবার বীজটী একেবারে এরূপে দগ্ধ হয় যে আর তাহার কদাচ অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্য এই অবস্থার সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধিও কহিয়া থাকেন। এবং এই অবস্থার চিত্তে কিছু মাত্র জ্ঞেয় থাকে না; এমন কি ঈশ্বর ও সংস্কারাবশেষ চিত্ত এই অবস্থায় এক হইয়া যায়। এই জন্য যোগীরা ইহাকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিনামেও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অতএব উপসংহারে এরূপ বলা অসঙ্গত নহে যে, চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এ তিনটি অবস্থায় চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ নাই; সুতরাং ঐ তিনকে বাদ দাও। অবশিষ্ট রহিল একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এই দুই অবস্থায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আছে। এই দুইটির মধ্যেও প্রথমটিতে সর্ব্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ নাই বিবেকবৃত্তিরূপা সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তি টুকু থাকে, কিন্তু শেষটিতে সেটুকুও থাকে না। ফল তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ হইতেছে; এই সকল কথা এতক্ষণ নিরূপিত হইল সুতরাং যোগ বলিতে সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত দ্বিবিধ সমাধিই বুঝিবে ॥ ২ ॥

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৩ পৃষ্ঠার পর।

বিদ্যাপতির সমকালীন মৈথিল রাজবংশাবলী।

নাম	রাজ্যকাল (বৎসর)
রাজা দেবসিংহ দেব	৬১
রাজা শিবসিংহ দেব	৩৷৷০
(শিবসিংহের পত্নীগণ।)	
রাণী পদ্মাবতী দেবী	১৷৷০
রাণী লক্ষ্মী (লখিয়া) দেবী	৯
রাণী বিশ্বাস দেবী	১২

রাজা নরসিংহ দেব। *

ধীর সিংহ | ভৈরব সিংহ | রূপনারায়ণ

* রাজা নরসিংহ দেব, শিবসিংহের পিতৃব্যজ ভ্রাতা।

৪৮৭

বিদ্যাপতি, রাজা শিবসিংহের অনুজ্ঞায় সংস্কৃত ভাষায় নীতিবিষয়ক গ্রন্থ পুরুষ-পরীক্ষা রচনা করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায় ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত কালেজের কৌন্সিলের অভিপ্রায়ানুসারে বাঙ্গালা পুরুষ-পরীক্ষা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি—"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" "দানবাক্যাবলী" "বিভাগসার" প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালায় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মিথিলায় বিদ্যাপতি-রচিত গ্রন্থের অভাব নাই। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ গ্রন্থ নরসিংহ দেবের শাসনকালে কুমার রূপনারায়ণের আদেশে রচিত হইয়াছিল।

শিবসিংহ ৩৩৯ লক্ষ্মণাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার ২৬ বৎসর অন্তে নরসিংহ দেব মিথিলার রাজদণ্ড ধারণ করেন। সেই নরসিংহ দেবের শাসনকালেও বিদ্যাপতি মৈথিল রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কাব্য রচনা করিতেছিলেন। সুতরাং সনন্দের বিকৃত অব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে বিদ্যাপতি ৩৩৯—৩৭১ লক্ষ্মণাব্দ (১৩৬৯—১৪০১ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সমকালীন তাহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যাপতির সহচর রূপনারায়ণের রচিত একটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব্ চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিগেল॥
চণ্ডীদাস তব্ রহুঁই না পারহি চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গাওত দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দহুঁ দোহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥
তথা ভনে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন্ ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥"

বিমস্ সাহেব ও সোমপ্রকাশের সেই পত্রপ্রেরক চণ্ডীদাসের জন্ম ও মৃত্যুর যে অব্দ লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত বোধ হইতেছে। চণ্ডীদাস খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ও শালিবাহনাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে জীবিত থাকিয়া কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* * * * *
* * * * *

বিদ্যাপতি যেরূপ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন সেইরূপ শিবসঙ্কীর্ত্তনও রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণের কৃপায় কেবল বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের লীলাগীত বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার কলেবর পুষ্টি করিয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে যে হিয়োন সাঙের সময়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ, মিথিলা ও মগধের ভাষা এক ছিল। বিশেষত—পাল ও সেন রাজগণের শাসনকালে মিথিলা বাঙ্গালার রাজ-ছত্রের অধীন ছিল।—

বিদ্যাপতির সময়েও বঙ্গবাসীগণ মিথিলায় যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এমতাবস্থায় বিদ্যাপতির সহিত আমাদের নৈকট্য সম্পর্ক ও তাহার ভাষার সহিত উত্তর পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন কালের ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য নিতান্ত স্বাভাবিক। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার প্রচলিত ও মিশ্র ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গীয় কবিগণ সাধ করিয়া হিন্দী-মিশ্রিত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন।—যথা

"তুহুএকে রমনীশিরোমণি রসবতী কোন ঐছে জগমাহ।"

তোহারি সমুখে শ্যামসঙ্গে বিলসব কৈছন বস নিরবাহ॥"

ঐছন সহচরী বচন শ্রবণধরি সরমে ভরমে মুখফেরি।

ঈষত হাসি মনে মনে তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোহা হেরি।"

(চণ্ডীদাস।)

"কাহে পুন, গৌরকিশোর।

অবনত মাথে লিখিত মহীমণ্ডল নয়নে গলায় ঘন লোর॥

কনক বরণ তনু, ঝামর ভেলজনু,জাগরে নিদ নাহি ভায়।

যোই পরশে পুন, তাকবদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥

খেনে খেনে বদন পাণিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাস।

ঐ ছন চরিতে তারল সবনর নারী, বঞ্চিত——॥"

(গোবিন্দ দাস।)

"যতহুঁ নিরখত, অতহু বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার।)

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ কাঁহা রাজ বেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর,কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

* * * * *

"কাহে, সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥"

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

কাহ লো যমুনা জোছন ঢল ঢল
সুহাস সুনীল বারি?
আজু তোঁহারই উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত গুলি যে ভাষায় রচনা করিয়াছেন তাহাকে "ব্রজভাষা" বলে। ইহা যে মিথিলার ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গের সেই সময়ের প্রচলিত ভাষা এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের ব্যবহার দ্বারা ইহা বাঙ্গালা ভাষার ক্ষীণ অঙ্গে অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতি নামযুক্ত দুই একটী অহিন্দী বাঙ্গালা গীত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই গুলি বিদ্যাপতি-রচিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

গীত-রচনা বিষয়ে বিদ্যাপতি খাঁটি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের অন্তেবাসী বটেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জয়দেবের প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। বিদ্যাপতিও জয়দেবের প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণই করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি শাক্ত ছিলেন কি বৈষ্ণব ছিলেন ইহা আপাতত আমরা বলিতে অক্ষম। কিন্তু, "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচয়িতা শাক্ত হওয়ারই সম্ভব। আমরা বাল্যকালে বটতলায় মুদ্রিত একখানা বাঙ্গালা "দুর্গাভক্তি চিন্তামণি" পাঠ করিয়াছিলাম যদি "দুর্গাভক্তি চিন্তামণি" বিদ্যাপতি-রচিত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর" অনুবাদ কিম্বা তদবলম্বনে লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই সম্ভব। তাহা হইলে বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই শাক্ত ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" রচনা অপেক্ষা বিদ্যাপতির কৃষ্ণকীর্ত্তন আশ্চর্য্যজনক নহে। বিশেষতঃ দুর্গাভক্তি চিন্তামণি গ্রন্থে কৃষ্ণকে আদ্যা শক্তি দুর্গার একটী অবতার বলা হইয়াছে। অধিকন্তু রমেশ বাবু লিখিয়াছেন।

"We have seen before that, about the time of Bidyapati and Chandidas, Krishna was looked upon rather as a lover than as a deity, and that faith in Krishna consisted rather in sympathy for his amours than veneration for his godhead. Hence most of the poems of the period are about the amours of Krishna."

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ই উচ্চ শ্রেণীর কবি। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে একগ্রাম উচ্চ আসন পাইতে পারেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির বিস্তৃত আধিপত্যই এই প্রভেদের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এইক্ষণ আমরা তুলনায় সমালোচন করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত।

সত্য ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অপর একটি নাম সত্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মনুষ্যের উদ্ভাবিত নহে। মনুষ্য-উদ্ভাবিত হইলে ইহা সত্য ধর্ম্ম হইত না, কেন না, কোন মনুষ্য ভ্রমশূন্য ও প্রমাদবর্জ্জিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কোন বিশেষ মনুষ্যের মত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সত্য ধর্ম্ম তখন যাহা কিছু সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত। যাহা সত্য তাহা কখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের চক্ষে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানে যাহা সত্য—চিরকাল যাহা সত্য বলিয়া বিদিত, তাহা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদ্যপি কোন সত্যের বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ যে বিষয়ের যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক কি সমাজের উন্নতিসাধন সম্বন্ধীয় সত্যের বিরোধী নহেন। মানবজাতি যতই সকল প্রকার সত্য আবিষ্কার করিতে থাকিবে ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকসমাজে সমাদৃত ও পরিসেবিত হইতে থাকিবে, ততই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। সত্যের প্রচারই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার, সত্যের সমাদরই ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাদর, সত্যগ্রহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, সত্যপালনই ব্রাহ্মধর্ম্মপালন। সত্যের জয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়। সকল প্রকার অসত্য দূরীকৃত ও সকল প্রকার সত্য আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে সত্যের রাজ্য স্থাপনার্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। সত্যের রাজ্যস্থাপনই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যস্থাপন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তাহা কেবল মানবাত্মার যাহা সত্য তাহা আবিষ্কার করিবার ও জানিবার প্রবল চেষ্টার চিহ্নস্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয়েন না, কেননা তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা আজকাল যে নাস্তিকতা সংশয়বাদ, প্রভৃতি

ভ্রান্ত মত সকলের পুষ্টিসাধন করিতেছে তাহা কেবল বিজ্ঞানের অপূর্ণ উন্নতির ছিদ্র স্বরূপ। বিজ্ঞান যখন পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যখন উহা সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম-বিবর্জ্জিত হইবে, যখন উহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে, তখন উহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা জ্বলন্ত রূপে প্রতিপাদন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়তর করিবে। অতএব নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ভিন্ন অবনতির কোন আশঙ্কা নাই। খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান প্রভৃতি মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কেন না তাহাদের মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত নানা মত বিজ্ঞানের আলোকে বিভাসিত হইলে উহাদের ভ্রম ও প্রমাদ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইতিপূর্ব্বেই খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাইবলে এবং মুসলমানদিগের কোরাণে প্রতিপাদিত কতকগুলি মত বিজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমাত্মক বলিয়া অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কোন বিশেষ মনুষ্যের নহে। অতএব বিজ্ঞানের উন্নতিতে উহার কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিফলিত হইয়া ঐ সকল মতের সত্যতা ও যুক্তিযুক্ততা আরও উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই সত্যধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকল সত্যের আশ্রয়-ভূমি সত্যের সত্য পরম সত্য—মহান সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সকল সত্যের সমষ্টি, যাহাতে মিথ্যার গন্ধ মাত্র নাই, ভ্রম যথায় পদার্পণ করিতে সক্ষম হয় না সে ধর্ম্ম সেই সত্যের প্রস্রবণ সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই। এই সত্য ধর্ম্ম সেই পরম সত্য ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত। সত্য যেমন ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত তেমনি সত্যের সমষ্টি এই ব্রাহ্মধর্ম্মও অনন্ত। ইহা চির কালই আছে, চির কালই থাকিবে। ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম—অতএব ইহা তাঁহার ন্যায় সত্য, তাঁহার ন্যায় পবিত্র, তাঁহার ন্যায় মহান, তাঁহার ন্যায় মঙ্গলকর, তাঁহার ন্যায় পূর্ণ। আমাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া আমরা এই অনন্ত কাল হইতে বর্ত্তমান সত্য ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেছি না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটি মিথ্যা মত প্রবেশ করিলেই ইহা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম—সত্য ধর্ম্ম থাকিবে না, তখন ইহা এক ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ধর্ম্মে—মিথ্যাধর্ম্মে পরিণত হইয়া পৃথিবীর নানা ভ্রান্ত ধর্ম্মের মধ্যে একটি ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অসত্য ও মিথ্যা হইতে অসংশ্লিষ্ট রাখিতে, ভ্রম ও কুসংস্কারের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিতে, এবং ইহার সত্যতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে, উন্নত ও পরিমার্জ্জিত জ্ঞানের আবশ্যক। অজ্ঞানী ও মূর্খ লোক ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহাকে অবনত ও কলুষিত করিয়া, ইহার সত্যতা হরণ ও পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ইহার বিনাশ সাধন করিবে। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন তাঁহাদের জ্ঞানী হওয়া নিতান্ত বিধেয়। জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ইহার মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভক্তির চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সম্যক্ চর্চ্চা ও ক্রমোন্নতিসাধন বিশেষ রূপে আবশ্যক। আমরা আশা করি যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন তাঁহারা আপনাদিগের এই মহান কর্ত্তব্য একবার ভাবিয়া দেখেন। যে দিবস হইতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম হয়েন সেই দিবস হইতে তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের সহিত

মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক উন্নতি সাধন করিবার, স্বীয় ভক্তিভাবের সহিত জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিবার গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করেন। যিনি এপ্রকার ভার লইতে প্রস্তুত নহেন তিনি যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, উহাকে অবনত ও কলুষিত করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি না করেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে অবনতির সকল সম্ভাবনা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

প্রকৃতি-যোগ।

প্রকৃতির সকল বস্তুতে সৌন্দর্য্য দর্শন করা, প্রকৃতির সহবাস অভ্যাস করা, এবং তন্নিমিত্ত আনন্দিত, মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হওয়া এবং আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র বোধ করাই প্রকৃতি-যোগ। এই প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার এক সোপান-স্বরূপ। আত্মা যাহাতে ব্রহ্ম-যোগ-নিরত হইবার উপযুক্ত হয় প্রকৃতি-যোগ উহাকে তদনুরূপ উন্নত ও পবিত্র করে। প্রকৃতি-চিন্তা হইতে আমরা সহজে ঈশ্বর-চিন্তায় উত্থিত হই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইতে পারিলে, এবং প্রকৃতির পবিত্রতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে সহজেই আমরা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, মহিমা ও পবিত্রতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। যে ব্যক্তি প্রকৃতি-প্রেমোন্মত্ত, তিনি যে কালে ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত হইবেন তাহার নিদর্শন দিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তিনি যে কালে ঈশ্বর-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, প্রকৃতি-যোগ হইতে আমরা তাহা প্রাপ্ত হই। প্রকৃতি দেবী ব্রহ্ম-যোগের এক প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। যদি কল্পনা করা যায় যে ঈশ্বর এক বিশাল মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে প্রকৃতি দেবী সেই ব্রহ্ম-মন্দিরের দ্বারের রক্ষয়িত্রী স্বরূপা। তাঁহার সহায় গ্রহণ করিলে তিনি আমাদিগের হস্ত ধারণ করত পরব্রহ্মের সম্মুখে লইয়া যান। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্ম-যোগের জন্য আত্মাকে বিশেষ রূপে প্রস্তুত করে। যখন প্রকৃতি-যোগ আত্মাকে ব্রহ্ম-যোগে উত্থিত করে, যখন পরব্রহ্মের মহিমা, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার অতুল জ্যোতি আমাদিগের আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়, তখন আর প্রকৃতির মহিমা, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তখন ব্রহ্মের মহিমার নিকট প্রকৃতির মহিমা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, তখন ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যের তুলনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন ব্রহ্মের পবিত্রতার সম্মুখে প্রকৃতির পবিত্রতা মলিন হইয়া যায়। প্রকৃতি-যোগের চরমাবস্থা ব্রহ্ম-যোগের আরম্ভ। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্ম-যোগে লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন সমুদ্রগামী স্রোতস্বতীতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে এক কালে উহা আমাদিগকে বিশাল সমুদ্রে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে, তেমনি প্রকৃতি-যোগ রূপ স্রোতস্বতীতে আত্মা ভাসমান হইলে উহা এক সময়ে আমাদিগকে ব্রহ্মযোগ রূপ বিশাল মহান সমুদ্রে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে।

প্রকৃতি-প্রেম প্রত্যেক হৃদয়েই নিহিত আছে। প্রকৃতি-যোগে যোগী হওয়াই প্রকৃতি-প্রেমের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রকৃতির সহিত যোগ নিবদ্ধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে প্রকৃতির মহান ভাব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য আমাদিগের আত্মায় প্রতিভাত হইয়া আমাদিগের আত্মা উন্নত, পবিত্র ও ও সুন্দর হয় এবং ব্রহ্মযোগে যোগী হইবার জন্য উপযুক্ত হয়। প্রকৃতি-যোগের এই উপকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া পুরাকালে ভারত বর্ষের যোগনিরত সাধুগণ পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে যথায় প্রকৃতির মহান, পবিত্র ও সুন্দর বস্তু সকলের সহবাস লাভ করা যায় তত্তৎ স্থানে বাস করিতেন। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার একটি বিশেষ উপায় ও সাহায্য স্বরূপ, ব্রাহ্মগণ ইহা যেন বিস্মৃত না হয়েন।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

২৯ পৌষ, সোমবার। অদ্য সন্ধ্যার সময় যা, বাবুর সঙ্গে বেড়াই। যা, বাবুর কথোপকথন হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার বিলক্ষণ কথোপকথনের ক্ষমতা আছে। কথোপকথনের ক্ষমতা একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা। অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যাঁহাদিগের অন্য বিষয়ে ক্ষমতা আছে কিন্তু এ বিষয়ে নাই।

৩০ পৌষ, মঙ্গলবার। অদ্য প্রাতে শ্যা—বাবু ও চ—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। চ—বাবুর নিকট "রামজী উল্‌টো বুঝিলেন" এই গল্প করা হয়, তাহাতে বিলক্ষণ হাসি হয়। কোন ব্যক্তি একটি ঘোড়া জন্য রাস্তায় বসিয়া রামজীর তপস্যা করিতেছিল। সেই সময়ে ফৌজ যাইতেছিল। সেই ফৌজের কোন সিপাহীর ঘোটক পীড়িত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হয়, সিপাহী সেই ঘোড়া তপস্বীর ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া যায়, তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল "রামজী উলটো বুঝিলেন, কোথায় আমি ঘোড়ার উপর যাইব তা না হইয়া ঘোড়া আমার উপর চলিল"। *

২ মাঘ, বৃহস্পতিবার। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদী তীরে গিয়া তাহার উপকূলস্থ শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ঈশ্বর-চিন্তা করি। অদ্য বয়েসী সাহেবের একটী "সার্মন" পাঠ করি। এই সার্মনে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে নিউটেসট্‌মেণ্ট্ অপেক্ষা ওলড্‌টেসট্‌মেণ্ট্ উৎকৃষ্ট।

৩ মাঘ, শুক্রবার। অদ্য বয়েসী সাহেবের সার্মন [Langham Hall Pulpit Vol II. No. 1. 41, 42. পাঠ করি। ৪২ সংখ্যক সার্মনে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) দিগকে বিলক্ষণ আড়ে হাত লওয়া হইয়াছে।

৫ মাঘ, রবিবার। অদ্য মধ্যাহ্নে মাক্টারদিগের বাসায় দেবগৃহের অনেকের সঙ্গে একত্রে আহার করি। বৈকালে কথোপকথন সভা হয়। এই সভা নানা বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাততঃ সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইতেছে। কিন্তু ক্রমে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আনিবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি উক্ত সভায় জাতিত্বের উপাদান বিষয়ে বলি। আমি বলিলাম যে (১) শারীরিক লক্ষণ (২) পরিচ্ছদ (৩) দেশ (৪) রাজনৈতিক অবস্থা (৫) মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতি (৬) আচার ব্যবহার (৭) ধর্ম্ম (৮) ভাষা (৯) অতীত পুরাবৃত্ত জাতিত্বের উপাদান। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী তাহা বিলুপ্ত

* এই গল্প করা অবধি "রামজী উলটা বুঝিলেন" এই বাক্য এখানকার ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একপ্রকার জন-সাধারণ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।

হইলে আর জাতিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। †

৭ মাঘ, মঙ্গলবার। অদ্য Theosophist পাঠ করি। এই সাময়িক পত্রিকাটী অতি চমৎকার। ছেলেবেলা ঠাকুরমার মুখে যেরূপ মহাপুরুষের ও ভূতের গল্প শুনিতাম সেইরূপ ইহাতে দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত যোগীর অলৌকিক ক্ষমতাতে আমার কিছু বিশ্বাস আছে। ভূকৈলাসের যোগী তাহার প্রমাণ। কর্ণেল অল্‌কট্ কিছু উৎকেন্দ্র (eccentric) ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তাহার উন্নতি-সাধন জন্য যত্নকে প্রশংসা করিতে হইবে। আর তিনি যোগের ও মেস্মর তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহা বলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক নহে।

১১ মাঘ, শনিবার। অদ্য বৈকালে ১১ ই মাঘ উপলক্ষে আমার আলয়ে উপাসনা হয়। তাহাতে নগরস্থ সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও পাণ্ডাবংশীয় গিরিজানন্দ বাবু উপস্থিত থাকেন। এই উপাসনা উপলক্ষে যে বক্তৃতা করি সেই বক্তৃতাতে প্রথমে ১১ মাঘ দিবস রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহ-প্রবেশের দিবস বলিয়া উক্ত মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করি। তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভাবাত্মক মত ও ভাবাত্মক মত সকল বিবৃত করি। অত্রত্য অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত' বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া এই রূপ করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভাবাত্মক মত—(১) সকল প্রকার পৌত্তলিকতার অভাব, নানা কল্পিত দেব দেবীর উপাসনার অভাব, শিখ্‌দিগের ন্যায় গ্রন্থ-পূজার অভাব, অবতারে বিশ্বাসের অভাব, প্রত্যাদেশে বিশ্বাসের অভাব। (২) ঈশ্বর বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবাত্মক মত এই যে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার, অনন্তদেশ-ব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী, অনন্তজ্ঞানবিশিষ্ট অনন্তশক্তিবিশিষ্ট এবং অনন্তকরুণারিশিষ্ট। পরকাল বিষয়ে তাহার মত এই যে আত্মার অনন্ত কাল ক্রমশঃ উন্নতি হইবে এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, আত্মগ্লানিই নরক। কর্ত্তব্য বিষয়ে ঐ ধর্ম্মের মত এই যে ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ে বলিবার সময় একটি গল্প করি। ইটালী দেশীয় কাউণ্ট উপাধিধারী কোন ব্যক্তি নানা কারণে মানব জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা-মানসে নদীর সেতু হইতে নদীতে যেমন পড়িতে যাইবেন পশ্চাদ্দেশ হইতে কোন দরিদ্র বালক তাঁহার কোর্ত্তার কিনারা ধরিয়া টানিল ও আর্ত্তস্বরে বলিল "আমার পিতামাতা অদ্য দুই দিবস কিছু খাইতে পান নাই আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিউন।" কোথায় তোমার পিতামাতা দেখাইয়া দাও" এই বলিয়া বালকের সঙ্গে কৌণ্ট চলিলেন। বালকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার পিতা মাতা অনাহারে যথার্থই মৃতকল্প। তিনি তাঁহাদিগের দুঃখমোচনার্থ কিছু অর্থ প্রদান করাতে তাহারা সকলে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপকার-কার্য্য সাধন করিয়া কাউণ্ট অপরিসীম বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন "আমি কি নির্ব্বোধ! এমন সুখের আকর পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলাম।" পরোপকার বিষয়ে বলিয়া সাধা-

† এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫০ ব্রাহ্ম সম্বতের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালী জাতি" এই শিরস্কে প্রকাশিত হইয়াছে।

রণতঃ ধর্ম্মের দুঃখ-সান্ত্বনাকারী গুণ, মানব প্রকৃতির ভাবাংশ অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির চরিতার্থতা ব্যতীত মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারে না এবং তাহাদের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন কেবল ধর্ম্মেতেই হয় এবং যেমন আমাদিগের সকল নৈসর্গিক অভাব মোচন জন্য নৈসর্গিক বিধান আছে, ক্ষুধার বিষয় যেমন অন্ন আছে, তৃষ্ণার বিষয় যেমন জল আছে তেমনি প্রীতি ও ভক্তি-বৃত্তি ও পূর্ণ নিত্য সুখের ইচ্ছা-পরিতৃপ্তিকারী—ঈশ্বর ও পরকাল আছে এই সকল বিষয়ে বলি, পরিশেষে নিম্ন-লিখিত শ্লোক পাঠ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।

"ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাম্
সহ্যেকএব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাত্মভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥"

"সতত উদযোগশী-লতোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক, পরলোক-গমন-কালে সেই ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ এবং স্ত্রী অতি নিপুণতার সহিত সেবিত হইলেও কখন আপনার হয় না; তাহাদের কোন স্থিরতাও নাই।"

১২ মাঘ। অদ্য সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজ দেওয়া যায়। অদ্য ভারতী ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে ঢাকার জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকারের বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাতে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখাও বাগ্মিতাসূচক।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগত মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মনিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	।০
গীতাঙ্কুর	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ০ ...	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...	॥০
আত্মোৎকর্ষবিধান ...	১৷৵০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৫
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৫
সঙ্গীত মঞ্জরী	৵০
সঙ্গীত হার	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত	।১০

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	॥০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	।০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	„	12	„
Science of Religion	„	4	„
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	„	„
Who is Christ?	„	„	6

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ)	৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	২॥৵০
বেদান্তপ্রবেশ	৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	৸০
সৃষ্টি	৸০

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৵০
গৃহকর্ম্ম	৵০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	„
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	„
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ...	৵১০
তত্ত্বপ্রকাশ	৵১১
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৵১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ...	৵০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৵৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	।০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	।০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৵০
কুমারশিক্ষা	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী ...	।০
প্রভাত-কুসুম ...	৵১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৵০
ব্রহ্মসাধন	৵০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	।১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৵০
উপদেশ	৫০
দুর্গোৎসব ...	৵০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০

	Rs	As	P.
Ontology	1	„	„
Hindoo Theism	„	„	6
Theist's Prayer Book	„	„	6
Signs of the Times	„	„	6
Doctrine of Christian Resurrection	„	1	„
Physiology of Idolatry	„	1	„
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	„	4	„

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৵১০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) …	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি … …	৷/০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৩৵

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

নূতন সংস্করণ।

এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার সমুদায় এবং কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়া ইহার আকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	…	…	১০২৭॥ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত			২৪৩৮/০
সমষ্টি	…	…	৩৪৬৫॥/ ৫
ব্যয়	…	…	১৩০০ ৶১০
স্থিত	…	…	২১৬৫।/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১৮০ ৶১০
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায় খেতুপাড়া		২১৲
,, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়		১০৲
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		৪৲
,, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌলাঘাট		৩॥৵০
,, আশুতোষ ধর		২৲
,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য		২৲
,, হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ফিরোজপুর		১॥৵০
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়		১৲
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়		১৲
,, বনমালী চন্দ্র		১৲
শুভকর্ম্মের দান		
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০৲
,, রাখালচন্দ্র রায়		
মোহর ১ থান		১৮।/০
আনুষ্ঠানিক দান		
শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০৲
		১৭৫॥/০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		৪॥৶১০
		১৮০ ৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	…	১৮৪৸৵১০
পুস্তকালয়	…	৪৩॥৶০
যন্ত্রালয়	…	৪১১।৵৫
গচ্ছিত	…	৫৭।/০
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ বেঙ্ক	…	১৫০৲
সমষ্টি		১০২৭॥৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	…	…	২০১।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	…	…	২৭৭ ৵০
পুস্তকালয়	…	…	৮৫৵১০
যন্ত্রালয়	…	…	৬৮২৸৶১০
গচ্ছিত	…	…	৫৩॥৵১০
সমষ্টি			১৩০০ ৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

৪৬৩ সংখ্যা শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

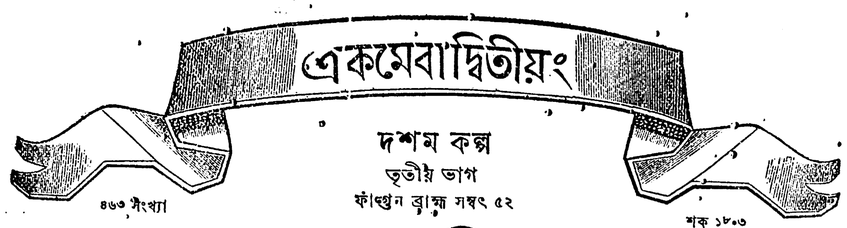

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রাপ হাচার্য্যকুলং তমাচার্য্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগবইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১ ॥

সএব ব্রহ্মবিৎ সন্ ‘প্রাপ হ’ প্রাপ্তবান্ ‘আচার্য্যকুলং’ ‘তং আচার্য্যঃ অভ্যুবাদ’ ‘সত্যকাম ইতি’ ‘ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব’ ॥ ১

সত্যকাম আচার্য্যকুল প্রাপ্ত হইল। তাহাকে আচার্য্য কহিলেন; সত্যকাম। হে ভগবন্, এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিল। ১

ব্রহ্মবিদিব বৈ সৌম্য ভাসি কোনুত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্যইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেবমেকামে ব্রূয়াৎ ॥ ২ ॥

‘ব্রহ্মবিৎ ইব বৈ সৌম্য ভাসি’ প্রসন্নেন্দ্রিয়ঃ প্রহসিতবদনশ্চ নিশ্চিন্তঃ কৃতার্থোব্রহ্মবিদ্ভবতি। ইতি বিতর্কয়ন্নুবাচ ‘কঃ নু ত্বাং অনুশশাস ইতি’ স চাহ সত্যকামঃ ‘অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ ইতি হ’ দেবতা মামনুশিষ্টবত্যঃ। কোঽন্যো ভবচ্ছিষ্যং মাং মনুষ্যঃ সন্ননুশাসিতুমুৎসহেত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ‘অতোঽন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি প্রতিজজ্ঞে’ প্রতিজ্ঞাতবান্। ‘ভগবান্ তু এব’ ‘মে কামে’ মমেচ্ছায়াং ‘ব্রূয়াৎ’ কিমন্যৈরুক্তেন নাহং তদ্গণয়ামীত্যভিপ্রয়ঃ ॥ ২

আচার্য্য বলিলেন, হে সৌম্য তুমি যে ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ। কে তোমায় অনুশাসন করিল ? সত্যকাম বলিল আমি মনুষ্য হইতে অন্য কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়াছি। কিন্তু মহাশয়ই আমার কামনানুযায়ী আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন। ২

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপযতীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীযাযেতি বীযাযেতি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ ‘শ্রুতং’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘মে’ মম বিদ্যতে ‘এব’ অস্মিন্নর্থে ‘ভগবৎ ঋষেভ্যঃ’ ভগবৎ সমেভ্য ঋষেভ্যঃ। ‘আচার্য্যাৎ হি এব বিদ্যা বিদিতা’ ‘সাধিষ্টং’ সাধুতমত্বং ‘প্রাপযতি ইতি’ প্রাপ্নোতি অতোভগবানেব ব্রূয়াদিত্যুক্ত আচার্য্যঃ ‘উবাচ’ অব্রবীৎ ‘তস্মৈ হ’ ‘এতৎ এব’ তামেব দৈবতৈরুক্তাং বিদ্যাং। ‘অত্র হ ন কিঞ্চন’ ষোড়শকলা বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিদেকদেশমাত্রমপি ন ‘বীযায় ইতি’ বিগতমিত্যর্থঃ ‘ন বীযায় ইতি’ দ্বিরভ্যাসো বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৩

আমি মহাশয়ের ন্যায় ঋষিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে আচার্য্য হইতে বিদিত বিদ্যাই ফল প্রদান করে। অতঃপর আচার্য্য, দেবতারা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই আবার বলিলেন। ইহাতে তাহার অণুমাত্রও ভিন্ন হইল না। ৩

দশমঃ খণ্ডঃ।

উপকোসলোহবৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্যহ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার সহ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্ত্তয়ংস্তং হস্মৈব ন সমাবর্ত্তয়তি ॥ ১ ॥

'উপকোসলঃ' নামতঃ কমলস্যাপত্যং 'কামলায়নঃ' 'সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যং উবাস' 'তস্য' আচার্য্যস্য 'হ' 'দ্বাদশ বর্ষাণি অগ্নীন্ পরিচচার' অগ্নীনাং পরিচরণং কৃতবান্ 'সঃ হ' আচার্য্যঃ 'অন্যান্' 'অন্তেবাসিনঃ' ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা 'সমাবর্ত্তয়ং স্ম' 'তং হ এব' উপকোসলমেকং 'ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম' ॥ ১

উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। সে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অগ্নির পরিচারণা করে। তৎপরে তিনি অন্যান্য শিষ্যদিগকে সমাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু উপকোসল কামলায়নকে সমাবর্ত্তন করিলেন না। ১

তং জায়োবাচ তপ্তোব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্‌পরিচচারীন্মা ত্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন প্রব্রূহ্যস্মাইতি। তস্মৈহাপ্রোচৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২ ॥

'তং' আচার্য্যং তস্য 'জায়া উবাচ' 'তপ্তঃ' শুশ্রূষাং বিদধানোবহুকায়ক্লেশং কৃতবান্ 'ব্রহ্মচারী' 'কুশলং' সম্যক্ 'অগ্নীন্ পরিচচারীৎ পরিচরিতবান্। ভগবাংশ্চাগ্নিষু ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তি। অতোহস্মদ্ভক্তং ন সমাবর্ত্তয়তীতি জ্ঞাত্বা 'ত্বা' ত্বাং 'অগ্নয়ঃ মা পরিপ্রবোচৎ' গর্হাং তব মাকুর্য্যুঃ। অতঃ 'প্রব্রূহি অস্মৈ' এবং জায়য়োক্তোহপি 'হ অপ্রোচ্য এব' অনুক্ত্বৈব কিঞ্চিৎ 'প্রবাসাঞ্চক্রে' প্রবসিতবান্ ॥ ২

তাঁহাকে তাঁহার জায়া বলিলেন, অধ্যবসায়শীল ব্রহ্মচারী সম্যকরূপে অগ্নিগণের পরিচারণা করিয়াছেন। অগ্নিরা যেন এক্ষণে তোমাকে দোষ না দেন অতএব ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বল। আচার্য্য জায়ার বাক্যের উত্তর না করিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন। ২

সহ ব্যাধিনাহনশিতুং দধ্রে তমাচার্য্যজায়োবাচ ব্রহ্মচারিন্নশান কিং নু নাশ্নাসীতি। সহোবাচ বহবইমেহস্মিন্ পুরুষে কামানানাত্যযা ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি নাশিষ্যামীতি ॥ ৩ ॥

'সঃ হ' উপকোসলঃ 'ব্যাধিনা' মানসেন দুঃখেন 'অনশিতুং' অনশনং কর্ত্তুং 'দধ্রে' ধৃতবান্ মনঃ। 'তং আচার্য্যজায়া উবাচ' হে 'ব্রহ্মচারিন্' 'অশান' ভুঙ্‌ক্ষ্ব। 'কিং নু' কস্মান্নু কারণাৎ 'ন অশ্নাসীতি'। 'সঃ হ উবাচ' 'বহবঃ' অনেকে 'ইমে' 'অস্মিন্ পুরুষে' অকৃতার্থে প্রাকৃতে 'কামাঃ' ইচ্ছাঃ কর্ত্তব্যং প্রতি 'নানা অত্যয়াঃ' অতিগমনং যেষাং ব্যাধিনাং কর্ত্তব্যচিন্তানাং তে 'ব্যাধিভিঃ' ব্যাধয়ং কর্ত্তব্যতয়া অপ্রাপ্তিনিমিত্তানি চিত্তদুঃখানীত্যর্থস্তৈ 'পূর্ণঃ অস্মি'। অতঃ 'ন অশিষ্যামি ইতি' ॥ ৩

সে মনের দুঃখে উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন আচার্য্য-জায়া তাহাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মচারি, আহার কর। কি জন্য অনাহারে রহিয়াছ? তাহাতে সে বলিল, এই পুরুষে বহুবিধ কামনা ও কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে নানা প্রকার ভাবনা রহিয়াছে। আমি এক্ষণে মনঃপীড়ায় পূর্ণ, অতএব ভোজন করিব না। ৩

অথ হাগ্নয়ঃ সমুদিরে তপ্তোব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীৎ হন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ ॥ ৪ ॥

'অথ হ অগ্নয়ঃ' শুশ্রূষয়া বর্জিতাঃ কারুণ্যবিষ্টাঃ সন্তস্ত্রয়োহপি 'সমুদিরে' সম্ভূয়োক্তবন্তঃ। 'তপ্তঃ ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্য্যচারীৎ' 'হন্ত' ইদানীং 'অস্মৈ' ব্রহ্মচারিণেহস্মদ্ভক্তায় দুঃখিতায় তপস্বিনে শ্রদ্দধানায় 'প্রব্রবাম ইতি' অনুশাস্যঃ এবং সম্প্রধার্য্য 'তস্মৈ হ উচুঃ' উক্তবন্তঃ ॥ ৪

তৎপরে অগ্নিরা আপনাপনি বলিতে লাগিল, এই অধ্যবসায়শীল ব্রহ্মচারী সম্যকরূপে আমাদিগের পরিচারণা করিয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলি। এই বলিয়া তাহারা তাহাকে বলিল। ৪

প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি সহোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণোব্রহ্ম কঞ্চতু খঞ্চন বিজানামীতি। তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণঞ্চহাস্মৈ তদাকাশঞ্চোচুঃ ॥ ৫ ॥

'প্রাণঃ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ইতি' 'সঃ' ব্রহ্মচারী 'হ উবাচ' 'বিজানামি অহং' 'যৎ' 'ভবদ্ভিরুক্তং প্রসিদ্ধপদার্থকত্বাৎ 'প্রাণঃ ব্রহ্ম'। 'কং চ তু খং চ ন বিজানামি ইতি'। 'তে হ উচুঃ যৎবাব কং তৎ এব খং যৎ এব খং তৎ এব কং ইতি' 'তস্মৈ' ব্রহ্মচারিণে 'প্রাণং চ তৎ আকাশং চ উচুঃ' অগ্নয়ঃ ॥ ৫

প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারী বলিল, প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা আমি জানি। কিন্তু সুখ এবং আকাশ যে কি প্রকারে ব্রহ্ম তাহা আমি জানি না। তাহাতে তাহারা বলিল যে, যাহা সুখ তাহাই আকাশ, যাহা আকাশ তাহাই সুখ। এবং প্রাণ যাহা তাহাও যে, আকাশ তাহাও তাহারা তাহাকে বলিল। ৫

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ সোমবার।

প্রাতঃকাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতা

যামিনীর মধ্যে যেমন চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী—ঋতুর মধ্যে যেমন বসন্ত,—ফুলের মধ্যে যেমন কমল—উৎসবের মধ্যে তেমনি ব্রহ্মোৎসব। আজ সেই হৃদয়-প্রফুল্লকর ব্রহ্মোৎসব সমাগত হইয়াছে। বিশাল মরুভূমির মধ্যে যেমন হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র শোভা পায়,—তেমনি মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই সংকটপূর্ণ সংসার-মরুভূমির মধ্যে আমাদের এই উৎসব-ক্ষেত্র শোভা পাইতেছে। যিনি শান্তি-রসের আস্পদ তিনি নিজেই এখানে সুশীতল ছায়া বিস্তার করিতেছেন—সংসার-তাপে তাপিত ব্যক্তিরা এখানে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিতেছেন—ব্রাহ্ম-বিহঙ্গেরা আনন্দ মনে বিমুগ্ধ হৃদয়ে সেই দেবদেবের প্রেম গান করিতেছেন। কি মনোহর দৃশ্য! কি দেবস্পৃহনীয় শোভা!—এমন শোভা যার চিত্তকে আকর্ষণ করে না, জানি না তার হৃদয় কেমন বজ্র-সমান।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন পূর্ব্ব দিকে আকাশ রক্তবর্ণে শোভিত হয়,—উৎসবের পূর্ব্ব হইতেই তেমনি আমাদের হৃদয় উৎসাহ-রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়াছিল—এখন তথায় প্রেম-রবির অভ্যুদয় হইয়াছে! কি মনোহর অতুল শোভা! কোথাও সে শোভার তুলনা নাই। তিনি কৃপা করিয়া প্রার্থনার পূর্ব্বেই আজ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন। "কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

অপরূপ অরূপ. নাহি যে তুলনা, কি বলিব কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।"

এই ক্ষণ কালের নিমিত্ত তাঁহার দর্শন পাইয়া আমাদের জীবন পবিত্র হইল। তবে যাঁহারা প্রতি উপলক্ষ্যে প্রতি ঘটনায় অনুক্ষণ তাঁহাকে লইয়া উৎসব করেন তাঁহাদের আনন্দ ও সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? তাঁহারা কি পার্থিব উৎসবে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? পার্থিব উৎসবের প্রকৃতি তাঁহারা ভাল রূপে জানেন—যাহাকে লইয়া পার্থিব উৎসব তাহার জন্য "অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার"

আমরা কি পার্থিব উৎসবের আনন্দে মোহিত হইয়া—এই ব্রহ্মোৎসব-বিনির্গত পরম আনন্দকে হৃদয়ে চিরস্থায়ী করিতে অবহেলা করিব? আমরা কি চির জীবনের এই ব্রহ্মোৎসব-বিনির্গত অমৃত পান করিতে এই উৎসবের দিনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিব না? এই উৎসবের সময়ে সেই পবিত্রস্বরূপকে ধ্যান করিয়া আমাদের এই পাপভারাক্রান্ত অপবিত্র জীবনকে কি পবিত্র করিতে পারিব না? সেই অভয়দাতার শরণাগত হইয়া সংসার-দুর্দ্দিনের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিব না? সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে বল ভিক্ষা করিয়া কি আমরা পাপ-স্পৃহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব না? তাঁহার অভয়দানরূপ অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া আমরা কি সর্ব্বপ্রকার দুঃখরূপ তীক্ষ্ণ বাণের প্রহার সহ্য করিতে পারিব না? সেই প্রেমদাতার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া সকল অবস্থাতে কি আমরা প্রফুল্ল থাকিতে পারিব না? আমরা যদি এই প্রকার ফল লাভ না করিয়া এই রূপ আধ্যাত্মিক বল লাভ না করিয়া এই উৎসবক্ষেত্র হইতে শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাই তবে এখানে আসা আর না আসা সমান। কিন্তু যিনি যথার্থই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে কখনই শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। করুণাপূর্ণ ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের আশা পূর্ণ করিবেনই করিবেন। তিনি দেখিতেছেন কে এখানে কি অভিসন্ধিতে আসিয়াছে। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর দৃষ্টি প্রতিজনের হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানে নিপতিত রহিয়াছে। তিনি সকলকার হৃদয়ের কথা পাঠ করিতেছেন। যিনি তাঁহার অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন—তিনি আপনাকে দান করিয়া তাহার সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। তবে কেন আমরা এমন সময়ে এমন অনুকূল সময়ে তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রার্থনা না করি। এস ব্রাহ্মগণ, প্রাণসম সখাগণ, এস আমরা সকলে মিলিয়া এক-হৃদয় হইয়া সেই দেবদেবের দ্বারে উপনীত হই। এস আমরা সকলে মিলিয়া কাতর স্বরে বলি—কোথা হে অসহায়ের 'সহায় দুর্ব্বলের বল—অনাথের নাথ! আমরা আজ তোমার দ্বারের দ্বারী, তোমার প্রসাদের ভিখারী! কেমন করিয়া আমরা ব্রহ্মোৎসব-বিনির্গত অমৃতরস চিরদিন পান করিতে সমর্থ হইব তাহার সন্ধান জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। হে জগৎগুরু! আমাদিগকে সেই সন্ধান বলিয়া দাও। তুমি কৃপা না করিলে আপনার বলে সে সন্ধান কখনই পাইতে পারি না। "আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার প্রভু না দেখি নিস্তার, একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।"

হে কৃপানাথ! সুগন্ধি কুসুমের গন্ধে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমোদিত হয় তোমার প্রেমের সৌরভে আমাদের আত্মা যেন তেমনি আনন্দ লাভ করে। হে জ্যোতির জ্যোতি! তুমি আমাদের চক্ষের আলোক বক্ষের ধন। তুমি নিয়ত কাল আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান থাক। তোমাকে হারাইলেই অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার, আমরা সে অন্ধকারে থাকিতে পারিব না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে অন্ধকার হইতে তোমার সহবাসের বিমল জ্যোতিতে লইয়া যাও।

"অসতোমা সদ্‌গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবীর্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"

"অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

প্রাতঃকাল।

আত্মাই সৃষ্টির ভূষণ। আত্মাই পৃথিবীর অলঙ্কার। আত্মার সৃষ্টিতেই এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-পরিপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে অমৃতের আভা বিকীরিত হইয়াছে। আত্মার সংগঠনেই ঈশ্বরের অতুল মহিমা, অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানশক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টিতে বিশ্ব-স্রষ্টার যে শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শিত না হইয়াছে, এক আত্মার সৃষ্টিতেই তদপেক্ষা অনন্ত গুণে সেই অনন্ত-স্বরূপের সত্য-জ্ঞান অমৃতভাব উজ্জ্বলতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সূর্য্য চন্দ্র যে যে উপাদানে বিনির্ম্মিত, পৃথিবীতে তাহার অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আত্মাসংগঠনের উপকরণ ভূলোক দ্যুলোকেও দুষ্প্রাপ্য। আত্মার নির্ম্মাণে যেমন ঈশ্বরের অনুপম ঐশী শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনি আত্মার পালন ও পোষণ-ক্রিয়াতে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য, অসামান্য জ্ঞান ও বল-ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যেমন মানব-শক্তির অতীত, তেমনি আত্মার পরিপালন-কৌশলও মানববুদ্ধির অগম্য। কেমন করিয়া যে ঈশ্বর আলোক অন্ধকারকে এক স্থানে রক্ষা করিতেছেন, কি রূপে যে তিনি জীবন-মৃত্যুকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, কি কৌশলে যে তিনি নশ্বর দেহ মধ্যে অবিনশ্বর আত্মাকে স্থাপন করিয়া পালন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বরই জানেন। একটীকে দুশ্ছেদ্য ভৌতিক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া আর একটীকে অনন্ত-উন্নতি-শীল ধর্ম্ম-নিয়মের অনুগত করিয়া দিয়া শরীরকে অধিক হয় তো শতবর্ষের জন্য, আত্মাকে অনন্ত কালের নিমিত্ত যে কি বিচিত্র কৌশলে পালন করিতেছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে। একটী জল রৌদ্রে, অগ্নি অস্ত্রে বিনষ্ট হয়, আর একটীকে অস্ত্র দ্বারাও ছেদ করা যায় না, অগ্নি দ্বারাও দহন করা যায় না; জল দ্বারাও বিকৃত হয় না, বায়ু দ্বারাও শুষ্ক হয় না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোন শোষয়তি মারুতঃ।'

শরীর পার্থিব উপাদানে পরিপুষ্ট হয়, আত্মা সত্য-জ্ঞান অমৃত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শরীর পৃথিবীর অন্নজলে পোষিত হইয়া বৃক্ষাদির ন্যায় পৃথিবীতেই কালে বিলীন হয়, আত্মা শরীর অবলম্বন করিয়া কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিয়া সত্য জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় কুলায় পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতে ধাবিত হয়। ধন্য! সেই বিশ্ব-শিল্পী মহান্ পুরুষের শিল্প-নৈপুণ্য! আমরা সামান্য কীট, অল্প-বুদ্ধি জীব, আমারদের কি সাধ্য যে সেই অপার গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্রের তলস্পর্শ করি? আমারদিগের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত ওষধি-বনস্পতি, কীট-পতঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যখন তাহারদিগেরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি না, যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা সমুদায় ভৌতিক জগৎ নিয়মিত হইতেছে, তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রতিনিমেষে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াও যখন তাহারদেরই যথার্থ স্বরূপ সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি অবগত হইতে পারি না, তখন আর আত্মার স্বরূপ কি রূপে বুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? পৃথিবীতে মনুষ্যের শিক্ষার সীমা আছে, তাহার বুদ্ধি-বিকাশের পরিমাণ আছে, তদতিরিক্ত বিষয় জানিতে গেলেই তাহার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়া যায়। পৃথিবীতে ভৌতিক তত্ত্ব বিষয়ে যেমন কতক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্য

বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে, তৎপরেই তাহাকে নিরস্ত হইতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-বিষয়েও মনুষ্যের কতক দূর জানিবার ক্ষমতা আছে, তদতিরিক্ত বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই তাহাকে মহাভ্রমে নিপতিত হইতে হয়। সেই জন্যই দুরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানীগণ বিষয়ের ন্যায় কার্য্য-কারণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মার প্রকৃতি, আত্মস্বরূপ অবগত হইতে গিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব ভেদ করত নূতন সত্য আবিষ্কৃত করা দূরে থাকুক সেই অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওত মহাভ্রমে নিপতিত হইয়া কেহ বা মস্তিষ্কের কার্য্যকেই আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা আত্মার স্বতন্ত্র সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সৃষ্টিভূষণ মনুষ্যের পরিণাম, পশুপক্ষ্যাদির ন্যায়ই অবধারণ পূর্ব্বক এক কালে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যের দর্শন-শক্তি আছে বলিয়া সে যদি তেজঃ-পুঞ্জ সূর্য্যের অভ্যন্তর ভাগ নিরীক্ষন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সূর্য্যের আর কোন নূতন দৃশ্য সন্দর্শন করা দূরে থাকুক, যেমন সেই চেষ্টার দ্বারাই তাহার চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়া এক কালে অন্ধীভূত হইয়া যায়, তেমনি মনুষ্য বুদ্ধিনেত্র সত্তেও যদি কোন দুরবগাহ্য বিষয়ে বুদ্ধি সন্নিবেশ করে, তাহা হইলেও তাহাকে তদ্রূপ মহাভ্রমে নিপতিত হইতে হয়। আত্মার সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত-স্বরূপ সন্দর্শন করে, কাহার সাধ্য?

সেই বিশ্ব-শিল্পী মহান্ পুরুষের অনুপমেয় সৃষ্টি-ভূষণ আত্মার প্রকৃত প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধির আয়ত্ত করে, কাহার ক্ষমতা? যে আত্মা পৃথিবীতে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ যোজন দূরস্থিত গ্রহনক্ষত্রের সংবাদ আনয়ন করিতেছে, যে আত্মা ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া ভূগর্ভের সংরচন-বার্ত্তা গ্রহণ করিতেছে, যে আত্মা বর্ত্তমান-কাল-স্রোতে ভাসমান হইয়া পরলোকগত ভূত কালের উন্নত আত্মা সকলের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সদসৎ নির্দ্ধারণ করিতেছে, যে আত্মা পরিমিত হইয়া, এই ক্ষুদ্র ভূলোকে থাকিয়া সেই মহান্ অনন্তের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতেছে, যে আত্মা মর্ত্ত্যে থাকিয়া অমৃত-ধামের মঙ্গলবার্ত্তা নিঃসংশয়ে প্রচার করিতেছে, সেই অনন্ত-উন্নতিশীল আত্মা শরীর-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিলেও তাহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্যই ভারতের পূর্ব্বতন ঈশ্বর-প্রাণ মহর্ষিগণ আত্মা পরমাত্মার প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব তর্ক বিতর্ক দ্বারা জানিবার চেষ্টা না করিয়া নির্ম্মল সহজ জ্ঞান ও উজ্জ্বল আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর উপদেশেই পরিতৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আত্মার প্রকৃতি যদিও সম্পূর্ণ বুদ্ধির আয়ত্ত হইবার উপায় নাই, কিন্তু আত্মার কার্য্য যার পর নাই দেদীপ্যমান। আত্মার সৃষ্টিতেই জগতের সৌন্দর্য্য, আত্মার আবির্ভাবেই এই মর্ত্ত্যলোকে জ্ঞানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। আত্মা না থাকিলে সহস্র সূর্য্য চন্দ্র সত্তেও পৃথ্বীতল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, আত্মা প্রসূত না হইলে গৃহ পরিবার শ্মশান-সমান নিরানন্দময় হইয়া পড়িত। দুর্ব্বল অসহায় শরীর অবলম্বন করিয়া আত্মা ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজন যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শঙ্খ-নিনাদ করিতে থাকেন, রুগ্ন ভগ্ন জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা দেবলোকে উপনীত হইলে দেবতাদিগের মধ্যেও তেমনি আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়। আত্মার বলের নিকটে বজ্র-বিদ্যুতের বলও পরাভূত হইয়া থাকে, আত্মার গতির সন্নিধানে বায়ু তাড়িতের গতিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে চক্ষুর অগোচর পরমাণু হইতে, নদী গিরি সমুদ্র পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের একান্ত দাস; সকলকেই দিবারাত্রি ভূকেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু আত্মার বাহন এই শরীর প্রতি-নিয়ত ধরণী-পৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও আত্মা পৃথিবীর সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া একাদিক্রমে সেই অনাদ্যনন্ত ভূমা ঈশ্বরের অভিমুখে উন্নত হইতেছে। মনুষ্যের মন, সংসারের সহস্রবিধ স্নেহ মমতায়, লোভ লালসায় দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইলেও তাহার আত্মা তড়িৎ-বিদ্যুৎ-গতি অপেক্ষাও দ্রুতবলে অনন্ত-উন্নতি-পথে ধাবিত হইয়া থাকে। ভৌতিক পদার্থের যে বলে লৌহ বিগলিত হইয়া যায়, সিন্ধুগিরি স্থান-চ্যুত হইয়া পড়ে, আত্মা তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়াও সমুদ্র-গর্ভ-স্থিত পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবেই অবস্থান করে। আত্মা এমনই স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত, আত্মা এমনই অনুপম সৌন্দর্য্যে, অতুলন সত্য জ্ঞান আনন্দ অমৃত স্বরূপে আসক্ত, যে পৃথিবীর সকল বল বীর্য্য, ধন-সম্পদ, সুখ ঐশ্বর্য্যও তাহাকে সে অনুরাগ আসক্তি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। আত্মার শক্তি-সামর্থ্য, ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, করুণা-নিধান পরমেশ্বর মর্ত্ত্যের মহত্ত্ব-সাধন এবং ইহাকে ভূস্বর্গ রূপে পরিণত করিবার জন্যই যেন আত্মাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে রোগ-শোক, জরা মৃত্যুর এত প্রাদুর্ভাব, তাহার মধ্যেও সে অমৃতের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, এখানে রোদন বিলাপের এত আধিক্য, তাহার মধ্যেও সে সহস্রের মঙ্গল গীত গান করিতেছে। এখানে বিবাদ বিসম্বাদের, কলহ অনৈক্যের এত প্রাচুর্য্য, তথাপি আত্মা তাহার অভ্যন্তরেও শান্তি মঙ্গলের সরল সোপান প্রদর্শন করিতেছে। পূর্য্যটক যেমন সন্তপ্তশরীরে সুদূর-প্রসারিত মরু-ভূমি মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে বনস্থলী সন্দর্শন করিয়া আনন্দে পথহারা পথিকগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে, তেমনি আত্মা অসার সংসারের শোক সন্তাপে বিদগ্ধ হইয়া ধর্ম্মারণ্য প্রাপ্ত হওত প্রেমোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে তাহারই প্রতি ডাকিতে থাকে। প্রাণারাম পরমেশ্বরের প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়া সকলকে চিরতৃপ্ত হইবার জন্য সেই পরম-লক্ষ্য পরব্রহ্মেরই প্রতি ধাবিত হইবার জন্য অনুরোধ করে। এই সেই আত্মার একটী মহত্তর ক্রিয়াকলাপ। এই সেই আত্মার একটী অতুলন আবিষ্কার। মনুষ্যের জীবন পথে——সংসার-প্রান্তর মধ্যে এই যে একটী শান্তিপ্রদ পান্থ-নিবাস, ইহা মরুভূমি-স্থিত বনস্থলী অপেক্ষাও আত্মার পক্ষে যার-পর-নাই সুখ-শান্তি-মঙ্গলপ্রদ। এই যে অমৃতছায়াপ্রদ ধর্ম্মতরু, ইহার সুশীতল আশ্রয়ে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমস্ত নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত শান্তি লাভ করিতে পারে। এই যে দেবকৃত্য ব্রহ্মপূজা, এই যে উচ্চতর মহত্তর অধিকার, ইহা দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব অমরত্ব লাভে সমর্থ হয়। এই সকল কেবলই আত্মারই আবিষ্কার। এ সকল কেবলই আত্মারই জ্ঞান ধর্ম্ম, শিক্ষা সাধনের অব্যর্থ পুরস্কার। আত্মার এই অনির্ব্বচনীয় বল শক্তি প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আত্মার স্রষ্টা পাতা বিধাতা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার সত্যজ্ঞান অমৃতভাব সকলে জাজ্বল্যতর রূপে অনুভব করে। আত্মার জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গল-রশ্মি দেখিয়া সেই অনাদ্যনন্ত ভূমা ঈশ্বরের জ্বলন্ত জ্যোতি

সন্দর্শন কর। সূর্য্যকিরণেই যেমন চন্দ্রের শোভা, তেমনি ঈশ্বরের অতুলন প্রভাবেই আত্মার সৌন্দর্য্য। সূর্য্য দূরে থাকিলে যেমন চন্দ্র প্রভাহীন মলিন হইয়া পড়ে, তেমনি পরমাত্মা হইতে আত্মা অন্তরে থাকিলেই, তাহার সকল শোভা সৌন্দর্য্য বলশক্তি বিলুপ্ত হয়। পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এখন আত্মা পরমাত্মার সহিত সরল রেখায় অবস্থান করিতেছে বলিয়াই সে এত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া জনসমাজ আলোকিত করিয়াছে, এই মর্ত্ত্যলোকে অমৃতের ভাব প্রচার করিতেছে। সেই শোভার আকর, জ্যোতির সাগর, সত্যজ্ঞান মঙ্গল অমৃতের একায়তন ঈশ্বরের প্রতি সকলে একবার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন কর। যাঁর অমৃত-ক্রোড়ে আত্মা অবস্থান করিয়া—অহর্নিশি যাঁর অতুলন মঙ্গল জ্যোতি লাভ করিয়া সে দেবপ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বিমল প্রাতঃকালে তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহার পূজার্চ্চনা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই আমারদের মহোৎসব। দেবলোকে দেবতারা যে উৎসব-আনন্দে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, আমারদের পরম সৌভাগ্য আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অসামান্য করুণা যে, আমরা মর্ত্ত্যের কীট হইয়াও সেই উৎসব আনন্দ ভোগের অধিকারী হইয়াছি! আইস, সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহাকে নমস্কার করি।

শুক্রাদি-দীর্ঘাদি-ঘনাদি-হীনম্,
অগোচরং যচ্চ বিশেষণানাম্।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং
রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

সায়ংকাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

মনুষ্য আনন্দেরই ভিখারী। আনন্দের সমান প্রিয় ও প্রার্থনীয় বস্তু তাহার আর দ্বিতীয় নাই। সে যে কোন কার্য্য করুক, আনন্দলাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। মনুষ্য বিষয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হউক, সুরা-অপ্সরাতেই আসক্ত থাকুক, নৃত্য-গীতে ক্রীড়া-কৌতুকেই অনুরক্ত হউক অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান-অর্জ্জনেই কালক্ষেপ করুক আনন্দ-স্পৃহা চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আনন্দের প্রবল তৃষ্ণা মনুষ্যের অন্তরে সন্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই, মনুষ্য এই মর্ত্ত্যধামে সজীব ও সচেষ্ট ভাবে বিচরণ করিতেছে। তাহার আত্মার অভ্যন্তর হইতে আনন্দ-স্পৃহা অন্তরিত করিয়া দিলে অমনি সে এককালে নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, সংসার তৎক্ষণাৎ নিরানন্দময় স্তব্ধ ক্ষেত্র রূপে পরিণত হয়। করুণাময় ঈশ্বর মানব-আত্মাতে আনন্দের একটী স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সমগ্র সংসারকে আনন্দ-ক্ষেত্র করিয়া রাখিয়াছেন—মনুষ্যের জীবনকে অক্ষত অব্যাহত, উদ্যম-উৎসাহপূর্ণ এবং তাহার আত্মাকে অপরাজিত-শক্তিসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য যে কোন কার্য্য করুক, আনন্দলাভই তাহার উদ্দেশ্য। আনন্দ তাহার নিকটে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। মুক্তাফল হস্তগত করিয়া সে আনন্দিত হইবে, এজন্য সে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া তরঙ্গ-পূর্ণ সাগর-গর্ব্ভে নিমগ্ন হয়। রজতকাঞ্চন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-লাভ করিবে, একারণ সে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ভ মধ্যে

প্রবেশ করে। দুর্লভ রত্ন-রাজি আহরণ করিয়া আনন্দে দিনপাত করিবে, এ নিমিত্ত মনুষ্য অকুতোভয়ে নির্জ্জন বনে প্রবিষ্ট হয়, অভ্রভেদী গিরিচূড়ায় আরোহণ করিয়া থাকে। নবতর, কল্যাণতর বিষয় সকল অবগত হইয়া আনন্দ অনুভব করিবে, ইহারই জন্য সে শিক্ষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। উজ্জ্বল সত্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া আনন্দে অভিষিক্ত হইবে, তজ্জন্য শিক্ষার্থী শারীরিক সুখ-সচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দিবারাত্রি উৎকট পরিশ্রমে, নিদারুণ চিন্তায় কালাতিপাত করে। পর্য্যটক নূতন দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবে, এ নিমিত্ত স্বদেশ ও স্বজাতি এবং আত্মীয় পরিবারের প্রতি বিমুখ হইয়া দেশ দেশান্তরে নদী-গিরি-সমুদ্র, বন-উপবন, নগর-গ্রাম পর্য্যটনে ব্যাপৃত হইয়া ভোজন-পান, শয়ন-উপবেশনাদির অন্যথা-নিবন্ধন কত দুঃসহ ক্লেশই সহ্য করিতেছে, কতশত লোক নিরুদ্দেশ হইয়া রহিয়াছে, কতশত মনুষ্য ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। কেহ বা নির্জ্জন বনে, কেহ বা তুষার-মণ্ডিত গিরি-ক্রোড়ে, কেহ বা অদৃষ্টপূর্ব্ব নগর গ্রামে, কেহ বা নির্বান্ধব স্থানে আনন্দ-স্পৃহা চরিতার্থ হইতে না হইতেই অকালে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিতেছে। আনন্দ মনুষ্যের পরম প্রার্থনীয় বস্তু না হইলে, কে এত দুর্ব্বিষহ কষ্টক্লেশ সহ্য করিত? কেই বা ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইত? এমনই দুর্নিবার আনন্দ-স্পৃহা মানব-আত্মার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, যে তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান প্রকৃত আনন্দপ্রদ বস্তুকে প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হইলেও, মনুষ্য উন্মত্ত হইয়া নানা বিষয়ের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বালক, আনন্দ-লালসায় কখন বা জ্বলন্ত অগ্নিকে, কখন আকাশের, চন্দ্রকে ধারণ করিতে ধাবিত হয়। যুবা আনন্দেরই লোভে কখন বা রাক্ষসীস্বরূপা মায়াবিনী অপ্সরায়, কখন বা প্রত্যক্ষ-গরল-সদৃশ-সুরাপানে আসক্ত হইয়া ধন-ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য-সম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া এককালে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। পরিণত-বয়স্ক কতশত মনুষ্য যশোমান খ্যাতি-প্রতিপত্তিমূলে আনন্দ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম-প্রমাদ বশত, তাহারদেরই আলোড়ন অভিষেকেই দুর্লভ জীবন-কাল অতিবাহিত করে।

নৈসর্গিক আনন্দের অযুত অগণ্য সাজ সজ্জা আমারদের অধোঊর্দ্ধে-সম্মুখ-পশ্চাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আনন্দের অতুলন আদর্শ আমারদের আত্মাতে। পরিষ্কৃত সৌধরাজি, পরিচ্ছন্ন উদ্যান-কানন, সুচিক্কণ বস্ত্রালঙ্কার, সুসজ্জিত উৎসবভূমি, সুমধুর বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-ধ্বনি, সুশ্রাব্য সংগীতালাপ এ সমস্ত আনন্দের উপকরণ, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আনন্দের মূল আমারদের আত্মাতে। সেই আত্মদৃষ্টি উজ্জ্বল থাকিলেই মনুষ্যকে আনন্দের জন্য দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া আর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে হয় না। আনন্দ-লালসায় পথহারা হইয়া, ধন-ঐশ্বর্য্যে, স্বাস্থ্য-সম্পদে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয় না। অপেয়পানে, অসেব্য-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইবারও আশঙ্কা থাকে না। আনন্দ-সম্ভোগ-ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হইলে, পতঙ্গের ন্যায় একবারে জ্বলন্ত অনলে নিপতিত না হইয়া আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা একবার অবগত হওয়া উচিত, যে আমারদের আত্মা কিরূপ আনন্দের প্রার্থী। তাহা সুস্পষ্ট রূপে জানিতে

PAGES CONTAINS

পারিলে মৃগনাভি-সৌগন্ধ-লোলুপ অবোধ হরিণের ন্যায় আর ফুল-ফুলে, তরু-গাত্রে প্রস্তর-কণ্টকে সে সৌরভ অন্বেষণ করিতে হয় না।

ঈশ্বর আমারদের আত্মাকে তাঁহার সন্নিহিত করিবার জন্যই অন্তরে দুর্নিবার আনন্দ-স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন। এবং সেই দুর্নিবার আনন্দ-লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সেই আনন্দের অনন্ত উৎস করুণাময় পুরুষ স্বয়ংই আমারদের আত্মাকে তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন এবং আত্মার অভ্যন্তরেই প্রকাশ পাইতেছেন। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর পক্ষে মাতৃ-ক্রোড় এবং মাতৃ-দুগ্ধই যেমন সুখ-সচ্ছন্দতা বল-পুষ্টি-লাভের এক মাত্র কারণ; ক্রোড়চ্যুত হইলে—মাতার স্তন্য-সুধা প্রাপ্ত না হইলে, যেমন তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে বল পুষ্টি লাভ হয় না, স্বাভাবিক শ্রীসৌন্দর্য্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি সেই আনন্দ-স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ভূলোক দ্যুলোকে পরিভ্রমণ করিলেও তদ্দ্বারা অনন্ত-উন্নতিশীল আত্মার আন্তরিক আনন্দ-স্পৃহা চরিতার্থ হয় না, এবং যথাযোগ্য-রূপে তাহার শক্তি সামর্থ্যও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মাতৃ-ক্রোড়-হারা শিশুকে যেই কেন স্নেহ-ভরে আপনার বক্ষে ধারণ করুক না, জননীর স্তন্য-সুধার পরিবর্ত্তে যতই কেন তাহাকে স্তন-দুগ্ধ-সদৃশ অন্য পদার্থ প্রদত্ত হউক না, সে যেমন তাহাতে প্রকৃত তৃপ্তি এবং স্বাভাবিক স্বাদ প্রাপ্ত না হইয়া মাতার জন্যই ক্রন্দন করে, মাতৃ-দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর প্রাণে মাতাকেই অন্বেষণ করে, মনুষ্য তেমনি কি ইন্দ্রিয়-সেবায়, কি বিষয়-বিত্ত-উপভোগে যতই কেন প্রবৃত্ত হউক না, তাহার প্রার্থনীয় আনন্দের যথার্থ আস্বাদন প্রাপ্ত না হইয়াই তাহাকে তত্ত কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে, বিষয় হইতে অপর বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণাতুর হইয়া ধাবিত হইতে হয়, কিন্তু কুত্রাপি তাহার সে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। শিশুর পক্ষে মাতার অভাব যেমন কেহই পূরণ করিতে পারে না, মাতৃ-দুগ্ধের প্রকৃত স্বাদ যেমন তাহাকে আর কেহই দিতে সমর্থ হয় না, আত্মার স্পৃহনীয় আনন্দ তেমনি কি ইন্দ্রিয়-গ্রাম, কি বিষয়-সাম্রাজ্য কেহই প্রদান করিতে শক্ত হয় না। অন্যের স্নেহ-মমতা, অন্যবিধ উপহার উপকরণ যেমন শিশুকে কেবল ভুলাইয়া রাখিবার জন্যই, তেমনি ইন্দ্রিয়-জনিত, বিষয়-জনিত যে আনন্দ, তাহা কেবল আত্মাকে কিছুকালের জন্য মুগ্ধ রাখিবারই নিমিত্ত। শিশু কিছু দিন মাতার জন্য রোদন করিয়া মাতৃ-দুগ্ধ অন্বেষণ করত লোকান্তরগত জননী লাভে নিরাশ হয়, অন্যের স্নেহমমতা, অন্যবিধ ভোজ্যপান প্রাপ্ত হইয়া অগত্যা মাতাকে ভুলিয়া যায় কিন্তু অনন্ত-উন্নতিশীল অমর আত্মা সেরূপ কদাচই সেই আনন্দের সাগরকে বিস্মৃত হইতে পারে না। যত সে পার্থিব বস্তুতে আনন্দ-লাভে নিরাশ হয়, যত সে সংসারের নিকটে আনন্দ-উপভোগে বঞ্চিত হইতে থাকে, ততই তাহার সেই আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়, ততই তাহার তত্ত্ব-অনুসন্ধান-ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তাহার যতই আনন্দের পার্থিব নশ্বর উপাদান সকল বিনষ্ট হইতে থাকে, ততই শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া তাহার আত্মাকে অবিনশ্বর ঈশ্বরের প্রতি অগ্রসর করিয়া দেয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সম্পদ যত অপহৃত হয়, ততই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া তাহার আত্মাকে সেই আনন্দের নিধান ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত করে; প্রতি দুঃখের কষাঘাতে, শোক-তাপের তীব্র তাড়নায় তাহার জ্ঞান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন মনুষ্য মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, আপনার অন্ধতা মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্তে ঈশ্বরেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই আনন্দ-স্বরূপের শরণাগত হইয়া যোগানন্দ—প্রেমানন্দ—ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করত কৃতার্থ হয়। তখন তাহার মানস-রসনা পরিতৃপ্ত হয়, আনন্দ-স্পৃহা চরিতার্থ হয়, তাহার জীবন-স্রোত প্রকৃত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্তি মঙ্গল লাভ করে। ঈশ্বর এইরূপ বিচিত্র কৌশলে তাঁহার স্নেহের ধন আনন্দ-পিপাসু জীবাত্মাকে স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া নিত্য নূতন আনন্দে পরিপালন করিতে থাকেন।

হে আনন্দ-পিপাসু সাধু সজ্জন সকল! তোমরা যদি আনন্দ লাভের নিমিত্ত এই উৎসব-ভূমিতে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে কেবল এই দীপালোক, পুষ্পমালা, বাহ্য সাজসজ্জা দেখিয়াই নিরস্ত হইও না। এ সকল আনন্দের উপকরণ কতক্ষণ তোমারদিগের আনন্দ-স্পৃহাকে পোষণ করিবে? যদি সুমধুর সংগীত-আলাপ, সুশ্রাব্য বেদ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উৎসব-আনন্দ উপভোগ করিবে, এই আশাতে উত্তেজিত হইয়া, এখানে উপবেশন করিয়া থাক, তাহা হইলে আর এক-ঘণ্টা-কাল পরেই তো সে সকল সমাপ্ত হইবে? আমারদের আত্মার যে দুর্নিবার আনন্দ-লালসা, তাহা যে একদিন, একরাত্রি বা এক ঘণ্টাকালের মধ্যে পরিসমাপ্ত হইবার নহে!

মাঘের এই পবিত্র একাদশ দিবসীয় মহোৎসব তাদৃশ ক্ষণিক আনন্দ-দ্বার প্রমুক্ত করিয়া দিবার জন্য প্রসূত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য অতীব মহান্, ইহার লক্ষ্য যার পর নাই কল্যাণকর। এই দেব-সেব্য পবিত্র ধর্ম্ম, ভূলোক, দ্যুলোকে প্রাকৃতিক পদার্থে শোভা সৌন্দর্য্য আনন্দের ছটা প্রদর্শন করিতে কেবল অবতীর্ণ হন নাই; যাঁর আনন্দের একটি স্ফুলিঙ্গ সমুদায় চরাচরকে আনন্দ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁর একবিন্দু আনন্দে সমুদায় জীবজন্তু সঞ্চরণ করিতেছে, সেই আনন্দের আকর, অমৃতের সাগর ঈশ্বরকে জানিবার উপদেশ দিবার জন্যই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই জ্ঞান-গম্ভীর স্নেহ-মধুর উপদেশ সকলে শ্রবণ কর, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই আমারদের স্রষ্টা পাতা, তিনিই আমারদের পিতা মাতা, তিনিই আমারদের অনন্ত কালের আশ্রয়, অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। এই পবিত্র ধর্ম্ম তাঁহাকে দূরে নয়, আমারদের প্রত্যেকের আত্মার মধ্যেই প্রদর্শন করিতেছেন। হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর যে, জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, আশা পূর্ণ হইবে, অনন্ত কালের জীবিকা অক্ষয় আনন্দ লাভ করিবে এবং এই উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

হে আনন্দস্বরূপ! তুমি আমারদের সকলের নিকটে প্রকাশিত হও। তোমার আনন্দ-জ্যোতিতে আমারদের অন্তরের বিষাদ-অন্ধকার বিদূরিত কর। এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-পরিপূর্ণ মোহময় সংসারে তুমি আমারদের আত্মাতে ধ্রুব তারার ন্যায় বিরাজ কর, আমরা তোমাকে দেখিয়া,

তোমার আনন্দামৃত পান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানকার কার্য্য সম্পাদন করত অনন্ত উন্নতি-পথে উত্থিত হইবার বল-শক্তি লাভ করি। এই মর্ত্ত্য লোকে নিত্য নূতন আনন্দ, নিত্য নূতন উৎসব সম্ভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মধামের প্রতি অগ্রসর হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্ত দর্শন।

চতুর্থাধিকরণ।

সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪।

অর্থ। সমন্বয় দ্বারা সমস্ত বেদ বেদান্ত ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক।

তাৎপর্য্য।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই সূত্রের নিম্নস্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে।"

এস্থানে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদমন্ত্র সকল যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের জ্ঞাপক এমত উক্ত হয় নাই। তৎসমূহ কেবল পরম্পরায় ব্রহ্মকে দেখান এই মাত্র কথিত হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায় স্বীয় পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে "বেদ ব্রহ্মকেও কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন, তবে সমুদয় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপে হইতে পারেন।" এই আশঙ্কার সমুচিত উত্তর তিনি প্রদান করেন নাই। তবে যে তিনি লিখিয়াছেন "সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়" ইত্যাদি, সে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগাভিপ্রায়ে নহে। কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদেরই তথা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উপনিষৎ রূপ বেদশিরোভাগ সকল যাহা সাধারণতঃ বেদান্ত নামে উক্ত হইয়া থাকে তাহারই আদি অন্ত মধ্যে ও পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যেরা সেই বেদান্ত শাস্ত্রেরই অক্রিয়াপরতা ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদকতা দর্শাইয়াছেন। শাস্ত্রে তাৎপর্য্য-নির্ণয়ার্থ যে লিঙ্গষট্‌ক * আছে তাহা তাঁহারা কেবল বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়া তদর্থকে এক মাত্র ব্রহ্মেতে সমন্বিত করিয়াছেন। সেই আচার্য্যদিগের বাক্যানুসারে মহাত্মা রাজা বেদের প্রথমে

* উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি এই ষড়বিধ নিয়ম লিঙ্গষট্‌ক নামে উক্ত হয়। ইহা প্রয়োগ দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্যের অবগতি হয়। নতুবা অর্থান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার আরম্ভ ও অন্ত পাঠ করিয়া তাহা করা উচিত। এই নিয়মের নাম "উপক্রমোপসংহার"। দ্বিতীয়তঃ দেখা উচিত যে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় সে শাস্ত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে কিনা। এই নিয়মের নাম "অভ্যাস"। তৃতীয়তঃ বুঝিতে হইবে যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি তদ্বিরোধী প্রমাণের অবিষয়ীভূত রূপে দর্শিত হইয়াছে কিনা। তাহা যদি হইয়া থাকে তবে তাহাই "অপূর্ব্বতা" শব্দে কথিত হয়। চতুর্থতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ফল নিরূপণকে "ফল" কহে। পঞ্চমতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা ও তদ্বিরোধী বিষয়ের নিন্দা পাঠদ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবধারণ। ইহাকে অর্থবাদ কহে। অর্থবাদবাক্য সকল উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশংসা বা নিন্দার্থপূর্ণ বিধায় তৎসমস্তের যথাশ্রুত অর্থের শাস্ত্রবিচারে প্রামাণ্য নাই। ষষ্ঠতঃ সদর্থযুক্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় যে হৃদয়ঙ্গম হয় তাহার নাম উপপত্তি। এই ষড়্‌বিধ নিয়ম যদি বেদান্ত শাস্ত্রে প্রযোগ করা যায় তবে নিশ্চয় হইবে যে একমাত্র ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য, তাহার আদ্যন্তে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। তিনি ক্রিয়ার অবিষয়ীভূতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মোক্ষ ফল বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মের প্রশংসা এবং কর্ম্মজ্ঞানের ও কর্ম্মের নিন্দা বিবৃত হইয়াছে। এবং আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি অনুভব ও যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শেষে ও মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ উক্ত লিঙ্গষট্‌ক দ্বারা বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় কাণ্ডকে ব্রহ্মের "স্বরূপ" প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করা সাহস মাত্র। কেননা, যদিও কর্ম্মকাণ্ডীয় বিস্তর শ্রুতি ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, এবং যদিও অনেক অস্পষ্ট ক্রিয়াসাধক শ্রুতিকে ব্যুৎপত্তি-বলে ব্রহ্মপররূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি এমত অনেক শ্রুতি আছে যাহার ক্রিয়াপরত্ব খণ্ডন করা অসাধ্য। তদবস্থায় সমগ্র বেদকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের জ্ঞাপক বলা সম্ভব নহে। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রের আকাঙ্ক্ষা আছে যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ "স্বরূপ" জ্ঞাপক। যে সমস্ত শাস্ত্রের শিরোভাগস্বরূপ বেদান্ত-শব্দ-বাচ্য উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূক্ত সকল যে তাদৃশ "স্বরূপ" জ্ঞাপক এবং তদ্ভিন্ন কোনরূপ ক্রিয়ার জ্ঞাপক নহে, তাহা এই বর্ত্তমান সূত্রে আচার্য্যেরা সুন্দর রূপে দর্শাইয়াছেন; তৎসমস্ত ব্যাখ্যার সংক্ষেপ বিবরণ পরে উক্ত হইবে। ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগও যে ব্রহ্ম "স্বরূপের" জ্ঞাপক তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই বলেন নাই। তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব কিছু না বলিলে উক্ত আশঙ্কার পূরণ হয় না এবং মহাত্মা রামমোহন যে প্রাগুক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাও এক প্রকার বিনা মীমাংসায় থাকিয়া যায়। এই কারণে সমস্ত বেদেরই ব্রহ্মপরতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে সকল উক্তি ও সিদ্ধান্ত আছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। রাজা রামমোহন রায় বেদের পরম্পরা ব্রহ্মপরতা ও জ্ঞান-প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে আভাসমাত্র দিয়া, তৎপ্রমাণস্থলে যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই এস্থলে অবলম্বনীয়। সেই শ্রুতি এই।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।

যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যাঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিতি।"

নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মক্রিয়া হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই সৃষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং ত্রিকাল হইতে ভিন্ন ঈদৃশ সর্ব্ব-ব্যবহার-গোচরাতীত যাহা তুমি জান তাহা আমাকে বল। এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বচনে যমরাজ কহিলেন, সকল বেদ যে পূজনীয়কে অবিভাগে প্রতিপাদন করে, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা যাঁহাকে কহে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাকে আমি সংগ্রহ পূর্ব্বক বলি, তিনি ওঁ। ওঁ শব্দে ব্রহ্ম। এই শ্রুতি "সর্ব্বে বেদা" শব্দ দ্বারা সমস্ত বেদের ব্রহ্মপরতা প্রতিপাদন করিতেছেন। "তপাংসি * সর্ব্বাণি" বাক্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ক্রিয়ার ব্রহ্ম-জ্ঞাপকতা দর্শাইতেছেন। এবং শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্ভাষ্যে "সর্ব্বে বেদা যৎপদনীয়মবিভাগেন প্রতিপাদয়ন্তি" বলিয়া ব্যাখ্যা করত বেদ শাস্ত্রের "অবিভাগে" ব্রহ্ম-প্রতিপাদকত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অবিভাগ" শব্দের অর্থ "বিভাগক্রমে নহে।" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিবিশিষ্ট সমগ্র ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মকে কহিতেছেন এই তাৎপর্য্য। ফলতঃ শুদ্ধ বেদবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যের উপলব্ধি হয় না। যুক্তি ও বিচার দ্বারা অভিপ্রায় নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লৌকিক যুক্তি শাস্ত্রীয় বিচারে অশ্রদ্ধেয়। এ জন্য ঋষি ও আচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলিব। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে

* "তপঃ" শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া। যথা শব্দকল্পদ্রুমে। "তপঃ" বৈধক্লেশজনকং কর্ম্ম। ব্রাহ্মণস্য তপোমূলং যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়এবচ।

যে ব্রহ্ম হইতে ঋগ্বেদাদি সমস্ত বেদ শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সমগ্র বেদ শাস্ত্র ক্রিয়া-পর মন্ত্র ও বিধিবাক্যে যেমন পূর্ণ, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক সূক্ত ও উপনিষৎ-বাক্যেও পূর্ণ। ফলকামীদিগের অধিকার-দৃষ্টিতে মন্ত্র ও বিধি, এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীদিগের অধিকারানুসারে ব্রহ্মস্বরূপাববোধক শ্রুতি সমূহের প্রেরণা। মন্ত্রময় যাগাদি ও বিধিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমূহ অপূর্ব্ব, শুভ ফল ও শুভাদৃষ্ট সঞ্চয়ের জন্য। সেই সমস্ত মন্ত্র ও ক্রিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা-ভেদে একমাত্র ঈশ্বরকেই ফলদাতা ও স্বস্ব অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু "বেদ্য" রূপে তাঁহার "স্বরূপ" প্রকাশ করায় তৎসমূহের অধিকার নাই। সে অধিকার কেবল বেদান্তের। "ফলমত উপপত্তে" ইত্যাদি কতিপয় সূত্রে বেদান্ত দর্শন মীমাংসা করিয়াছেন যে "কর্ম্মভিরারাধিতঈশ্বরঃ ফলদাতা" বেদমন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম আরাধিত হইলেও সমস্ত ক্রিয়াতে ঈশ্বরই ফলদাতা। কেন না, "অচেতনস্য কর্ম্মণোঽপূর্ব্বস্য বা তারতম্যেন প্রতিনিয়তং ফলং দাতুং ন সামর্থ্যমস্তি" অচেতন কর্ম্মের বা অচেতন অপূর্ব্বের তারতম্যরূপে প্রতিনিয়ত ফলদানে সামর্থ্য নাই। অতএব ক্রিয়ার্থ বেদমন্ত্রে ঈশ্বর "স্বরূপতঃ" প্রতিপাদিত না হউন, কিন্তু তাহাতে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে ফলদাতারূপে তিনি উহ্য আছেন। "সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ।" নানা দেশের নদ নদী সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞবন্দনার ঈশ্বরেতেই তাৎপর্য্য। মহর্ষি জৈমিনী স্বয়ং কহিয়াছেন "নানা দেবতা পৃথক্ জ্ঞানাৎ।" জ্ঞানের ভিন্নতা জন্য নানা দেবতার স্বীকার। ব্যাসদেব কহিয়াছেন "নানাশব্দাদিভেদাৎ।" নানা শাস্ত্রাচার্য্যের নানা উপদেশ ও অধিকারের ভিন্নতা হেতু পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞোপাসনা। "বিকল্পবিশিষ্টফলত্বাৎ" পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াতে পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট ফল আছে, এজন্য উপাসনাদি ক্রিয়ার ভিন্নতা। নতুবা বিকল্পে সে সমস্ত এক। কিন্তু সমস্ত প্রকার উপাসনার মধ্যে যে উপাসনা বা কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত তাহাই জ্ঞানের কারণ। ব্যাস কহিয়াছেন "যদেব বিদ্যায়তি হি"। আচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "সোপাসননিরুপাসনয়োঃ তারতম্যেন বিদ্যাসাধনত্বমিতি।" সোপাসন কর্ম্ম অর্থাৎ সগুণ-উপাসনা এবং নিরুপাসন কর্ম্ম অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনা উভয়ই তারতম্যানুসারে জ্ঞানের উপযোগী। তন্মধ্যে নির্গুণ কর্ম্ম অর্থাৎ নিরুপাসন কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত বিধায় তাহারই মুখ্যত্ব। কেননা তাহার দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য-রূপে প্রকাশ পান। আর আত্মজ্ঞান-বিহীন যে ক্রিয়া, যাহার মন্ত্র সমূহ গৌণ অর্থাৎ পরমাক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মবোধক নহে, তাহাতে ব্রহ্ম কেবল উহ্য মাত্র। ফলে সেই সকল জ্ঞানহীন ক্রিয়া ও মন্ত্রের যে ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই *। কর্ম্মী সেই পরম তাৎপর্য্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ, কেননা কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত তাঁহার চিত্ত অশান্ত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী সমস্ত ক্রিয়ার ফলদাতা স্বরূপ এবং ঋগ্বেদাদি সর্ব্ববেদের পরমাক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া অনিত্য কামনা এবং ফলার্থ ক্রিয়া হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এতাবতা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ যে ব্রহ্মকে অজ্ঞাত ও ফলদাতারূপে প্রকাশ করে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদও সেই ব্রহ্মকেই জ্ঞাত, স্বরূপতঃ বেদ্য ও পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিপন্ন করে। অতএব সমস্ত বেদই সামান্যতঃ ব্রহ্মপর। সমস্ত বেদই ব্রহ্মের প্রমাণ। কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্ম "স্বরূপ" প্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতি তাহাই মুখ্য। তাহারই নাম বেদান্ত। শাস্ত্রেতে সেই মুখ্য শ্রুতি সমূহেরই আদর। তাহা লইয়াই বেদের মহত্ত্ব। তাহাই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বলিয়া সমগ্র বেদ ব্রহ্মের প্রমাণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মবোধক শ্রুতি না থাকিত তবে সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্রহ্মেতে, সমস্ত মন্ত্রেতেই ব্রহ্ম ফলদাতা রূপে অধিষ্ঠিত, এ সকল বেদবিচার সম্ভব হইত না। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি লইয়াই বেদ। মহর্ষি জৈমিনীও স্বীকার করিয়াছেন, "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।" যেখানে গৌণ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিধায়ক ও মুখ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। ব্রহ্ম-প্রতিপাদ্য শ্রুতি সকলের সহিতই বেদের প্রকৃত সম্বন্ধ এজন্য পর ব্রহ্মকে বেদান্ত-বেদ্য বলিলেই বেদবেদ্য বুঝাইবে। তাহাতে "তিনি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিরও বেদ্য কি না" এ ক্ষুদ্র প্রশ্ন স্থান লাভ করিতে পারে না। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারকেরা "উপক্রমোপসংহার" প্রভৃতি লিঙ্গষট্ক দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের অক্রিয়াপরত্ব ও ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা দর্শাইয়াছেন। তাহার দ্বারা সমস্ত বেদের ব্রহ্মপ্রধানতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিহিত ক্রিয়া যে অনিত্য ও গৌণমাত্র, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায় এই সমস্ত কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন মাত্র।—যথা-"কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-পরম্পরা ব্রহ্মকেই দেখান।"

* মনু কহিয়াছেন। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবতা পরমাত্মাই। অপরঞ্চ, "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং। "পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ বা ব্রহ্ম শাশ্বত বলেন। গীতাস্মৃতিতেও কহিয়াছেন "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং।" যাগ যজ্ঞাদি বেদোদ্ভূত। বেদ শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞেতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাৎপর্য্যতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বকর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর রূপে বর্ত্তমান এবং সমস্ত ক্রিয়াবিধি, মন্ত্র তাঁহাকে ফলদাতা ও যজ্ঞপুরুষ নারায়ণরূপে প্রতিপন্ন করে।

পাতঞ্জল-দর্শন।

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

ভাষ্য। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ কিং স্বভাবঃ? ইতি।

যে যোগীর নির্ব্বীজ সমাধি হয়, তাঁহার বুদ্ধি (চিত্ত) বিষয়শূন্য—ইহা এই কতক্ষণ হইল আপনাদের মুখে শ্রুত হইলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, আত্মা ত বুদ্ধি-বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধির রূপেই তাঁহার রূপ। এদিকে বুদ্ধি ত বিষয়শূন্য হইয়া নষ্ট হইলেন। অতএব এ অবস্থায়, সেই নির্ব্বীজ-সমাধি-যুক্ত বুদ্ধি-বোধ-স্বভাব আত্মাই (যোগী পুরুষ) কিরূপে অবস্থিত হইবেন?

এতদুত্তরে,—

(১ পাঃ ৩ য় সূঃ)

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।

বুদ্ধি-বোধ, আত্মার স্বাভাবিক রূপ নহে। উহা বুদ্ধি রূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত মাত্র। অতএব এই কল্পিত রূপ নির্ব্বীজ সমাধি অবস্থায় নষ্ট হইলে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আত্মার স্বাভাবিক রূপ দ্রষ্টৃত্ব। এই দ্রষ্টৃত্ব (জ্ঞান) রূপেই তখন তিনি অবস্থিত হইবেন।

আত্মার যদি দুইটি রূপ, একটি নিজের আর একটি ঔপাধিক, তবে ত আত্মার পরিণাম আছে। পরিণামী না হইলে ত দ্বিবিধ

রূপ হয় না। একটি রূপের তিরোভাব না হইলে ত আর একটি রূপের আবির্ভাব হয় না। পক্ষে যে আবির্ভাব তিরোভাব-শীল সেই পরিণমনশীল। অতএব প্রকৃতে পুরুষেরও যখন একরূপের তিরোভাব, আবার আর একরূপে আবির্ভাব দেখা যাইতেছে তখন পুরুষও পরিণমনশীল?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তির্যথা কৈবল্যে।

একথা অস্বীকার করি, "যাহার আবির্ভাব তিরোভাব আছে সে পরিণমনশীল" কিন্তু ইহা স্বীকরণীয় নহে "যাহারই দ্বিবিধরূপে প্রতীতি হয়, সেই আবির্ভাব-তিরোভাব-শীল।" যেহেতু শুক্তিকাও ত অবস্থাভেদে দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেও তবে আবির্ভাব-তিরোভাবশীল হউক। শুক্তিকা অবস্থাভেদে দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়াও যে আপন শৌক্তিক রূপে বঞ্চিত থাকে না তাহা অগ্রে স্পষ্ট করিয়া বলি, পরে এই দৃষ্টান্তে পুরুষেও ঘটাইতে হইবে। শুক্তিকাতে যখন রজত-ভ্রম হয় তখন তাহার সেই এক অবস্থা। এ অবস্থায় শুক্তিকা নিজ স্বাভাবিক শৌক্তিক রূপে প্রকাশিত (প্রতীত) না হইয়া রাজত রূপেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং শুক্তিকার এই রাজত রূপ একটি ধর। আবার যখন শুক্তিকাতে সেই রজত-ভ্রম নিবৃত্ত হইল, তখন তাহার সেই এক অবস্থা। এ অবস্থায় শুক্তিকা, নিজ স্বাভাবিক শৌক্তিক রূপেই প্রকাশিত হইতেছে। শুক্তিকার এই দ্বিতীয় রূপ ধর। এই ত শুক্তিকারও দুইটি অবস্থা হইল, এবং এক এক অবস্থায় তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপও প্রতিভাত হইয়া থাকে ইহাও অবগত হইলে। এখন কিরূপ বোধ হয়? শুক্তিকা রজত-ভ্রম-দশাতে নিজ রূপে ছিল, না তাহার পর রজত-ভ্রম-নিবৃত্তি-দশাতে সেই রূপে আবার আবির্ভূত হইল, এই রূপ কি বোধ হয়? না, এরূপ বোধ হয় না। অথবা এরূপ বোধ হইলেও সে বোধ ভুল। কেন? এক বস্তুতে অপর বস্তুর যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রম কহে। সুতরাং রজত-ভ্রম-দশাতে শুক্তিকাতে যে রজত বস্তুর জ্ঞান হইতেছে ঐ জ্ঞান রজতাতিরিক্ত অন্য বস্তুতেই বটে, সে বস্তু এখানে শুক্তিকা! এই যুক্তিতে সে সময় শুক্তিকা রজত রূপে প্রতীত হইলেও তাহার তখন নিজ শৌক্তিক রূপ অব্যাহত হইয়াই আছে। সেটি না থাকিলে যে রজত-ভ্রমের আধারই থাকিবে না। সুতরাং এরূপ স্থলে কিরূপে আর আবির্ভাব তিরোভাব স্বীকার করি। তবে যাহারই দ্বিবিধ রূপে প্রতীতি হয় সেই আবির্ভাব-তিরোভাবশীল এরূপ নিশ্চয় আর করিতে পারিলে না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিলাম। কিন্তু প্রকৃতে এই শুক্তিকা-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা পুরুষের কি হইল? পুরুষের যে দ্বিবিধ রূপে প্রতীতি হয় দেখিয়া আবির্ভাব-তিরোভাব-শীলতার অনুমান এবং সেই অনুমানমূলক তাঁহাতে যে পরিণামিত্বের আশঙ্কা হইয়াছিল, প্রকৃতে এই শুক্তিকা-দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই আশঙ্কাটি গেল, এই উপকার হইল। সে কিরূপ, শুক্তিকার যে এক অবস্থা ভ্রম ও এক অবস্থা সত্য—এই রূপ দুই অবস্থা লইয়া দৃষ্টান্ত দিলেন। পক্ষে আপনার পুরুষের ত এরূপ দুই অবস্থা নহে। সংসার ও নিরোধ দুই অবস্থাই ত সত্য। অতএব আপনি কিরূপে শুক্তিকা-দৃষ্টান্ত দ্বারা পৌরুষ রূপের 'আবির্ভাব তিরোভাব' ভাব ঘুচাইবেন? এইটিই ত তোমাদের প্রথম ভুল। সংসার ও নিরোধ দুই অবস্থাই সত্য বলিতেছ। বাস্তবিক তাহা নহে।

পুরুষের নিরোধ-অবস্থাটি সত্য বটে কিন্তু সংসার-অবস্থা অসত্য, অর্থাৎ ভ্রমাবস্থা। এই জন্যই সংসার-অবস্থার নামান্তর ব্যুত্থান হইতেছে। সুতরাং পুরুষ, সংসার বা ব্যুত্থান অবস্থাতে নিজ পৌরুষ (দ্রষ্টৃত্ব দর্শন, বা জ্ঞান) রূপে অবস্থিত থাকিয়াও সে-রূপে তখন প্রকাশিত হন না কিন্তু বুদ্ধির রূপের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক বিলক্ষণ রূপে তখন প্রকাশ হইয়া থাকেন যে রূপকে তোমরা বুদ্ধিবোধস্বরূপ বলিয়া অবগত আছ। আবার যখন নিরোধ-অবস্থা আইসে তখন শুক্তিকার উপরে রজত-ভ্রমের নিবৃত্তির ন্যায় ইহাঁর উপরেও সেই সংসার-ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তখন তাঁহার সেই ঔপাধিক বুদ্ধি-বোধ-স্বরূপতাও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ নিজ সেই পৌরুষ (দ্রষ্টৃত্ব) রূপেই তখন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকেন। অতএব ইহা স্থির হইল ও, পুরুষ, কি নিরোধ কি ব্যুত্থান (সংসার-ভ্রম) সকল অবস্থাতেই নিজ পৌরুষ (দ্রষ্টৃত্ব) রূপেই থাকেন, সুতরাং পৌরুষ রূপের আবির্ভাব তিরোভাব আশঙ্কা বা সেই আবির্ভাব তিরোভাবমূলক পুরুষের পরিণামিত্ব সন্দেহ, এ সমস্তই এখন নিবৃত্ত হইল।

অতঃপর একটি সন্দেহ,

আত্মা যদি সকল অবস্থাতেই নিজ পৌরুষ রূপেই আছেন তবে ব্যুত্থান ও নিরোধ এ দুই অবস্থার ভেদ আর কি রহিল। দুই অবস্থাই ত এক হইয়া উঠিল?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। ব্যুত্থানচিত্তেষু সত্যাং তথাপি ভবত্যাং ন তথা।

চিতিশক্তি (পুরুষ) ব্যুত্থান চিত্তে নিজ পৌরুষরূপে অবস্থিত থাকিয়াও ত প্রকাশিত হইতেছেন না, এই জন্যই ব্যুত্থানকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থা বলা যায়। আর কোন কারণ নাই। অর্থাৎ ব্যুত্থান ও নিরোধে পৌরুষ-রূপের অস্তিত্ব সমান থাকিলেও প্রতীতি হইতেছে না, এইরূপ-প্রতীতির ভেদ লইয়াই অবস্থার ভেদ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। কথং তর্হি?

পুরুষ যদি উভয় অবস্থাতেই সমান থাকেন, তবে উভয় অবস্থাতেই সমান প্রতীতি হয় না কেন? নিরোধ-অবস্থাতে যেমন তাঁহার পৌরুষ রূপে প্রতীতি হইতেছে ব্যুত্থান-অবস্থাতেও তাঁহার সেইরূপ পৌরুষরূপেই প্রতীতি হউক, কেন তাহা হয় না? ইহার কারণ কি?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ—

সূত্র ৪। বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র।

ভাষ্য। ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ।

ব্যুত্থান-অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি (বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধি) পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই তখন পুরুষের নিজ পৌরুষ রূপের প্রতীতি হয় না। আর কোন তাহার কারণ নাই। সে কি, এরূপ কারণ প্রদর্শনও ত অনল্প কৌতুকের বিষয় নহে। আপনার নিকটে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলে সে যতক্ষণ থাকিবে তাবৎ কাল আপনার নিজ স্বাভাবিক রূপ কি তাহার রূপের ছটায় ঢাকা পড়িবে? না, তাহা নহে। এখানে এ দৃষ্টান্ত বিসদৃশ হইল। এখানে দৃষ্টান্ত দ্বারা পদার্থ বুঝিতে হয় ত রক্তকাচাবৃত আলোককে দেখ, তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। দেখ, আলোকের শুভ্রত্ব নিজ রূপ, কিন্তু রক্তবর্ণ কাচ নিকটে থাকায় এখন তাহার সে শুভ্রত্ব রূপ প্রতীতি হইতেছে না। কিন্তু সেই সন্নিহিত রক্তকাচের রক্তিমতার সহিত এক

হইয়া রক্ত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। সেইরূপ এস্থলেও বুঝিবে। বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের নিকট আসিলে পুরুষের বৃত্তি (পৌরুষ রূপ+জ্ঞান) সেই সন্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তির (সুখ দুঃখাদির) সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং তখন আর তাঁহার নিজ বৃত্তির স্বতন্ত্ররূপে প্রতীতি বা প্রকাশ হয় না।

ভাবার্থ। পাতঞ্জল দর্শনে পুরুষ, আত্মা, জীব, চৈতন্য, চিতিশক্তি, চেতন ইত্যাদি শব্দ সকল এক পদার্থেরই প্রতিপাদক। এবং এদর্শনে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি এ সকল শব্দও একই পদার্থের বোধক। বিষয়াকারে বুদ্ধি পরিণত হইলে তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি কহে। ইহাও ত বুদ্ধি, এই জন্যই বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি এক বলা হইল। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিই বা কি, তাহাও একটু বিশদ করিয়া দি। বিষয় বলিতে জগতের চেতন পদার্থ ছাড়া সমস্তই। সে সমস্ত কি? শব্দ ১ স্পর্শ ২ রূপ ৩ রস ৪ গন্ধ ৫। এই পাঁচটি এবং ইহার স্থূল ভাগ। আকাশ ১ বায়ু ২ তেজ ৩ জল ৪ মাটি ৫ এই পাঁচটি। সমুদয়ে দশটি। ইহাকেই জড় জগৎ কহে। বিষয় ও জড় জগৎ বা বাহ্য (বাহির) একই। এ সকল, এই সকল পদার্থ সমষ্টির নামান্তর মাত্র। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-প্রণালী দিয়া বাহিরে (বিষয়ে) আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাতে বিষয়ানুরূপ সংস্কার (ছাঁচ) পড়ে। এই রূপ সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার নামই বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণাম। এই পরিণামকে বুদ্ধির বিশেষণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা কর, "বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধি" এইরূপ বলিও। ফলতঃ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি একই কথা, এটি যেন স্মরণ থাকে। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক। ব্যুত্থান অবস্থাতে পুরুষের নিজ বৃত্তি (দ্রষ্টৃত্ব), সন্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তির সহিত কিরূপে মিশ্রিত হয় এই কথাটি এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলিতে হইতেছে। যখন বুদ্ধিবৃত্তি, পুরুষের নিকট অপ্রার্থিত হইয়া উপস্থিত হন তখন পুরুষ, সেই স্বয়ং-উপস্থিত বুদ্ধিবৃত্তিতে নিজ দৃষ্টি (জ্ঞান) পাত করেন। (এই দৃষ্টিপাতকে প্রতিবিম্বপাত কহে) পুরুষের এই দৃষ্টিপাতই সকল অনর্থের (বন্ধনের) মূল। পুরুষ এই দৃষ্টিপাতেই বুদ্ধিধর্ম্মে (সুখ দুঃখাদিতে অধ্যস্ত হন। এদিকে ঐ বুদ্ধিবৃত্তিরূপা প্রকৃতি জড়া হইয়াও এই দৃষ্টিপাতেই চেতনা (অর্থাৎ চেতন-ধর্ম্মে অধ্যস্ত) হইলেন। সুতরাং প্রকৃতিরও এই দৃষ্টিপাতই সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বের মূল। এই পরস্পর ধর্ম্মের অধ্যাসই সংসারজনক। পুরুষ ও প্রকৃতি (বুদ্ধিবৃত্তি) পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মে যদি অধ্যস্ত না হইতেন তবে কেন এই সংসাররূপ ভ্রম-দশা উপস্থিত হইত। পুরুষের স্বাভাবিক (অনধ্যস্ত অনৌপাধিক) রূপ দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনাংশ মাত্র। এদিকে বুদ্ধির স্বাভাবিক রূপ কেবল কর্ত্তৃত্ব মাত্র। কিন্তু এইরূপ পরস্পরাধ্যাস হওয়াতেই পরস্পরের আর এরূপ শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশ হয় না। পরস্পরের স্বরূপ তখন মিশ্রিত হইয়া যায়। অর্থাৎ রক্তালোকে যেমন কাচের রক্তিমা ও আলোকের প্রকাশ ভাব দুই একত্র হয় তদ্রূপ এখানেও পুরুষের বৃত্তি জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃত্তি কর্ত্তৃত্ব এই দুই একত্র হইয়া যায়। "আমি চেতন ইহা করিতেছি" "আমি চেতন সুখী" বা "আমি চেতন দুঃখী" ইত্যাদি জ্ঞান সকল এই মিশ্রণ-ভাবের উদাহরণ। "দেখ, এই সকল জ্ঞানে বুদ্ধির বৃত্তি কেবল কর্ত্তৃত্বও প্রকাশিত হইতেছে না এবং পুরুষের বৃত্তি কেবল জ্ঞানও প্রকাশিত হইতেছে না। উভয়ই আছে। অতএব পুরুষের নিজ পৌরুষ বৃত্তির এই রূপ মিশ্রণ-ভাবই যে ব্যুত্থান অবস্থায় তাঁহার নিজ রূপের প্রতীতি না হইবার প্রতি অসাধারণ কারণ, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ক্রমশঃ।

AN UNFOUNDED CHARGE AGAINST THE PRADHAN ACHARYA.

Pundit Shiva Nath Sastri, M. A., Missionary, Sadharan Brahmo Somaj, has just published a pamphlet entitled "The New Dispensation and the Sadharan Brahmo Samaj." The work commences with a short historical sketch of the Brahmo Church. The Pandit concludes his historical notice of the Adi Brahmo Samaj with the following words:

"But whilst taking leave of this venerable father (Baboo Debendro Nath Tagore) I can not conceal the conviction, that it was an evil hour when he thought it fit to interpose his authority to check the tide of growing thought and progress in the Somaj, thereby shutting out *life*, and dooming his own church to inevitable decline."

The charge brought against the venerable Pradhan Acharya of "interposing his authority to check the tide of growing thought and progress in the Samaj" in the above lines is without any foundation. The writer here evidently alludes to the attitude of Baboo Debendra Nath towards Baboo Keshub chunder Sen when the latter made an attempt to introduce certain changes, called reforms, into the Samaj—an attempt which subsequently led to differences of opinion and brought about the first schism in the Brahmo Church. Baboo Debendra Nath Tagore did not certainly exercise his authority in any way to repress the freedom of the members of his Samaj. This will be proved by a reference to the facts of the schism. Keshub Babu made a representation to Baboo Debendra Nath that Brahmos, wearing the *upavita* should not be allowed to conduct divine service in the Brahmo Samaj. Now, some of the old ministers of the Samaj had not renounced the sacred thread. Debendra Babu was in a serious dilemma. On the one hand, he and his church owed a deep debt of gratitude to the thread-bearing ministers who had long been connected with the Samaj and had suffered much for its sake, and were all sincere Brahmos, though through the fear of offending and giving pain to their near and dear relatives, a fear which should not be viewed with too strict an eye considering the difficult position of a reformer in this country, they retained their *paitas*. On the other hand, he was not willing to act against the importunities of the enthusiastic Keshub from whom he hoped much. In such a serious position, the Pradhan Acharya took the course that must be admitted by every one to be the wisest and best under the circumstances. He ruled that the Brahmo *vedi* will be each time occupied both by a thread-bearing and a thread-shunning Brahmo. Baboo Debendra Nath took this step not only that he considered that full justice should be done to both the old and younger members of the Samaj, but also because he was desirous "to retain and harmonize both conservative and progressive elements in the Samaj." It must be noted that Debendra Baboo assured the progressive party that they would have, in the course of time, the full possession of the *vedi* when the conservative thread-bearing ministers would be no more. According to this proposal Baboo Debendro Nath asked Pundit Bijoy Krishna Gosvami, then a kith and kin follower of Keshub Babu, to conduct divine Service assisted by a thread-bearing minister on a certain service day. On the appointed day Baboo Debendro Nath expected the Pundit to come and act according to his request, but the Pandit refused to sit on the *vedi* with a *paita*-wearing Brahmo, and ascending the steps of the Adi Samaj building, harangued the mob in the street on the supposed assumption of papal power by Babu Debendro Nath Tagore. Keshub Baboo, fired by the ambition of becoming the all-powerful leader of a separate religious party, was bent upon breaking off all connection with the Adi Samaj, and so he declined to accept the affectionate and wise advice of his spiritual

teacher and friend. In this way took place the first schism in the Brahmo Samaj. We fail to perceive how Baboo Debendro Nath "interposed his authority to check the tide of growing thought and progress" as represented by Keshub Baboo and his party. From a careful consideration of the circumstances of the schism narrated above, it would appear that Debendra Baboo did nothing "to check the tide of thought and progress" but, on the contrary, made every possible effort to make it flow on without any obstruction or impediment, only taking care that it may not consign some of the old valued workers of the Samaj unto undeserved neglect and deprival of usefulness. No restraint was put upon the free exercise of individual liberty. There was no repression of freedom of thought, no arbitrary enforcement of doctrines, no dictatorial refusal to pay due attention to the representations of the members of every shade of opinion in the church. Every unbiassed mind will admit that Baboo Debendra Nath's decision of the *poita question* evinced an admirable spirit of toleration and a hearty desire to promote freedom of thought among the Brahmos, taking into consideration the fact that, while deciding the question, he looked to the best interests of both parties in the Samaj. The charge, then, of "interposing his Authority to check the tide of growing thought and progress" in the Samaj against the Pradhan Acharya falls to the ground. We exceedingly regret that our worthy friend, the Pundit, should have brought such an unfounded charge against a man whom he so much venerates as Baboo Debendro Nath Tagore.

Pandit Shiva Nath would have the world believe that Baboo Debendro Nath "shut out life" from the Adi Brahmo Samaj, and "doomed it to inevitable decline" by not acceding fully to the requests made by Keshub Baboo, and thus allowing him to secede from his Church. But that is quite against what time has proved to be the fact. Time has shewn of what "perilous stuff" Keshub is made (this the Pandit and his friends did after all recognize but too late; we say, too late, for they could not leave off all connection with that "stuff" without being tainted by it to a still appreciable extent) and we believe none will question that the Chief Minister really shut out *death* and not life to the exalted Theism of the Adi Samaj, and positively *saved* it from, and not doomed it to, inevitable decline, by the wise and judicious step he then took. It was not in an "evil hour," as the Sadharan Brahmo Missionary tells us, but it was in an especially auspicious hour, that the venerable *Pradhan Acharya* decided on acting according to the plan of harmonizing both conservative and progressive elements in the Samaj, and not according to that of giving greater power and authority to one of them at the expense of the other, a decision leading to the expulsion of the "perilous stuff" referred to above.

We take this opportunity to say a few words to our friends of the Sadharan Brahmo Samaj on the question of the renunciation of the sacred thread by Brahmin Brahmos. Puting on the *poita* does not materially interfere with our Faith, as we regard it simply as a badge of social distinction. It has no doubt a religious significance with Hindu-idolators, but with Brahmos it has none. The Brahmin Brahmo, who undergoes the ceremony of *upanayana* according to the ritual of the Adi Brahmo Samaj, does not put it on after performing idolatrous ceremonies. He thinks it advisable to wear it, because such a step is *not at all unbrahmic* and because its renunciation will be revolting to his countrymen and unnecessarily cause exceeding grief and great suffering to his near and dear relatives. We could never have advised Brahmos, whose first duty is to eschew idolatry in every way, to put on the sacred thread, had there been any thing unbrahmic in it.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবেক।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ ফাল্গুন রবিবার।

Registerd NO 52.

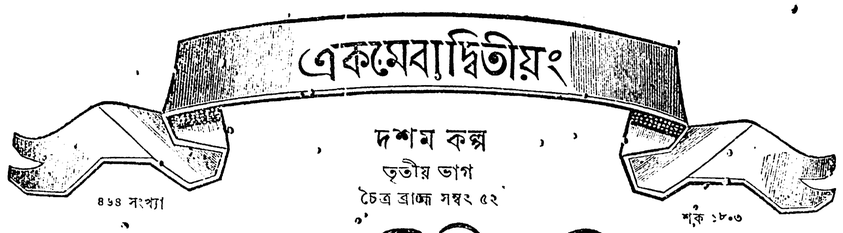

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বনিয়ন্তৃ, সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অথৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি। যএষ আদিত্যে পুরুষোদৃশ্যতে সোঽহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ' অনন্তরং 'হ এনং' ব্রহ্মচারিণং 'গার্হপত্যঃ' অগ্নিঃ অনুশশাস। 'পৃথিবী অগ্নিঃ অন্নং আদিত্যঃ ইতি' মমৈতাশ্চতস্রস্তনবঃ। তত্র যঃ 'আদিত্যে এষঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি' গার্হপত্যোঽগ্নিঃ যশ্চ গার্হপত্যোঽগ্নি 'সঃ এব অহং' আদিত্যে পুরুষঃ 'অস্মি ইতি' ॥ ১

অনন্তর ইহাকে গার্হপত্য নামক অগ্নি অনুশাসন করিল। পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন, আদিত্য; আমার এই চারি অঙ্গ। আর যে এই আদিত্যে পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই গার্হপত্য অগ্নি ঐ সূর্য্যে রহিয়াছি। ১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীযন্ত উপ বযং তৎভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতং এবং বিদ্বান্', যথোক্তং গার্হপত্যং অগ্নিং 'উপাস্তে' সঃ 'অপহতে' বিনাশয়তি 'পাপকৃত্যাং' পাপং কর্ম্ম 'লোকী' লোকবান্ 'ভবতি' 'সর্ব্বং' বর্ষশতং 'আয়ুঃ' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'জ্যোগ্' উজ্জ্বলং 'জীবতি' 'ন অস্য' বিদুষঃ 'অবরপুরুষাঃ' অবরাঃ সন্ততিজাইত্যর্থঃ। 'ক্ষীয়ন্তে' সন্ততুাচ্ছেদোন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তং বয়ং উপভুঞ্জামঃ' পালযামঃ। 'অস্মিন্ চ লোকে' জীবন্তং 'অমুষ্মিন্ চ' লোকে। 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' যথোক্তং তস্যৈতৎ ফলং ॥ ২

যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন তাঁহার পাপকৃত কর্ম্মফল্ বিনষ্ট হয়। তিনি, উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শত বর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল রূপে জীবন বহন করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমন্বাহার্য্যপচনোঽনুশশাসাপোদিশোনক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি। যএষচন্দ্রমসি পুরুষোদৃশ্যতে সোঽহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ হ এনং' 'অন্বাহার্য্যপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ 'অনুশশাস' 'আপঃ দিশঃ নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি' এতা মে চতস্রস্তনবঃ চতুর্ধা অহমন্বাহার্য্যপচন আত্মানং' প্রবি-

ভজ্যাবাস্থিতঃ। তত্র 'যঃ এষঃ চন্দ্রমসি পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি ইতি' 'সঃ এব অহং অস্মি ইতি' ॥ ১

তৎপরে অন্বাহার্য্যপচন নামক অগ্নি ইহাকে অনুশাসন করিলেন। জল, দিক, নক্ষত্র-সকল এবং চন্দ্রমা; ইহারা আমার অঙ্গ। এবং চন্দ্রমাতে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি ঐ চন্দ্রমাতে রহিয়াছি। ১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তউপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥২

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' 'অপহতে পাপকৃত্যাং' 'লোকী ভবতি সর্ব্বং আয়ুঃ এতি জ্যোগ্ জীবতি' 'ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে' 'বয়ং তং উপভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' ॥ ২

যিনি এই রূপ জানিয়া উপাসনা করেন তাঁহার পাপকর্ম্ম সকল বিনষ্ট হয়। তিনি উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শত বর্ষ জীবন ধারণ করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই রূপ জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশোদ্যৌর্বিদ্যুদিতি যএষবিদ্যুতি পুরুষোঽদৃশ্যতে সোঽহমস্মি সএবাহমস্মীতি ॥১

'অথ হ এনং আহবনীয়ঃ অনুশশাস' 'প্রাণঃ আকাশঃ দ্যৌঃ বিদ্যুৎ ইতি' মমাপ্যেতাশ্চতস্রস্তনবঃ। 'সঃ এষঃ বিদ্যুতি পুরুষঃ দৃশ্যতে সঃ অহং অস্মি সঃ এব অহং অস্মি ইতি' ॥ ১

তৎপরে আহবনীয় নামক অগ্নি তাহাকে অনুশাসন করিলেন। প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক এবং বিদ্যুৎ; ইহারা আমার অঙ্গ। এই বিদ্যুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় সেই আমি। আমিই আহবনীয় অগ্নি ঐ বিদ্যুতে রহিয়াছি। ১

সযএতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ যএতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥২

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে অপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি' 'সর্ব্বং আয়ুঃ এতি জ্যোগ্ জীবতি ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে' 'বয়ং তং উপভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ লোকে যঃ এতং এবং বিদ্বান্ উপাস্তে' ॥ ২

যিনি এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পাপকৃত কর্ম্মফল সকল বিনষ্ট হয়। তিনি উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, শতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হন এবং উজ্জ্বল রূপে জীবন বহন করেন। তাঁহার বংশে অশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা জন্মে না এবং বংশ ক্ষয় হয় না। আমরা তাঁহাকে এ লোকে এবং পরলোকে রক্ষা করি। যিনি এই প্রকার জানিয়া ইহাকে উপাসনা করেন। ২

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা আত্মবিদ্যাচ। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্য্যস্তমাচার্য্যোভ্যুবাদোপকোসল ৩ ইতি ॥ ১

'তে' পুনঃ সম্ভূয় 'হ উচুঃ' 'উপকোসল' 'এষা সোম্য' 'তে' তব 'অস্মৎবিদ্যা' অগ্নিবিদ্যেত্যর্থঃ 'আত্মবিদ্যা চ' 'আচার্য্যঃ তু তে গতিং বক্তা' বিদ্যাফলপ্রাপ্তয় 'ইতি' উক্ত্বোপরেমুরগ্নয়ঃ। 'আজগাম হ অস্য আচার্য্যঃ' কালেন 'তং আচার্য্যঃ অভ্যুবাদঃ' 'উপকোসল ইতি' ॥ ১

অগ্নিরা সকলে তাহাকে বলিল, হে উপকোসল, হে সোম্য, ইহা আমাদিগের বিষয়ক বিদ্যা এবং আত্ম-বিদ্যা। কিন্তু আচার্য্য তোমাকে ইহার গতি বলিয়া দিবেন। সমরে আচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আচার্য্য তাহাকে কহিলেন, হে উপকোসল। ১

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদইব সোম্য তে মুখংভাতি। কোনুত্বানুশশাসেতি।

কোনু মানুশিষ্যাদ্ভো ইতি হাপেব নিহ্নুতে ইমে নূনমীদৃশাইতি হাগ্নীনভ্যুদে কিংনু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি ॥ ২

'ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব' ব্রহ্মবিদঃ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি' প্রসন্নঃ ভাতি 'কঃ নু ত্বা 'অনুশশাস' ইত্যুক্তঃ প্রত্যাহ। 'কঃ নু মা অনুশিষ্যাৎ' অনুশাসনং কুর্য্যাৎ 'ভো' ভগবন্ 'ইতি' 'ইহ হ উপনিহ্নুতে ইব' ন যথাবদগ্নিভিরুক্তং ব্রবীতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথং 'ইমে' অগ্নয়ঃ ময়া পরিচরিতা উক্তবক্তুঃ 'নূনং' যতস্ত্বাং দৃষ্ট্বা বেপমানাইব 'ঈদৃশাঃ' দৃশ্যন্তে পূর্ব্বং 'অন্যাদৃশাঃ' সন্তঃ 'ইতি হ অগ্নীন্ অভ্যুদে' অভ্যুক্তবান্ অগ্নীন্ দর্শয়ন্। 'কিং নু সোম্য কিল' 'তে' তুভ্যং 'অবোচৎ ইতি' ॥২

ভগবন্ এই বলিয়া উপকোসল উত্তর করিল। আচার্য্য কহিলেন, হে সোম্য ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ প্রকাশ পাইতেছে, কে তোমাকে অনুশাসন করিল। তাহাতে উপকোসল যথার্থ বাক্য গোপন করার মত করিয়া অগ্নিদিগকে দেখাইয়া বলিল, ইহারা এখন এই প্রকার কিন্তু পূর্ব্বে অন্য প্রকার হইয়াছিল। আচার্য্য বলিলেন হে সোম্য অগ্নিরা তোমাকে কি বলিয়াছে।২

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে। লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহন্ত তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশমাপোন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

'ইদং ইতি হ প্রতিজজ্ঞে' ইত্যেবং প্রতিজ্ঞাতবান্ সর্ব্বং যথোক্তমগ্নিভিরুক্তমবোচৎ। যত আহ আচার্য্যঃ 'লোকান্ বাব' পৃথিব্যাদীন্ হে 'সোম্য কিল তে অবোচৎ' ন ব্রহ্মসাকল্যেন। 'অহং তু তে' 'তৎ' ব্রহ্ম যদিচ্ছসি তৎ শ্রোতুং 'বক্ষ্যামি' শৃণু। 'যথা পুষ্করপলাশে' পদ্মপত্রে 'আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে' 'এবং এবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন' শ্লিষ্যতে' ন সম্বধ্যতে। 'ইতি' এবং উক্তবতি আচার্য্য আহ 'উপকোসলঃ ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' আচার্য্যঃ ॥ ৩

অগ্নিরা তাহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহা আচার্য্যকে বলিল। আচার্য্য বলিলেন, হে সোম্য তাহারা তোমাকে লোকের বিষয় বলিয়াছে। কিন্তু আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিষয় উপদেশ দিব। যেমন পদ্মপত্রে জল সংস্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ যে এই রূপ জানে তাহাতে পাপকর্ম্ম সম্বদ্ধ হয় না। তাহাতে উপকোসল বলিল মহাশয় আমাকে বলুন। আচার্য্য তাহাকে বলিলেন। ৩

পাতঞ্জল-দর্শন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভাষ্য। তথাচ সূত্রং—

কি নিরোধ কি ব্যুত্থান সকল অবস্থাতেই প্রকৃত পক্ষে পৌরুষ বৃত্তি (দর্শন+জ্ঞান) একই। তবে ব্যুত্থান-অবস্থায় পরস্পারের বৃত্তি মিশ্রিত হওয়াতেই ঐরূপ বোধ হয়। অর্থাৎ তখন পুরুষের স্বরূপ (বৃত্তি) বুদ্ধি-বোধাত্মা বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই সিদ্ধান্ত-কথা এতক্ষণে বিবৃত করিলাম। এই কথাটির মধ্যে একটি মূল কথা আছে। "কি নিরোধ, কি ব্যুত্থান সকল অবস্থাতেই প্রকৃত পক্ষে পৌরুষ বৃত্তি (দর্শন+জ্ঞান) একই" এইটি সেই মূল কথা। এই মূল কথাটি কেবল আমরাই শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বাহির করিয়াছি এমন নহে, ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যের মস্তিষ্ক হইতেও এই মূল কথাটি বাহির হইয়াছে। দেখ, তাঁহার সূত্র এই রূপ,—

ভাষ্য। "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনং" ইতি।

"পুরুষের নিজ পৌরুষ বৃত্তি প্রকৃত পক্ষে একই। যেহেতু মিশ্রিত জ্ঞানই তখন জ্ঞান।" অর্থাৎ ব্যুত্থান-ভ্রম-দশাতেও পৌরুষ জ্ঞান ত আছে তাহাত আর নষ্ট হয় নাই। তবে মিশ্রণভাব হইয়াছে। তাহা হউক। তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। দুগ্ধ, জলের সহিত মিশ্রিত হইলেও লোকে দুগ্ধ-ইত বলে, জল ত আর বলে না? না হয় জোলো দুগ্ধই বলুক তাহা হইলেই কি,

জোলো দুগ্ধও ত দুগ্ধ ? তবে ইহা বলিতে পার জোলো দুগ্ধে দুগ্ধের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ থাকে না। সে কথা ত যথার্থ ; আমিও ত সেইরূপ বুদ্ধিবোধেও পুরুষের পৌরুষ বৃত্তি স্পষ্ট প্রকাশ থাকে না, ইহা স্বীকারই করিতেছি।

ব্যুত্থান-অবস্থায় বুদ্ধি ও পুরুষে পরস্পর এমন কোন্ সম্বন্ধ কল্পিত হয় যাহা দ্বারা পুরুষকে, সে অবস্থায় নিজ পৌরুষ বৃত্তির বর্ত্তমানেও অন্যের বৃত্তির উপভোক্তা (অর্থাৎ বুদ্ধিবোধস্বরূপ) হইতে হয় ?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। চিত্তং অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি, দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ।

স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ। বুদ্ধিবৃত্তি, পুরুষের স্ব (ভোগ্য)। পুরুষ, বুদ্ধিবৃত্তির স্বামী (ভোক্তা)। স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধ ত পরস্পর উপকার্য্য উপকারকতা না থাকিলে হয় না। ইহাঁদের উভয়ের উপকার্য্য উপকারক ভাব কোথা ? কেন, ইহাঁদের উপকার্য্য উপকারক ভাবও আছে। কিন্তু লৌকিক নহে। তবে কিরূপ ? চুম্বক ও লৌহ এই দুই পদার্থের যেমন পরস্পর উপকার্য্য উপকারকতা আছে তদ্রূপ। অর্থাৎ চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিধান মাত্রে উপকারী এবং লৌহ যেমন সেই সন্নিহিত চুম্বকের কেবল দর্শন মাত্রে (অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়াই) উপকার্য্য সেইরূপ ইহাঁদের মধ্যেও দেখ। দেখ, চুম্বককল্প বুদ্ধি, পুরুষের সন্নিধান মাত্রেই উপকারী, এবং এইরূপে পুরুষও দেখ, পুরুষও সেই সন্নিহিত বুদ্ধির দর্শন করিয়াই (অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়াই) উপকার্য্য। অতএব এরূপ স্পষ্ট উপকার্য্য উপকারকতা থাকিতে 'ইহাঁদের পরস্পর স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধ-কল্পনা কেন না করিব। ফলতঃ বুদ্ধি যখন স্পষ্ট দেখিতেছি দৃশ্য পদার্থ, দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম ইহাঁর অনুগত রূপ তখন দ্রষ্টৃত্ব-ধর্ম্ম-যুক্ত ব্যক্তির (পুরুষের) ইনি, কাজে কাজেই যে স্ব অর্থাৎ ভোগ্য হইলেন। পক্ষে (উল্টাইয়া দেখি) পুরুষ যখন স্পষ্ট দেখিতেছি দ্রষ্টাপদার্থ, দ্রষ্টৃত্ব ধর্ম্ম ইহাঁর অনুগত রূপ তখন দৃশ্যত্ব-ধর্ম্ম-যুক্ত ব্যক্তির (বুদ্ধির) ইনি, কাজে কাজেই যে স্বামী অর্থাৎ উপভোক্তা হইলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও ব্যক্ত করিয়া রাখি। এখানে বুদ্ধি ও পুরুষের স্ব-স্বামি-ভাব-সম্বন্ধ দেশ লইয়াও নহে, কাল লইয়াও নহে। কিন্তু এক মাত্র, উভয়ের যোগ্যতা লইয়া। সেই যোগ্যতাটি পুরুষের ভোক্তৃশক্তি স্বরূপ এবং বুদ্ধির ভোগ্যশক্তি স্বরূপ। অর্থাৎ পুরুষের ভোক্তৃশক্তিই বুদ্ধির স্বামী হইবার যোগ্যতা এবং বুদ্ধির ভোগ্য-শক্তিই পুরুষের স্ব হইবার যোগ্যতা। আহা চুম্বক ও লৌহসদৃশ বুদ্ধি ও পুরুষের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ !!

বুদ্ধি ও পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ-কল্পনার কর্ত্তা কে ? অবিদ্যা (অজ্ঞান)। অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত হয়। অবিদ্যাই তবে ইহার কারণ। অবিদ্যাই কারণ। ভাল, অবিদ্যা কাহার কার্য্য ? অবিদ্যা সেই উহাদের পরস্পরের যে স্ব-স্বামি-ভাব সম্বন্ধ তাহা হইতেই জন্মিয়াছে, সুতরাং তাহারই কার্য্য। সে কি, ইহাও কি কখনও সম্ভব উভয়েই উভয়ের কার্য্য এবং উভয়েই উভয়ের কারণ, ইহাও কি কখনও হইয়া থাকে ?

এতদুত্তরে,—

ভাষ্য। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে
পুরুষস্য অনাদিসম্বন্ধোহেতুঃ ॥ ৪ ॥

এক্ষণে উপসংহার করা যাইতেছে। "পুরুষের যে বুদ্ধি-বোধ-স্বরূপতা হয় তাহার কারণ কি ?" জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে "তাঁহাদের উভয়ের স্ব-স্বামি-

ভাব সম্বন্ধই তাহার কারণ" বলিলাম। অনন্তর আবার জিজ্ঞাসা করিলে, "এই সম্বন্ধের কারণ কি ? তদুত্তরে, অবিদ্যাকে তাহার কারণ বলিয়াও যদি নিস্তার না পাই, তবে "উহা অনাদি সম্বন্ধ" ইহাই বলিতে বাধ্য হইলাম। অর্থাৎ বীজ ও অঙ্কুরের, যেমন পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব অনাদি, সেইরূপ ইহাদের মধ্যেও স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ ও অবিদ্যা এ দুটিও অনাদি। ভাব এই— অবিদ্যা হইতেও সম্বন্ধের কল্পনা আবার সম্বন্ধ হইতেও অবিদ্যার কল্পনা হইতেছে। এইরূপ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং বীজাঙ্কুরবৎ উভয়ই উভয়ের জন্যও বটে, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ॥ ৪

ভাষ্য। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য।

সত্য বটে, শান্ত ঘোর ও মূঢ় নামক চিত্তবৃত্তি সকল অসংখ্য, অগণনীয়, কিন্তু সে সকলের নিরোধ ত করিতেই হইবে। নিরোধ না করিলে চিত্ত সমাধিযুক্ত হইবে না। পক্ষে, মুমুক্ষুগণের দেখিতেছি, ইহাতে প্রবৃত্তিই হইবে না। অসংখ্য, অগণনীয় দেখিয়াই তাঁহারা ইহার নিরোধার্থে অপ্রবৃত্ত হইবেন। অতএব এখন উপায় ? আচার্য্য সূত্রকার তাহারও উপায় বিধান করিতেছেন। অসংখ্য হইলেও বিভাগ করিয়া নির্ণয় করিলে উহার আর অনির্ণেয়ত্ব থাকে না। সেই বিভাগই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ। ৫ সূং

ভাষ্য। ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ। খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যোঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতাঅপ্যক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি। অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে। সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি। এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ ॥ ৫

প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে দ্বিবিধ ভাগ করিতে পার। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যাহারা ক্লেশজনক তাহারা ক্লিষ্ট বৃত্তি এবং যাহারা অক্লেশ (মোক্ষ) জনক, তাহারা অক্লিষ্ট বৃত্তি। অনন্তর ইহাদের মধ্যেও পাঁচটি বিভাগ করিতে পার *। বিভজ্যমান পদার্থ সকল ইহাদের এক একটি অবয়ব। বুদ্ধিবৃত্তির "পঞ্চতয়ী" একটি যৌগিক নাম। পঞ্চ অবয়ব যাহার সেই পঞ্চতয়ী। বুদ্ধিবৃত্তির পাঁচটি অবয়ব আছে, পাঁচটি ইহার বিভাগ হয় সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি পঞ্চতয়ী।

অথবা এরূপেও বিভাগ করিতে পার, পঞ্চাবয়ব (পঞ্চতয়ী) বুদ্ধিবৃত্তি দ্বিবিধ। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। সুখ-দুঃখ-জনক ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি-ক্ষেত্র বৃত্তি সকলকে ক্লিষ্ট বৃত্তি কহে। এবং যাহারা সংসার-বিরোধিনী অথচ বিবেকের জননী তাহাদিগকে অক্লিষ্ট বৃত্তি কহে। অক্লিষ্ট বৃত্তি সকল ক্লিষ্ট-বৃত্তি-প্রবাহে পতিত হইলেও নষ্ট হয় না। আপন স্বরূপেই বলবৎ থাকে। অক্লিষ্ট বৃত্তি সকলের ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট ক্লিষ্ট বৃত্তি যেমন অপ্রতিহত ভাবে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ ক্লিষ্টবৃত্তি সকলের ছিদ্রমধ্যেও অক্লিষ্ট বৃত্তি অপ্রতিহত ভাবেই অবস্থিত থাকে, কিছু মাত্র সে ক্ষীণ হয় না। বরং হস্তিযূথে প্রবিষ্ট সিংহীর ন্যায় সেই অক্লিষ্ট বৃত্তিই হস্তিযূথসদৃশ শত শত ক্লিষ্ট বৃত্তি সকলের নিবৃত্তি করে। কেবল নিবৃত্তিই করে, এইমাত্র নহে,—আবার সঙ্গে সঙ্গে আপন সজাতীয় অক্লিষ্ট সংস্কারকে উৎপন্নও করে। সেই উৎপন্ন অক্লিষ্ট সংস্কারও, আবার নিজ-

* সে কিরূপ ? ইহার পরেই ৬ ষ্ঠ সূত্রে বলিব।

জনক অক্লিষ্ট বৃত্তিকে উৎপন্ন করে। এই-রূপে যাবৎ পরবৈরাগ্য লাভ না হই-তেছে * তাবৎকাল এই অক্লিষ্ট বৃত্তি ও অক্লিষ্ট সংস্কারের একটি চক্র নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে। ফলতঃ অক্লিষ্ট বৃত্তি যেমন ক্লিষ্ট বৃত্তির নিবর্ত্তক, তদ্রূপ পরবৈরাগ্য (ধর্ম্মমেঘসমাধি) অক্লিষ্ট বৃত্তিরও নিবর্ত্তক। যোগীর পরবৈরাগ্য দ্বারা যখন অক্লিষ্ট বৃত্তিরও নিবৃত্তি হয় তখন তাহার চিত্ত কৈবল্য-অবস্থা প্রাপ্ত হয় †। এই অবস্থাই প্রকৃত পক্ষে চিত্তের বা চিত্ত-বৃত্তির প্রলয়াবস্থা। এই রূপে পঞ্চতয়ী বৃত্তিরা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট-ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৫

সূ। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥৬

সূ। তত্র প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭

প্রমাণ ১ বিপর্য্যয় ২ বিকল্প ৩ নিদ্রা ৪ স্মৃতি ৫, বুদ্ধিবৃত্তির সমুদায়ে এই পাঁচটি মাত্র বিভাগ করা যায়। সুতরাং বুদ্ধি-বৃত্তিরূপী একটি অবয়বীর এই পাঁচটি অব-য়ব। অতএব এখন অবধি, বুদ্ধিবৃত্তি শব্দে প্রমাণাদি এই পাঁচটি বৃত্তির বোধ হয়, ইহা স্থির করিয়া রাখ। উহাদের মধ্যে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই তিনটি বৃত্তিকে প্রমাণ-বৃত্তি বলিয়া জানিবে।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপ-রাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশে-ষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং। ফলমাব-শিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। "বুদ্ধেঃ প্রতি-সংবেদী পুরুষঃ" ইত্যুপরিষ্টাৎ উপপাদয়িষ্যামঃ ॥

পৌরুষেয় ব্যবহারের জনক যে, অ-জ্ঞাত তত্ত্বের বোধ তাহাকে 'প্রমা' কহে ‡ যে সকল বৃত্তি এই প্রমার সাধন তাহা-রাই প্রমাণ। প্রমাণ শব্দের এইটি যৌগিক অর্থ। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম ইহারা তিনটিই ঐরূপ প্রমার সাধন, এই জন্যই ইহাদিগকে "প্রমাণ" বলা হয়। এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবৎ ও প্রধান। অনুমান ও আগম-প্রমাণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য অগ্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণেরই পরিচয় দিতে হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দিয়া চিত্ত বহির্দ্দেশে যায়, গিয়া বাহ্য বস্তুতে উপরক্ত হয়। সেই বাহ্য বস্তুর উপরাগ (সং-স্কার) জন্য বাহ্য-বস্তু-বিষয়া, সামান্য-বিশেষা-ত্মক বাহ্য বস্তুর * বিশেষাংশে বা বিশেষ রূপে যে নিশ্চয় অর্থাৎ তাদৃশ বিশেষাবধারণাত্মিকা যে, চিত্তের প্রধানা বৃত্তি তাহাকে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কহে ‡। এই প্রত্যক্ষ-বৃত্তির অনন্তরভাবি একটি ফল আছে, সেটি সেই চিত্তরূপি দর্পণে প্রতি-বিম্বিত পৌরুষেয় বোধস্বরূপ। ইহারই নাম 'বুদ্ধিবোধ'। এই বুদ্ধিবোধকেই প্রমা কহে। অতএব প্রত্যক্ষ, এই বুদ্ধিবোধটি না জন্মাইতে পারিলে প্রমাণই হয় না। সুতরাং এক্ষণে ইহা অনায়াসে বলিতে পার, "প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, অফল প্রত্যক্ষ ও ফল প্রত্যক্ষ। যাহার ফল (প্রমাবোধ) নাই,

* পরবৈরাগ্যের লক্ষণ সূত্রকার আপনিই ইহার পরে বলিবেন।

† অর্থাৎ জ্ঞানপ্রসাদ মাত্রে অবস্থিত হয়।

‡ আর একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই, কতিপয় পং-ক্তির পরেই প্রমা পদার্থ পরিষ্কার রূপে জানিতে পারিবে।

* বস্তু সকল কাহারও মতে সামান্যাত্মক, কাহার ও মতে বিশেষাত্মক, ইহাঁদের মতে সামান্য-বিশেষা-ত্মক।

‡ এই প্রত্যক্ষ ষড়বিধ। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ প্রকার। শ্রোত্র দ্বারা যে প্রত্যক্ষ তাহাকে শাব্দপ্রত্যক্ষ বা "শাব্দবোধ" কহে। ত্বকের দ্বারা গ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে ত্বাচ প্রত্যক্ষ কহে। চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কহে। রসনাগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে রাসনিক প্রত্যক্ষ কহে। এবং ঘ্রাণগ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ কহে। ষষ্ঠ মানস প্রত্যক্ষ। মানস প্রত্যক্ষে মন (চিত্ত) বাহ্য বস্তুতে উপরত হয় কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে না। এই মাত্র বিশেষ।

সেটি অফল প্রত্যক্ষ এবং যাহার ফল (প্রমা বোধ) আছে সেটি ফল প্রত্যক্ষ"। অফল প্রত্যক্ষকে এশাস্ত্রে 'প্রত্যক্ষাভাস' এবং ফল প্রত্যক্ষকে এ শাস্ত্রে 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। 'প্রমা' পদার্থ এখানে বিশেষ রূপে নির্ণীত হইল না। "প্রতিসংবেদী পুরুষঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সমস্তই খুলিয়া কহিব।

ক্রমশঃ।

প্রকৃত ধর্ম্মসাধন।

ধর্ম্মসাধনের তিনটি অবস্থা আছে; প্রথম ব্রহ্মভয়; দ্বিতীয়, ব্রহ্মপ্রীতি, তৃতীয়, ব্রহ্মযোগ। এই তিন অবস্থার সম্পূর্ণ সাধনই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। ব্রহ্মযোগের অবস্থা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, উহাতে উপনীত হইতে হইলে ব্রহ্মভয় ও ব্রহ্মপ্রীতি অবস্থাদ্বয়ের মধ্যদিয়া উপনীত হইতে হয়। ব্রহ্মভয়ের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক অবস্থার সম্পূর্ণরূপে সাধন না করিলে তৎ-পরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। ব্রহ্মভয়ের সম্পূর্ণ সাধন না হইলে ব্রহ্ম-প্রীতির অবস্থা এবং ব্রহ্মপ্রীতি সম্পূর্ণরূপে সাধন না হইলে ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যিনি ব্রহ্মভয় প্রকৃতরূপে সাধন না করিয়া ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম-প্রেমিক হইতে পারেন না, আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রীতির প্রকৃত সাধন না করিয়া ব্রহ্ম-যোগী হইতে চেষ্টা করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মযোগী হইতে পারেন না। ধর্ম্মসাধনের এই তিনটি অবস্থা ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণী স্বরূপ। ইহার এক শ্রেণীতে শিক্ষা না করিলে এবং যতদূর শিক্ষা করা আবশ্যক, ততদূর শিক্ষা না করিলে তাহার উপরকার শ্রেণীতে উঠিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মভয় ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা। ব্রহ্ম-ভয়ই জ্ঞানের আরম্ভ। ইহা অতি যথার্থ কথা। ঈশ্বর অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহান্; আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি অপবিত্র, অতি নীচ; তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট দায়ী, আমাদের অন্যায় কার্য্যে তিনি অস-ন্তুষ্ট হয়েন, তিনি পাপীর শাস্তা, পাপের শাস্তি ইহকালে হউক অথবা পরকালে হউক পাইতেই হইবে, অপবিত্র পাপীর নিকট তিনি "ভীষণং ভীষণানাং"; উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক, এবং সর্ব্বদাই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, এই বিশ্বাস হইতেই ব্রহ্মভয়ের উৎপত্তি। এই ব্রহ্মভয় আমা-দের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে আমা-দের জ্ঞানচক্ষু অনুক্ষণ উচ্চে উন্মীলিত থাকে, এবং পরম পিতা ঈশ্বরকে অস-ন্তুষ্ট করিবার ভয়ে আমরা অন্যায় ও পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হই। আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের অনুগত ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং আমাদিগের চরিত্রকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করাই ব্রহ্মভয়ের কার্য্য। যতদিন ব্রহ্মভয় তাহার এই কার্য্য সম্পাদন না করে, তত দিন উহা আমাদি-গের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হয় না। যখন ব্রহ্মভয়ের অবস্থা হইতে আমরা যথার্থই উত্তীর্ণ হই, যখন আমরা ঈশ্বরনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্র-চরিত্র-সম্পন্ন হই তখন ব্রহ্মভয় আমাদিগের হৃদয় হইতে স্বতই চলিয়া যায় এবং সহজেই আমাদি-গের আত্মায় ব্রহ্মের প্রতি প্রীতিভাবের উদয় হয়। ঈশ্বর পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, অতএব যত-কাল না অপবিত্রতার প্রতি গভীর ঘৃণা এবং পবিত্রতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমাদের

হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, যতকাল না আমাদের চরিত্র বিশুদ্ধ হয় তত কাল আমরা প্রকৃত রূপে ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হই না, ততকাল আমরা সেই পূর্ণ পবিত্রস্বরূপকে যথার্থ রূপে প্রীতি করিতে পারি না। ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় অবস্থা। ব্রহ্মভয়ের অবস্থা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অবস্থা, এবং ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ও প্রেমের অবস্থা। ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আর ভয় থাকে না, কারণ তখন আমরা অপবিত্র কামনা ও পাপবাসনা হইতে মুক্ত। তখন ঈশ্বর আর আমাদিগের নিকট উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক নহেন, কারণ তখন আমরা পাপ হইতে—তাঁহার অপ্রীতিকর ও অসন্তোষজনক কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছি। সে অবস্থায় ঈশ্বর আর আমাদিগের সম্মুখে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ না করিয়া সর্ব্বদা প্রেমমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, কারণ তখন আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহার পূর্ণ পবিত্রতার স্বর্গীয় মহান ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে শিখিয়াছি। ব্রহ্মভয়ের অবস্থায় আমরা যেমন ঈশ্বরকে ভয়ের সহিত উপাসনা করি, ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থায় আমরা তাঁহাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করি। এই অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগের প্রিয়তম সুহৃদ হয়েন, তখন আমরা তাঁহাকে পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করি এবং তিনি যে বাস্তবিকই "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ" তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। স্বাভাবিক উপায়ে, অর্থাৎ ব্রহ্মভয়-সাধনার পর, ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে প্রীতি করিতে পারি এবং তাঁহাকে প্রীতি করিয়া যে ভূমানন্দ লাভ করা যায় তাহা অনেকানেক ব্রহ্ম-ভয়-সাধন-বিমুখ ব্রাহ্মের ন্যায় কাল্পনিক রূপে নহে কিন্তু সত্য সত্যই আস্বাদন করিয়া আমাদিগের জীবন সার্থক করি। যখন আমরা ব্রহ্মপ্রীতির চরমাবস্থায় উপনীত হই তখন আমাদিগের আত্মা পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে, তাঁহার সহবাস করিতে স্বতই উৎসুক হয়। এইরূপে ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা আমাদিগকে ব্রহ্মযোগের অবস্থায় উত্থাপিত করে। ব্রহ্মযোগের অবস্থায় সাধক সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহিত বাস করেন, তাঁহার সহচর, অনুচর হয়েন, তাঁহাকে নিকটতম বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বোধ করেন। এই অবস্থাতে তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন। এই ব্রহ্মযোগের অবস্থা ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সম্যক রূপে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতে সক্ষম হইলে, সাধক বাস্তবিকই পাপচিন্তা, পাপকামনা ও পাপাচরণের অতীত হয়েন এবং ইহ জীবনে মনুষ্যের পক্ষে যতদূর পবিত্র হওয়া সম্ভব ততদূর পবিত্র হয়েন।

আমরা উপরে ধর্ম্মসাধনের যে উপায় প্রদর্শন করিলাম তাহাই ধর্ম্মসাধনের স্বাভাবিক উপায়। এই স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করিলেই প্রকৃত রূপে ধর্ম্মসাধন করা যায়। আমরা দেখিতেছি আজ কাল ব্রাহ্মগণ এই স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করিতেছেন না। ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা ব্রহ্মভয়ের সাধনা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা একেবারেই ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা অতি অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাতে তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মসাধন হইতেছে না। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের আধ্যাত্মিক-ভয়-

প্রদর্শনকারী গানের অবিষয়ীভূত হইয়াছেন অনেক ব্রাহ্ম ইহা মনে করেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তাহা হইতে পারেন নাই। আমাদিগের রিপু সকল যেরূপ দুর্দমনীয় তাহাতে মৃত্যুর ভয়প্রদর্শনকারী গীত অথবা বক্তৃতা আমাদিগের জন্য অতীব আবশ্যক। ব্রহ্মভয়ের অভাব বশত অনেক ব্রাহ্মকে এক্ষণে তাঁহাদিগের বক্তৃতাতে ঈশ্বরের প্রতি ঈশ্বরের মহান্ স্বরূপের অনুপযোগী নিতান্ত অযথা-প্রয়োগ করিতে দৃষ্ট হয়েন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মভয়ের ভাব প্রায় অন্তর্হিত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট সাধন হইতেছে। যে সকল ব্রাহ্ম ব্রহ্মপ্রীতি কিংবা ব্রহ্মযোগের সাধনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে প্রকৃত ব্রহ্মপ্রীতি বা প্রকৃত ব্রহ্মযোগের অবস্থায় উপনীত হয়েন নাই তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন এই যে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচরিত্র-সম্পন্ন দেখা যায় না। এরূপ অনেকানেক ব্রাহ্ম দেখা যাইতেছে যাঁহারা ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগের সাধনা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা রিপু সকল দমন করিতে পারেন নাই, নীচ কামনা ও নীচ বাসনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনেক কার্য্য করেন, ধন মান যশের প্রতি তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় অযথা প্রীতি, এবং স্বার্থপরতার সহিত তাঁহাদের দুশ্ছেদ্য যোগ। আমরা দেখাইয়াছি পবিত্রচরিত্র-সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থা ব্রহ্মভয়ের সাধন না করিলে যথার্থ ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মযোগ সাধন করা যায় না। চরিত্র পবিত্র না হইলে, ধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই থাকিলে কি প্রকারে সেই ধর্ম্মরাজ, পুণ্যের আধার, পবিত্রতার প্রস্রবণ পূর্ণ পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যথার্থ প্রীতি হইবে, আর কি প্রকারেই বা আমরা প্রকৃতরূপে তাঁহার সহবাস করিতে পারিব, তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিব। অতএব ব্রহ্মভয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মভয়ের সাধনরূপ সোপান ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্ম-প্রীতি ও ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার অন্য উপায় নাই। সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতির নিয়ম বলবৎ দেখা যায়, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বলবৎ। যাঁহারা ভয়ের অবস্থা দিয়া প্রীতির অবস্থায় উত্তীর্ণ না হয়েন তাঁহারা পিতার আদর-প্রাপ্ত সন্তানের ন্যায় মন্দপ্রকৃতি হয়েন। আমরা প্রকৃতধর্ম্মসাধনাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন ধর্ম্মসাধনের এই স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করেন; তাঁহারা যেন ব্রহ্মভয়ের অবস্থার সাধন না করিয়া ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থা, কিংবা ব্রহ্মপ্রীতির অবস্থার সাধন না করিয়া ব্রহ্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে নিরর্থক চেষ্টা না করেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(১)

বিপ্লব সকল উন্নতির মূল। সাধারণত বিপ্লব তিন প্রকার; রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব। তন্মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য বিপ্লব অনায়াসে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বৈদিক অত্যাচারে যখন ভারত-ভূমি জীব-রুধিরে রঞ্জিত হইতেছিল, আর্য্যগণ, মনুষ্য ও পশুর রক্তে নানা প্রকার হোম করিয়া চরিতার্থ হইতেন, লোমহর্ষণ-"নরমেধ", "অশ্বমেধ", "গোমেধ" প্রভৃতি যজ্ঞ সকল স্বর্গের সোপান ও ধর্ম্মের দ্বার বলিয়া ঘোষণা করি-

তেন, সেই সময় ভগবান বুদ্ধদেব (১) বলিয়া উঠিলেন "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অমনি ভারতে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই ধর্ম্ম বিপ্লব দ্বারা আর্য্যসমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইল, কত শত রাজসিংহাসন চূর্ণ হইল, ভারতীয় ভাষা সকল নূতন জীবন লাভ করিয়া নানা প্রকার আভরণে ভূষিত হইল।

বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মধ্যকালে একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। যদিচ সেই বিপ্লব দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কিঞ্চিৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা ভাষার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

যখন তান্ত্রিক অত্যাচারে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন হইতেছিল, তান্ত্রিকগণ পঞ্চ "ম—" কার দ্বারা নিষ্ঠুরতা ও অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন অসাধারণ-ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্য দেব নৃত্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

চৈতন্য দেব প্রধানতঃ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে বাঙ্গালায় সমাজ ও ভাষাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ জাতি-ভেদ-বিলোপ ও বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির আংশিক সূত্রপাত করেন। বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বশত চৈতন্য ও তাঁহার সহচরবর্গ পুরাণোক্ত সংস্কৃত বচন সকল প্রচলিত ভাষায় বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ঈশ্বর-প্রেম প্রকাশ করিতেন কিন্তু অলক্ষিত ভাবে তদ্দ্বারা ভাষার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। জননী বঙ্গভাষা এখন কেবল গান করেন না; একটুকু বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় পাদ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

চৈতন্যের শিষ্যগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাহার উল্লেখ হইতে পারে না। রমেশ বাবু সে সমস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এবম্প্রকার উল্লেখের তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল "বাঙ্গালা সাহিত্যের" ই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জীবগোস্বামীর
করচা।

চৈতন্যের শিষ্যগণ মধ্যে বোধ হয় জীব গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে জীব গোস্বামীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

দৈবযোগে গৌড় দেশের এক ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন॥

(১) আদি বুদ্ধ কে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থানুসারে বিগত কল্পে এক সহস্র বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৯৯৭ জনের নাম দুষ্প্রাপ্য। প্রচলিত কল্পেও এক সহস্র বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে চারি জন মাত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। লব্ধনির্ব্বাণ বুদ্ধদিগের নাম।

১ বিপশ্চিত।
২ শিক্ষী।
৩ বিশ্বভূ। } বিগত কল্পে অবতীর্ণ।

৪ ক্রকচচন্দ্র।
৫ কঙ্ক মুনি।
৬ কশ্যপ।
৭ সিদ্ধার্থ। } প্রচলিত কল্পে অবতীর্ণ।

সুবিখ্যাত হজসন সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে এক খানি গ্রন্থ "সপ্ত-বুদ্ধ-স্তোত্র" নামে খ্যাত। তৎপাঠে বিপশ্চিতই আদি বুদ্ধ অনুমিত হন। সেই গ্রন্থোক্ত, সিদ্ধার্থ বা সাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী, বুদ্ধদিগের আয়ুঃকাল নিতান্ত কাল্পনিক।

জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষি হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥
শিব আরাধন কৈল তীব্র ব্রত করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
তাঁহার নিকটে গেলে পূরিবেক কাম॥
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্ল্লভ যাহা সর্ব্ব-দুঃখ-হর্ত্তা॥
আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।
গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥
বিপ্রের সংসার ক্ষয় উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তায় হৃদয়॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখি জনে।
গুগলি খুঁজিতে হস্তে মিলায় রতনে॥
কত দিনে বৃন্দাবন ধামে সনাতন।
নিকট হইল যাঞা সুকৃতি ব্রাহ্মণ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি করযোড়।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্ট বাক্য প্রিয়ঙ্কর॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন করি কৃপা করি মোর মাথে॥
গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি ভজিলাম বহুকাল রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর স্থানে।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আনে॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী হই মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল।
কিম্বা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে করে শান্ত॥
হায় হায় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমান মহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি লয়ে চল দেখাইয়ে দেই।
বিস্মিত হইল তেকারণে কহি নাই॥
ব্রাহ্মণের লইয়া যমুনা তীরে গিয়া।
বাম হস্ত তর্জ্জনি অঙ্গুলি হেলাইয়া॥
কহে এই খানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে বলে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব স্নান না করিয়া॥
পুনঃ তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এহেন পদার্থ গোসাঞি দিল কি কারণে॥
রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণাতে না হেরে॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাহার চরণে যাঞা শরণ লইব।
বিনা মূলে তার পদে বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বুটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥

গোসাঞির পদেতে পড়িয়া বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিল বিস্তর॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম॥
শরণ লইল তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমধনে॥
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পাইবে।
ঘরে যাঁও কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে॥
তেঁহো কহে নাহি যাব, তোমার চরণে।
শরণ লইল কৃপাকর মূঢ় জনে॥
গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি নিয়ে করে।
টানমারি ফেলাইল যমুনা মাঝারে॥
গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হইল।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈল॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিল কৃষ্ণ-প্রেম সঞ্চারিয়া॥

ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজীউ বোধ হয় জীবগোস্বামী-প্রণীত "বৈষ্ণবতোষিণী" দর্শন করেন নাই। কারণ সেই গ্রন্থে জীবগোস্বামীর বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভর-দ্বাজ-কুল-জাত সুবিখ্যাত কর্ণাট রাজের এক পুত্র, তাহার নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের দুই পত্নী ছিল। মহিষীদ্বয়ের গর্ভে রাজা অনিরুদ্ধের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর, কনিষ্ঠ হরিহর। জ্যেষ্ঠ শাস্ত্র-বিদ্যায় কনিষ্ঠ শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চরমাবস্থায় অনিরুদ্ধদেব স্বীয় রাজ্য দুই ভাগ করত দুই পুত্রকে দান করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। হরিহর বাহুবলে রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। রূপেশ্বর হৃতরাজ্য হইয়া পৌরস্ত্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৌরস্ত্যরাজ শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন। তথায় অবস্থান কালে রূপেশ্বরের এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখা হইয়াছিল। পদ্মনাভ পৌরস্ত্য দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী নরহট্ট নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মে। পুত্রগণের নাম—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের এক পুত্র, তাহার নাম কুমার। কুমার বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুমারের অনেক গুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিন জনই বিখ্যাত, যথা—সনাতন, রূপ, বল্লভ। বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী।

রূপ ও সনাতন উভয়ই বাঙ্গালার রাজাসনের নিম্ন সোপানে উপবেশন করিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। অবশেষে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নশ্বর ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী সেই সকল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনিও ঈশ্বরপ্রেমিক, সুতরাং পিতৃব্যদ্বয়ের প্রদত্ত ধন তুচ্ছ বোধে সে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেন।

এই সত্যের আশ্রয়ে দেশ মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, নাভাজীউ তাহাই ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

জীব গোস্বামী প্রণীত "করচা" আমরা দর্শন করি নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় এক খানা দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র; ইহাতে রূপ বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কি রূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেন সার কারাগার হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুই ভ্রাতার

গোবর্দ্ধন দর্শন তথায় নিত্য-বস্তু-বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জরী চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণ-সহচরীদিগের বয়োনিরূপণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকারের কিছুমাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় বটে। বিবিধার্থ-সংগ্রহ-লেখকের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালে রচিত হইয়াছে।"

জীব গোস্বামীর করচা রচনার পর চৈতন্য-মতাবলম্বী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক গুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা তন্মধ্যে কেবল বৃন্দাবনদাস-প্রণীত "চৈতন্য ভাগবত" বা "চৈতন্য মঙ্গল" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থদ্বয়ের বিস্তারিত সমালোচন করিব। বৃন্দাবনদাস একটী ভয়ানক লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদ্ধত গ্রন্থকার বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাই। তিনি জীবিত থাকিলে হয় ত অদ্য—আমাদের সমালোচন পাঠ করিবার সময় খড়্গধারণ পূর্ব্বক বসিয়া থাকিতেন। তিনি কথায় কথায় শাক্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শীর্ষে পদাঘাত করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যাহাই বলুন না কেন এবম্প্রকার অগ্নিশর্ম্মাকে আমরা প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"বোধ হয় তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি এক দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকল লোকের প্রাণ সংহার করিতেন।"

ক্রমশঃ।

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ২১৫ পৃষ্ঠার পর।

এই উপস্থিত "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বিচার করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম-মীমাংসা-পক্ষীয় যে সকল আপত্তিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞগণের অবলম্বনীয় শাস্ত্রই বেদান্ত। সমুদয় উপনিষৎ এবং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে তৎসমস্তই বেদান্ত-শব্দের বাচ্য। এই বেদান্ত-শাস্ত্রের মীমাংসাস্বরূপ সমস্ত শারীরক সূত্রও বেদান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্র কেবলই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। তাহাতে ক্রিয়ার গন্ধমাত্র নাই। কিন্তু কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রায় অনুসারে তাদৃশ অক্রিয়াপর শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে। অক্রিয়ার্থ জন্য তাহার প্রামাণ্য নাই। কর্ম্মীদিগের মতে হয় তাহা কর্ম্মমীমাংসার পরিশিষ্ট, না হয় তাহা শ্রবণ মননাদি রূপ স্বতন্ত্র প্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় বা পুরুষার্থ না থাকায় সেরূপ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। এই সকল আপত্তিকে শঙ্করাচার্য্য স্বীয় পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ সমস্তের মীমাংসা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত মীমাংসায় বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদসম্বন্ধে শঙ্কর তাদৃশ কোন পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণও করেন নাই এবং তাহার ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা প্রদর্শনার্থ কোন যত্নও করেন নাই। শঙ্কর কহিতেছেন—

(১) "তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং, সর্ব্বশক্তি, জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং, সম-

স্বয়াৎ। সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ একস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।"

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের কারণ ব্রহ্মকে কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদভাগ হইতেই অবগত হওয়া যায়। কি প্রকারে? না, সমন্বয় দ্বারা। কেন না, সকল বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র উপনিষৎ আর ব্রাহ্মণখণ্ড ও মন্ত্রবর্ণের অন্তর্গত যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে তৎসমস্তই তাৎপর্য্যতঃ ঐ প্রকার অর্থপ্রতিপাদনে অনুগত। সমস্ত উপনিষদের, এবং আর আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদবাক্য সমূহ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যে যে প্রকরণে আছে সেই সমস্ত প্রকরণের, আদি অন্ত মধ্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তাহার অন্তর্গত সমুদয় শ্রুতি-বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়ে সমন্বিত।

(২) "নচ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপপ্রতিপাদন-পরতাবসীয়তে।"

ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের ক্রিয়া-প্রতিপাদন-পরতা নাই। তাহাদিগের কেবল ঐকান্তিকী ব্রহ্মপরতাই দৃষ্ট হয়। তৎসমস্তের কোন অংশে ক্রিয়াকারীরূপ যজমান, ক্রিয়া-সাধনরূপ পদ্ধতি বা বিধিপালন এবং ক্রিয়ার ফলরূপ অলৌকিক স্বর্গাদি প্রতিপাদিত হয় নাই। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য কেবল ব্রহ্মস্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করায় মাত্র। নতুবা তাঁহাকে কোন ক্রিয়ার অলৌকিক ফল রূপে নির্দ্দেশ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে কোন ভোগ্য ফলরূপে লাভ করেন না; কিন্তু স্বীয় সংসার-বাসনায় জড়িত অমুখ্য জীবত্বকে বিসর্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার মুখ্য আত্মারূপে জানেন। এইরূপ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ দ্বারা তিনি স্বীয় যজমানত্ব, ক্রিয়া ও তাহার অনিত্য ফল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তদবস্থায় তিনি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হন। তখন কেবল সংসারাতীত, জ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তাঁহার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হন মাত্র। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের এইরূপ অদ্বয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা আছে, কিন্তু ক্রিয়াকারকতা, ক্রিয়া-সাধনা, ও ফললাভ রূপ ক্রিয়াঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ হইলে জীবাত্মাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার থাকে না। সেই হেতু তিনি তখন আপনাকে ব্রহ্মলাভের কর্ত্তা অথবা জ্ঞাতা রূপে এবং ব্রহ্মকে আপনার কোন জ্ঞানানুষ্ঠানের ফল অথবা জ্ঞেয়রূপে অনুভব করেন না। তখন তিনি সকলের সাধারণ-আত্মা-স্বরূপে অদ্বয় আত্মাকে আত্মা বলিয়া অবগত হন মাত্র তখন তাঁহার ব্যষ্টি-প্রকৃতি-গত ক্ষুদ্র দ্বৈতভাব, হৃদয়-গ্রন্থি, সংশয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় কে কাহাকে দেখিবে বা ভোগ করিবে?

"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে।" ইতিশ্রুতি।

ধীরেরা প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া দেব লোকাদির যে অমৃতত্ব তাহাকে অধ্রুব অমৃতত্ব জানিয়া এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থানকে ধ্রুব অমৃতত্ব অনুভব পূর্ব্বক ইহ সংসারের অনিত্য বিষয় সকল আর প্রার্থনা করেন না। এতাবতা এতাদৃশ-স্বরূপ জ্ঞান-প্রতিপাদনই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মাত্মক-জ্ঞান-প্রকাশিকা আদরবতী শ্রুতির কর্ত্তৃস্বরূপাদি ক্রিয়াঙ্গ-প্রতিপাদকতা সম্ভব নহে। তাহার তাদৃশ অর্থান্তর কল্পনা করা সঙ্গত নহে। যদি কেহ তাহা করেন তবে শ্রুতহানি ও অশ্রুত-কল্পনা-দোষ ঘটিবে।

(৩) "নচ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বং। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ।" "তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং।" ইত্যাদি।

সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় এমত নহে। যেহেতু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য যে ব্রহ্মাত্মভাব তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ।" এই সমস্ত বিচারের মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মস্বরূপ চক্ষুর্কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গোচররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। অনুমান ও উপমানের গোচর নহে। তাহা সিদ্ধবস্তুস্বরূপ। ফলে বিপক্ষপক্ষের আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তু হন তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় কেন না হইবেন? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন যে সিদ্ধ বস্তু হইলেই যে প্রত্যক্ষাদি প্রমানের বিষয় হইবেক এমত নহে। যেমন "আমিত্ব-বোধ"। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। তথাপি নিশ্চয় হইতেছে "আমি আছি"। এই "আমিত্ব-বুদ্ধি" অনুভবে অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়ে সিদ্ধ আছে। এই অনুভব-সিদ্ধ "আমিত্ব-বুদ্ধি" রূপ প্রত্যয়ে কাহারো সন্দেহ হয় না। অতএব ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি এই "অহংবুদ্ধির" ন্যায় অনুভব কিনা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। বরং ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে, সাংসারিক জীবের "অহংবুদ্ধি" অপেক্ষা, অধিক বিশদরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। "আমি আছি" এই সহজ জ্ঞান যেমন জ্ঞানী ব্যক্তির আছে, সেই রূপ মূর্খেরও আছে। তৎসম্বন্ধে উভয় প্রকার ব্যক্তিরই স্থির নিশ্চয় আছে। কিন্তু তারতম্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। যেমন কোন রঙ্গশালাস্থ স্ফটিক-কমল-পরিশোভন আলোকাবলি দর্শনে অবোধ বালকে সেই স্ফটিকোপাধি সমূহকেই আলোকের স্বরূপ মনে করে, সেইরূপ সংসার-মোহে বিমূঢ় অদূরদর্শী জনেরা হৃদয়-কমল-বাসী, সর্ব্বসাধারণের আত্মাস্বরূপ, সকল জ্ঞানজ্যোতির আশ্রয় স্বরূপ, সকল রূপের সাগর-স্বরূপ এবং সকল আনন্দ ও সকল রসের উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রকাশে অনুপ্রকাশিত যে বিষয়ানন্দে প্রমত্ত অল্পজ্ঞ জীব তাহাকে আত্মাপদে বরণ করিয়া থাকে। তদপেক্ষাও মূঢ় জনেরা জীবের পশ্চাৎ প্রকাশিত বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ প্রভৃতি যে সকল অনিত্য কোষ আছে তাহার এক একটিকে উত্তরোত্তর আত্মা বলিয়া জানে। কিন্তু জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত ইহারা কেহই স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, বা স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা নহে। পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত তারতম্যরূপে অনুপ্রকাশিত হয় বলিয়া মূঢ় জনেরা তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সে জ্ঞান অধ্যাস মাত্র। পরমাত্মাই আত্ম-বুদ্ধির প্রকাশক। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য ও স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ। তিনি স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহার সিদ্ধতা আত্ম-প্রত্যয়-মাত্র-সার। তিনি জীবের বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় নহেন। কেন না, তিনি সিদ্ধ বস্তু। তিনিই মুখ্য আত্মা। তাঁহার আলোকে অনুপ্রকাশিত হওয়ায়, জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও দেহাদি যে আত্মা বলিয়া গৃহীত হয়, সে আত্মাভাবের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য একমাত্র তাঁহাতেই অর্ষে। ঠিক্ সেই প্রকার, যেমন মূঢ় কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত স্ফটিক-কমলের দীপ্তি তত্রাধিষ্ঠিত দীপেতে বর্ত্তিয়া থাকে। এতাবতা লোকে আত্মস্বরূপকে জানুক বা না জানুক তাহাদের ব্যবহৃত "আত্মা" শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরমাত্মাতে। সেই পরমাত্মা হইতে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ আত্মবোধরূপ আলোকের স্রোত অবি-

রল ধারে পঞ্চকোষ ভেদ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া লোক সকল অনিত্য কর্ত্তৃ-ভোক্তৃস্বরূপ জৈবিক ব্যবহার বা দেহাদিকে আত্মা বলিয়া মানিতেছে। সেই সকল কর্ত্তৃভোক্তৃ ও দেহাদি-জনিত সুখ, দুঃখ আত্মাতে আরোপ পূর্ব্বক অশেষ সংসার-তাপ ভোগ করিতেছে। কিন্তু সত্য-সিদ্ধ পরমাত্মা যিনি সকলের মুখ্য আত্মা তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি স্পর্শিতে পারে না। "তিনিই আত্মা," "তিনিই আমি" এজ্ঞান জন্মিলে, প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন অহংভাব এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অশেষ অভিমান বিগত হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা, যিনি আপনার আত্মজ্যোতির মূল-উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া এই দেহ-কুটীরে দিবানিশি মুহ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাকে অহংভাব ও তাঁহার উপকরণ স্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি যাবতীয় আবরণ হইতে মুক্ত না করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। ঐ সকল অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর আবরণ সমস্তকে ব্যতিরেক করিলেই জানা যায় যে পরমাত্মার আভাসরূপ অনুপ্রকাশই জীবাত্মার প্রকাশক। জীব স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। তখন সেই জীবাত্মার জ্যোতি ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পরমাত্মাই মুখ্য আত্মারূপে গৃহীত হন। এই যে অদ্বয় ব্রহ্মাত্মভাব ইহাই "তত্ত্বমসি," "অহংব্রহ্মাস্মি," "প্রজ্ঞানংব্রহ্ম," ইত্যাদি বৈদান্তিক মহাবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য। এ ভাব প্রত্যক্ষ ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর নহে। জীবের সূক্ষ্ম শরীর অথবা পঞ্চভূতের কোন প্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম লিঙ্গের ন্যায় অনুমেয় ও উপমেয়ও নহে। সুতরাং সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু ও আত্মজ্ঞানের মূল উৎস হইলেও, এবং তাঁহার আশ্রয়ে সহজে "আমিত্ব" বোধ জন্মিলেও মিথ্যা ও অধ্যস্ত জ্ঞানের তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানোপদেশে শাস্ত্রের অধিকার আছে। ক্রিয়াপর ও ফল-শ্রুতি-জ্ঞাপক শাস্ত্রের সে অমূল্য অধিকার হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের এবং তাহার মীমাংসাস্বরূপ শারীরকাখ্য বেদান্ত দর্শনেরই তাহাতে অধিকার। এই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ক্রিয়া ও বিধির সংস্পর্শ না থাকাতে তাহার যদি অপ্রামাণ্য হয়; তাহা মূঢ় কর্ম্মীদিগের নিকটেই হইবেক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশে তাহা অতিমাত্র উপযুক্ত। শুদ্ধ উপযুক্ত নহে, কিন্তু সেই সর্ব্বভুবন-প্রকাশক ব্রহ্মকে তাহা একেবারে সাক্ষাৎ আত্মারূপে অনুভব করিয়া দেয়। বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে কোন ক্রিয়া বা সাধনার ফলরূপে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু জীবের হৃদয়-কমলের মধ্যে তাঁহাকে জাজ্বল্যমান আত্মারূপে উদয় করিয়া বাসনা-ঘটিত ইন্দ্রজাল এবং যাগযজ্ঞাদি-ঘটিত কর্ম্মান্ধকারকে বিদূরিত করিয়া দেয়। অতএব কর্ম্মীরা যে কহেন যে সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ আত্মাকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় না থাকায় কোন পুরুষার্থ নাই সে কথা সঙ্গত নহে। কেননা, তদ্রূপে পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদনে অবশ্যই হেয়োপাদেয়ত্ব ও পুরুষার্থ আছে। কারণ জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন যে সকল দেহাত্ম প্রাণাত্ম, মনাত্ম, ও বিজ্ঞানাত্ম ভাব তাহা যথার্থ আত্মভাব নহে। তৎসমস্তকে তিরস্কৃত করিতেই হইবে। তাহাই হেয়। সে সকল দ্বৈতস্বরূপ মায়িক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মজ্ঞান আপনিই উদিত হয়। তাহাই

উপাদেয়। সুতরাং, এতাদৃশ ভাবে ব্রহ্মস্বরূপকে জীবের সিদ্ধ আত্মারূপে প্রতিপাদন করায় অবশ্য পুরুষার্থ আছে। এই ব্রহ্মাত্মভাব সকলের অনুভবনীয় নহে। অধিকাংশ লোকই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ব্যবহারিক সত্তা ও দেহাদিকে "আমি" বোধ করিয়া সংসারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। কোন প্রকার সাংসারিক বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিপত্তি তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারিতেছে না। কোনরূপ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, অনশন, তীর্থসেবা এ ভবসাগর হইতে কখন কাহাকেও উদ্ধার করে নাই, করিবেও না। কেবল একমাত্র বৈদান্তিক জ্ঞানই তরণী। বেদান্ত-শাস্ত্র দ্বৈত-স্বরূপ যে অনাত্মা তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় পরমাত্মাকে জীবের আমিত্ব পদে বরণ করিয়াছেন। শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী পুরুষেরা প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন মিথ্যা আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরমাত্মাকেই আমি বলিয়া জানেন। এই প্রকারে ক্ষুদ্রে ও ব্যষ্টিতে আমিত্ব-বোধ তিরস্কৃত এবং মহতে ও সমষ্টিতে আমিত্ব-বোধ উপার্জ্জিত হওয়ায় জীবের মোক্ষলাভ হয়। সেই মোক্ষ কোন ফল নহে কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমাত্ম-স্বরূপের প্রকাশ মাত্র। কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র হইতেই এই প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রমাণত্ব এবং শাস্ত্রের ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা সিদ্ধ হইল।

উপরে জীবের যেরূপ ব্রহ্মাত্মস্বরূপ মোক্ষাবস্থা কথিত হইল তৎপ্রতি অন্যান্য বাদীদিগের আপত্তি আছে। সেই আপত্তির মর্ম্ম ও তাহার মীমাংসা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। সম্প্রতি, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা কি অভিপ্রায়ে অল্পজ্ঞ জীবকে তিরস্কার পূর্ব্বক পরমাত্মাকে আমি বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া উচিত। তাহা জ্ঞাত না হইলে, ঐ আপত্তি ও তাহার মীমাংসা বুঝা যাইবে না। কেন না এই বর্ত্তমান কালে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা নাই। অনেকে সাংসারিক জীবকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ষড়্ভোপাসনা দ্বারা তাহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। সুতরাং "আমি ব্রহ্ম" এবোধ তাঁহাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই সংলগ্ন হইবে না। পক্ষান্তরে অনেকের সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্ট জীবাত্মা কখনও স্রষ্টা হইতে পারে না, উপাসক কখন উপাস্য হইতে পারে না এবং স্বাধীন জীবাত্মা কখনও ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া নিজে ব্রহ্ম হইতে পারে না। এস্থলে আমরা তাঁহাদিগের সকলকে সাহস দিয়া বলিতেছি যে, বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমূহের অপলাপ করেন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, কল্প, কল্পান্তর, অসংখ্য অসংখ্য স্বর্গাদি লোকমণ্ডল এবং অসীম অসীম ভোগ-কালব্যাপী যে সংসার তাহার অধিকার মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উপাসকত্ব প্রভৃতি সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে ভূরি বিচার বেদান্ত দর্শনের পশ্চাতের সূত্রসমূহে আছে। আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই তাহার উপাদেয় সিদ্ধান্ত সকল দেখা দিতে থাকিবে। ফলে সার কথা এই যে সে সকল সিদ্ধান্ত কেবল সাংসারিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অহং ব্রহ্ম ভাবের পারমার্থিক তাৎপর্য্য কি আমরা কেবল তাহাই বলিয়া প্রকৃত বিষয়ে মনোযোগ করিব।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ" শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

"জীবনকুসুম," (কতিপয় ধর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

বগুড়া পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

"গোবিন্দ-গীতিকা," তত্ত্ব সঙ্গীত এবং "শারদোৎসব," গীতিনাট্য নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত।

"গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা" শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য।০ চারি আনা।

"Elements of Hydrostatics pneumatics." In Hindi. By Novina chandra Rai of Lahore price 8 Annas.

"The Anti Christian" a Monthly Journal, exposing the absurdities of the christian faith. Edited by Kaliprasanna Kavyabisharad price Rs 3 in advance per annum. single copy eight annas.

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩১ চৈত্র বুধবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

পৌষ ও মাঘ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৭৯৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২১৬৫।/১৫
সমষ্টি	৩০৪৫ ৶১৫
ব্যয়	৭১৭।/০
স্থিত	২৩২৭৸৵১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		১৮০৸/১০
দান প্রাপ্তি।		
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲	
" হরিমোহন নন্দী	১০৲	
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲	
" কাশীনাথ দত্ত	২৲	
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲	
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১৲	
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১৲	
" মনোয়ারিলাল বস্থ	১৲	
" ক্ষেত্রমোহন ধর	১৲	
" রামলাল ঘোষাল	১৲	
আনুষ্ঠানিক দান		
শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৲	
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	৫৲	
	১৪০৲	
দানাধারে প্রাপ্ত	৩২।১০	
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৪||/০	
পুরাতন খড় বিক্রয়	৪৲	
	১৮০৸/১০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১৪৬।০
পুস্তকালয় ...		১০২।৶০
যন্ত্রালয় ...		৩১৮॥৶১৫
গচ্ছিত ...		১৩১॥/১৫
সমষ্টি		৮৭৯৸৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮২।/১০
পুস্তকালয়	৯৭৸৵৫
যন্ত্রালয়	২২৭।০
গচ্ছিত	৫২ ৵৫
সমষ্টি	৭১৭।/০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

513